

Combine harvester cuts farming cost



By Bangladesh Post Desk

Published : 04 Mar 2023 08:23 PM | Updated : 04 Mar 2023 08:23 PM



There is no alternative to modernization and mechanization of agriculture to ensure food security in the global economic recession. 12 categories of machinery are being distributed in Haor and Coastal areas with 70 per cent subsidy and 50 per cent subsidy in plains through Agricultural Mechanization Scheme through Integrated Management. Category 12 machines are combine harvesters, reapers and reaper binders, rice transplanters, seeder/bed planters, power threshers, maize shellers, power sprayers, power weeders, dryers, potato diggers and potato chips making machines.

So far, a total of 25,165 agricultural machines have been distributed under the scheme, out of which 7256 are combine harvesters. These agricultural machines are changing the life of agriculture and farmers.

Tariq Mahmudul Islam, project director of the 'Agriculture Mechanization through Integrated Management' project, agriculturist, said these things recently.

The project director also said that during Ropa Amon season, the amount of cultivated land in Bangladesh is 57 lakh 30 thousand 764.2 hectares. The amount of land harvested by combine harvesters is 6 lakh 42 thousand 870.51 hectares which is 11.22% of the total cultivated land.

The amount of saving to the farmer in harvesting paddy by combine harvester is about Tk 549 crore 21 lakh. Harvesting of paddy by combine harvesters has prevented about 2 lakh 18 thousand tons of grain wastage with a market value of about Tk 570 crore 20 lakh. The total amount of money saved by farmers in the use of combine harvesters during the planting season in Bangladesh is about Tk 1119 crore 41 lakhs.

Talking to the project director, Mr. Tariq Mahmudul Islam, it is known that 11 thousand 800 taka is spent in cutting, threshing and threshing 1 acre of land by laborers in the traditional method. Harvesting, threshing and threshing of 1 acre of land through combine harvester costs only 6 thousand rupees (all costs included). That is, the profit per acre of land through combine harvester is 5 thousand 800 taka. Post-harvest wastage of combine harvesters is 2-3%, compared to 10-12% in conventional systems.

The Deputy Director of Agriculture Extension Department, Bhola, Hasan Warisul Kabir said that in Bhola, harvesting of paddy by combine harvester during Ropa Amon season has saved about 89 crore 74 lakh rupees. Deputy Director, Directorate of Agriculture Extension, Sherpur said that total savings of Tk 4 crore 54 lakh have been achieved as a result of harvesting paddy by combine harvester during Ropa Aman season in Sherpur district. Besides, Deputy Director of Agriculture Extension Department, Kishoreganj, Mr. Abdus Sattar said that the total amount of money has been saved as a result of harvester harvester paddy cutting in Ropa Amon season in Kishoreganj.

Deputy Director, Directorate of Agricultural Extension, Sunamganj, Bimal Chandra Som said that in Sunamganj, harvester paddy cutting in Ropa Aman season has saved about 34 crore 46 lakh Tk.

A farmer using a combine harvester is Abul Barakat of Sunamganj. He purchased a Yanmar AG 600 model combine harvester from the Mechanization Scheme through 70% subsidy. While talking to him, he said, I sincerely thank the Chief Minister, Agriculture Minister, Project Officers and all those with whose hard work I got the combine harvester. He also said sir what should I say before the combine harvester came we had to suffer a lot. People were not available at the time of paddy harvesting and many crops were destroyed in floods. Now I earn 8-10 lakh Tk excluding all expenses in both Aman and Boro seasons.

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

বাংলার জাগরণ

05-Mar-23 Page:1 Size:1169980 col*inch

Tonality: Positive

কম্বাইন হারভেস্টারে ধান কাটায় সাশ্রয় হয়েছে ১১১৯ কোটি টাকা

বাংলার জাগরণ

১ শনিবার ৪ মার্চ, ২০২৩ / ১৩ বার পঠিত



প্রিন্ট নিউজ

বিশেষ প্রতিনিধি: কম্বাইন হারভেস্টারে ধান কাটায় রোপা আমন মৌসুমে ১১১৯ কেটি টাকা সশ্রয় হয়েছে।

এই সঙ্গে কম্বাইন হারভেস্টারে ধান কাটায় প্রায় ৫৭০ কেটি ২০ লাখ টাকা দামের ২ লাখ ১৮ হাজার টন শস্যের অপচয় রোধ হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' প্রকল্পের প্রিচালক কৃষিবিদ তারিক মাহমুদুল ইসলাম জানান, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কৃষির আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের কোনও বিকল্প নেই। এজন্য সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় ১২ ক্যাটাগরির যন্ত্র হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলে ৭০ শতাংশ এবং সমতলে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি বিতন করা হচ্ছে। এ ১২ ক্যাটাগরির যন্ত্রগুলো হলো; কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার ও রিপার বাইন্ডার, রাইস ট্রাঙ্কপ্লাটার, সিডার বা বেড প্লাটার, পাওয়ার ফ্রেসার, মেইজ শেলার, পাওয়ার স্প্রেয়ার, পাওয়ার উইডার, ড্রায়ার, পটেটো ডিগার ও পটেটো চিপস বানানোর যন্ত্র। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ভর্তুকী দিয়ে ৭২৫৬টি কম্বাইন হারভেস্টারসহ মোট ২৫ হাজার ১৬৫টি কৃষি যন্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এসব কৃষি যন্ত্র কৃষি ও কৃষকের জীবন বদলে দিচ্ছে।

প্রকল্প পরিচালক আরও বলেন, রোপা আমন মৌসুমে সারা বাংলাদেশে ৫৭ লাখ ৩০ হাজার ৭৬৪.২ হেক্টের জমিতে ফসলের আবাদ করা হয়। এরমধ্যে কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ৬ লাখ ৪২ হাজার ৮৭০. ৫১ হেক্টের জমির ধান। যা মোট আবাদি জমির ১১.২২ শতাংশ।

কম্বাইন হারভেস্টার ধান কাটায় কৃষকের সশ্রয় হয় প্রায় ৫৪৯ কেটি ২১ লাখ টাকা। কম্বাইন হারভেস্টারে ধান কাটায় শস্যের অপচয় রোধ হয়েছে দুই লাখ ১৮ হাজার টন। যার বাজার দাম প্রায় ৫৭০ কেটি ২০ লাখ টাকা। রোপা আমন মৌসুমে সারা বাংলাদেশে কম্বাইন হারভেস্টার ব্যবহারে কৃষকের মোট অর্থ সশ্রয় হয় প্রায় এক হাজার ১১৯ কেটি ৪১ লাখ টাকা।

প্রকল্প পরিচালক তারিক মাহমুদুল ইসলাম আরও জানান, সনাতন পদ্ধতিতে শ্রমকের মাধ্যমে ১ একর জমির ধান কাটা, মাড়াই ও বাড়াইয়ে খরচ হয় ১১ হাজার ৮০০ টাকা। কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে ১ একর জমি ফসল কাটা, মাড়াই ও বাড়াইয়ে খরচ হয় ৬ হাজার টাকা (সব খরচ মিলিয়ে)। অর্থাৎ কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে প্রতি একর জমিতে লাভ হয় ৫ হাজার ৮০০ টাকা। কম্বাইন হারভেস্টারের ফসল কাটায় প্রবর্তী অপচয় ২ থেকে ৩ শতাংশ। যা সনাতন পদ্ধতিতে ১০ থেকে ১২ শতাংশ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভেলার উপপরিচালক হাসান ওয়ারিসুল কবিরের বরাতে তিনি জাননা, ভোলায় রোপা আমন মৌসুমে কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে ধান কাটায় প্রায় ৮৯ কেটি ৭৪ লাখ টাকা সশ্রয় হয়েছে। এছাড়া একই দণ্ডের শেরপুরের উপপরিচালক সুকল্প দাস জানান, শেরপুর জেলায় রোপা আমন মৌসুমে কম্বাইন হারভেস্টারে ধান কাটায় মোট অর্থ সশ্রয় হয়েছে প্রায় চার কেটি ৫৪ লাখ টাকা। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জের উপপরিচালক আবুসু সাতার জানান, কিশোরগঞ্জে এমোসমে কম্বাইন হারভেস্টারে সহায়তায় ধান কেটে অর্থ সশ্রয় হয়েছে প্রায় ১৯৪ কেটি ৩৪ লা টাকা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সুনামগঞ্জের উপপরিচালক বিমল চন্দ্র সোম জানান, সুনামগঞ্জে রোপা আমন মৌসুমে কম্বাইন হারভেস্টারে ধান কাটায় প্রায় ৩৪ কেটি ৪৬ লাখ টাকা সশ্রয় হয়েছে।

কম্বাইন হারভেস্টার ব্যবহারকারী সুনামগঞ্জের বৌরারং ইউনিয়নের রজোগাইর গাও প্রামের কৃষক মো. আবুল বারাকাত বলেন, তিনি ইয়ানমার এজি ৬০০ মডেলের একটি কম্বাইন হারভেস্টার ৭০ শতাংশ ভর্তুকির মাধ্যমে যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প থেকে ক্রয় করেছেন কম্বাইন হারভেস্টার আসার আগে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হতো। ধান কাটার সময় লোক পাওয়া যেতো না। বন্যায় অনেক ফসল নষ্ট হয়ে যেতো। এখন আমি আমন ও বোরো দুই মৌসুমে সব খরচ বাদ দিয়ে ৮ থেকে ১০ লাখ টাকা আয় করি।



05-Mar-23 Page:1 Size:2515896 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 15,951

অর্থনীতি-ব্যবসা

ইউটিউবে দেখে প্রথমবার ব্লাক রাইস চাষেই সফল রেজাউল

March 4, 2023 ⏳ 4 Mins Read

ইউটিউবে দেখে প্রথমবার ব্লাক রাইস চাষেই সফল রেজাউল

জুমবাংলা ডেক্স: ইউটিউবে দেখে রাজবাড়ীতে প্রথম ব্লাক রাইস বা কালো ধান চাষ করে সফল হয়েছেন কৃষি উদ্যোগী রেজাউল সেখ। রোপণের ৮০ দিনের মধ্যে তার ক্ষেত্রে বাতাসে দোল খাচ্ছে কালো ধান। বাংলানিউজ-এর প্রতিবেদক কাজী আব্দুল কুদুসের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বিস্তারিত।

তার এ সফলতা দেখতে ছুটে যাচ্ছেন স্থানীয় অন্যান্য কৃষকেরা। তারাও কালো ধান চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। বাজারে এ কালো ধানের চালের ব্যাপক চাহিদা থাকায় ও কৃষি বিভাগের সহায়তা পেলে আগামীতে বাণিজ্যিকভাবে কালো ধান চাষের পরিকল্পনা করছেন কৃষক রেজাউল সেখ।

রাজবাড়ী জেলা সদরের দাদশী ইউনিয়নের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কামালপুর গ্রাম। এ গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমবারের মতো ১৫ শতাংশ জমিতে ব্লাক রাইস প্রজাতির ধান চাষ করেছেন তিনি। দেশি জাতের ধানের

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

মতো একই প্রক্রিয়ায় এ কালো ধান চাষ করা হয়।

গত ৩০ বছর ধরে ধান, পাট, গমসহ নানা রাকমের সবজির চাষ করেন রেজাউল সেখ। চলতি মৌসুমে ইউটিউব দেখে আগ্রহী হয়ে ব্লাক রাইস জাতের ধানের বীজ সংগ্রহ করে নিজ জমিতে রোপণ করেন তিনি। এতে বাস্পার ফলন হওয়ার আশা করছেন তিনি।

বেশি দামের এ কালো ধানের চাষ এবং উপকারিতার কথা শুনে অনেক কৃষক এখন রেজাউল সেখের ক্ষেত্র দেখতে আসছেন। অন্যান্য ধানের তুলনায় কয়েকগুণ দাম বেশি হওয়ায় স্থানীয় কৃষকেরাও অনুপ্রাণিত হচ্ছেন এ জাতের ধান চাষে। স্থানীয় বাজারে প্রতি কেজি কালো ধানের বীজ ৫০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।



রাজবাড়ী সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সুত্রে জানা গেছে, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফ্লাভিনয়েড বা এনথোসায়ানিন খুব বেশি পরিমাণে থাকায় এ চালের রঙ কালো হয়। এ উপাদানটির কারণে ক্যানসার, হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ এবং ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে প্রতিহত করতে সহায়তা করে। কালো চাল ক্যানসার প্রতিরোধে অনন্য। এ চালে আয়রন বেশি, কিন্তু শর্করা কম। আর এ চালের ভাত অনেক বেশি পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর। কালো ধানে প্রচুর এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

কৃষক রেজাউল সেখ বলেন, ধানের বীজ ৫০০ টাকা কেজি কিনেছি। চাউল ৩০০ টাকা কেজি বিক্রি করতে পারলে আমি লাভ করতে পারবো। আগামীতে আমি আরও বেশি কালো ধান চাষ করবো। ইউটিউবে দেখে আগ্রহী হয়ে কৃষি বিভাগের পরামর্শে আমি এ ধান চাষ শুরু করি।

তিনি আরও বলেন, দুর্যোগ সহনশীল বলে প্রমাণিত এ ব্লাক রাইসের চাল একটু মোটা। কৃষি অফিস সব সময় পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা করেছে। তারা আমার এ ধানকে বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

স্থানীয় কৃষক আফজাল সেখ বলেন, এখন থেকেই এ কালো ধানের যে চাহিদা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তাতে আশা করা যাচ্ছে এ কালো ধানের চাউল ৩০০ টাকা কেজি বিক্রি হবে। আমি নিজেও আগ্রহী হয়েছি এ ব্লাক রাইস চাষাবাদে।

আরেক কৃষক মামিন মণ্ডলবলেন, কৃষক রেজাউল সেখ তার নিজের জমিতে প্রতি বছর বিভিন্ন ফসলের চাষ করেন। এবার তিনি কালো ধান চাষ করেছেন। আমরা দেখতে পেয়েছি ভালো ফল হয়েছে। আমরা তার সঙ্গে আলোচনা করে কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্লাক রাইসের চাষাবাদ শুরু করবো।

স্থানায়রা বলেন, কৃষক রেজাউল সেখ একজন কৃষি উদ্যোক্তা। রাজবাড়িতে তান প্রথম ব্লাক রাহস ধানের চাষ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধানের কোনো ক্ষতি হয়নি। ফলনও ভালো হয়েছে। তার ধান নিয়ে আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি। ধানের বাজার মূল্য ভালো হলে অনেক কৃষক এ ধান চাষে আগ্রহী হবেন।

জেলার সদর উপজেলা কৃষি অফিসের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. বশির আহমেদ জানান, নানাবিধ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এ কালো ধান ও চালের ব্যাপক চাহিদা থাকায় আগামীতে অধিক চাষাবাদের সম্ভাবনা আছে। চলতি মৌসুমে রাজবাড়ীতে কয়েকজন কৃষক এক একর জমিতে পরীক্ষামূলক ব্লাক রাইসের চাষ করছেন। নতুন এ জাতের ধান চাষাবাদে আগ্রহী কৃষকদের নানাবিধ পরামর্শ দিচ্ছে জেলা কৃষি বিভাগ।

কৃষক রেজাউল সেখ ছাড়াও জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলায় ব্লাক রাইস ধান চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন আরেক কৃষক টিপু সুলতান। তিনিও কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে এ ধানের চাষ শুরু করেন। বালিয়াকান্দি বহরপুর ইউনিয়নের তেঁতুলিয়া মাঠে প্রায় ৮০ শতাংশ জমিতে এ ধানের চাষ করে প্রথমবারে তিনি ধানের বাম্পার ফলন পাবেন বলে আশা করছেন।

উদ্যোক্তা টিপু সুলতান বলেন, ঢাকার একজন কৃষিবিদ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে এ ধানের বীজ সংগ্রহ করি। এরপর কৃষি বিভাগের পরামর্শে আমি ধান চাষ শুরু করি। ধানের পাশাপাশি আমার একটি নাস্রারি রয়েছে। কৃষি কাজে আমি রাজবাড়ী জেলার একজন সফল কৃষক হিসেবে পরিচিত।

বালিয়াকান্দি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. রফিকুল ইসলাম জানান, সাধারণ ধানের চেয়ে কালো ধানের দাম ও চাহিদা অনেক বেশি। রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে প্রথমবারের মতো কালো ধানের চাষে সাফল্য পেয়েছেন টিপু সুলতান। কৃষি বিভাগ থেকে আমরা এ জাতের ধান চাষে চাষিদের নানাবিধ পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছি।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

Maasranga24.com

05-Mar-23 Page:1 Size:1462208 col*inch
Tonality: Positive



ইউটিউবে দেখে প্রথমবার ব্লাক রাইস চাষেই সফল রেজাউল

০ 6 hours ago ■ বিভিন্ন সংবাদ ④ 14 Views

Like 164

Tweet

Share

Save

ইউটিউবে দেখে রাজবাড়ীতে প্রথম ব্লাক রাইস বা কালো ধান চাষ করে সফল হয়েছেন কৃষি উদ্যোক্তা রেজাউল সেখা রোপণের ৮০ দিনের মধ্যে তার ক্ষেত্রে বাতাসে দোল থাচ্ছে কালো ধান। বাংলানিউজ-এর প্রতিবেদক কাজী আব্দুল কুদুসের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বিস্তারিত।

তার এ সফলতা দেখতে ছুটে যাচ্ছেন স্থানীয় অন্যান্য কৃষকেরা। তারাও কালো ধান চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। বাজারে এ কালো ধানের চালের ব্যাপক চাহিদা থাকায় ও কৃষি বিভাগের সহায়তা পেলে আগামীতে বাণিজ্যিকভাবে কালো ধান চাষের পরিকল্পনা করছেন কৃষক রেজাউল সেখ।

রাজবাড়ী জেলা সদরের দাদশী ইউনিয়নের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কামালপুর গ্রাম। এ গ্রামে
পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমবারের মতো ১৫ শতাংশ জমিতে ব্লাক রাইস প্রজাতির ধান চাষ করেছেন তিনি।
দেশি জাতের ধানের মতো একই প্রক্রিয়ায় এ কালো ধান চাষ করা হয়।

গত ৩০ বছর ধরে ধান, পাট, গমসহ নানা রকমের সবজির চাষ করেন রেজাউল সেখ। চলতি মৌসুমে
ইউটিউব দেখে আগ্রহী হয়ে ব্লাক রাইস জাতের ধানের বীজ সংগ্রহ করে নিজ জমিতে রোপণ করেন
তিনি। এতে বাস্পার ফলন হওয়ার আশা করছেন তিনি।

বেশি দামের এ কালো ধানের চাষ এবং উপকারিতার কথা শুনে অনেক কৃষক এখন রেজাউল সেখের
ক্ষেত্র দেখতে আসছেন। অন্যান্য ধানের তুলনায় কয়েকগুণ দাম বেশি হওয়ায় স্থানীয় কৃষকেরাও
অনুপ্রাণিত হচ্ছেন এ জাতের ধান চাষে। স্থানীয় বাজারে প্রতি কেজি কালো ধানের বীজ ৫০০ টাকায়
বিক্রি হচ্ছে।

রাজবাড়ী সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, অ্যান্টিঅক্রিডেন্ট ফ্লাভিনয়েড
বা এনথোসায়ানিন খুব বেশি পরিমাণে থাকায় এ চালের রঙ কালো হয়। এ উপাদানটির কারণে
ক্যানসার, হৃদরোগ, ম্যায়ুরোগ এবং ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণে প্রতিহত করতে সহায়তা করে। কালো চাল
ক্যানসার প্রতিরোধে অনন্য।

এ চালে আয়রন বেশি, কিন্তু শর্করা কম। আর এ চালের ভাত অনেক বেশি পুষ্টি ও স্বাস্থ্যকর। কালো
ধানে প্রচুর এন্টিঅক্রিডেন্ট থাকায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

কৃষক রেজাউল সেখ বলেন, ধানের বীজ ৫০০ টাকা কেজি কিনেছি। চাউল ৩০০ টাকা কেজি বিক্রি
করতে পারলে আমি লাভ করতে পারবো। আগামীতে আমি আরও বেশি কালো ধান চাষ করবো।
ইউটিউবে দেখে আগ্রহী হয়ে কৃষি বিভাগের পরামর্শে আমি এ ধান চাষ শুরু করি।

তিনি আরও বলেন, দুর্যোগ সহনশীল বলে প্রমাণিত এ ব্লাক রাইসের চাল একটু মোটা। কৃষি অফিস সব
সময় পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা করেছে। তারা আমার এ ধানকে বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করার পরামর্শ
দিয়েছেন।

স্থানীয় কৃষক আফজাল সেখ বলেন, এখন থেকেই এ কালো ধানের যে চাহিদা আমরা দেখতে পাচ্ছি,
তাতে আশা করা যাচ্ছে এ কালো ধানের চাউল ৩০০ টাকা কেজি বিক্রি হবে। আমি নিজেও আগ্রহী
চাষছি এ রাতে মাটেম মামুরায়।

৩৭ম অসম জ্ঞান পর্যবেক্ষণ প্রতিবন্ধিতা

আরেক কৃষক মমিন মণ্ডলবলেন, কৃষক রেজাউল সেখ তার নিজের জমিতে প্রতি বছর বিভিন্ন ফসলের চাষ করেন। এবার তিনি কালো ধান চাষ করেছেন। আমরা দেখতে পেয়েছি ভালো ফলন হয়েছে। আমরা তার সঙ্গে আলোচনা করে কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্লাক রাইসের চাষাবাদ শুরু করবো।

স্থানীয়রা বলেন, কৃষক রেজাউল সেখ একজন কৃষি উদ্যোগী। রাজবাড়ীতে তিনি প্রথম ব্লাক রাইস ধানের চাষ করেন। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার কালো ক্ষতি হয়েনি। ফলনও ভালো হয়েছে। তার ধান নিয়ে আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি। ধানের বাজার মূল্য ভালো হলে অনেক কৃষক এ ধান চাষে আগ্রহী হবেন।

জেলার সদর উপজেলা কৃষি অফিসের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. বশির আহমেদ জানান, নানাবিধ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এ কালো ধান ও চানের ব্যাপক চাহিদা থাকায় আগামীতে অধিক চাষাবাদের সম্ভাবনা আছে। চলতি মৌসুমে রাজবাড়ীতে কয়েকজন কৃষক এক একর জমিতে পরীক্ষামূলক ব্লাক রাইসের চাষ করেছেন। নতুন এ জাতের ধান চাষাবাদে আগ্রহী কৃষকদের নানাবিধ পরামর্শ দিচ্ছে জেলা কৃষি বিভাগ।

কৃষক রেজাউল সেখ ছাড়াও জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলায় ব্লাক রাইস ধান চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন আরেক কৃষক টিপু সুলতান। তিনিও কৃষি উদ্যোগী হিসেবে এ ধানের চাষ শুরু করেন। বালিয়াকান্দি বহরপুর ইউনিয়নের তেঁতুলিয়া মাঠে প্রায় ৮০ শতাংশ জমিতে এ ধানের চাষ করে প্রথমবারে তিনি ধানের বাস্পার ফলন পাবেন বলে আশা করছেন।

উদ্যোগী টিপু সুলতান বলেন, ঢাকার একজন কৃষিবিদ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে এ ধানের বীজ সংগ্রহ করি। এরপর কৃষি বিভাগের পরামর্শে আমি ধান চাষ শুরু করি। ধানের পাশাপাশি আমার একটি নাস্তিরি রয়েছে। কৃষি কাজে আমি রাজবাড়ী জেলার একজন সফল কৃষক হিসেবে পরিচিত।

বালিয়াকান্দি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. রফিকুল ইসলাম জানান, সাধারণ ধানের চেয়ে কালো ধানের দাম ও চাহিদা অনেক বেশি। রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে প্রথমবারের মতো কালো ধানের চাষে সাফল্য পেয়েছেন টিপু সুলতান। কৃষি বিভাগ থেকে আমরা এ জাতের ধান চাষে চাষিদের নানাবিধ পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছি।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:822367 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

রাজশাহীতে আমের মুকুলের মৌ মৌ গন্ধ চারিদিকে



| মানফি ইসলাম নাজুমুল
(বরণ)

প্রকাশিত: ২:৪৯ অপরাহ্ন, মার্চ ৪, ২০২৩



রাজশাহীতে আমের মুকুলের মৌ মৌ গন্ধ চারিদিকে মুকুলের মৌ-মৌ আণ এখন রাজশাহীর বাতাসে। রাজশাহীতে কয়েক বছরের মধ্যে এবার আমবাগানে সবচেয়ে বেশি মুকুল এসেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে এবার আমের বাস্পার ফলন হবে। এবার রাজশাহীতে ১ হাজার ৬৩ হেক্টর জমিতে আমের চাষ বেড়েছে। আশা করা হচ্ছে, গত বছরের চেয়ে এবার প্রায় ২০ হাজার টন ফলন বাঢ়তে পারে।

রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এবার জেলায় ১৯ হাজার ৫৭৮ হেক্টরে আম চাষ করা হয়েছে। গত বছর এর পরিমাণ ছিল ১৮ হাজার ৫১৫ হেক্টর। গত বছর আমের উৎপাদন ছিল ২ লাখ ৬ হাজার ১৫৬ টন। এবার ২ লাখ ২৫ হাজার ৯১২ টন আম উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে।

রাজশাহীর বাঘা ও চারঘাট উপজেলায় সবচেয়ে বেশি আম চাষ হয়ে থাকে। চারঘাট ও বাঘার কিছু এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, মুকুলে আমগাছের পাতা ঢেকে আছে। প্রতিটি গাছে ব্যাপক মুকুল এসেছে। আগাম মুকুলগুলো গুটি হচ্ছে।

বাঘা থেকে সাদি এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান কয়েক বছর ধরে বিদেশে আম রপ্তানি করছে। এ প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী শফিকুল ইসলাম বলেন, তাদের ২৫০ থেকে ৩০০ বিঘা জমিতে আমবাগান আছে। এবার তাদের শত ভাগ গাছে আমের মুকুল এসেছে। এখন পর্যন্ত আবহাওয়াও আমের জন্য অনুকূল। এ অবস্থা যদি শেষ পর্যন্ত থাকে, তাহলে আবার আমের বাস্পার ফলন হবে।

চারঘাট উপজেলা ডাকরা গ্রামের আমচাষি আলী আজগার বলেন, কুয়াশার কারণে আগাম মুকুলের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। পরের মুকুলগুলো ভালো আছে। এবার যদি আর কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হয়, তাহলে গাছে প্রচুর আম হবে।

রাজশাহী ফল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, এবার আমের মুকুল ভালো আছে। আবহাওয়াও ভালো। বাস্পার ফলনের আশা করছেন তারা।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

দৈনিক
ইত্তেফাক

05-Mar-23 Page:1 Size:2349864 col/inch
Tonality: Positive, Reach: 14,388

এবার বাম্পার ফলনের আশা

রাজশাহীতে মুকুলে ছেয়ে গেছে আমের বাগান

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী

প্রকাশ : ০৪ মার্চ ২০২৩, ০৫:০৫



ছবি: ইতেকাক

রাজশাহীর আমবাগানের কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মুকুল এসেছে। অনুকূল আবহাওয়ার কারণে এখন পর্যন্ত মুকুলের বারে পড়ার হারও কম। কোথাও কোথাও আসতে শুরু করেছে গুটিও। কোন ধরনের কেমিক্যালের প্রয়োগ ছাড়াই এমন সুস্থ-সবল মুকুলের সৌরভে বাগানদের মুখে হাসি ফিরেছে। প্রত্যাশা করছেন, মুকুলের সঙ্গে সঙ্গে এবার আমেরও বাস্পার ফলন আসবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, লাভজনক ইওয়ায় প্রতি বছরই রাজশাহীতে বাড়ছে আমের বাগান। বড় বড় বাগান কমলেও উন্নত জাতের নতুন আমবাগান বাড়ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আগের বছরের তুলনায় এবার ১ হাজার ৬৩ হেক্টর জমিতে আমের বাগান বেড়েছে।

আমের রাজধানীখ্যাত রাজশাহী জেলায় এবার ১৯ হাজার ৫৭৮ হেক্টর জমিতে আমের বাগান রয়েছে। গত বছর ছিল ১৮ হাজার ৫১৫ হেক্টর। গত বছর আম উৎপাদন হয়েছিল ২ লাখ ৬ হাজার ১৫৬ মেট্রিক টন। এবার আমের গড় ফলনের পাশাপাশি অনুকূল আবহাওয়া থাকলে প্রত্যাশার বেশি ফলনের আশা রয়েছে।

রাজশাহীর বাঘা, চারঘাট ও দুর্গাপুর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি আমবাগান রয়েছে। এসব উপজেলার বিভিন্ন আমবাগান ঘুরে দেখা যায়, মুকুল নেই, বাগানে এমন কোনো আমগাছ নেই। উন্নত জাতের ছেট গাছগুলোতে ব্যাপক হারে মুকুল এসেছে। এখন পরিচর্যায় ব্যন্ত সময় পার করছেন চাষিরা। প্রায় প্রতিটি বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা গাছে মুকুল আসার আগেই পোকা দমন করতে আমগাছে কীটনাশক ছিটানোসহ পরিবেশবান্ধব পরিচর্যা করছেন। এছাড়া যারা দেশের বাইরে আম রপ্তানি করবেন তারা নিচেন বিশেষ পরিচর্যা।

দুর্গাপুর উপজেলার আমচাষি আবুল গফুর, সাইফুল ইসলাম, আবু বাক্তার জানান, শীতের জড়তা কাটিয়ে বসন্তের আগমনে ধীরে ধীরে উষ্ণ হাওয়ায় বাগানের প্রায় ৯৫ ভাগ গাছে আমের ঘুঁটল শোলা পাওজ। এ বছর ক্লিকারে পোকার আক্রমণ কম পাওয়ায় তাকিয়ান

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

সাহচর্য রুহুর চাষাবাদ প্রযোগ করে আশার জন্য আশার ক্ষেত্রে আশা
ফলনের আশা করছেন তারা।

দুর্গাপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাজিয়া সুলতানা জানান, এ উপজেলার মাটি আম চাষের জন্য খুবই উপযোগী। আমগাছে অল্প সময়ে ফলন পাওয়া যায়। মাত্র দুই-তিন বছর বয়স থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমের একটানা ফলন পাওয়া যায়। এ বছর দুর্গাপুরে ১ হাজার ৩২ হেক্টের জমিতে আমবাগান রয়েছে। কৃষি বিভাগের মাঠ কর্মীরা আমচাষিদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করছেন। তিনি জানান, দুর্গাপুর উপজেলার উৎপাদিত আমের গুণমান খুব ভালো। তাই এ উপজেলায় উৎপাদিত আমের চাহিদা প্রচুর।

বাধা উপজেলার সাদি এন্টারপ্রাইজ করেক বছর ধরে বিদেশে আম রপ্তানি করছে। এই প্রতিষ্ঠানের মালিক শফিকুল ইসলাম বলেন, তাদের ২৫০ থেকে ৩০০ বিশা জমিতে আমবাগান রয়েছে। এবার তাদের শতভাগ গাছেই মুকুল এসেছে। যেহেতু তারা আম দেশের বাইরে রপ্তানি করেন—তাই তারা আমগাছের বাড়িতি পরিচর্যা করছেন। এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সেই পরিচর্যার প্রক্রিয়াগুলো কিছুটা সহজ ও সান্ত্বনী বলেও জানান তিনি।

বাধা উপজেলার গোচর গ্রামের রাবিউল ইসলাম জানান, এলাকার প্রতিটি মানুষের আমগাছ রয়েছে। যে ব্যক্তি অন্যের জমিতে বসবাস করেন তিনিও বাড়ির আঙ্গিনায় একটি গাছ লাগিয়েছেন। বাধা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শফিউল্লাহ সুলতান বলেন, আমের কলম রোপণের দুই-তিন বছরের মধ্যে গাছে মুকুল ও ফল আসে। প্রতিটি গাছে দীর্ঘ সময় ধরে আম পাওয়া যায়। এই উপজেলার মাটি আম চাষের জন্য খুব উপযোগী।

রাজশাহী ফল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, রাজশাহীতে আম চাষের জন্য যে আবহাওয়াকে অনুকূল হিসেবে ধরা হয়, এখন তা শতভাগ রয়েছে বলা যায়। এ কারণে গাছে গাছে প্রচুর মুকুল এসেছে। এবার বাস্পার ফলনের প্রত্যাশা রয়েছে।

ইতেক্ষণ/এমএএম

Tk 500cr Haribhangha mango trade likely in Rangpur this year

Zakir Hossain . Rangpur

05 Mar 2023 00:00:00 | Update: 05 Mar 2023 00:18:55



Haribhangha mango trees sprout flowers at an orchard in Rangpur – Zakir Hossain

Rangpur farmers are expecting a bumper production of Haribhangha mango, a fibreless, fleshy and highly tasty local variety in Rangpur agriculture region this year.

Officials of the Department of Agricultural Extension (DAE) at its Rngpur regional office predict a super bumper output of the mango worth about Tk500cr following favourable climatic conditions.

Mango growers are now busy nursing the plants and trees in the orchards to achieve the target of bumper produce.

According to the DAE, the farmers have cultivated the mango on 3,215 hectares of land in all five districts of the region fixing the production target of 20-22 tonnes per hectare including on 1,887 hectares of land in Rangpur alone while it was 2,500 hectares last year.

Horticulture Specialist, DAE Rangpur region, Khondoker Mesbahul Islam said, the target of the farming is likely to exceed this year.

The field-level agriculture officers are advising the farmers to take care of the plants in the orchard for their huge economic potential.

Mostafizur Rahman, a mango grower and trader at Moyenpur village in Akhirhat union under Mithapukur upazila said, the plants have witnessed huge sprouting this year which started at the beginning of February and it will continue till mid of March.

The variety has a huge demand across the country for its unique taste. Traders from different areas of the district and elsewhere in the country have started advance contact with the local growers and purchase the orchards for business.

Deputy Director, DAE Rangpur, Obaidur Rahaman said the budding started early this year. The farmers will get bumper yield if the sprouting is not affected by the wild wind in the month of Boishakh.

Several mango orchards have been developed in different upazilas of the district over the past years as the growers found farming lucrative compared to other crops.

The number of orchards in the district has been increasing every year. Many of the paddy farmers have been cultivating mango in their lands instead of paddy for economic benefit. People in the villages are even seen cultivating the plant in their yards and abandoned spaces. Farming has strengthened the rural markets of the districts by creating huge job opportunities for vulnerable people that adds a new dimension to the regional economy.

The farmers are expecting to do business with the seasonal fruit for around Tk 500 crore this year while they traded around Tk 400 crore last year.

Being encouraged, the farmers started to plant Amropali and BARI -4 varieties of mango beside the Haribhangha variety in the district, Obaidur Rahman added.

Abdul Alim, a mango grower in Padaganj area under Badarganj upazila of the district said he developed an orchard on one acre of land. He is expecting a bumper harvest of the fruit if the weather remains favourable. The cultivation of the variety has a great significance in the district to change a lot of the rural people making them economically solvent.

Padaganj is the largest wholesale mango market in the region. The seasonal fruit is usually transported largely elsewhere in the country and even exported abroad from here.

Another farmer cum trader, Mahafuzar Rhaman who has a big orchard on eight acres of lands at Sukurer hat village in Moyenpur union of Mithapukur upazila said, the village is almost filled with mango orchards. The farmers who have high lands in the area, at least have a small mango orchard as the farming proved lucrative.

He earned Tk 15 lakhs selling the mango from the garden last year excluding all expenses.

RDRS Bangladesh Senior Coordinator Mamanur Rashid said the cultivation of Harivhangha mango is expanding every year in the region as the variety has got huge demand in the national and global markets.

নীলফামারীতে সূর্যমুখী চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকের



বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চাষ হচ্ছে সূর্যমুখী ফুল। ছবি: নীলফামারী প্রতিনিধি

জেলার খবর

নীলফামারী প্রতিনিধি

প্রকাশ: ০৮ মার্চ ২০২৩,
১১:৩৪ এএম

কেবল সৌন্দর্য বৃক্ষির জন্য নয়, এখন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেও চাষ হচ্ছে সূর্যমুখী ফুলের। দেশের ভোজ্যতেলের সংকট নিরসনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডন থেকেও সূর্যমুখী চাষে কৃষদের উন্নত করা হচ্ছে। বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে সার ও বীজ।

নীলফামারীর ডোমারে সূর্যমুখী চাষাবাদে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকের। উপজেলায় এবার সরকারী প্রগোদ্ধনার এক একর জমিতে তেল জাতীয় শস্য সূর্যমুখী চাষ করা হচ্ছে। বর্তমানে ফুলে ফুলে ভড়ে উঠেছে খেত। লাভের আশা করছেন হরিনচঢ়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের প্রতিবন্ধী কৃষক সুবাস চন্দ্র রায়।

তিনি বলেন, আমি বর্গা চাষি। আমাকে বিনা মূল্যে সার ও বীজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ডোমার উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি অফিসার নাজির হোসেন। আবাদে মোট খরচ আট হাজারের উপরে হতে পারে। জমিতে যেন ভালো ফলন পাই, সে কারণে প্রতি সপ্তাহে আমাকে পরামর্শ দিতে আসেন স্যার।

উপ-সহকারী অফিসার বলেন, কম খরচে সূর্যমুখী আবাদ করা যায়। ৩০ শতাংশ জমিতে সর্বোচ্চ ২৬৬ কেজি অথবা নিম্নে ১৬০ কেজি ফলন হতে পারে।

ডোমার উপজেলার কৃষি অফিসার (কৃষিবিদ) আনিতুজ্জামান বলেন, এবারে উপজেলায় এক একর জমিতে সূর্যমুখী চাষ হয়েছে। দেশে ভোজ্যতেলের সংকট নিরশনে কৃষিসম্প্রসারণ অধিদণ্ডন থেকে সূর্যমুখী চাষাবাদে কৃষকদের উন্নত করণে কাজ করে যাচ্ছে।

বিষয় : নীলফামারী সূর্যমুখী ফুল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডন সূর্যমুখী চাষ

দৈনিক পূর্বকোণ

05-Mar-23 Page:1 Size:861532 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 77



মুজিববর্ষে দেশসেরা আঞ্চলিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত

দৈনিক পূর্বকোণ

৪ মার্চ, ২০২৩ | ১২:৩৬ অপৰাহ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা

সূর্যমুখীতে স্বপ্নবুনন কৃষকের

বোয়ালখালীতে সূর্যমুখীর আবাদ হয়েছে প্রায় ৩ হেক্টর জমিতে। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে ক্ষেত। ভালো ফলনের আশা করছেন কৃষক। এ সূর্যমুখীর বাগানে প্রতিদিনই ভিড় করছেন নানান ব্যবসী লোকজন। পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মোবাইলে ছবি তুলছেন ফুল প্রেমীরা। আর মৌমাছি-প্রজাপতির ওড়াওড়ি মন কাঢ়ছে সকলের। উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, এনএফএলসিসি প্রকল্পের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূর্যমুখী চামে উদ্বৃক্ষ করছেন কৃষকদের। সেই আলোকে বোয়ালখালীতে পটি প্রদর্শনী করা হয়। এছাড়া রবি প্রশংসনায় প্রায় ২০ জন কৃষককে সার ও বীজ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সরকারি সহযোগিতা ছাড়াও ব্যক্তি উদ্যোগে হয়েছে সূর্যমুখীর চাষ। উপজেলার আমুচিয়ার পূর্ব খোরলা গ্রামের কৃষক আবদুল কাদের জানান, আমন ধান ঘরে তোলার পর তিনি সূর্যমুখীর বীজ বপন করেন। এখন তার ক্ষেত সূর্যমুখী ফুলে ভরে গেছে। আশা করছেন তিনি ভালো ফলন পাবেন। সারোয়াতলীর কঙ্গুরী এলাকার কৃষক মাঝুন উদ্দিন বলেন, নিজেদের জমিতে বপন করা প্রতিটি বীজ একেকটি ফুল হয়ে ফুটতে শুরু করেছে। আর কয়েকদিন পর শুরু হয়ে গেলে তা সংরক্ষণ করা হবে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সৌমিত্র দে বলেন, সূর্যমুখী গাছ লম্বায় ৩ মিটার হয়ে থাকে আর ফুলের ব্যাস ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। এর দানা হাঁস-মুরগির খাদ ও তেলের উৎস হিসেবে ব্যবহার হয়। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আতিক উল্লাহ বলেন, ‘এবার ৩ হেক্টর জমিতে সূর্যমুখীর চাষ হয়েছে। কৃষকরা উৎসাহ নিয়ে সূর্যমুখীর আবাদ করছেন। আমরা সহযোগিতা করে যাচ্ছি। প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ না হলে ফলন ভালো হবে। প্রতি কেজি সূর্যমুখীর দানা থেকে ৩০০-৪০০ গ্রাম পর্যন্ত তেল পাওয়া যায়। বাজারে প্রতি কেজি তেলের মূল্য প্রায় ৩শত থেকে ৪শত টাকা।’ তিনি জানান, “ভোজতেলের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি পুষ্টিগৃহে সূর্যমুখী বীজের তেল অনন্য। সরিয়া ও সূর্যমুখীর চাষবাদ বাঢ়াতে কৃষি অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।”

পূর্বকোণ/একে

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

Daily INDUSTRY

05-Mar-23 Page:6 Size:20 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 39,990



Mustard

harvesting continues in Panchagarh

Panchagarh Correspondent:

Farmers in the district have started harvesting Mustard with much-enthusiasm as they have got bumper production of the crop.

Mustard harvest has started in the first week of February which will continue till end of March.

Farmers are happy to see bumper production and get fair price of the oil need no

at a cost of free for boosting production of mustard. The DAE has also given training on use modern technology to the farmers for mustard cultivation to make the farming a success. "I have cultivated high yield Bari-14 variety of mustard on five bighas of land spending Tk 27,000 aiming to become financially self-reliant" said farmer

the price of the oil seed as per maund (40 kg) mustard is being sold at Tk 2500 to Tk 3000.

Many farmers have said favorable weather condition and timely supply of necessary agri-inputs were the main reasons behind the bumper production.

Department of Agricultural Extension (DAE) sources said about 6,040 hectares of land have been brought under mustard cultivation this year with the production target of 10535 metric tons of mustard seeds.

The DAE sources said this year the weather was good and the department has ensured supply of seed, fertilizers, pesticide and other agri-inputs to the farmers

of the area.

Sunil Kumar under

Debiganj upazila.

He said, "I am expecting over 40 maunds of output from the crop land".

Another farmer Rasidul said he mostly depends on mustard cultivation every season. He uses fungicide, pesticide along with chemical fertilizer at his mustard field during the time of tilling the land.

Deputy director of DAE Panchagarh Md Rias Uddin told fungicide and pesticide is boosting the production of farmers crop including mustard seed.

The farmer show more interest to grow the crops as its cultivation is easy and lucrative, he added.

Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)

National News Agency of Bangladesh

05-Mar-23 Page:1 Size:1100x840 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 9,033

Mustard harvesting continues in Panchagarh

 BSS

 04 Mar 2023, 18:02



PANCHAGARH, March 4, 2023(BSS) - Farmers in the district have started harvesting Mustard with much-enthusiasm as they have got bumper production of the crop.

Mustard harvest has started in the first week of February which will continue till end of March.

Farmers are happy to see bumper production and get fair price of the oil seed as per maund (40 kg) mustard is being sold at Taka 2500 to Taka 3000.

Many farmers have said favorable weather condition and timely supply of necessary agri-inputs were the main reasons behind the bumper production.

Department of Agricultural Extension (DAE) sources said about 6,040 hectares of land have been brought under mustard cultivation this year with the production target of 10535 metric tons of mustard seeds.

The DAE sources said this year the weather was good and the department has ensured supply of seed, fertilizers, pesticide and other agri-inputs to the farmers at a cost of free for boosting production of mustard.

The DAE has also given training on use modern technology to the farmers for mustard cultivation to make the farming a success.

"I have cultivated high yield Bari-14 variety of mustard on five bighas of land spending Taka 27,000 aiming to become financially self-reliant," said farmer Sunil Kumar under Debiganj upazila.

He said, "I am expecting over 40 maunds of output from the crop land".

Another farmer Rasidul said he mostly depends on mustard cultivation every season.

He uses fungicide, pesticide along with chemical fertilizer at his mustard field during the time of tilling the land.

Deputy director of DAE Panchagarh Md Rias Uddin told BSS fungicide and pesticide is boosting the production of farmers crop including mustard seed.

The farmer show more interest to grow the crops as its cultivation is easy and lucrative, he added.

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:6 Size:6 col*inch

Tonality: Positive, Circulation: 40,010

Mustard harvesting continues in Panchagarh

PANCHAGARH : Farmers
in the district have started

harvesting Mustard with much-enthusiasm as they have got bumper production of the crop, reports BSS.

Mustard harvest has started in the first week of February which will continue till end of March.

Farmers are happy to see bumper production and get fair price of the oil seed as per maund (40 kg) mustard

is being sold at Taka 2500 to Taka 3000.

Many farmers have said favorable weather condition and timely supply of necessary agri-inputs were the main reasons behind the bumper production.

Department of Agricultural Extension (DAE) sources said about 6,040 hectares of land have been brought under

mustard cultivation this year with the production target of 10535 metric tons of mustard seeds.

The DAE sources said this year the weather was good and the department has ensured supply of seed, fertilizers, pesticide and other agri-inputs to the farmers at a cost of free for boosting production of mustard.

The DAE has also given training on use modern technology to the farmers for mustard cultivation to make the farming a success.

"I have cultivated high yield Bari-14 variety of mustard on five bighas of land spending Taka 27,000 aiming to become financially self-reliant," said farmer Sunil Kumar under Debiganj upazila.



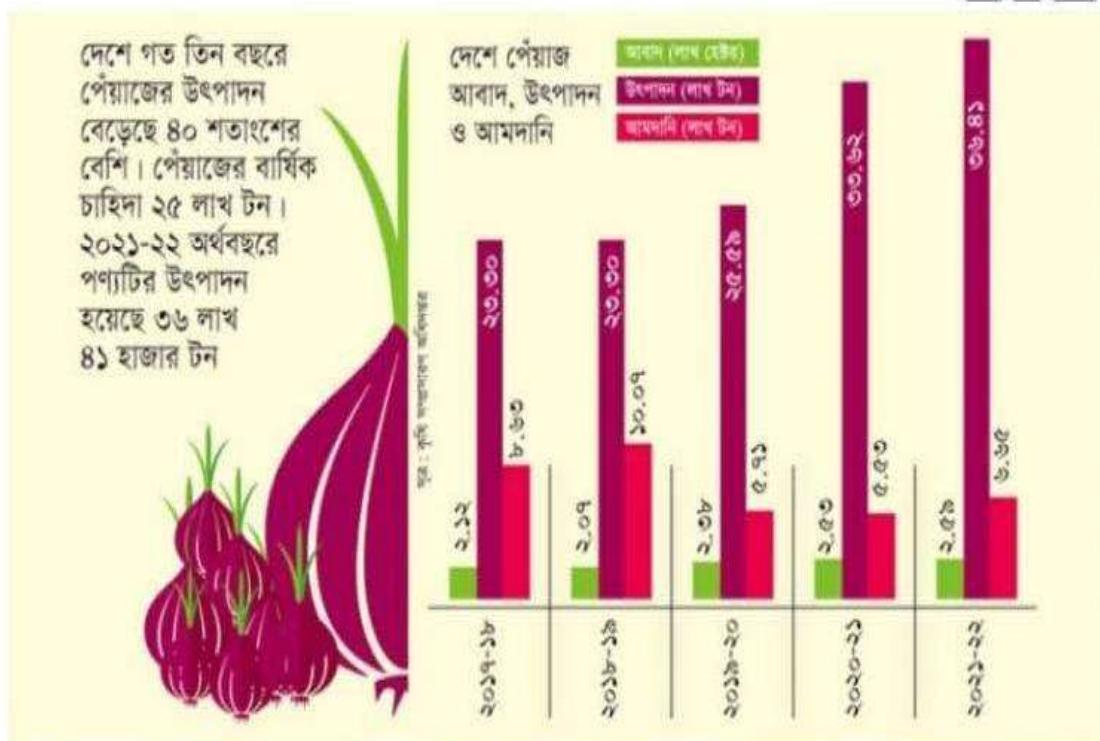
05-Mar-23 Page:1 Size:2543728 col*inch
 Tonality: Positive, Reach: 10

পেঁয়াজে ভারতনির্ভরতা কাটিয়ে উঠছে বাংলাদেশ

৩ অজকের পুরোখালী

০ প্রকাশিত: ৮ মার্চ ২০২৩

A- A A+



পেঁয়াজের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি গত কয়েক বছরে ভোক্তাদের জন্য বড় বিড়িবনার কারণ হয়ে উঠেছিল। প্রায় আড়াই বছর
 আগে প্রকাশিত 'প্রমোটিং অ্যাগ্রিফুড সেক্টর ট্রান্সফরমেশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ
 থেকেও পর্যবেক্ষণ দিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশে কৃষিপণ্যগুলোর মধ্যে পেঁয়াজের বাজারেই অস্থিতিশীলতা দেখা যায়
 সবচেয়ে বেশি। এর পেছনের কারণ হিসেবে বরাবরই পণ্যটির চাহিদা পূরণে ভারতনির্ভরতাকে সবচেয়ে বেশি দায়ী

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

করেছেন বাজার পথবেশক ও বশেষকর। হ্রাশয় ৬৫পাদন চাহিদা পূরণে অপ্যাণ হওয়ায় প্রাতবেশা দেশাত থেকে নিয়মিতভাবেই বছরে ৮-১০ লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি করতে হচ্ছে। এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে পণ্যটির মূল্যে বড় প্রভাবক হয়ে উঠেছিল ভারতে অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা বা দেশটির সরকারের পেঁয়াজ বাণিজ্য-সংক্রান্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত। সুযোগসন্ধানীদের জন্যও পণ্যটির বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরির সুযোগ করে দিয়েছিল একক উৎসে নির্ভরতা।

ভারত সরকার ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে পেঁয়াজ রফতানি সাময়িকভাবে বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রভাবে বাংলাদেশে পণ্যটির মূল্য দাঁড়ায় রেকর্ড সর্বোচ্চে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে পরের বছরও। সে সময় সৃষ্টি বাজার অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণে আমদানি উৎসে বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি দেশেও পেঁয়াজ উৎপাদন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আবাদ সম্প্রসারণে নানামুখী পদক্ষেপের পাশাপাশি ভর্তুকি-প্রগোদ্ধনা ছাড়াও কৃষকের মধ্যে সহজ শর্তে খণ্ড বিতরণ শুরু হয়। এরই মধ্যে এসব পদক্ষেপের সুফলও মিলতে শুরু করেছে।

দেশে গত তিনি বছরে পেঁয়াজ উৎপাদন বেড়েছে ৪০ শতাংশের বেশি। দেশে পেঁয়াজের বার্ষিক চাহিদা ২৫ লাখ টন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে পণ্যটি উৎপাদন হয়েছে ৩৬ লাখ ৪১ হাজার টন। একই সঙ্গে বেড়েছে পণ্যটির আবাদি জমির পরিমাণ ও উৎপাদনশীলতা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে পেঁয়াজ আবাদ হয়েছে ২ লাখ ১২ হাজার হেক্টের জমিতে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫৯ হাজার হেক্টেরে। এ সময়ের মধ্যে কৃষিপণ্যটির উৎপাদনশীলতা হেক্টরপ্রতি ১১ টন থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ টনে।

স্থানীয় উৎপাদন পর্যাণ হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিতিশীলতার ছাপ দেশে পেঁয়াজের বাজারে দেখা যাচ্ছে না। কোনো কোনো দেশে পণ্যটির দাম এখন স্বাভাবিকের কয়েক গুণে দাঁড়ালেও বাংলাদেশে তা কমছে। ট্রেডিং করিপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য অনুযায়ী, দেশের বাজারে দেশী পেঁয়াজ প্রতি কেজি ২৫-৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩০-৪০ টাকায়। এক মাস আগেও দেশী পেঁয়াজ ৩০-৪০ ও আমদানীকৃত পেঁয়াজ ৪০-৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। গত বছরের এ সময়ে পেঁয়াজের দাম ছিল ৪৫-৫৫ টাকা।

দেশের বৃহত্তম পাইকারি ভোগ্যপণ্য বাজার খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীরাও বলছেন, কয়েক বছর ধরে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে পেঁয়াজের দাম অস্বাভাবিকভাবে অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে যাওয়ায় দেশে ধারাবাহিকভাবে পেঁয়াজ উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। এ কারণে এখন উৎপাদনকারী জেলাগুলো থেকে পর্যাণ সরবরাহ আসছে। ফলে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি অনেকটাই কমেছে। আগে দেশী পেঁয়াজের দাম কম ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশী পেঁয়াজেও ভালো দাম পাচ্ছেন কৃষক। তবে উৎপাদনের ভরা মৌসুমে চাহিদার তুলনায় বাড়তি সরবরাহের কারণে এখন দেশী পেঁয়াজের দাম কিছুটা কম। আসল রমজান মাস ও কোরবানির সুদেও দেশে পেঁয়াজের সরবরাহ সংকটের স্ফোরণ অনেক কমেছে।

প্রকাশিত কৃতিত্ব রাখা হচ্ছে। প্রকাশিত কৃতিত্ব রাখা হচ্ছে। প্রকাশিত কৃতিত্ব রাখা হচ্ছে।

যাত্রুণ্ডাজেম খামারবাড়ি মাছের মৎস্যসামা পাখাতের পাখাতের পাখাতের চো. ২৩৪৩ মহেশ, খামারবাড়ি মাশের মাশের মাশের চো. ২৩৪৩ পেঁয়াজ অনেক ভালো। তবে দেশীয় পেঁয়াজের বেশকিছু জাত দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা যায় না। এ কারণে দেশে পর্যাপ্ত পেঁয়াজ উৎপাদন সত্ত্বেও কিছু আমদানি করতে হয়। তবে উৎপাদনের এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশে পেঁয়াজের সংকট বা অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হবে না।

স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধিই পেঁয়াজে ভারতনির্ভরতা কমিয়েছে বলে মনে করছেন আমদানিকারক ব্যবসায়িরা। দেশে ভারত থেকে আমদানীকৃত পেঁয়াজের বড় একটি অংশ আসে হিলি স্লবন্দর দিয়ে। সেখানকার ব্যবসায়িরা জানিয়েছেন, দুই-তিন বছর আগেও এখান দিয়ে প্রতিদিন পেঁয়াজবাহী ট্রাক প্রবেশ করত গড়ে ৫০-৬০টি। এখন তা মাত্র ৮-১০টিতে নেমে এসেছে।

হিলি স্লবন্দরের পেঁয়াজ আমদানিকারক ব্যবসায়ী মোবারক হোসেন বলেন, ‘বেশ কিছুদিন ধরেই বন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি নিয়মুর্বী রয়েছে। ২০১৯ সালে ভারত পণ্ডিত রফতানি বঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর দেশে পেঁয়াজের দাম এক লাফে কেজিপ্রতি ২৫০-৩০০ টাকায় উঠে যায়। এরপর সরকারও উৎপাদন বাড়াতে কৃষকদের প্রগোদনাসহ নানা ভর্তুকি দিতে থাকে। এর ফলে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে পেঁয়াজের স্থানীয় আবাদ-উৎপাদন-সরবরাহ বেড়েছে। বাজারে স্থানীয় সরবরাহ ভালো থাকার কারণেই ভারত থেকে দেশে পেঁয়াজ আমদানির পরিমাণ কমছে।

এখনকার আরেক পেঁয়াজ আমদানিকারক ব্যবসায়ী তোজামেল হোসেন বলেন, ‘দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন হয়েছে। সরবরাহও বেশি। অন্যদিকে ভারতে পেঁয়াজের দাম কিছুটা বেশি। ফলে এ মুহূর্তে আমদানির চাহিদাও কম। এর মধ্যেই আবার বাজারে নতুন জাতের স্থানীয় পেঁয়াজ উঠতে শুরু করেছে। ফলে আসন্ন রমজানেও বাজারে স্থানীয় পেঁয়াজ সরবরাহে ঘাটতি হবে না। আগে যেখানে শুধু হিলি স্লবন্দর দিয়েই ভারত থেকে গড়ে পেঁয়াজবাহী ট্রাক চুক্ত ৫০-৬০টি, সেখানে এখন তা ৮-১০ ট্রাকে নেমে এসেছে। মাঝে তা আরো কমে তিন-পাঁচ ট্রাকে নেমে এসেছিল। বর্তমানে আসন্ন রমজানকে কেন্দ্র করেই আমদানি কিছুটা বেড়েছে। আবার চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বাড়ায় বাজারে এখন পেঁয়াজের দামও কমতির দিকে।

এছাড়া পেঁয়াজের ফসলোত্তর ক্ষতি (উৎপাদনের পর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পর্যায়ে) অনেক বেশি হওয়ায় এখনো কিছু পরিমাণে পেঁয়াজ আমদানি করতে হয়। তবে তা তুলনামূলক কম। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০২২ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে ৮ কোটি ডলারের। তবে স্থানীয় পর্যায়ের পর্যাপ্ত সরবরাহই দেশের বাজারে পণ্ডিতির মূল্যকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। স্থানীয় সরবরাহ পর্যাপ্ত হওয়ায় কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণে সামনের দিনগুলোয় পণ্ডিতি আমদানি বন্ধ করে দেয়াই উচিত হবে বলে অভিমত তাদের।

পাশেক গৃষ শাচর ও বতুমাণে বাংলাদেশ গৃষ ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. শাহরুজ্জামান বলেন, ‘পেয়াজের মতো কৃষিপণ্য আমদানি না করাই ভালো। আমাদের কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের দাম বেশি হলেও তা দিয়েই খাওয়া উচিত। সরকারের উচিত যেসব পণ্য দেশে ভালো উৎপাদন হয় তার আমদানি একেবারেই বন্ধ করে দেয়া। কৃষকের উৎপাদন খরচ অনুযায়ী তাকে টাকা দিতে হবে। এর চেয়ে কম দামে খেতে চাইলে বাজার অস্থিতিশীল হবেই। যেসব পণ্য আমাদের দেশে হয় না যেমন গম, মসুর ডাল—এগুলো আমদানি হোক। এগুলোয় কখনই আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারব না। কিন্তু যেসব পণ্য কৃষক উৎপাদন করেন তা দেশেই উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় জোর দিতে হবে।’

দেশে সবচেয়ে বেশি পেয়াজ উৎপাদন হয় পাবনা জেলায়। চলতি মৌসুমে এখানে মোট ৫৩ হাজার ৩২০ হেক্টর জমিতে পেয়াজ আবাদ করা হচ্ছে। এরই মধ্যে সর্বশেষ মৌসুমে আবাদকৃত কল্প বা মূলকাটা পেয়াজের ৯০ শতাংশের কর্তৃণ শেষ হয়েছে। জেলায় ৮ হাজার ৫১০ হেক্টর জমিতে পেয়াজ আবাদ করা হয়েছিল। উৎপাদন হয়েছে ১ লাখ ৯ হাজার ৩৫৫ টন। ভারত থেকে আমদানি কমায় এবার তুলনামূলক ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে বলে জানালেন স্থানীয় কৃষকরা।

পেয়াজ উৎপাদনে এগিয়ে থাকা জেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম রাজবাড়ী। এ বছর জেলাটিতে মোট ৩৪ হাজার ৯১০ হেক্টর জমিতে পেয়াজ আবাদ হয়েছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘রাজবাড়ীতে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারা সবসময় পেয়াজচাষীদের খৌজখবর নিয়েছেন। এজন্য কৃষকদের আবাদে পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি প্রগোদনা হিসেবে সার, বীজ ও কীটনাশক দেয়া হচ্ছে। এ বছরও জেলায় ৬৫০ জন কৃষককে প্রগোদনা দেয়া হয়েছে।’

কৃষিসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশী পেয়াজের সংরক্ষণযোগ্যতা আমদানীকৃত পেয়াজের চেয়ে বেশি। আমদানি হওয়া পেয়াজের সংরক্ষণযোগ্যতা নেই বললেই চলে। দেশে উৎপাদিত প্রায় ৬০ শতাংশ পেয়াজের সংরক্ষণযোগ্যতা অনেক ভালো। এগুলোর ফলে সবসময় একই থাকে। বাকি পেয়াজ হলো গ্রীষ্মকালীন ও মুক্তিকাটা পেয়াজ।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আকতার বলেন, ‘পেয়াজের আমদানিনির্ভরতা বেশি থাকায় একসময় বাজারে অস্থিতিশীলতা থাকত। কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লেও দেশের বাজারে এর প্রভাব একেবারেই নেই। কৃষকরা আমাদের সবসময় অনুরোধ করে আসছেন যেন আমরা আমদানি না করি। গ্রীষ্মকালীন পেয়াজের উৎপাদন মৌসুমে যে ঘাটতি দেখা দিত, তা এখন হচ্ছে না। কৃষকরা এখন অনেক বেশি উৎপাদন করছেন। আশা করি ভবিষ্যতে কখনই পেয়াজের বাজার অস্থিতিশীল হবে না। এজন্য তাদের বিভিন্ন প্রগোদনাও দেয়া হচ্ছে।

পেয়াজের ক্ষতি কমিয়ে আনতে কৃষকদের সংরক্ষণ পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘উৎপাদন ও সংরক্ষণে অনেক পেয়াজ নষ্ট হয়। আবার পেয়াজ সংরক্ষণ করলে শুকিয়ে এর ওজন কমে যায়। আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকদের সংরক্ষণের উপায়গুলো নিয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:2710578 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 25,554

রাজবাড়ীতে সাড়ে ৪ লাখ মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদনের আশা

কাজী আব্দুল কুদুস, ডিস্ট্রিক্ট করেসপণ্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েস্টিফোর.কম

আপডেট: ১১০৯ ঘণ্টা, মার্চ ৪, ২০২৩



রাজবাড়ী: বাংলাদেশে পেঁয়াজ উৎপাদনের দিক দিয়ে রাজবাড়ী জেলার অবস্থান তৃতীয়। দেশে উৎপাদিত মোট পেঁয়াজের ১৪ শতাংশ এখানে উৎপাদন হয়।

আর জেলার পাঁচটি উপজেলাতেই পেঁয়াজ চাষাবাদ হয়।

তবে জেলার কালুখালী, বালিয়াকান্দি ও পাংশা উপজেলায় পেঁয়াজের চাষাবাদ বেশি। এ জেলায় মুড়িকাটা ও হালি পেঁয়াজের আবাদ করেন চাষিরা। এবারে এসব এলাকায় মাঠের পর মাঠ হালি পেঁয়াজের আবাদ করা হয়েছে।

চলতি মৌসুমে রাজবাড়ী জেলায় পেঁয়াজ চাষে বাস্পার ফলনের আশা করছে কৃষি বিভাগ। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কৃষি বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ার পথে। এ বছর রাজবাড়ীতে ৩৪ হাজার ৯১০ হেক্টার জমিতে পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে যা গত বছরের চেয়ে ৪৫ হেক্টার বেশি। চাষাবাদ বেশি হওয়ায় উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে এ জেলায়।

কৃষি বিভাগের তথ্য মতে, রাজবাড়ী জেলার সদরে ২৬ হাজার ৬৪ হেক্টার, কালুখালী উপজেলায় ৯ হাজার ৩৫০ হেক্টার, বালিয়াকান্দি উপজেলায় ১১ হাজার ৩৪০ হেক্টার, পাংশা উপজেলায় ৯ হাজার ৩০০ হেক্টার এবং গোয়ালন্দ উপজেলায় ২ হাজার ২৫৬ হেক্টার জমিতে পেঁয়াজের আবাদ করেছেন চাষিরা। এ বছর রাজবাড়ী জেলায় সাড়ে ৪ লাখ মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রতিদিন কাক ডাকা ভোর থেকে উঠে দিনব্যাপী মাঠে পরিশ্রম করছেন কৃষকরা। তবে, চলতি মৌসুমে অতিরিক্ত দামে পেঁয়াজের বীজ ক্রয়, জমি প্রস্তুত, জমিতে সেচ দিতে জ্বালানি তেলের অতিরিক্ত দাম ও শ্রমিকের অধিক মজুরি দিতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা।

পেঁয়াজ চাষিরা জানান, বাজারে পেঁয়াজের দাম কম। চাষে যে পরিমাণ খরচ হচ্ছে তাতে করে পেঁয়াজে লাভের চেয়ে লোকসানের সন্তানবন্দ বেশি। আর ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ না করা গেলে আমাদের লোকসান আরও বাড়বে।

সম্প্রতি মুড়িকাটা পেঁয়াজ বাজারে বিক্রি করে লোকসান গুনেছেন চাষিরা। মাঠ পর্যায়ের চাষিরা পাইকারদের কাছে প্রতি মণ মুড়িকাটা পেঁয়াজ আকার ভেদে ৬০০ থেকে ৯০০ টাকায় বিক্রি করেছেন। এতে ব্যাপক লোকসানে পড়তে হয়েছে তাদের। তাই এবার হালি পেঁয়াজ মান ভেদে ১ হাজার টাকা থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকা মূল্য চাইছেন চাষিরা। স্থানীয় পাইকাররা রাজবাড়ীর বিভিন্ন হাট বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনে ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে বিক্রি করেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

সরেজমিনে রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার বহরপুর ইউনিয়নের পাটুরিয়ার মাঠে গিয়ে দেখা যায়, একরের পর একর জমিতে শুধু পেঁয়াজের চাষ হচ্ছে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ চাষি হালি পেঁয়াজ চাষ করছেন।



কথা হয় পেঁয়াজ চাষী মাধব দাসের সঙ্গে। তিনি বলেন, আমাদের এখানে ২২ শতাংশ জমিতে ১ পাকি। আমি বর্তমানে ৭ পাকি জমিতে হালি পেঁয়াজের চাষ করছি। কদিন আগে এই জমিতেই মুড়িকাটা পেঁয়াজের চাষ করেছিলাম। প্রতি মণ মুড়িকাটা পেঁয়াজ ৮০০ টাকা করে বিক্রি করেছি। এতে আমার লোকসান হয়েছে। তাই আশা করছি চৈত্র মাসে হালি পেঁয়াজ উঠলে ভালো দাম পাবো। প্রতি মণ হালি পেঁয়াজ ১ হাজার ৫০০ টাকা দাম পেলে আমাদের কিছুটা লাভ হবে।

আরেক পেঁয়াজ চাষি মহিউদ্দিন সেখ বলেন, আমি ৩ পাখি জমিতে হালি পেঁয়াজের চাষ করছি। আমাদের রাজবাড়ী জেলার পেঁয়াজের সুনাম দেশ জুড়ে। তবে তরা মৌসুমে যদি অন্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানী হয় তাহলে আমরা দেশের কৃষকরা দাম পাবো না। চরম লোকসানের মুখে পড়বো।

পেঁয়াজ চাষি প্রিয় নাথ দাস বলেন, আমি ১৪ পাখি জমিতে হালি পেঁয়াজের চাষ করছি। ১ পাকি জমিতে পেঁয়াজ চাষে

২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। আশা করাই প্রাত পাকিতে ৩০ মণ পেঁয়াজ উৎপাদন হবে। তবে চলাত মৌসুমে অতিরিক্ত দামে পেঁয়াজের বীজ ক্রয়, জমি প্রস্তুত, জমিতে সেচ দিতে জ্বালানি তেলের অতিরিক্ত দাম ও শ্রমিকের মজুরি বেশি দিতে আমরা জমির মালিকরা হিমশিম থাচ্ছি। আমরা হালি পেঁয়াজ মণ প্রতি দেড় হাজার টাকা দাম আশা করছি।

রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলার রতনদিয়া ইউনিয়নের বহর কালুখালীর ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পেঁয়াজ চাষি মো. চুম্ব বিশ্বাস বলেন, আমাদের এখানে ২৬ শতাংশে ১ পাখি জমি। এ বছর আমি আড়াই পাকি জমিতে হালি পেঁয়াজের চাষ করেছি। শতাংশে ১ মণ করে পেঁয়াজ আশা করছি। আমাদের হিসেবে ১ শতাংশ জমিতে দেড় মণ করে পেঁয়াজ হওয়ার কথা।

কৃষক রবিউল ইসলাম জানান, কালুখালীতে পেঁয়াজের ব্যাপক চাষাবাদ হয়। আমি ২ পাকি জমিতে হালি পেঁয়াজের চাষ করেছি। এখন ক্ষেত্রের যত্ন নিচ্ছি। প্রতি মণ পেঁয়াজ ১ হাজার ৫০০ টাকা দাম আশা করছি। তবে ভরা মৌসুমে ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি হলে আমরা লোকসানে পড়বো।

আরেক পেঁয়াজ চাষি শহর আলী বলেন, পৌষ মাসে হালি পেঁয়াজ লাগিয়ে চৌত্র মাসে উঠেছে। পাইকাররা আমাদের কাছ থেকে পেঁয়াজ কিনে ট্রাকে বোঝাই করে ঢাকায় নিয়ে যান। এ বছর পেঁয়াজ বিক্রির টাকা দিয়ে বাড়িতে একটা গাড়ী কিনবো।

রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলার জঙ্গল ইউনিয়নের বড় বাজারের একটি পেঁয়াজের আড়ৎ হচ্ছে মেসার্স লক্ষ ট্রেডার্স। এর আড়ৎদার মো. ফিরোজ লক্ষ জানান, সম্মতি প্রতি মণ মুড়িকাটা পেঁয়াজ সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা মণ প্রতি ক্রয় করা হয়েছে। হালি পেঁয়াজের ফলন ভালো হবে বলে আশা করি।

বালিয়াকান্দি উপজেলা কৃষি অফিসের উপ-সহকারী মো. যাইদুর রহমান বাংলানিউজকে জানান, রাজবাড়ী জেলা পেঁয়াজ চাষে বিখ্যাত। আমরা নিয়মিত এ অঞ্চলের চাষিদের পেঁয়াজ চাষাবাদে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি চাষিদের খোঁজ খবর রাখি। এ বছর আবহাওয়া ভালো থাকায় হালি পেঁয়াজের বাস্পার ফলন হবে বলে আশা করছি।





বালিয়াকান্দি উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. রফিকুল ইসলাম বাংলানিউজকে জানান, রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি হচ্ছে একটা কৃষি সমৃদ্ধ উপজেলা। এ উপজেলায় মোট আবাদী জমির পরিমাণ ১৭ হাজার ৫৯৪ হেক্টের। বালিয়াকান্দি উপজেলায় চলতি মৌসুমে ১১ হাজার ৩৪০ হেক্টের জমিতে পেঁয়াজের চাষাবাদ হয়েছে। বালিয়াকান্দিতে কৃষকরা পেঁয়াজের যেসব জাত চাষ করেন তার মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট কর্তৃক উন্নতিপূর্ণ বারি পেঁয়াজ ৪, ৬, হাইভ্রিড জাত কিং রয়েছে। চলতি মৌসুমে বালিয়াকান্দি উপজেলায় ১১ হাজার ৩৪০ হেক্টের জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়েছে। এর সঙ্গে প্রায় ৩৬ হাজার কৃষক পরিবার জড়িত। আমরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তারা সার্ববক্ষণিকভাবে কৃষকদের নতুন চাষাবাদের প্রযুক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকি।

তিনি আরও বলেন, পেঁয়াজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা নিবিড়ভাবে কাজ করছি। এ বছর রাজবাড়ীতে ৩৪ হাজার ৯১০ হেক্টের জমিতে পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে যা গত বছরের চেয়ে বেশি। চাষাবাদ বেশি হওয়ায় উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর রাজবাড়ীতে সাড়ে ৪ লাখ মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সময়: ১১০৮ ঘণ্টা, মার্চ ০৮, ২০২৩

এফআর

পেঁয়াজে ভারত নির্ভরতা কমে এসেছে

প্রকাশিত হয়েছে: ০৫ মার্চ ২০২৩, ৮:১১:৫০ অপৰাহ্ন

জালালাবাদ রিপোর্ট: বাংলাদেশে কিছুদিন আগেও পেঁয়াজের বাজারের বড়ো অংশ ছিল আমদানি নির্ভর। আর এর সবচেয়ে বেশি যোগান আসতো ভারত থেকে। এতে ভারতের উপর বাংলাদেশের পেঁয়াজের বাজার অনেকাংশে নির্ভর করতো। থাই দেখা যেতো ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দিতো এতে সমস্যায় পড়তে হতো দেশিয় ব্যবসায়ীদের। বিশেষ করে ২০১৯ সালে ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানির জ্বেলে দেশে ডাবল সেক্ষুরি করে পেঁয়াজ। ফলে টনক নড়ে সরকারের। তাই সরকার চাইছিল এ থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব সঞ্চয়তা বাঢ়াতে। এরই রেশ ধরে বাংলাদেশে বেড়েছে পেঁয়াজের উৎপাদন, কমে এসেছে ভারত নির্ভরতা। এতে দেশি পেঁয়াজের কদর বেড়েছে, লাভবান হচ্ছেন দেশি চাষিয়া।

দেশে গত তিন বছরে পেঁয়াজ উৎপাদন বেড়েছে ৪০ শতাংশের বেশি। দেশে পেঁয়াজের বার্ষিক চাহিদা ২৫ লাখ টন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে পণ্যটি উৎপাদন হয়েছে ৩৬ লাখ ৪১ হাজার টন। একই সঙ্গে বেড়েছে পণ্যটির আবাদি জমির পরিমাণ ও উৎপাদনশীলতা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে পেঁয়াজ আবাদ হয়েছে ২ লাখ ১২ হাজার হেক্টার জমিতে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৫৯ হাজার হেক্টারে। এ সময়ের মধ্যে কৃষিপণ্যটির উৎপাদনশীলতা হেক্টরপ্রতি ১১ টন থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ টনে।

স্থানীয় উৎপাদন পর্যাপ্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিতিশীলতার হাপ দেশে পেঁয়াজের বাজারে দেখা যাচ্ছে না। কোনো কোনো দেশে পণ্যটির দাম এখন স্বাভাবিকের কয়েক গুণে দাঁড়ান্তে বাংলাদেশে তা কমছে। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তথ্য অনুযায়ী, দেশের বাজারে দেশি পেঁয়াজ প্রতি কেজি ২৫-৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমদানি করা পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩০-৪০ টাকায়। এক মাস আগেও দেশি পেঁয়াজ ৩০-৪০ ও আমদানীকৃত পেঁয়াজ ৪০-৪৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। গত বছরের এ সময়ে পেঁয়াজের দাম ছিল ৪৫-৫৫ টাকা।

ভারত সরকার ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে পেঁয়াজ রফতানি সাময়িকভাবে বক্সের সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রভাবে বাংলাদেশে পণ্যটির মূল্য দাঁড়িয়ে রেকর্ড সর্বোচ্চ। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে পরের বছরও। সে সময় সৃষ্টি বাজার অস্থিতিশীলতা নিয়ন্ত্রণে আমদানি উৎসে বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি দেশেও পেঁয়াজ উৎপাদন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবাদ সম্প্রসারণে নানামূল্যী পদক্ষেপের পাশাপাশি ভর্তুক-প্রযোদনা ছাড়াও কৃষকের মধ্যে সহজ শর্তে খগ বিতরণ শুরু হয়। এরই মধ্যে এসব পদক্ষেপের সুফলও মিলতে শুরু করেছে।

দেশের বৃহত্তম পাইকারি ভোগ্যপণ্য বাজার খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীরাও বলছেন, কয়েক বছর ধরে নির্দিষ্ট কিছু সময়ে পেঁয়াজের দাম অস্বাভাবিকভাবে অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে যাওয়ায় দেশে ধারাবাহিকভাবে পেঁয়াজ উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। এ কারণে এখন

উৎপাদনকারী জেলাগুলো থেকে পর্যাপ্ত সরবরাহ আসছে। ফলে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি অনেকটাই কমেছে। আগে দেশি পেঁয়াজের দাম কম ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশিয় পেঁয়াজেও ভালো দাম পাচ্ছেন কৃষক। তবে উৎপাদনের ভরা মৌসুমে চাহিদার তুলনায় বাড়তি সরবরাহের কারণে এখন দেশি পেঁয়াজের দাম কিছুটা কম। আসন্ন রমজান মাস ও কোরবানির দৌদেও দেশে পেঁয়াজের সরবরাহ সংকটের সন্ধাবনা অনেক কমেছে।

খাতুনগঞ্জের হামিদউল্লাহ মাকেট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. ইন্দ্রিস বলেন, ‘গুণগত মানের বিচারে দেশি পেঁয়াজ অনেক ভালো। তবে দেশিয় পেঁয়াজের বেশকিছু জাত দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা যায় না। এ কারণে দেশে পর্যাপ্ত পেঁয়াজ উৎপাদন সত্ত্বেও কিছু আমদানি করতে হয়। তবে উৎপাদনের এ ধরা অব্যাহত থাকলে দেশে পেঁয়াজের সংকট বা অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হবে না।’

স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধিহীন পেঁয়াজে ভারতনির্ভরতা কমিয়েছে বলে মনে করছেন আমদানিকারক ব্যবসায়ীরা। দেশে ভারত থেকে আমদানীকৃত পেঁয়াজের বড়ো একটি অংশ আসে হিলি স্টুলবন্দর দিয়ে। সেখানকার ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, দুই-তিন বছর আগেও এখান দিয়ে প্রতিদিন পেঁয়াজবাহী ট্রাক প্রবেশ করত গড়ে ৫০-৬০টি। এখন তা মাত্র ৮-১০টিতে নেমে এসেছে।

তবে স্থানীয় পর্যায়ের পর্যাপ্ত সরবরাহই দেশের বাজারে পণ্যটির মূল্যকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। স্থানীয় সরবরাহ পর্যাপ্ত হওয়ায় কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণে সামনের দিনগুলোয় পণ্যটি আমদানি বক্ষ করে দেয়াই উচিত হবে বলে অভিমত তাদের। সাবেক কৃষি সচিব ও বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. নাসিরুজ্জামান বলেন, ‘পেঁয়াজের মতো কৃষিপণ্য আমদানি না করাই ভালো। আমাদের কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের দাম বেশি হলেও তা দিয়েই খাওয়া উচিত। সরকারের উচিত যেসব পণ্য দেশে ভালো উৎপাদন হয় তার আমদানি একেবারেই বক্ষ করে দেওয়া। যেসব পণ্য কৃষক উৎপাদন করেন তা দেশেই উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় জোর দিতে হবে।’

কৃষিসংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশি পেঁয়াজের সংরক্ষণযোগ্যতা আমদানীকৃত পেঁয়াজের চেয়ে বেশি। আমদানি হওয়া পেঁয়াজের সংরক্ষণযোগ্যতা নেই বললেই চলে। দেশে উৎপাদিত প্রায় ৬০ শতাংশ পেঁয়াজের সংরক্ষণযোগ্যতা অনেক ভালো। এগুলোর ফলে সবসময় একই থাকে। বাকি পেঁয়াজ হলো গ্রীষ্মকালীন ও মুড়িকাটা পেঁয়াজ।

এ ব্যাপারে কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার বলেন, ‘পেঁয়াজের আমদানি নির্ভরতা বেশি থাকায় একসময় বাজারে অস্থিতিশীলতা থাকত। কিন্তু এখন আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লেও দেশের বাজারে এর প্রভাব একেবারেই নেই। কৃষকরা আমাদের সবসময় অনুরোধ করে আসছেন যেন আমরা আমদানি না করি। গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন মৌসুমে যে ঘাটতি দেখা দিত, তা এখন হচ্ছে না। কৃষকরা এখন অনেক বেশি উৎপাদন করছেন। আশা করি ভবিষ্যতে কখনই পেঁয়াজের বাজার অস্থিতিশীল হবে না। এজন্য তাদের বিভিন্ন প্রগোদনাও দেওয়া হচ্ছে।’

এরআগে পেঁয়াজের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি গত কয়েক বছরে ভোজ্জনের জন্য একটি বিভূত্বনার কারণ হয়ে উঠেছিল। ‘প্রমোটিং আগ্রিফুড সেট্টের ট্রান্সফরমেশন ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকেও পর্যবেক্ষণ দিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশে কৃষিপণ্যগুলোর মধ্যে পেঁয়াজের বাজারেই অস্থিতিশীলতা দেখা যায় সবচেয়ে বেশি। এর পেছনের কারণ হিসেবে বরাবরই পণ্যটির চাহিদা পূরণে ভারতনির্ভরতাকে সবচেয়ে বেশি দায়ী করেছেন বাজার পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকরা। স্থানীয় উৎপাদন চাহিদা পূরণে অপর্যাপ্ত হওয়ায় প্রতিবেশী দেশটি থেকে নিয়মিতভাবেই বছরে ৮-১০ লাখ টন পেঁয়াজ আমদানি করতে হতো। এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে পণ্যটির মূল্যে বড়ো প্রভাবক হয়ে উঠেছিল ভারতে অন্বন্টি-অতিবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্ঘোগ বা দেশটির সরকারের পেঁয়াজ বাণিজ্য-সংক্রান্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত। সুযোগসংক্রান্তির জন্যও পণ্যটির বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরির সুযোগ করে দিয়েছিল একক উৎসে নির্ভরতা।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

BANGLADESH
NEWS24

05-Mar-23 Page:1 Size:847830 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,270

মিষ্টি কুমড়ার বাল্পার ফলনে খুশি চাষিরা

© প্রকাশিত: মার্চ ৪, ২০২৩ / ০৫:৪০ অপরাহ্ন





কৃষি নির্ভর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বারোমাস মিষ্টি কুমড়ার চাষ করতে কৃষি বিভাগ নানা উদ্যোগ গ্রহন করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলায় মিষ্টি কুমড়ার বাস্পার ফলন হয়েছে।

কৃষি বিভাগের উদ্যোগে বাড়ির আশপাশে মাঠে ঘাটে কুমড়ার ব্যাপক ফলন হয়েছে। কুমড়ার চাহিদা ও বাজারে ভালো দাম থাকায় খুশি। কৃষকরা।

২২০ হেক্টার জমিতে নানা জাতের মিষ্টি কুমড়ার বীজ ব্যবহার করেছেন কৃষকরা। কৃষি নির্ভর এই জেলায় বারোমাস মিষ্টি কুমড়ার চাষ করা হয়। আগে শুধু বাড়ির আঙিনায় চাষ হলেও এখন তা বাণিজ্যিক রূপ ধারন করেছে।

কেউ কেউ আবার অন্য ফসলের সাথে সাথি ফসল হিসেবে কুমড়া চাষ করে বাড়তি আয় করছেন। বর্তমানে এই জেলায় কলা, আলু, আখসহ বিভিন্ন

ফসলের সাথে সাথে মাষ্ট কুমড়ার চাষ বাড়ছে। কম খরচে বোশ লাভ হওয়ায়
বিজয়নগরে দিন-দিন বাড়ছে মিষ্টি কুমড়ার আবাদ।

কুমড়া চাষি হামদু বলেন, ১ বিঘা জমিতে মিষ্টি কুমড়া চাষে সব মিলিয়ে তার
খরচ হয় ১২ হাজার টাকা। এই বছর ২০ বিঘা জমিতে মিষ্টি কুমড়া বীজ
রোপণ করেছি। ভালো ফলন হলে একেক বিঘা জমির উৎপাদিত মিষ্টি কুমড়া
বিক্রি হবে ২৫-৩০ হাজার টাকা।

এবছর আবহাওয়া ভালো থাকায় বাম্পার ফলন হয়েছে। বাজারে ভালো দাম
পাব বলে আশা করছি। কুমড়ার বীজ জমিতে রোপনের ৮৫ থেকে ৯০
দিনের মধ্যেই কুমড়া বিক্রি করা সম্ভব।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সুশান্ত সাহা বলেন,
অন্ন ব্যয়েই কুমড়া চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। এই সবজি সাথি
ফসল হিসেবে ব্যাপক চাষ হয়। কৃষি বিভাগ থেকে কৃষকদের নিয়মিত
পরামর্শ দেয়া হয়। কৃষকরা যেন সঠিকভাবে কুমড়া চাষ করতে পারে কৃষি
বিভাগ সেই দিকে নজর দিচ্ছে।

ভিডিওটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন

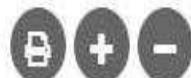
কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ওয়েবসাইট: wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:920750 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,904

দুমকিতে তরমুজের বাস্পার ফলন, কৃষকের মুখে হাসি

||| অনলাইন ডেক্ষ ① প্রকাশ: ০৮ মার্চ ২০২৩, ১২:২৯



পটুয়াখালীর দুমকিতে প্রথমবারের মতো তরমুজের বাস্পার ফলন, কৃষকের মুখে সন্তুষ্টির ময় স্ফুল।

পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলাধীন আঙ্গরিয়া ইউনিয়নসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের জমি লিজ নিয়ে রাঙ্গাবালি, গলাচিপা, আমখোলাসহ বিভিন্ন এলাকার গত বছরের ক্ষতিগ্রস্ত তরমুজ চাষের উপযোগী করে চাষ করেছেন। ফলন ভালো হওয়ায় কৃষকদের মাঝে আনন্দের হাওয়া বইছে। উপজেলার আঙ্গরিয়া ইউনিয়নের জলিশা গ্রামের কদমতলা নদীর তীর ঘেঁষে ১৫ থেকে ২০ জন তরমুজ কৃষক প্রায় ৭০ একর জমিতে হাইব্রিড জাতের তরমুজের চাষ করেছেন। তাদের মধ্যে একজন কৃষক কান্ত দাস প্রথম ধাপে ১০ একর ও দ্বিতীয় ধাপে ২০ একর জমিতে বিগ ফ্যামিলি হাইব্রিড এফ-১ জাতের বীজ বপন করেছেন। ৩০ একর জমিতে তার প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। তিনি বলেন, প্রথম ধাপের গাছ বেশ ভালো হয়েছে, ফলনও খুব ভালো ধরেছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে বেশ লাভবান হওয়ার সন্তানবন্ধন রয়েছে। তার পাশেই রাঙ্গাবালির হোসেন বিশ্বাস, মনির মুখ্যা ও নিমু হাওলাদার আরো ২০ একর মুরাদিয়া ইউনিয়নের চরগরবদী চরে এবং লোহালিয়ার কৃষকরা ২০ একর জমিতে তরমুজের আবাদ করেছে।

উপজেলার পাঞ্জাশিয়া হাজিরহাট খেয়াঘাটের উত্তর পাশে অপর এক কৃষক আমতলী থেকে এসে রুবেল সরদার ৫ একর জমিতে এবং পশ্চিম আঙ্গরিয়া আলগির চর ও দুধলমৌ চরে তরমুজের চাষ করেছেন জমি লিজ নিয়ে রাঙ্গাবালি থেকে এসে বাকের বিশ্বাস, মনজু, সোহেল বিশ্বাস। এখন পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় গাছ বেশ ভালো ধরেছে। ফলনও ভালো ধরেছে বলে জানান তরমুজ চাষে সন্তানবন্ধন সকল কৃষক। এলাকার কৃষকের লাভের আশায় দিন রাত অবিরাম কাজ করতে দেখা যায়।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, চলতি মৌসুমে দুমকিতে তরমুজ চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ হেক্টর। বাস্তবে চাষাবাদ হয়েছে ১২০ হেক্টর। এ ব্যাপারে দুমকি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মেহের মালিকা জানান, চলতি বছরে অন্য উপজেলা গলাচিপা, রাঙ্গাবালি থেকে দুমকি উপজেলায় এসে স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে বড় আকারের তরমুজের চাষের উদ্যোগ নিয়েছে।

এ সকল কৃষকদের আমরা উৎসাহিত করে বীজের জাত নির্বাচন, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি, পরিচর্যা, সেচ পদ্ধতিসহ নানা ধরনের পরামর্শ ও তদারকি করে আসছি। তিনি আরো বলেন, আমি ও আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং জনপ্রতিনিধিগণ মাঝে মাঝে তরমুজের ক্ষেত্রে পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সন্তানবন্ধন তরমুজ ক্ষেত্রে প্রতিদিন দূর দূরাত্ম থেকে পরিদর্শন করতে ও এলাকার জনগন পর্যটক হিসেবে ঘূরতে ও দেখতে আসেন। তরমুজ চাষে দুমকির জনগন যেন পাবে তাজ তরমুজ এবং দেশের বিভিন্ন প্রাণ্তে রঞ্চনি করে লাভবান হবেন কৃষক। দুমকি উপজেলার ইতিহাসে এই প্রথম তরমুজ চাষ যেন সন্তানবন্ধন স্বপ্ন পূরণ হবে তরমুজ কৃষকের।

এবিএন/মোঃ আবদুল কুদুস/জসিম/গালিব

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

গণপ্রিয় গভীরে.কম

05-Mar-23 Page:1 Size:1010128 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 51

দুমকিতে তরমুজের বাস্পার ফলন, কৃষকের মুখে হাসি

● দুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

● ১২:৫০, ০৮ মার্চ, ২০২৩



Digitized by srujanika@gmail.com

তরমুজ চামের উপযোগী দুমাক উপজেলার চরাখগ্রের মাঠ। স্থানায়সহ অন্য এলাকা থেকে এখানে জাম লিজ নয়ে এবছর তরমুজ চাষ করেছেন অনেক কৃষক। স্বল্প সময়ে অধিক ফলনে লাভবানের আশায় জেলার রাস্তাবালি, গলাচিপা, আমখলাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে দুমকিতে এসে জমি লিজ নিয়ে তরমুজ চাষ করেছেন অনেকে। ফলন ভালো হওয়ায় কৃষকদের মাঝে আনন্দের ইমেজ লক্ষ্য করা যায়।

উপজেলার মুরাদিয়া ইউনিয়নের চরগরবী চরে লোহালিয়া নদীর তীর যেঁমে ৪/৫ জন কৃষক প্রায় ৭০ একর জমিতে হাইট্রিড জাতের তরমুজের চাষ করেছেন। তাদের মধ্যে একজন মুরাদিয়ার কৃষক কান্ত দাস, তিনি ১ম ধাপে ১০ একর ও ২য় ধাপে ১০একর জমিতে বিগ ফ্যামিলি হাইট্রিড এফ-১ জাতের বীজ বপন করেছেন। ২০ একর জমিতে তার প্রায় ১০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

তিনি বলেন, প্রথম ধাপের গাছ বেশ ভালো হয়েছে, ফলনও ভালো ধরেছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে বেশ লাভবান হওয়ার সন্তান রয়েছে।

তার পাশেই রাস্তাবালির হোসেন বিশ্বাস, মনির মৃধা ও নিপু হাওলাদার আরো ২০একর এবং লোহালিয়ার কৃষকরা ১০একর জমিতে তরমুজের আবাদ করেছে। উপজেলার পাসাশিয়ার হাট খেয়াঘাটের উত্তর পার্শ্বে অপর এক কৃষক আমতলী থেকে এসে রুবেল সরদার ৫ একর জমিতে এবং পশ্চিম আঙ্গরিয়া, আলগির চর ও দুধলমৌ চরে তরমুজের চাষ করেছেন জমি লিজ নিয়ে রাস্তাবালি থেকে এসে বাকের বিশ্বাস, মনজু, সোহেল বিশ্বাস। এখন পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় গাছ বেশ ভালো ধরেছে। ফলন ও ভালো ধরেছে বলে জানান সকল কৃষক। এলাকার কৃষকদের লাভের আশায় দিন রাত অবিরাম কাজ করতে দেখা যায়।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, চলতি মৌসুমে দুমকিতে তরমুজ চামের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ হেক্টের। বাস্তবে চাষাবাদ হয়েছে ১২০হেক্টের।

এ ব্যাপারে দুমকি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মেহের মালিকা জানান, চলতি বছরে অন্য উপজেলা যেমন, গলাচিপা, রাস্তাবালী থেকে দুমকি উপজেলায় এসে স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে বড় আকারের তরমুজের চাষের উদ্যোগ নিয়েছে। এসকল কৃষকদের আমরা উৎসাহিত করে, বীজের জাত নির্বাচন, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ পদ্ধতি, পরিচর্যা, সেচ পদ্ধতিসহ নানা ধরনের পরামর্শ ও তদারকি করে আসছি।

তিনি আরো বলেন, আমি ও আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং জনপ্রতিনিধিগণ মাঝে মাঝে তরমুজের ক্ষেত্র পরিদর্শন করি এবং কৃষকদের পরামর্শ দিছি।

 অধিক ফলন  চাষ  তরমুজ

শরীয়তপুরে বাণিজ্যিকভাবে মধু চাষ

জেলা প্রতিনিধি শরীয়তপুর
প্রকাশিত: ১১:৫৭ এএম, ০৪ মার্চ ২০২৩

f t w m g



শরীয়তপুরে বাণিজ্যিকভাবে মধু চাষ দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে খামারের সংখ্যা। তেল ও মসলা জাতীয় ফসলি জমির পাশে গড়ে ওঠা এসব মৌখামার কৃষির জন্য হয়ে উঠেছে আশীর্বাদ। মৌমাছির পরাগায়নের ফলে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ উৎপাদন বাড়ে কালোজিরা, ধনিয়া আর সরিষার ফুলে। বাণিজ্যিক এ মধুর স্বাদ, গন্দ, রং ও গুণগত মান ভালো হওয়ায় রঙানি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারেও।

এ বছর শরীয়তপুরে ৭৮টি ভ্রাম্যমাণ মৌচাষির দল এসেছে। মধু চাষ করে নিজেরাই সামলাই হচ্ছেন না, অবদান রাখছেন অর্থনৈতিকভাবে। মৌখামার ঘিরে কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হয়েছে অনেক বেকার যুবকের। মধু কিনতে মৌচাষির কাছে আসেন

দেশ-বিদেশি ক্ষেত্র। দরদাম করে মধু কিনে নিয়ে যান তারা। তবে মধুর ন্যায্য দাম পাঞ্চেন না বলে অভিযোগ খামারিদের। ন্যায্য দাম পেলে এ শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে অনেক অবদান রাখবে বলে মনে করেন খামারিব।

সাতকীরা থেকে মৌ চাষ করতে আসা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের মধু ভারতের ভাবর, এপি, বাংলাদেশের অলওয়েজ, হামদর্দ নেয়। কিন্তু আমরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছি না। ন্যায্য মূল্য পেলে আমরা মৌ চাষকে চালিয়ে নিতে পারবো।'



শরীয়তপুরের মাঠে মাঠে এখন কালোজিরা আর ধনিয়ার মতো মসলা জাতীয় ফসলে ভরে উঠেছে। মাঠজুড়ে সাদা ফুল বাতাসে দোল খায়। বিচরণ করছে মৌমাছির দল। বসছে ফুলে, করছে মধু আহরণ। ফসলি মাঠের পাশে অঙ্গুয়াভাবে অবস্থান নিয়েছেন মৌচাষিরা। বিসিয়েছেন সারি সারি মৌবাক্স। প্রতিটি বাক্সে একটি করে বানি মৌমাছিসহ কয়েক হাজার কর্মী মৌমাছি বসবাস করে। তারা ছুটে যায় ফসলি মাঠে। ফুল থেকে আহরণ করেছে ফুলের নির্মাস। মৌমাছির সেই নির্যাস বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় ঘন মধুতে।

মৌচাষিরা ১০ থেকে ১৫ দিন পর পর বাল্লের ফ্রেমগুলো থেকে নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে মধু সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত মধু হাতের স্পর্শ ছাড়াই সম্পূর্ণ মেশিনের সাহায্যে বের করা হয়। এরপর তা মজুত রাখা হয় বিভিন্ন আকারের কলটেইনারে। তারপর মাঠ থেকেই

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

সরাসর ক্ষেত্রদের কাছে বিক্রি করেন মধু।



শরীয়তপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, শরীয়তপুরে ৫ হাজার ৮৫০ হেক্টের জমিতে ধনিয়া ও ৩ হাজার ৬৮০ হেক্টের জমিতে কালোজিরা আবাদ হচ্ছে। এসব ফসলি মাঠের পাশে ৯ হাজার ৪৪০টি মৌবাঙ্গ বসানো হচ্ছে। এতে ৫৫ টন মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা আছে। যার বাজারমূল্য প্রতি কেজি ৮০০ টাকা দরে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা।

শরীয়তপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মৌ বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ মো. নাজমুল হুদা বলেন, 'এ শিল্পকে এগিয়ে নিতে শুধু মধু নয়, বিশেষ চারটি উপাদান সংগ্রহ করা যায়। তার প্রক্রিয়াগত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের মাধ্যমে খামারিদের সমৃদ্ধ এবং পৃষ্ঠাপোষকতা দিলে মধু শিল্প থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।'

তিনি বলেন, 'মধু ছাড়াও উপজাত হিসেবে পোলেন, প্রপোলিজ, রয়েল জেলি এবং বি ডেলম- এমন কয়েকটি প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। প্রোডাক্টগুলোর দাম অনেক বেশি। কিন্তু শিল্পটি এখনো বিস্তার লাভ করেনি। মধুর সঙ্গে সঙ্গে এ প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে পারলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।'

এসআই/জেডআইএম

চায় কৃষি কৃষি-সংবাদ

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:1651630 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

কৃষি | সারাদেশ

শরীয়তপুরে বাণিজ্যিকভাবে মধু চাষ

08 মার্চ ২০২৩, ① ১৩:৫৬



শরীয়তপুর প্রতিনিধি : শরীয়তপুরে বাণিজ্যিকভাবে মধু চাষ দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতি বছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে খামারের সংখ্যা। তেল ও মসলা জাতীয় ফসলি জমির পাশে গড়ে ওঠা এসব মৌখামার কৃষির জন্য হয়ে উঠেছে আশীর্বাদ। মৌমাছির পরাগায়নের ফলে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ উৎপাদন বাড়ে কালোজিরা, ধনিয়া আর সরিষার ফুলে। বাণিজ্যিক এ মধুর স্বাদ, গন্ধ, রং ও গুণগত মান ভালো হওয়ায় রঞ্জনি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারেও।

এ বছর শরীয়তপুরে ৭৮টি ভ্রাম্যমাণ মৌচাষির দল এসেছে। মধু চাষ করে নিজেরাই সামলস্বী হচ্ছেন না, অবদান রাখছেন অর্থনীতিতেও। মৌখামার ঘিরে কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হয়েছে অনেক বেকার যুবকের। মধু কিনতে মৌচাষির কাছে আসেন দেশি-বিদেশি ক্রেতা। দরদাম করে মধু কিনে নিয়ে যান তারা। তবে মধুর ন্যায্য দাম

পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ খামারিদের। ন্যায্য দাম পেলে এ শিল্প জাতীয় অর্থনৈতিতে অনেক অবদান রাখবে বলে মনে করেন খামারিব।

সাতক্ষীরা থেকে মৌ চাষ করতে আসা রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের মধু ভারতের ডাবর, এপি, বাংলাদেশের অলওয়েজ, হামদর্দ নেয়। কিন্তু আমরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছি না। ন্যায্য মূল্য পেলে আমরা মৌ চাষকে চালিয়ে নিতে পারবো।’

শরীয়তপুরের মাঠে মাঠে এখন কালোজিরা আর ধনিয়ার মতো মসলা জাতীয় ফসলে ভরে উঠেছে। মাঠজুড়ে সাদা ফুল বাতাসে দোল থায়। বিচরণ করছে মৌমাছির দল। বসছে ফুলে, করছে মধু আহরণ। ফসলি মাঠের পাশে অঙ্গুয়ীভাবে অবস্থান নিয়েছেন মৌচাষিরা। বসিয়েছেন সারি সারি মৌবাঞ্চ। প্রতিটি বাঞ্চে একটি করে রানি মৌমাছিসহ কয়েক হাজার কর্মী মৌমাছি বসবাস করে। তারা ছুটে যায় ফসলি মাঠে। ফুল থেকে আহরণ করেছে ফুলের নির্যাস। মৌমাছির সেই নির্যাস বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় ঘন মধুতে।

মৌচাষিরা ১০ থেকে ১৫ দিন পর পর বাঞ্চের ফ্রেমগুলো থেকে নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে মধু সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত মধু হাতের স্পর্শ ছাড়াই সম্পূর্ণ মেশিনের সাহায্যে বের করা হয়। এরপর তা মজুত রাখা হয় বিভিন্ন আকারের কনচেইনারে। তারপর মাঠ থেকেই সরাসরি ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন মধু।



শরীয়তপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, শরীয়তপুরে ৫ হাজার ৮৫০ হেক্টার জমিতে ধনিয়া ও ৩ হাজার ৬৮০ হেক্টার জমিতে কালোজিরা আবাদ হয়েছে। এসব ফসলি মাঠের পাশে ৯ হাজার ৪৪০টি মৌবাঞ্চ বসানো হয়েছে। এতে ৫৫ টন মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা আছে। যার বাজারমূল্য প্রতি কেজি ৮০০ টাকা দরে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টাকা।

শরীয়তপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মৌ বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ মো. নাজমুল হুস্তা বলেন, ‘এ শিল্পকে এগিয়ে নিতে শুধু মধু নয়, বিশেষ চারটি উপাদান সংগ্রহ করা যায়। তার প্রক্রিয়াগত জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের মাধ্যমে খামারিদের সমৃদ্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা দিলে মধু শিল্প থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।’

তিনি বলেন, ‘মধু ছাড়াও উপজাত হিসেবে পোলেন, প্রপোলিজ, রয়েল জেলি এবং বি ভেনম- এমন কয়েকটি প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। প্রোডাক্টগুলোর দাম অনেক বেশি। কিন্তু শিল্পটি এখনো বিস্তার লাভ করেনি। মধুর সঙ্গে সঙ্গে এ প্রোডাক্ট উৎপাদন করতে পারলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব।’

Published: 09:07 AM, 04 March 2023

29,000 Bhola farmers to get incentive for Aush farming

AA News Desk:



A total of 29,000 small and marginal farmers will get seed and fertilizer as incentive for the cultivation of Aush paddy in the current season in all seven upazilas of Bhola.

To increase the interest of farmers in Aush cultivation, the amount of incentive support and the number of farmers have been increased significantly in the current financial year 2022-23 in the district.

Under the programme, the target of Aush cultivation was fixed on 69,100 hectares of land, Hasan Waresul Kabir, Deputy Director of the Department of Agricultural Extension (DAE) of the district, told BSS.

Among the beneficiary farmers, 6,000 are in Sadar upazila, 4,500 in Daulatkhan upazila, 3,200 in Borhanuddin upazila, 3,000 in Lalmohan upazila, 1,500 in Tajumuddin upazila, 10,000 in Charfashion upazila and 8,00 in Manpura upazila will get the incentive of the district, according to the Agriculture Office of the district.

The beneficiary farmers will get five kilograms of Aush paddy seed, 10-kg of Di-ammonium phosphate (DAP) fertilizer and 10-kg of Muriate of potash (MOP) fertilizer free of cost for cultivating one bigha of land under the programme.

Hasan Waresul Kabir said the incentives distribution work will begin very soon.

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

বাংলাদেশ প্রতিদিন.কম

05-Mar-23 Page:1 Size:1216x672 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 40,609

০ ৪ মার্চ, ২০২৩ ১৫:৫৯



কপি লিঙ্ক

প্রিন্ট

Like

Share 25

বোরো আবাদে ব্যস্ত সিরাজগঞ্জের কৃষক

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি



শস্যভাণ্ডার খ্যাত চলনবিল অধ্যুষিত সিরাজগঞ্জে বোরো

রোপগের মৌসুম শুরু হয়েছে। এজন্য কাঞ্চিত ফলনের আশায় বোরো আবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন

কৃষকরা।

জমি প্রস্তুতকরণ, চারা উঠানে, চারা রোপণ ও পরিচর্যায় ব্যন্ত সময় কাটছে কৃষি সংশ্লিষ্টদের। আবহাওয়া ভাল থাকলে বিঘা প্রতি ২০-২৫ মণি ধান ফলনের আশা করছেন কৃষকরা।

তবে সার, তেল, বিদ্যুৎ, হালচাষ ও শ্রমিকের মজুরি বেশি হওয়ায় লাভ কর হবে বলেও শঙ্খা করছেন তারা।

সদর উপজেলার খোলাবাড়ী গ্রামের কৃষক আদুর রহিম ও সাইফুল জানান, ধান রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করা হচ্ছে। হালচাষ ও পানি দিয়ে মাটি নরম করা হচ্ছে। এরপর চারা রোপণ করা হবে। তবে বিদ্যুৎ, তেল, সারের দাম উর্ধ্বগতি এবং হালচাষ ও শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছি। জমি পতিত থাকবে তাই বাধ্য হয়ে ধান রোপণ করছি।

সরাটেল গ্রামের কৃষক আদুল হাই ও আল-আমিন জানান, সরকার যদি সার, বিদ্যুত তেলসহ অন্যান্য জিনিসের দাম কমাতো তাহলে আমরা একটু আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারতাম।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বাবলু কুমার সুত্রধর জানান, চলতি বছরে সিরাজগঞ্জ জেলায় ১ লাখ ৪১ হাজার ৫০ হেক্টের জমিতে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭০ শতাংশ জমিতে চারা রোপণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ধানের ন্যায্যমূল্য পেতে হলে কৃষককে উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। এ জন্য উন্নত জাতের চারা রোপণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে ধান রোপণ ও কর্তন করতে হবে। তাহলে উৎপাদন খরচ কমে যাবে এবং কৃষকরা ধান উৎপাদন করে লাভবান হতে পারবেন। এ জন্য মাঠ পর্যায়ে কৃষকের নানা পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

বিডি প্রতিদিন/নাজমুল

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:909272 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

কৃষি ও প্রকৃতি

বোরো আবাদে ব্যস্ত সিরাজগঞ্জের কৃষক

By AmarNews.com.bd - March 4, 2023

0





শস্যভাণ্ডার খ্যাত চলনবিল অধ্যুষিত সিরাজগঞ্জে বোরো রোপণের মৌসুম শুরু হয়েছে। এজন্য কাঞ্চিত ফলনের আশায় বোরো আবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা।

জমি প্রস্তুতকরণ, চারা উঠানো, চারা রোপণ ও পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় কাটছে কৃষি সংশ্লিষ্টদের। আবহাওয়া ভাল থাকলে বিষা প্রতি ২০-২৫ মণ ধান ফলনের আশা করছেন কৃষকরা।

সদর উপজেলার খোলাবাড়ী গ্রামের কৃষক আব্দুর রহিম ও সাইফুল জানান, ধান রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করা হচ্ছে। হালচাষ ও পানি দিয়ে মাটি নরম করা হচ্ছে। এরপর চারা রোপণ করা হবে। তবে বিদ্যুৎ, তেল, সারের দাম উর্ধ্বর্গতি এবং হালচাষ ও শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছি। জমি প্রতিত থাকবে তাই বাধ্য হয়ে ধান রোপণ করছি।

সরাটেল গ্রামের কৃষক আব্দুল হাই ও আল-আমিন জানান, সরকার যদি সার, বিদ্যুত তেলসহ অন্যান্য জিমিসের দাম কমাতো তাহলে আমরা একটু আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারতাম।

জেল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বাবলু কুমার সুত্রধর জানান, চলতি বছরে সিরাজগঞ্জ জেলায় ১ লাখ ৪১ হাজার ৫০ হেক্টের জমিতে বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭০ শতাংশ জমিতে চারা রোপণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ধানের ন্যায্যমূল্য পেতে হলে কৃষককে উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। এ জন্য উন্নত জাতের চারা রোপণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির পশাপাশি যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে ধান রোপণ ও কর্তৃন করতে হবে। তাহলে উৎপাদন খরচ কমে যাবে এবং কৃষকরা ধান উৎপাদন করে লাভবান হতে পারবেন। এ জন্য মাঠ পর্যায়ে কৃষকের নানা প্রয়ামণ প্রদান করা হচ্ছে।

কাঞ্চাই হৃদের ডুবো চরে চাষাবাদের ধূম

বাংলা পত্ৰ

রাঙামাটি প্রতিনিধি:

১ আপলোড সময় শনিবার, ৮ মার্চ, ২০২৩ / ১০ বার পড়া হয়েছে



রাঙামাটির কাঞ্চাই হৃদের ডুবো চরে চাষাবাদের ধূম পড়েছে। বোরো ধানের পাশাপাশি চলছে নানা জাতের সবজি ও তরমুজ চাষ। তাই ব্যস্ত সময় পার করছেন পাহাড়ের কৃষাণ-কৃষাণীরা।

অনেক জায়গায় তরমুজ তোলার কাজও শুরু হয়েছে। রাঙামাটি কাঞ্চাই হৃদের বুক চিরে ভেসে ওঠা শত শত একর জমিতে চাষাবাদের এমন চিত্র দেখা যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, রাঙামাটি ১০টি উপজেলার মধ্যে রাজস্থলী, বরকল, বিলাইছড়ি, জুরাছড়ি, নানিয়ারচর ও বাঘাইছড়ি উপজেলায় ডুবো চরে চাষাবাদ হয়।

রাঙামাটির জলেভাসা জমির চাষী সুশাস্ত চাকমা জানান, এ বছর খুব দ্রুত পানি কমেছে। তাই অনেক জমি ভেসে উঠেছে। এমন চিত্র দীর্ঘ বছরেও কখনো চোখে পড়েনি। তবে একদিকে সুবিধা হয়েছে। জমি থাকায় চাষাবাদ বেড়েছে। যেহেতু আগে আগে চাষ হয়েছে। আশা করছি বর্ষার আগেই ফসলও তোলার কাজ শেষ হবে।

রাঙামাটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক তপন কুমার পাল জানান, চলতি বছর রাঙামাটি কাঞ্চাই হৃদে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে ৮ হাজার ৫৫ হেক্টর। এর মধ্যে হাইক্রিড ৪হাজার ৩২৫ হেক্টর ও উফশি জাতের ধান ৩ হাজার ৭৩০ হেক্টর। তবে ধারণা করা হচ্ছে এ চাষাবাদ আরও বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরও বলেন, হৃদে পানি কম থাকায় বোরো ধানের চাষাবাদে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গেল বছরের তুলনায় এবার বোরো ধানে চাষ হয়েছে দ্বিগুণ। বর্ষার আগেই মিলতে পারে ফসল। এতে ব্যাপক লাভবান হবে কৃষক।

বাংলা ৭১নিউজ/এসএইচ

বোরো আবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন সিরাজগঞ্জের কৃষকরা

সারাবাংশ চেক ৪ মার্চ, ২০২৩

Share



শস্যভাণ্টার খ্যাত চলনবিল অধুনিত সিরাজগঞ্জে বোরো রোপদের মৌসুম ভুক্ত হয়েছে। এজন্য কর্তৃত ফলনের আশায় বোরো আবাদে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা।

জমি প্রস্তুতকরণ, চারা উঠানো, চারা রোপণ ও পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় কাটিছে কৃষি সংশ্লিষ্টদের। আবহাওয়া ভাল থাকলে বিদ্যা প্রতি ২০-২৫ হান ফলনের আশা করছেন কৃষকরা।

তবে সার, তেল, বিদ্যুৎ, হালচাষ ও শ্রমিকের মজুরি বেশি হওয়ায় লাভ কর হবে বলেও শক্ত করছেন তারা।

সন্দর উপজেলার খোলাবাড়ী গ্রামের কৃষক আনন্দুর বহিম ও সাইফুল জানান, ধান রোপদের জন্য জমি প্রস্তুত করা হচ্ছে। হালচাষ ও পানি দিয়ে মাটি নবায় করা হচ্ছে। এরপর চারা রোপণ করা হবে। তবে বিদ্যুৎ, তেল, সারের দাম উর্ধ্বগতি এবং হালচাষ ও শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় চৰাম বিপাকে পড়েছি। জমি প্রতিত থাকবে তাই বাধ্য হয়ে ধান রোপণ করছি।

সরাইতেল গ্রামের কৃষক আনন্দুল হাই ও আল-আমিন জানান, সরকার যদি সার, বিদ্যুত তেলসহ অন্যান্য জিনিসের দাম কমাতো তাহলে আমরা একটু অর্থিকভাবে লাভবান হতে পারতাম।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বাবলু কুমার সুত্রধর জানান, চলতি বজ্রে সিরাজগঞ্জ জেলায় ১ লাখ ৪১ হাজার ৫০ হেক্টের জমিতে বোরো আবাদের লক্ষ্যান্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৭০ শতাংশ জমিতে চারা রোপদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ধানের ন্যায়ানুসৃত পেতে হলে কৃষককে উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। এ জন্য উচ্চত জাতের চারা রোপদের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি যান্ত্রিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে ধান রোপণ ও কর্তৃন করতে হবে। তাহলে উৎপাদন খরচ কমে যাবে এবং কৃষকরা ধান উৎপাদন করে লাভবান হতে পারবেন। এ জন্য মাঠ পর্যায়ে কৃষকের নানা প্রয়ার্থ প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:1317096 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 20

ফুলবাড়ীর চাষীরা স্বল্প পরিশ্রমে বেশি লাভের আসায় ভুট্টা চাষে ঝুঁকছে

আমিনুল ইসলাম, ফুলবাড়ী (দিনাজপুর)

প্রকাশিত: ৪ মার্চ ২০২৩

ড্রাইভ এন্ড প্রিন্টিং



A-

A

A+



ছবি- প্রতিদিনেরচি বিডি।

দি নাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার কৃষকরা উৎপাদন বরচ কর হওয়াসহ স্বল্প পরিশ্রমে বেশি লাভ পাওয়ার

আসার ভূট্টা চাষে আগ্রহী হয়ে ওঠেছেন। উৎপাদন খরচ কম এবং ধানের চেয়ে আধিক লাভজনক হুগড়ায় ভূট্টা চাষ এখন উপজেলার অন্যতম প্রধান আবাদি ফসলে পরিষ্ঠিত হয়েছে।

ভূট্টা চাষ এ অঞ্চলের কৃষি অর্থনৈতিকে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং স্বনির্ভর হতে শুরু করেছেন স্থানীয় কৃষক। ভূট্টার দানা মানুষের খাদ্য হিসেবে এবং ভূট্টা গাছ ও সবুজপাতা উন্নতমানের গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবেও এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। জ্বালানি হিসেবে ভূট্টা গাছের রয়েছে আলাদা কদর।

উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, উপজেলার পৌর এলাকাসহ এলুয়ারি, আলাদিপুর, কাজিহাল, বেতদীঘি, খয়েরবাড়ি, দৌলতপুর ও শিবনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপকভাবে ভূট্টা চাষ হচ্ছে।

উপজেলার বেতদীঘি ইউনিয়নের খড়মপুর, চিন্তামন, দামাড়মোড়, সৈয়দপুর, শিবনগর ইউনিয়নের রাজারামপুর, গোপালপুর, কুয়ারপুর, আলাদিপুর ইউনিয়নের রাঙামাটি, বলরামপুর, উত্তর আলাদিপুর, দৌলতপুর ইউনিয়নের পলীপাড়া, হরহরারিয়া, খয়েরবাড়ি ইউনিয়নের অম্ববাড়ি, লালপুর, মহদিপুর, খয়েরবাড়ি, মুক্তারপুর গ্রামেও একই চিত্র দেখা গেছে। এ এলাকায় আগাম ভূট্টা রোপণ করায় গাছের উচ্চতা মানুষকে ছাড়িয়ে গেছে। সবুজ পাতায় ছেয়ে গেছে মাঠের পর মাঠ।

উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, ফুলবাড়ী উপজেলায় গত বছ করা হলেও তা ছাড়িয়ে তিন হাজার ৭৯৮ হেক্টারেরও অধিক জমিতে ভূট্টাচাষ করা হচ্ছে। গত ৫ বছরের তুলনায় এ বছর ভূট্টার বেশি আবাদ হচ্ছে।

কাজিহাল ইউনিয়নের ভূট্টা চাষি হেমন্ত রাখ বলেন, ৯৫ দিনের মধ্যে ভূট্টার ফলন পাওয়া সম্ভব। প্রতি বিঘা জমিতে চাষ, বীজ, সেচ, সার ও কীটনাশক এবং পরিচর্যা বাবদ খরচ হয় ১৫ থেকে ১৬ হাজার টাকা। প্রতি বিঘায় ফলন হয় ৪০ থেকে ৪৫ মণ। প্রতি মণের বর্তমান বাজার মূল্য এক হাজার ১৫০ থেকে এক হাজার ২৫০ টাকা। এতে লাভ হয় প্রতি বিঘায় ৩৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা।

উপজেলার আলাদিপুর ইউনিয়নের কৃষক ইয়াছিন সরকার বলেন, বোরো ধান চাষে উৎপাদন খরচ অনেক বেশি হলেও লাভ কম হয়। অথচ ভূট্টা চাষে পরিশ্রম ও উৎপাদন খরচ দুই-ই কম হলেও লাভ বেশি হয়। এ কারণে বোরো আবাদের বদলে ভূট্টা চাষে ঝুঁকেছেন এ বছর।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কুম্মান আক্তার বলেন, চলতি মৌসুমে ভূট্টার বাস্পার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে তাই অন্যান্য ফসলের লাভের তুলনায় ভূট্টা চাষেও কৃষকরা লাভবান হবেন। #

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

সন্দেশ প্রতিদিন

05-Mar-23 Page: 1 Size:1459108 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 50

নওগাঁর ভূট্টা বহির্বিশ্বে রপ্তানির আশা চাষীদের

আহসান হাবীব, নওগাঁ:

প্রকাশ: শনিবার, ৪ মার্চ, ২০২৩, ৫:২৮ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

ডিস্ট্রিক্ট আইন আইন



নওগাঁর ভূট্টা বহির্বিশ্বে রপ্তানির আশা চাষীদের

কম সময়ে অধিক লাভের আশায় অন্প পুঁজিতে ভূট্টা চাষ করে সফলতার স্বপ্ন দেখছেন ও বহির্বিশ্বে রপ্তানীর আশা করছে নওগাঁ জেলার ভূট্টা চাষীরা। ভূট্টার জমিতে সবুজ পাতার ফাঁকে আসতে শুরু করেছে ফুল ও ভূট্টার মোচা। এই দেখে ভূট্টা চাষীদের মুখে ফুটেছে হাসি। ভূট্টা চাষীদের স্বপ্ন এবং আশা। সরকারি সহযোগিতা পেলে নওগাঁর চাষীদের চাষ করা ভূট্টা তারা বহির্বিশ্বে রপ্তানী করবে। সব ধরনের কৃষি জমিতে ভূট্টা চাষ এনে দিয়েছে নতুন গতি। আবার ভূট্টা চাষের সাথে একই জমিতে আলু, টমেটো অথবা যেকোনো ধরনের সবজি চাষেও বাড়তি অর্থ পাচ্ছেন চাষীরা।

নওগাঁ জেলা কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, ভূট্টা চাষে অনুকূল আবহাওয়া ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে কৃষকদের আশাক চাষ করার জন্য সরকার ক্ষমতা দেন। ক্ষমতা দেন ক্ষমতা দেন ক্ষমতা দেন ক্ষমতা দেন ক্ষমতা দেন ক্ষমতা দেন ক্ষমতা দেন

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

শাখাৰ যুৱ খতমাম শব্দ। এখনে সমাচারে মুক্তিৰ স্থান ভুক্তিৰ স্থান আৰম্ভণ হতমাম শব্দগুৰু জেলায় ৬ হাজাৰ ৭৮০ হেক্টের জমিতে ভুট্টার চাষেৰ লক্ষ্যমাত্ৰা ধৰা হয়েছে। উপজেলা ভিত্তিক ভুট্টাচাষেৰ পরিমাণ হলো, সদৰ উপজেলায় ১৯০ হেক্টের, মান্দায় ৭০০ হেক্টের, রানীনগৱে ৭৩০ হেক্টের, আত্রাইয়ে ৩ হাজাৰ ৮০০ হেক্টের, বদলগাছীতে ১৩০ হেক্টের, মহাদেবপুৰে ২৯০ হেক্টের, পত্তীলায় ৬০ হেক্টের, ধামইৱহাটে ৩২০ হেক্টের, সাপাহারে ৫০ হেক্টের ও নিয়ামতপুৰে ৩০ হেক্টের।

জানা যায়, প্রতি বিঘা জমিতে চাষ, বীজ, সেচ, সার ও কীটনাশক এবং পরিচর্যা বাবদ খৰচ হয় ১১ থেকে ১২ হাজাৰ টাকা। প্রতি বিঘায় ফলন হয় ৩৫ থেকে ৪০ মণি। প্রতি মণিৰ বৰ্তমান বাজাৰ মূল্য ৮শ থেকে ১১শ টাকা। এতে অল্প পুঁজিতে প্রতি বিঘায় ২০ থেকে ২৩ হাজাৰ টাকা লাভ হয়।

জেলাৰ বিভিন্ন এলাকা ঘূৰে দেখা গেছে, কৃষকেৰ বিস্তীৰ্ণ ফসলেৰ মাঠে এখন ভুট্টা ক্ষেত্ৰগুলোৰ পরিচৰ্যা এবং সেচ কাজসহ নানা কাজে ব্যস্ত চাষিৰা। গাছগুলো হাঁটু সমান আৱ অধ্যলভেদে কিছু এলাকায় আগাম ভুট্টা রোপণ কৰায় গাছ মানুষেৰ উচ্চতাকে ছাড়িয়ে গেছে এবং কোথাও কোথাও গাছে মোচা এসেছে। এসব ভুট্টা আগাম ঘৰে তোলা যাবে।

জেলাৰ বদলগাছী উপজেলাৰ আধাইপুৰ ইউপিৰ বিষ্ণুপুৰ গ্রামেৰ হাছান আলী বলেন, বোৱো চাষে উৎপাদন খৰচ অনেক বেশি অখচ যখন ধান কাটা মাড়াই শুৰু হয় তখন ধানেৰ বাজাৰে ধস নামে। ফলে অনেক ক্ষেত্ৰে উৎপাদন খৰচই ওঠে না। কিন্তু ভুট্টার উৎপাদন খৰচ যেমন কম, দামও বেশি থাকে বলেই আমি ভুট্টা চাষ কৰেছি।

উপজেলাৰ কষ্টগাড়ী গ্রামেৰ চাষী শাহু আলম বলেন, আমি ৬০ শতাংশ জমিতে ভুট্টা চাষ কৰেছি। ভুট্টার পাশাপাশি সাথী ফসল হিসেবে আলু চাষ কৰেছি। কয়েক দিনেৰ মধ্যে আলু তোলা শুৰু কৰবো। আশা কৰছি ভুট্টার ফলনও সন্তোষজনক হবে।

সাগরপুৰ গ্রামেৰ আন্দুল হাকিম বলেন, চার বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ কৰেছি। অন্যান্য ফসলেৰ তুলনায় ভুট্টা চাষে খৰচ ও পরিশ্ৰম কম। দামও ভালো পাওয়া যায়। একটু দেৱিতে বিক্ৰি কৰলে মণি ২-৩শ টাকা বেশি পাওয়া যায়।

নওগাঁৰ কৃষি সম্প্ৰসাৱণ অধিদপ্তৰেৰ উপ পরিচালক আবুল কালাম আজাদ জানান, জেলায় এবাৰ ৬ হাজাৰ ৭৮০ হেক্টের জমিতে ভুট্টার চাষেৰ লক্ষ্যমাত্ৰা ধৰা হয়েছে। যাৱ উৎপাদনেৰ লক্ষ্যমাত্ৰা ধৰা হয়েছে ৮০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন। ইতিমধ্যে ৬ হাজাৰ ২৬০ হেক্টের জমিতে ভুট্টার চাষ হয়েছে। মাঠেৰ কিছু জমিতে এখনো আলু রয়েছে। আলু তোলা হয়ে গেলে সেই জমিগুলোতেও ভুট্টা রোপণ কৰা হবে। ফলে আমৰা আশা কৰছি আমাদেৰ লক্ষ্য মাত্ৰা থেকে বেশি জমিতে ভুট্টার চাষ হবে। ভালো ফলন পেতে মাঠ পৰ্যায়ে আমাদেৰ উপ সহকাৰী কৃষি আফিসাৰ সাৰ্বক্ষণিক কৃষকদেৱ পাশে থেকে তাদেৱ প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শ দিয়ে যাচ্ছেন।

|

স্বদেশপ্রতিদিন/এমএস

সোনাতলায় ভুট্টা চাষে কৃষকের আগ্রহ বাড়ছে



নিউজ ডেক্স

প্রকাশিত: মার্চ ০৪, ২০২৩, ০৯:৩৯ রাত
আপডেট: মার্চ ০৪, ২০২৩, ০৯:৩৯ রাত



আমাদেরকে ফলো করুন Like 263K YouTube 6K

সোনাতলা (বগুড়া) প্রতিনিধি: সোনাতলায় প্রতিবছর ভুট্টা চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে। এবারও ওই উপজেলায় বেকর্ড পরিমাণ জমিতে ভুট্টার বীজ বপন করা হয়েছে। লাভজনক ওই ফসলের প্রতি কৃষক ঝুঁকে পড়েছে। বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার যমুনা ও বাঙালী নদীর চরাখণ্ডের জমিতে এবার ভুট্টার বীজ বপন করা হয়েছে। পাশাপাশি আরও প্রায় ১৫০ হেক্টের জমিতে এবার অতিরিক্ত ভুট্টার চাষ করা হয়েছে।

ভুট্টার বীজ বপনের সাড়ে ৪ থেকে ৫ মাসের মাথায় কৃষক ভুট্টা ঘরে তুলতে পারে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর সোনাতলা উপজেলার একটি পৌরসভা ও সাতটি ইউনিয়নে ব্যাপক ভুট্টার চাষ করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ সোহরাব হোসেন বলেন, ভুট্টা একটি লাভ জনক ফসল। সংশ্লিষ্ট উপজেলায় ধানের পরেই ভুট্টা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ভুট্টা উর্বর জমিতে বেশ ভালো হয়।

ভুট্টা বপনের সাড়ে ৪ থেকে ৫ মাসের মাথায় ফসল ঘরে তোলা সম্ভব। এমনকি ভুট্টা চরাখণ্ডের বালি মাটিতে বপন করলেও ফলন পাওয়া যায় বেশ ভালো। ভুট্টা চাষে সার ও পানির তেমন প্রয়োজন হয় না। আগাছা পরিষ্কার করতে হয় না।

পোকামাকড় কম হয়। ফলে উৎপাদন খরচ খুবই কম। উপজেলার নওদাবগা, ঠাকুরপাড়া, কোড়াঙ্গা, পোড়াপাইকর, কুশাহাটা, হৃষাকুয়া, পাকুল্যা এলাকার কৃষকরা ভুট্টা চাষে বেশ ঝুকেছে। তিনি আরও জানান, ভুট্টার গাছের কোন কিছুই ফেলনা নয়, এর গাছ জালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:961065 col*inch

Tonality: Positive, Reach: 21

শিক্ষকের ইচ্ছায় ফুলের ছাদে ফুলের বাহার

আপডেট: শনিবার, মার্চ ৪, ২০২৩



নিজস্ব অভিবেদক, দিনাঞ্জপুরঃ পিটুনিয়া, জারবেরা, মোবল, নৌপমণি, কুয়েলিয়া, গাঁদা ফুল ছেয়ে আছে ছাদ। সুসজ্জিত এক বাগান।
আছে দেয়ালচিত্রও।

সব মিলিয়ে তিন শতাধিক ফুল ও ফলের গাছ। বলছিলাম দিনাজপুরের ফুলবাড়ী উপজেলার বারাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ বাগানের কথা। ২ হাজার ৪০০ বর্গফুটের এ ছাদ ফুল ও ফলে ভরে উঠেছে সহকারী শিক্ষক মিজানুর রহমান মিজানের একান্ত প্রচেষ্টায়।

বাগানে একশর বেশি টবে শোভা পাচ্ছে নানা ধরনের ফুল, আছে ফলের গাছও, যা রোপণ করেছেন মিজানুর। তিনি স্কুল ছুটির পর পরিচর্যা করেন এ বাগানে। তিনি জানালেন, গাছের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এ বাগান গড়ে তোলা। এ হাড়ু শিক্ষার্থীদের তিনি বিভিন্ন ফুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

২০১২ সালে মিজানুর স্কুলে যোগদান করেন। পরে নিজ উদ্যোগে প্রধান শিক্ষক স্বপ্ন রায়কে জানান তার বাগান করার পরিকল্পনা। তাতে সায় মেলে। ফলে এখন ছাদজুড়ে পিচুনিয়া, জারবেৱা, মোবল, নীলমণি, কুরেলিয়া, গাঁদা ফুলের রাজতু। আছে আম, জাম, পেয়ারা, লেবু, আমলকী, কলা, আতা, ড্রাগন, বরইসহ নানা ধরনের ফলের গাছ।

সহকারী শিক্ষক ইতি আরা জানান, বাচ্চাদের গাছের পরিচর্যা হাতে-কলমে শেখানো হয়। ভালো আচরণ এবং ফল ভালো করলে ফুল ও ফলের গাছ উপহার দেওয়া হয় ছাত্রাত্মাদের।

প্রধান শিক্ষক স্বপ্ন রায় বলেন, গ্রীষ্মকালে স্কুল ভবন গরম হয়ে উঠে। তাই তপ্ত ছাদ ঠান্ডা রাখতে এবং গাছের প্রতি ভালোবাসা থেকেই মিজান স্যারকে সহযোগিতা করি।

কলবেলা পত্রিকা অনলাইনের সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি অনুসরণ করুন

প্রধান শিক্ষক জানান, গাছ রোপণের জন্য যে টব ব্যবহার করা হয়েছে তা বাজার থেকে না কিনে নিজেরাই লোক দিয়ে তৈরি করেছেন। তিনি বলেন, বাচ্চারা স্কুলে পড়তে এসে বিভিন্ন ফুল ও ফলের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে—এটি অনেক আনন্দের বিষয়।

দিনাজপুরের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. নুরজ্জামান জানালেন, জেলা শহরের পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়েও ছাদ বাগান গড়ে তুলছেন অনেকেই। সেসব বাগানে ফুল ও ফল উৎপাদন হচ্ছে। এখান থেকে অনেকেই তা আবার বাজারে বিক্রি করছেন। এ ধরনের বাগানের বিকাশে তারা নানা পরামর্শ দিচ্ছে।

শিক্ষাবার্তা ডট কম/এএইচএম/০৪/০৩/২০২৩



কৃষি অর্থনীতি

নওগাঁর মাঠে মাঠে আলু তোলার ধূম



অনলাইন তেক ① প্রকাশিত ০৪ মার্চ ২০২৩



এম এ রাজ্জাক, নওগাঁ প্রতিনিধি:

শস্য ভাস্তাৱ খেত সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশের অন্যতম জেলা নওগাঁ। এখন বিস্তীর্ণ মাঠেজুড়ে চলছে আলু তোলার কর্মসূচ। কিষান-কিষানিদের হেন দম ফেলার ফুরসত নেই। কেউ কেউ নিজে আলু তুলছেন, কেউ শ্রমিক লাগিয়ে আলু তুলছেন। কৃষকরা এখন ব্যস্ত সময় পাও করছেন। এ বছৰ আলুৰ ফলন ভালো। দামও ভালো। সে কাৰণে কৃষকৰা বেশ খুশি।

জেলা কৃষি সম্প্ৰসাৱণ অধিদপ্তর সূত্ৰে জানা গৈছে, এবাৰ জেলায় ২০ হাজাৰ ৯৬০ হেক্টের জমিতে আলু চাৰ কো হয়েছে। নওগাঁৰ মানু ও নিয়ামতপুৰ উপজেলার ছাতমা গ্ৰামের আলু-চাৰি জাহাঙ্গীৰ জানান, গত বাৰ আলু ঘৰে তুলেই লোকসান হয়েছে। এবাৰ জমিতেই বিক্ৰি কৰে দেব।

আলু-চাৰি এৱশ্যাদ আলী বলেন, এবাৰ আলুৰ ফলন ও দাম ভালো। তবে গত দুই দিন আগে জমিতেই আলু পাইকাৰি ১৫ টাকা কেজি বিক্ৰি হলৈ এখন বাজাৰে ১৩ টাকা। দাম আৰ একটু বাড়লে কৃষক আৰো লাভবান হবেন। জেলায় কাৰ্ডিনাল ও ডায়মন্ড জাতেৰ আলু বেশি চাৰ হয়। কাৰ্ডিনাল ও ডায়মন্ড ১৩ টাকা কেজি দৱে ১ হাজাৰ ১৭০ থেকে ১ হাজাৰ ২৭০ টাকা বস্তা দৱে বিক্ৰি হচ্ছে।

জেলা কৃষি উপ-পরিচালক আবুল কালাম আজাদ জানান, এবাৰ আলু লক্ষ্যমাত্ৰা অৰ্জন হয়েছে ২০ হাজাৰ ৯৬০ হেক্টের জমিতে। এ পৰ্যন্ত যে জাতগুলো উঠেছে কৃষক তাৰ ফলন ও দাম ভালো পাচ্ছেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

THE DAILY Messenger

05-Mar-23 Page:1 Size:150x428 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 20

পঞ্জগড়ে প্রথমবার চাষ হচ্ছে সুপারফুড ‘চিয়া সিড’

প্রকাশিত: ১৪:৫৯, ৮ মার্চ ২০২৩



পঞ্চগড়ে প্রথমবারের মতো চাষ হচ্ছে সুপারফুড খ্যাত ‘চিয়া সিড’। জেলার তেঁতুলিয়ার কাজীপাড়ায় কাজী মিজানুর রহমান এক একর জমিতে চাষ করছেন এই নতুন ফসল। প্রথম আবাদেই আশানুরূপ ফলনের স্ফুল দেখছেন তিনি।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, কাজীপাড়া এলাকায় কৃষক কাজী মিজানুর রহমান এক একর জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করছেন চিয়া বীজ। বাতাসে দুলহে লকলকে সবুজ চিয়া গাছ। দেখতে তিল কিংবা তিষির গাছের মতোই। প্রতিটি গাছেই ধরেছে ফুল। ফুলে উড়ছে মৌমাছি। সরিয়া খেতের মতোই চিয়া ফুল থেকেও মৌচায়ের সন্তাবনা রয়েছে।

কাজী মিজানুর রহমান বলেন, আমি মূলত আখ চাষি ছিলাম। আমরা আখ চাষের ব্যাপারে ইঙ্গু গবেষণা ইনসিটিউট রাজশাহীর সঁশরদীতে একটি সেমিনারে শিয়েছিলাম। সেখানে এক কৃষিবিদের সঙ্গে পরিচয় হলে তার কাছ থেকেই এই ফসলের কথা জানতে পারি। তিনি আমাকে বিদেশি ঔষধি ফসলের গুণাঙ্গণ জানিয়ে চাষ করার আহ্বান জানালে আমি উদ্বৃদ্ধ হই।

তিনি আরও বলেন, এক প্যাকেট চিয়া সিড (বীজ) উপহার পেয়ে আমি সেগুলো বাড়িতে এসে লাগাই। প্রথমবারেই বেশ ভালোভাবে গজিয়েছে। পরের বার এক একর জমিতে তা বপন করলে ফলন দেখে আশ্চর্য হয়েছি। এটি মূলত দূরারোগ্য ব্যাধি নির্মূলে খুব ভালো কাজ করে। বাজার সুবিধা পেলে আগামীতে আরও বেশি জমিতে এই ফসল আবাদ করার কথা জানান তিনি।

জানা যায়, সুপার ফুড হিসেবে খ্যাত চিয়া বীজ। এতে রয়েছে নানান ঔষধি গুণ। এর বৈজ্ঞানিক নাম ‘সালিভিয়া হিসপানিকা’। মেঞ্জিকো সহ ইউরোপের দেশগুলোতে ঔষধি ফসল হিসেবে চিয়া চাষ হয়। এ বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোজেনিক, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, কেস্পফেরল, কোয়েরসেটিন ও ক্যাফিক অ্যাসিড নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, দ্রবণীয় এবং অন্দুবণীয় অংশ।

এক আউন্ট চিয়ায় রয়েছে থায় ৬ গ্রাম প্রোটিন, ১১ গ্রাম ফাইবার, ১৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট। এতে দুধের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি ক্যালসিয়াম, কলার চেয়ে দ্বিগুণ, পালং শাকের চেয়ে তিনগুণ ও ব্রকলির চেয়ে সাতগুণ পুষ্টি রয়েছে। যা মানবদেহে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাস্টানিজের চাহিদা পূরণ করে ও ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল (এলডিল) হ্রাস করে এবং উপকারি এইচডিএল বন্ধিতে সহায়তা করে ও ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চিকিৎসকরা বলছেন, চিয়া সিড মানদেহে শক্তি-কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। ওজন কমায়, রক্তে সুগার স্বাভাবিক রাখে, হাড়ের ক্ষয়রোধ করে, মলাশয় পরিষ্কার রাখে। ফলে কোলন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। চিয়া অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীর থেকে টেক্সিন বের করে দেয়। প্রদাহজনিত সমস্যাও দূর করে। এটিতে অ্যামিনো অ্যাসিড থাকায় ভালো ঘূম হতে সাহায্য করে। শরীরের শর্করার মাত্রা কমিয়ে হজমে সহায়তা করে। উচ্চমাত্রার ক্যালশিয়াম থাকায় হাঁটু ও জয়েন্টের ব্যাথা দূর করে। এছাড়াও নিয়মিত এটি খেলে তৃক, চুল ও নখ সুন্দর থাকে। এটি ফল বা দইয়ের মতো বিভিন্ন ধরনের খাবারের সঙ্গে খেতে হয়। পানিতে ভিজিয়ে রেখেও খাওয়া যায়। শরবতে ব্যবহার করা যায়। লেবুর রসের সঙ্গে বা দুধজাত পদার্থের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া যায়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, চিয়া বীজ বিদেশি একটি ফসল। পুদিনার একটি প্রজাতি। বেলে অথবা দোঁআঁশ মাটিতে এর ভালো ফলন হয়। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চিয়া বীজ বপন করতে হয়। মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ফলন তোলা যায়। এটি চাষে উৎপাদনে বেশি ব্যবহার করতে হয় জৈব সার। প্রতি বিঘা জমিতে বীজ উৎপাদন হয়ে থাকে ৭০-৮০ কেজি। বাজারে প্রতি কেজি ৮শ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে। উৎপাদন খরচ পড়ে বিঘায় ১০/১২ হাজার টাকা।

তেঁতুলিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, পঞ্চগড়ে প্রথমবারের মতো বিদেশি ফসল চিয়া সিড চাষ হচ্ছে। এটি খুব পুষ্টি সমৃদ্ধ ফসল। এটিকে সুপার ফুড বলা হয়। আমাদের সদর ইউনিয়নের মাঞ্ডা গ্রামের কৃষক মিজান কাজী ১ একর জায়গায় এ ফসলটি চাষ করেছেন। আমরা ম্যানেজমেন্টসহ টেকনিক্যাল বিষয়গুলো যে আছে তাকে পরামর্শ দিচ্ছি।

ফসল দেখতে আমি মাঠে গিয়েছি জানিয়ে তিনি বলেন, আশা করছি ভালোভাবে উনি ফসলটি ঘরে তুলতে পারবেন। এটির যে বিশেষ গুণ রয়েছে তা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে উপকারিসহ অনেক রোগের কাজ করে চিয়া সিড। এ ফসল চাষে যাতে আরও কৃষক আগ্রহী হন সে বিষয়েও কৃষকদের উদ্বৃদ্ধ করা ও সহযোগিতা করা হবে।

চিডিএম/এএম

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সাবেক পিডির কাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক | ৩ ০৫ মার্চ ২০২৩, ০০:০০



প্রকল্প কাজে অসম্মতি ও প্রকল্পের জন্য কনসাল্টিং ফার্ম যাচাইয়ে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় প্রকল্প পরিচালকের (পিডি) পদ থেকে মো: আজম উদ্দিনকে সরিয়ে দেয় কৃষি মন্ত্রণালয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর (ডিএই) বাস্তবায়নাধীন ‘স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্প’র পিডি ছিলেন তিনি। তার জায়গায় নিয়োগ দেয়া হয় ড. শামীম আহমেদকে। ১০ জানুয়ারির মধ্যে নতুন পিডিকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয় মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর না করলে স্ট্যান্ড রিলিজ বলে গণ্য হবে বলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্ডারে বলা হয়। ড. শামীম কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে পিডি পদে যোগদান করলেও ওই পদে ফিরে আসতে নানা তদবির করতে থাকেন আজম উদ্দিন। গত ১০ জানুয়ারি রাতে অনেকটা বাধ্য হয়েই নতুন পিডিকে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন তিনি। বাধ্য হয়ে তিনি ফরিদপুরে যোগদান করেন। তবে, সেখানে বেশি দিন থাকতে হয়নি বিসিএস ২৮ ব্যাচের প্রভাবশালী বনে যাওয়া আজম উদ্দিনকে। যোগদানের তিন-চার দিন পরেই খামারবাড়ির ক্রপস উইংয়ে অতিরিক্ত উপপরিচালক পদে আসীন হন। এরপর ফের ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছেন খামারবাড়িতে। বিশেষ করে তার সাবেক প্রকল্পে এখনো প্রভাব বলয় ধরে রেখেছেন। নতুন পিডির চেয়ে আজম উদ্দিনের বলয় এখনো শক্তিশালী প্রকল্পে। এক বছর সিনিয়র (২৭ ব্যাচ, উপপরিচালক) হলেও আজম উদ্দিনের কাছে যেন ধরাশয়ী শামীম আহমেদ। প্রকল্পের সব কার্যক্রমে এখনো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজম উদ্দিনের সিনিকেট।

জানা যায়, এটুআই কর্মসূচির আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের (খামারবাড়ি) প্রথম বিল্ডিংয়ের ছাদে সুসজ্জিত একটি অটোমেটেড ছাদবাগান স্থাপন করা হয়। পরিচর্চা বা দেখভালের দায়িত্ব পায় ‘স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্প’। গত ১ মার্চ হঠাৎই সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কিংবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের প্রশাসন শাখার কারো অনুমোদন ছাড়াই দুই মুবক ছাদে উঠে গাছে।

অটোমেটিক পানি ও খাবার দেয়ার জন্য লাগানো ইরিগেশন পাইপ-সহ ক্যাবল (তার) সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। 'স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্প'সহ খামারবাড়ির কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী তাৎক্ষণিক অবগত হওয়ার পর তাকে বাধা দেন। এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও এই প্রতিবেদকের কাছে আসে। এতে ওই যুবককে বলতে শোনা যায়, আগের পিডি আজম উদ্দিনের নির্দেশেই তিনি ছাদবাগানের পাইপ-সহ ক্যাবল (তার) খুলে নিছিলেন। পরে কর্মচারীরা তাকে আটকিয়ে প্রশাসন শাখাকে জানায়। পরে মুচলেকা নিয়ে দুই যুবককে ছেড়ে দেয়া হয় বলে জানা যায়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পিডি পদ হারিয়ে যেন পাগল হয়ে গেছেন আজম উদ্দিন। ছাদবাগানের পাইপ-সহ ক্যাবল (তার) বিচ্ছিন্ন করার আগের দিন 'স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্প'র তিনি রুমের (পিডি রুম-সহ) এসি খুলে নিয়ে যায় তার লোকজন।

প্রকল্পের পরিচালক শামীম আহমেদ বলেন, প্রথমে তাদের এসি খুলতে বাধা দেয়া হয়। পরে সাবেক পিডির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই এসি তার ব্যক্তিগত টাকায় কিনে লাগানো হয়েছিল। তাই তাদের আর আটকানো হয়নি। অন্য দিকে ছাদবাগানের ক্যাবল অপসারণের বিষয়ে তিনি বলেন, প্রকল্প পরিচালক হিসেবে এটার পরিচর্চা ও দেখভালের দায়িত্ব ডিএই আমাকে দিয়েছে। অনুমতি ছাড়াই অপরিচিত দুই ছেলে ছাদে উঠে পাইপ-সহ ক্যাবল (তার) খুলে নিছিল। আমাদের কর্মচারীরা তা দেখে আটকে দেয়।

এ বিষয়ে আজম উদ্দিনকে ফোন দিলে গত বুধবার রিসিভ করার পর মিটিংয়ে আছেন বলে জানান। পরে বারবার ফোন দিলেও রিসিভ করেননি। তবে, আজম উদ্দিনের এই কাণ্ড নিয়ে খামারবাড়িতে সমালোচনার বাড় বইছে। অনেকে বলছেন, প্রকল্প অফিসে ইচ্ছে করলেই কোনো কর্মকর্তা নিজের অর্থে এসি লাগাতে পারেন না। আবার পিডি পদ চলে গেলে তা খুলে নেয়াও ঠিক নয়। আর ছাদবাগানে পানি ও খাবার দেয়ার জন্য (অটোমেটিক) ক্যাবল/তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ঘটনায় হতবাক তারা।

কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশের মোট প্রায় পাঁচ কোটি কৃষকের মধ্যে প্রায় এক কোটি ৬২ লাখ কৃষকের ডিজিটাল প্রোফাইল তৈরি ও এক কোটি ৯ লাখ কৃষককে স্মার্টকার্ড দিতে গত বছরের (২০২২) এপ্রিল মাস থেকে 'স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু

হয়। এই অকল্পের শাখা নিয়ে পাশ মো: আজম তাদেশ। ক্ষমতাধার দশ গোলেও এই অকল্পের অগ্রগতি না হওয়ায় সংক্ষুল হন কৃষি মন্ত্রণালয় ও সম্প্রসারণের শীর্ষ ব্যক্তিরা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে ইওআই বা প্রতিষ্ঠান বাছাই কার্যক্রমে ৫২টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করে। আজম উদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ তোলে স্মার্ট টেকনোলজি বিডি লিমিটেড, সিনটেক সলিউশন লিমিটেড ও আইটি কনসাল্টেন্ট লিমিটেড নামে তিনটি প্রতিষ্ঠান। তাদের অভিযোগ আমলে নিয়ে আহ্বানকৃত এওআই/আরএফপি বাতিলের নির্দেশ দেন তৎকালীন ডিএই মহাপরিচালক বেনজীর আলম। গত ১৪ ডিসেম্বর এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করলেও আজম উদ্দিন তাতে কোনো কর্ণপাত করেননি বলে জানা যায়। এ প্রেক্ষাপটে গত ৩ জানুয়ারি স্মার্ট কৃষি কার্ড ও ডিজিটাল কৃষি (পাইলট) প্রকল্পের পরিচালক (পিডি) পদ থেকে আজম উদ্দিনকে তার প্রেষণে নিয়ে পাইলট করা হয়। তার জায়গায় পিডি নিয়ে পান কৃষি তথ্য সার্ভিসের (এআইএস) তৎকালীন উপ পরিচালক (গণযোগাযোগ) ড. শামীম আহমেদ। আর আজম উদ্দিনকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, ফরিদপুরের অতিরিক্ত উপ পরিচালক (শস) হিসেবে বদলি করা হয়। পিডির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে ঢাকার বাইরে বদলিকে শাস্তি হিসেবেই দেখেন সংশ্লিষ্টরা। এ নিয়ে কৃষিবিদদের মধ্যে থাকা গ্রাহপিংকে কাজে লাগান আজম উদ্দিন। জোরালো তদবিরের মাধ্যমে তিনি ফের ডিএই'র ক্রপস উইংয়ের খামারবাড়িতে চলে আসেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের প্রধান কার্যালয়সহ ১৪টি কৃষি অঞ্চলের দেশের ৯টি জেলার ও মেট্রোপলিটন এলাকার এক কোটি কৃষককে স্মার্ট কৃষি কার্ড দেয়ার কথা রয়েছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে। সরকারের কাছ থেকে প্রণোদনা নেয়ার সময় কৃষককে এ কার্ড দেখাতে হবে। একই সাথে কৃষিতে সরকারের সার, বৌজসহ যত ধরনের সুবিধা আছে, স্মার্টকার্ড দেখিয়ে সেসব সুবিধা নিতে হবে কৃষকদের। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হচ্ছে, কৃষকের ডিজিটাল পরিচিতি হিসেবে স্মার্ট কৃষি কার্ড ব্যবহার করে প্রতোক কৃষকের জন্য এলাকা ও চাহিদাভিত্তিক কৃষিসেবা দেয়া হবে। এ ছাড়া ডিজিটাল বিশ্বেষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কৃষিতথ্য নিশ্চিত করা হবে।

কালের কঢ়

05-Mar-23 Page:1 Size:2931288 col*inch

Tonality: Positive, Reach: 59,406

লবণাক্ত মাটিতেও তরমুজ চাষে সন্তাবনা, আগ্রহ বাড়ছে

কয়রা (খুলনা)
প্রতিনিধি

০৪ মার্চ, ২০২৩
১৭:৩৮



বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে সুন্দরবনয়েষা খুলনার কয়রা উপজেলায় লবণাক্ত জমিতে বাণিজ্যিকভাবে
ব্যাপকভাবে তরমুজের চাষ হয়েছে। একটা সময় নদীবেষ্টিত এই অঞ্চল ছিল গরু-মহিমের চারণভূমি
। সেখানসে ধান চাষ হতো। লবণ পানির ঘেরের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে যায়
। পরে ধান চাষে আগ্রহ করে উপকূলজুড়ে এখন তরমুজের চাষ হচ্ছে। এতে লাভবান হচ্ছেন চাষিরা

জানা গেছে, প্রত্যেক বছর রবি মৌসুমে উপজেলার আমাদী, বাগালী, মহেশ্বরীপুর ইউনিয়নের

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

নাকশা, আমাদী, কিনুকাঠি, হরিকাঠি, হাতিয়ার ডাঙা, বগা, বারোপোতা, উলা, ইসলামপুর ঠাকুরের চক, বৈরাগির চক, কালিকাপুর, ভাবগা, সাতহালিয়ার অধিকাংশ জমি খালি পড়ে থাকত। জমি লবণাক্ত হলেও কৃষি অফিসের পরামর্শে গত বছর ৬৫০ হেক্টর জমিতে তরমুজ চাষ করা হয়, যা এ বছর বেড়ে ১২০০ হেক্টর হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এই বছরও পাশের উপজেলার ১৫০ জনেরও বেশি উদ্যোক্তা আবারও তরমুজ চাষের উদ্যোগ নিয়েছেন। তরমুজ চাষিরা গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে তিন মাসের জন্য প্রতি একর জমি ১০-১৫ হাজার টাকা খাজনায় বর্গা নেন। সেই জমিতে তারা তরমুজের বীজ বগন করেছেন। সঠিকভাবে পরিচর্যা হলে ও সঠিক দাম পেলে তার লাভবান হবেন। এতে উপকূলের তরমুজ চাষে কৃষিতে ব্যাপক সন্তাননা দেখা গেছে।



কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

সরেজমিমে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা যায়, এলাকাজুড়ে সবুজ লতার সমারোহ। কেউ তরমুজ গাছের পরিচর্যা করছেন, কেউবা গাছের চারপাশে পানি দিচ্ছেন। অধিকাংশ গাছে ফুল ফোটার পাশাপাশি তরমুজের মুকুল এসেছে। আবার যাদের দেরিতে বীজ ঝুনেছেন, তাদের সবে চারাগাছ উঠতে শুরু করেছে। তারা সেটাই পরিচর্যা করছেন।

উদ্যোক্তা ও তরমুজ চাষি চন্দ্র কান্ত বলেন, গত বছর ১৮ বিঘা তরমুজ চাষে ৯ লক্ষ টাকা লাভ হয়। এ বছর ৫০ বিঘা চাষ করেছি। বিঘাপ্রতি ২৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে এ পর্যন্ত। চারা ভালো হয়েছে। এ বছরও ভালো ফলন পাবো বলে আশা রাখি। কিন্তু আশপাশে লবণ পানির ঘের তুলে মাটির লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় ভয়ে থাকতে হয়।

স্থানীয় কৃষক জহির বলেন, আমি প্রায় এক একর জমিতে এই প্রথমবার তরমুজ চাষ করেছি। এই পর্যন্ত আমার প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার অধিক খরচ হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আমাদের পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা ও কৃষি অফিস থেকে তরমুজ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাহলে তরমুজ চাষ করে বাণিজ্যিকভাবে এই উপজেলা লাভবান হবে।

পতিত জমিতে প্রথমবারের মতো ২০ বিঘা জমিতে তরমুজ চাষ করেছেন বাগালীর রেজাউল করিম। তিনি বলেন, ‘আগে এখানে লবণ পানির চিংড়ি চাষ হতো। আইলার পর থেকে শুধু আমন হয়। তরমুজ লাভজনক হওয়ায় প্রথমবারের মতো তরমুজ চাষের চেষ্টা করছি।

এই বিলে যারা তরমুজ চাষ করছেন, তাদের সবাই নতুন। আশা করছি তরমুজের বাস্পার ফলন হবে। আগামীতে আরো বড় পরিসরে তরমুজ চাষ করে এ অঞ্চলের কৃষিতে বিপ্লব ঘটাবেন বলে জানান তিনি।

সংযোগস্থ পত্রিকা সংগঠন সমন্বয় কর্মসূচি কার্যক সমিতি প্রতিবেদন সংস্করণ প্রক্রিয়া করে আসছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

নৃস্থিতিগত পাশে খুব আশা মাঝ, আশা মাঝে আস মোশ। খেদে তখন খুশি এবং খুশিরে

পাঁচ মাস সময় লাগে। প্রতি বিঘা আমন উৎপাদনে ৯-১১ হাজার টাকা খরচ হয়। এক বিঘা জমির ধান বিক্রি হয় সর্বোচ্চ ১৮ হাজার টাকায়। সে ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় আমন আবাদে লাভ হয় সর্বোচ্চ সাত হাজার টাকা। অন্যদিকে, তরমুজে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত সময় লাগে সর্বোচ্চ আড়াই মাস। প্রতি বিঘায় খরচ হয় ১৫-২০ হাজার টাকা। এতে তরমুজ বিক্রি হয় ৬০ হাজার থেকে এক লাখ টাকায়। যদিও এবার খরচ কিছুটা বাঢ়বে।

আমাদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউর রহমান জুয়েল বলেন, উপজেলার আমার ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি তরমুজ চাষ হয়। এখান থেকে তরমুজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যায়। লবণ্যাকৃতার জন্য একটু সমস্যা হয়। তারপরও প্রতিবছর তরমুজ চাষে আগ্রহ বাড়ছে। লাভবান হচ্ছেন তরমুজ চাষিরা। ভালমতো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ অঞ্চলে তরমুজ চাষে বিশ্বব ঘটানো সন্তুষ্ট।

আমাদী ইউনিয়নের দায়িত্বরত উপ-সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নাইমুর রহমান বলেন, তরমুজের ফলন ভালো হয়েছে। আমরা বার বার মনিটরিং করছি। আশা করছি মার্চের শেষের দিকে অথবা এপ্রিলের শুরুতে তরমুজ বিক্রি শুরু হবে।

কয়রা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম বলেন, তরমুজ চাষে পরিশ্রম অন্যান্য রবিশস্য থেকে বেশি। তারপরও গত বছরের তুলনায় এ বছর দিগুণ তরমুজ চাষ হয়েছে। লবণ পানি না থাকলে ফলন অনেক ভালো হতো। এর ভেতরেও গত বছর কৃষকরা তরমুজ চাষে ভালো লাভবান হয়েছিলেন। যার ফলে আবহাওয়া শেষ পর্যন্ত অনুকূলে থাকলে এ বছরও উৎপাদন অনেক ভালো হবে। আশা করছি তরমুজ চাষিরা লাভবান হবেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

দৈনিক
ইন্ডিফার্ম

05-Mar-23 Page:1 Size:242x35 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 14,388

ইউরোপের বাজারে সবজি রপ্তানি বাড়ছে

মুহাম্মদ রায়হান

প্রকাশ: ০৫ মার্চ ২০২৩, ০০:২৮



নিজের জমিতে আবাদ করা সবজি কখনো সুইজারল্যান্ডে যাবে, তা যেন স্পষ্টও

ভাবেননি শরীয়তপুরের জাজিরার বিলাশপুর মুলাই ব্যাপারীকদি গ্রামের কৃষক
বেলায়েত হোসেন। যা স্বপ্নেও ভাবেননি, তা এখন বাস্তব। সম্প্রতি তার আবাদ করা লাট
পাঠানো হয়েছে সুইজারল্যান্ডে। শুধু বেলায়েত নন, তার মতো অনেক কৃষকের
আবাদকৃত ফল, সবজি এখন বিদেশে যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের ফল ও শাকসবজি রপ্তানি দিনে
দিনে বাড়ছে। কৃষি অধিদণ্ডর সূত্র বলছে, গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইউরোপে সবজি রপ্তানি
হয়েছে ১ হাজার ৩০৭ টন। ২০২১-২২ অর্থবছরে তা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯১৩ টন। আর
চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসেই ১ হাজার ২০৭ টন শাকসবজি রপ্তানি হয়েছে।
অন্যদিকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফল রপ্তানি হয়েছে ১ হাজার ২০৩ মেট্রিক টন। ২০২১-২২
অর্থবছরে তা হয়েছে ৩ হাজার ১৯৯ টন। আর চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ছয়
মাসে ১ হাজার ৬৫৯ টন ফল রপ্তানি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাজ্য।

সূত্র জানিয়েছে, দেশে প্রতি বছর মৌসুমের সময় অনেকটা পানির দরে সবজি বিক্রি হয়।
এতে কৃষকদের লোকসানের মুখে পড়তে হয়। কিন্তু যদি ইউরোপে দেশের সবজির বড়
বাজার গড়ে ওঠে, তাহলে আর এই সমস্যা থাকবে না। কৃষকেরা তার কষ্টাঞ্জিত ফসলের
নাযামূল্য পাবেন। এছাড়া ফল ও সবজি রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন
করা সম্ভব। তবে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের দেশগুলোতে শাকসবজি রপ্তানি করতে হলে
এই খাতের সঙ্গে জড়িত উৎপাদনকারী, বিপণনকারী ও রপ্তানিকারককে অবশ্যই
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) দ্বারা স্বীকৃত খাদ্যপণ্য (ফল ও শাকসবজি) নীতির মানদণ্ড
প্রৱণ করতে হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর শর্তানুযায়ী গুড় এগ্রিকালচার
প্র্যাকটিস বা গ্যাপ অনুসরণ করে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে হয়।
কিন্তু এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে যে ফল ও শাকসবজি
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়, তা সাধারণত সেখানে অবস্থানরত বাঙালি
কমিউনিটির বাজারেই বিক্রি হয়। সেখানে চেইন শপগুলোতে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা
ফল ও শাকসবজি দেখা যায় না বললেই চলে। কারণ সেখানে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত
বিশেষ শর্ত পালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্র জানয়েছে, বিশ্ববাজারে বিশেষ করে ইউরোপের বাজারে ফল ও শাকসবজি রপ্তানি বাড়ানোর বিষয়ে সরকার আন্তরিক। তাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেওয়া শর্ত অনুযায়ী, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাংলাদেশ ফাইটোসেনেটারি সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১২-২০১৯ সময়ে প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজধানীর শ্যামপুরে সেন্ট্রাল প্যাকিং হাউজ নির্মাণ করেছে। ২০২১ সালে ১৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রীয় এই প্যাকিং হাউজেই স্থাপিত উক্তি সংস্থানের ল্যাবরেটরিরে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরিতে রূপান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার, যাতে বিদেশে রপ্তানির জন্য ফল ও শাকসবজির মান এখানেই পরীক্ষা করা যায়।

সম্প্রতি রাজধানীর শ্যামপুরে কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে শিয়ে দেখা যায়, প্যাকিং হাউজের নিচতলা ও দেওতলায় সবজি ও ফলমূলের মান যাচাইবাছাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, খোয়া ও শুকানো এবং মোড়কজাত করার জন্য আলাদা আলাদা অত্যাধুনিক কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি তাপমাত্রায় সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি কুলিং কক্ষ ও ভবনের তৃতীয় তলায় রপ্তানিকারকদের প্রশিক্ষণের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ফল ও সবজির মান পরীক্ষার জন্য ১০টি ল্যাব নির্মাণ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, ইউরোপের যে কোনো দেশে সবজি ও ফলমূল রপ্তানির জন্য নিয়মিতই সালমোনেলাসহ যে কোনো ধরনের দৃষ্টি, কীটনাশকের রেসিডিউ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের সংক্রমণ রয়েছে কি না, বিভিন্ন ধরনের এমআরএল পরীক্ষা করা যাবে এখানে।

এ প্রসঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির পরিচালক ড. জগত চাঁদ মালাকার বলেন, আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে স্থাপিত এই ল্যাবরেটরির অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রায় সিংহভাগই সম্পন্ন হয়েছে। আশা করছি, ২০২৪ সালের জুনের মধ্যে প্যাকিং হাউজের কাজ শেষ হবে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরি নির্মাণের ফলে দেশের শাকসবজি ও ফল রপ্তানিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন হবে। কারণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) মান অনুযায়ী এখানে পরীক্ষা করা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মানের এই ল্যাবে কাজ করার জন্য ইতিমধ্যে কোয়ারেন্টাইন কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে।

ইতেকান্তিম

NO IMAGE

05-Mar-23 Page:1 Size:227265 col*inch

Tonality: Positive, Reach: 10

ভোলায় ২৯ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রাণিক কৃষক পাছেন আউশের প্রগোদন

বিশেষ প্রতিনিধি ।

জেলার সাতটি উপজেলায় চলতি আউশ মৌসুমে ২৯ হাজার প্রাণিক কৃষককে সরকারি প্রগোদন দেওয়া হবে। প্রগোদন হিসাবে প্রত্যেক কৃষক একবিধি জমির অনুকূলে পাঁচকেজি উন্নতমানের আউশ ধানের বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার ও ১০ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হবে।

জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলার আউশ ধান আবাদে সহায়তাপ্রাপ্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ছৱহাজার, দৌলতখানে সাড়ে চারহাজার, বোরহানউদ্দিনে তিনহাজার দুইশ', লালমোহনে তিনহাজার, তঙ্গুমদিনে একহাজার পাঁচশ', চৰফ্যাশনে ১০ হাজার এবং মনপুরা উপজেলার আটশ' জন কৃষক রয়েছেন।

জেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হসান ওয়ারেসুল কবীর জানান, সরকার প্রতিবছর আউশসহ অন্যান্য ফসলের জন্য প্রগোদন দিয়ে আসছে। আউশ একটি হল্পমেয়াদী ধান হওয়ায় তা আবাদে কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে জেলার ক্ষুদ্র ও প্রাণিক চাষিদের জন্য বরান্দকৃত বীজ ও সার প্রত্যেক উপজেলায় পৌছে দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, এবছর জেলার মোট ৬৯ হাজার একশ' হেক্টার জমিতে আউশ ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৫ হাজার পাঁচশ হেক্টার জমিতে উক্ফশী জাতের ধান এবং তিনহাজার হাজার পাঁচশ হেক্টার জমিতে সুনীয় জাতের ধান রয়েছে।

সূত্র: বাসস



The
Financial Express

05-Mar-23 Page:5 Size:9 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 41,000

School for farmers

THE Farmer Field School is an approach based on people-centred learning. It can be a good platform for Bangladeshi farmers to come together for a collective action. It is a non-formal school where farmers learn and gain knowledge through learning-by-doing process. The school is conducted in a particu-

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

lar time, maybe one day in a week. The officers of the Department of Agricultural Extension (DAE) have already started conducting such open schools in the country. Generally, theoretical learning is avoided in these schools. The officers, rather, use local resources, native cultures and local dialects. So, the participating farmers feel at home to learn and share their hands-on knowledge. These schools are getting popularity among the farmers. The school is being operated throughout the year, meaning twelve sessions in twelve weeks.

With the support of Food and Agriculture

Organization (FAO), the project of running

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

these schools are being run in 30 southern upazilas of Bangladesh to let the farmers know about the market linkage, value chains, and to maintain the post-harvest quality of their produces. We hope the project will see more success in the future if DAE makes it mandatory for every newly entered cadre officer to get themselves professionally skilled in this sector.

*Md Refatul Hossain,
Additional Director (PRL),
Department of Agricultural Extension
(DAE),
Faridpur Region, Faridpur,
rifatulhossain@gmail.com*

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

বাণিজ্যিক বাণিজ্যিক

05-Mar-23 Page:1 Size:1488x674 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 4,204

কৃষিনির্ভর নেতৃত্বের আবাদ

বাণিজ্যিক বাণিজ্যিক প্রতিলিপি, মেরুদণ্ড

মার্চ ০৪, ২০২৩



গৃহ খেতে একজন কৃষক ছবি: নিজস্ব আলোকচিত্রী

দেশে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের মধ্যে গমের চাহিদা প্রতিনিয়ত বাঢ়ছে। কিন্তু চাহিদা বাঢ়লেও কৃষিনির্ভর অঞ্চল নেতৃত্বের অধিকার আবাদ কমছে। গমের জায়গা দখলে নিচ্ছে সরিয়া, ভূট্টাসহ অন্যান্য ফসল।

—

চলাত এহের জেলার আধিকাংশ অলাকার গম ফেতে পোকার আক্রমণ হয়েছে। ফলে ফসল শৃঙ্খল খরচ শোচনে গমে
শক্তায় ক্ষতকরা কৃষি বিভাগ বলছে, উৎপাদন খরচ, রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ বেশি হওয়ায় গমের আবাদ কমছে।
আবাদ বাড়াতে কৃষকদের বিনামূল্যে সার ও বীজ সহায়তা দেয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়।

নেত্রকোনা জেলার ১০ উপজেলার অধিকাংশ মানুষই কৃষি নির্ভরশীল। প্রতি মৌসুমে ক্ষতকরা ধান, গম, ভুট্টা, সরিষাসহ
নানা জাতের সবজি চাষে ব্যক্ত সময় পার করে। এবার শীত মৌসুমে নেত্রকোনার বিভিন্ন উপজেলার চর এলাকায় গম
আবাদ হয়েছে। তবে গমের তুলনায় সরিষাস আবাদেই আগ্রহী বেশির ভাগ চাষীরা। এবার ফলন ভালো না হওয়ায় আগ্রহ
কমেছে কৃষকদের। নেত্রকোনা সদর উপজেলার চালিশা লাইট গ্রামের আজিজুল ইসলাম নবাব জানান, গম চাষে
আশানুরূপ লাভবান হতে পারছেন না। তাই এর পরিবর্তে অন্যান্য ফসল চাষ করছেন। কয়েক বছর আগেও অধিকাংশ
কৃষক গম চাষ করতেন। বর্তমানে এ ফসলের চাষে সম্পৃক্ত কৃষক ও জমির পরিমাণ খুবই কম।

সদর উপজেলার শ্রীধরপুর গ্রামের কৃষক মো. গিয়াসউদ্দিন বলেন, ‘পূর্বপুরুষ থেকে নদীর চর এলাকায় গমের চাষাবাদ
করে আসছিলাম। ২০-২৫ কাঠা জমিতে গমের ভালো ফলন হতো। কিন্তু বর্তমানে পোকামাকড়সহ বিভিন্ন রোগের
সংক্রমণে গমের ফলন কমেছে। ২০০৬ সালে ৩ হাজার হেক্টের জমিতে গম আবাদ করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর
পরিমাণ কমতে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৫০ একর জমিতে গম আবাদ হয়। এর পরের অর্থবছরে অর্থাৎ
২০২০-২১ সালে জমির পরিমাণ বেড়ে ৭৮৪ হেক্টের উন্নীত হয়। কিন্তু ২০২১-২২ অর্থবছরে জমির পরিমাণ কমে ৭১৭
হেক্টের নেমে আসে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৭২৬ হেক্টের জমিতে গম আবাদ করা হচ্ছে বলে জেলা কৃষি অফিস সূচ্রে
জানা গেছে।

কৃষানি রেজিনা আঙ্গুর বলেন, ‘গত বছর নদীর চরে ৮০ শতক জমিতে গম চাষ করা হয়েছে। এ বছর সেখানে ১০
শতক জমিতে গমের আবাদ করা হয়েছে। জমিতে বিভিন্ন পোকামাকড় ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে উর্বরতা কমে
যাওয়ার পাশাপাশি ইঁদুরের আক্রমণও বাড়ায় তেমন লাভ হয় না। আটপাড়া এলাকার কৃষক মো. আবুল কাশেম বলেন,
‘নদীর চর ও উচু জমিতে গমের ফলন ভালো হয়। আমরা বিএডিসি কৃষি ফার্ম থেকে বীজ কিনে এনে জমিতে আবাদ
করি। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলে কৃষি অফিস থেকে কোনো সহযোগিতা বা পরামর্শ পাইনি। বর্তমান সময়ে গম পাকা
ধরছে, কিন্তু কিছু জমিতে গম পাকার মতো দেখা গেলেও এ ছড়ার ভেতরে গম খুঁজে পাওয়া যায় না। ছাত্রাকজনিত
কারণে গম নষ্ট হয়ে যায়।

সামগ্রিক বিষয়ে নেত্রকোনা বীজ বিপণন কেন্দ্রের সিনিয়র সহকারী পরিচালক সাজিয়া আফরিন খান মজলিশ বলেন,
‘আবহাওয়ার ওপর অনেক কিছু নির্ভরশীল। আমাদের দেশের আবহাওয়ায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। গমবীজের
সময়োপযোগী যত্ন নিতে হয়। নেত্রকোনা জেলায় গমের আবাদ কমে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে আবাদ বাড়াতে
বিনামূল্যে সার, কৌটনাশক ও সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হবে বলে জানান নেত্রকোনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের
উপপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ নূরজামান।



কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:1179600 col/inch
Tonality: Positive, Reach: 2,579

খামারি মোবাইল অ্যাপে সব পরামর্শ পাবে খামারিয়া



প্রতিনিধি, চাইপাইনবাবগঞ্জ

Like 878K Share 11

© ১৪ মার্চ ২০২৩, ১১:০৮ AM | প্রশ়ংসন: ১০ মিনিট ৫০ বিনিয়োগ করুন



একজন কৃষকের যত ধরনের পরামর্শ প্রয়োজন এখন থেকে তা খামারি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পাবে কৃষকরা। ক্রপ জোনিং প্রকল্পের খামারি মোবাইল অ্যাপের কার্যকারিতা মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আকতার।

অক্ষবার (৩ মার্চ) দুপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ও মুক্তিকা সংসদ উচ্চায়ন ইনসিটিউটের আয়োজনে চাইপাইনবাবগঞ্জের গোমতাপুর উপজেলার শেরপুরের পার্বতীপুরে বারি গম-গুণ-গুণ প্রদর্শনী ট্রায়াল অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

এসময় কৃষি সচিব বলেন, এক কালের বৰ্ষ-বৰ্ষে বারেক্স আকল এখন কৃষি বৈচিত্র্যে ভরপুর। তাই যে এলাকায় যে ফসল বেশি উৎপাদিত হয় সেখানে ক্রপ জোনিং ও মাধ্যিক্যের মাধ্যমে সেই ফসল উৎপাদনে উৎসাহিতসহ কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ আকল গড়ে তুলতে কাজ করছে সরকার।

তিনি আরও বলেন, গ্যাপ অনুসূরণ করে উৎপাদিত প্যাকেটজাত ও মানসম্মত আম পুরো মৌসুমজুড়ে জাপানে রপ্তানি করা হবে। এ ছাড়াও অন্যান্য দেশেও আম রপ্তানিতে মাঝেমাঝে কাজ করছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আম উৎপাদন হলেও দেশে ও দেশের বাইরে সুনাম রয়েছে চাইপাইনবাবগঞ্জের উৎপাদিত সুমিষ্ট আমের। যদি ও আমেরে জন্য বিচ্যাত এ জেলায় এখন পর্যন্ত আম কেন্দ্রিক কোনো শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেনি। তাই আগামীতে যেন এ জেলায় আম কেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা হয় সেই বাবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পরে সচিব ছানীয়া কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিয়য় সভায় অংশ নেন এবং স্মার্ট কৃষক তৈরিতে কৃষি আয়োসের ব্যবহার ও সুফল নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় উপর্যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. শেখ মো. বখতিয়ার, ক্রপ জোনিং প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর ড. আব্দুস সালাম, গোমসআতপুর উপজেলা নির্বাচী অফিসার আসমা বেগম, আম গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোখলেসুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ড. পলাশ সরকার, হাট্টিকালচার সেন্টারের উপ-পরিচালক ড. বিমুল কুমার প্রমাণিকসহ কৃষি বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

এ ছাড়াও সদর উপজেলার আমনুরাতে বিনা মসুর-৮ ও বারি সরিষা-১৮ র মাঠ পরিদর্শন ও মাঠ দিবসের অনুষ্ঠানে কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিয়য় করেন কৃষি সচিব।

এসআইএইচ

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



24 ঘণ্টা শব্দের মাঝে

05-Mar-23 Page:1 Size:1193152 col*inch

Tonality: Positive, Reach: 10

দৈনিক খবর

কাঞ্চিত ফলন না পেয়ে হতাশ তরমুজ চাষিরা



Bangla News · 5 hours ago

Share



Facebook



Twitter





বেশি ফলন ও বাজারে ভালো দামে বিক্রি করে লাভবান হওয়ায় আশায় আগাম তরমুজ চাষ করে কাঞ্চিত ফলন পাননি তারা। এতে কৃষকরা লোকসানে আশঙ্কায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে ফলন বিপর্যয় হওয়ায় হতাশ আগাম তরমুজ চাষিরা।

কৃষক জয়নাল আবেদীন সুবর্ণচর উপজেলার চর আমান উল্লাহ ইউনিয়নের বাসিন্দা। তিনি নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের মুছাপুর ইউনিয়নে ৫ বছরের জন্য ২৫ একর পতিত জমি বর্গ নিয়ে তরমুজ চাষ করেন। বাজারে আগাম তরমুজ বিক্রি করে লাভবান হবেন। প্রথমধাপে ফলন বি/পর্যয় হওয়ায় লোকসানের আশঙ্কা করছেন তিনি। এই আশায় বুক বেংধে ছিলেন তিনি। তার এই আশা পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তরমুজের ফলন।

কৃষক জয়নাল আবেদীন বলেন, আমি দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে তরমুজ চাষাবাদের সাথে যুক্ত আছি। এবছর ২৫ একর জমি বর্গ নিয়ে তরমুজ চাষ করেছিলাম। এর আগে কখনো এমন পরিস্থিতিতে পড়িনি। গাছগুলো ভালো হলেও ফলন তেমন হয়নি। কেনো ফলন হলো না কিন্তুই বুবাতে পারছিনা। এখন দ্বিতীয় ধাপে ঘেন আল্লাহ ভালো ফলন দেন সেই আশাই করছি। কিন্তু কিন্তু কিন্তু জমিতে একেবারে কোনো ফলন আসেনি। প্রতি একরে আমার ৭০-৭৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে।

কৃষক মিজানুর রহমান বলেন, লাভের আশায় এবার তরমুজ চাষ করতে যেয়ে লোকসানের মুখে পড়েছি। ডাঙ্কারের পরামর্শ অনুযায়ী জমিতে ঔষধ দিয়েছি। গাছ পরিপূর্ণ কিন্তু ফলন নেই। এখন ঔষধ খারাপ নাকি আবহাওয়া খারাপ বুবাতে পারছি না। কৃষক আলমগীর হোসেন বলেন, আমি ১৫ একর জমিতে তরমুজ চাষ করেছি। চাষে আমার প্রায় ৮ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এখনো আশানুরূপ ফলন পাইনি।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. বেলাল হোসেন বলেন, চলতি বছর কোম্পানীগঞ্জে ২ হাজার ৫ হেক্টার জমিতে তরমুজের আবাদ হয়েছে। তবে কিন্তু কিন্তু কৃষক ফলন বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতির মুখে পড়েছে। আগাম চাষে লাভ ক্ষতি দুটোরই সম্ভাবনা থাকে। সামনে রমজান মাস থাকায় আশা করছি চাষিদের লোকসান হবে না। তবে বিগত কয়েক বছর চাষিরা আগাম তরমুজ চাষ করে লাভবান হয়েছেন। ফলে দিন দিন এর চাষ বাড়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নোয়াখালীর উপ-পরিচালক মো. শহীদুল হক বলেন, চলতি বছর নোয়াখালীতে প্রায় ৭ হাজার ৯৫০ হেক্টার জমিতে তরমুজের চাষ করা হয়েছে। বর্তমানে তরমুজ বাজারজাত করার অপেক্ষা রয়েছেন কৃষকরা। লাভের আশায় কৃষকরা আগাম তরমুজ চাষে আগ্রহী হয়েছেন।

গোলাপগঞ্জে অনাবাদি টিলায় কফির আবাদ

গোলাপগঞ্জ (সিলেট) প্রতিনিধি

০৫ মার্চ ২০২৩, ০০:০০



কৃষি পর্যটন উপজেলা হিসেবেখ্যাত সিলেটের গোলাপগঞ্জে প্রথমবারের মতো কফি বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। উপজেলার আমুড়া ইউনিয়ন কমপেন্সেল সংলগ্ন কদমবসূল গ্রামের উচু-নিচু টিলায় প্রায় ৫০ বিঘা জায়গা নিয়ে সাড়ে ৩ হাজার গাছ লাগিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এবাগান। মূলত টিলা রক্ষা, অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা, কৃষি উদ্যোগী তৈরি এবং উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন বাড়ানোর জন্য এ প্রকল্প হাতে নিয়েছে উপজেলা কৃষি অফিস। বাগানটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা। দুই-একটি গাছে ফুল ধরা শুরু করলেও আগামী ৬ মাসের মধ্যে পুরো বাগানের কফিগাছে ফুল আসা শুরু করবে বলে জানিয়েছে উপজেলা কৃষি অফিস।

জানা যায়, অনাবাদি টিলা চাষের আওতায় নিয়ে আসতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সৈয়দ মাছুম আহমদ বাগান করার পরিকল্পনা নেন। এরই অংশ হিসেবে প্রায় ৫০ বিঘা জায়গা নিয়ে প্রথমে টিলা চাষ উপযোগী করে গড়ে তোলেন। পরে উপজেলা কৃষি অফিস থেকে কফির চারা সংগ্রহ করে তাদের পরামর্শে চাষ শুরু করেন। প্রথমবার তাকে উপজেলা কৃষি অফিস ২৫০টি কফি চারা দেয়। পরে আরও ১ হাজার ১২৬টি গাছ দেওয়া হয়। তা ছাড়া বাগান কর্তৃপক্ষ নিজেরা ২ হাজার কফিগাছ সংগ্রহ করে রোপণ করেছে। উপজেলা কৃষি অফিস থেকে আরও কফি গাছ দেওয়া হবে বলে জানান তারা। প্রথম দফায় লাগানো গাছ থেকে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ফুল আসবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, টিলা এলাকায় ফসল চাষে বেশকিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। প্রথমত টিলার মাটি শুক্র এবং বর্ষাকাল শেষে শুকিয়ে যায়। তাই গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে দীর্ঘ মূল বিশিষ্ট গাছ লাগাতে হবে। দ্বিতীয়ত টিলার ঢালুতে ফসলের যত্ন নেওয়া এবং বারবার চলাচল করা কঠিন। তাই এমনভাবে গাছ লাগানো উচিত, যেন একবার লাগালে ন্যূনতম ১০ থেকে ১৫ বছর ফলন পাওয়া যায়। তা ছাড়া দীর্ঘমূল বিশিষ্ট গাছ হলে টিলার মাটি ও ধরে রাখে। কফি একটি দীর্ঘমূল বিশিষ্ট মাঝারি জাতীয় উদ্ভিদ। এটি প্রায় চা-গাছের মতোই ৮ থেকে ১০ ফুট উচু হয় এবং ৫০ থেকে ৬০ বছর ফলন দেয়।

এদিকে, শুধু কফি আবাদই নয়- সাধারণ মানুষকে টাটকা কফির স্বাদ দিতে উদ্যোক্তারা বাগানের পাশেই টিলাবেষ্টিত স্থানে গড়ে তুলেছেন কফি হাউস, করেছেন কৃত্রিম লেক, পর্যটকদের মনোরঞ্জনে বাড়তি আমেজ জোগাতে রেখেছেন স্বচ্ছ জলে নৌকা অঘোষণের ব্যবস্থাও। নৌকায় চড়ে অথবা লেকের পাশে বসে গরম কফিতে চুমুকে এক অভূতপূর্ব আমেজে বিমোহিত করে তুলবে দর্শনার্থীকে, জানালেন বাগানের ব্যবস্থাপক আবু সুফিয়ান।

তিনি আরও জানান, ব্যক্তি উদ্যোগে ও উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় এ বাগানটি গড়ে তুলেছেন। উপজেলা কৃষি অফিস পরামর্শসহ সব ধরনের সহযোগিতাও করছে এবং বাগানের মালিক সৈয়দ মাছুম আহমদ আমেরিকা থেকে প্রতিনিয়ত বাগানের খেয়াল রাখছেন। নতুন আরও কয়েকটি টিলা প্রস্তুত করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

এ ব্যাপারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সিলেট বিভাগীয় উপপরিচালক কাজী মুজিবুর রহমান জানান, পতিত জমি চাষের আওতায় আনা, সিলেটের ঐতিহ্য লেবু, আনারস চাষ বৃক্ষ, টিলা সংরক্ষণ, টিলা ধস রোধ, উদ্যোক্তা তৈরির জন্য এই বাগান একটি সূচনা হতে পারে। উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ বাড়ানো সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় আছে। কফি একটি উচ্চমূল্যের পণ্য এবং বাগানটি সিলেটের প্রথম কফি বাগান। এ অভিজ্ঞতা থেকে নতুন বাগান গড়ে উঠবে বলে তিনি আশাবাদী।



05-Mar-23 Page:1 Size:319000 col*inch

Tonality: Positive, Reach: 11,092

রামপালে ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি উদ্ঘাবনী মেলা

বাগেরহাট জেলা সংবাদদাতা | প্রকাশের সময়: ৫ মার্চ, ২০২৩, ১২:০১ এএম

বাগেরহাটের রামপালে নানা আয়োজনে তিন দিনব্যাপী ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি উদ্ঘাবনী মেলা শুরু হয়েছে। রামপাল উপজেলা পরিষদ মাঠে ফিতা কেটে ও করুতর ওড়িয়ে এই মেলার উদ্বোধন করেন, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার এমপি। এর আগে রামপাল উপজেলা পরিষদ চতুরে একটি বর্ণায় র্যালি বের হয়ে অনুষ্ঠান স্থলে এসে শেষ হয়।
আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন, খামারবাগি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. ফরিদুল ইসলাম, বাগেরহাটের উপ-পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোগন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শেখ ফজলুল হক মনি, রামপাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজিবুল আলম, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ কৃষ্ণা রানী মন্ডল প্রমুখ।

এই মেলায় মোট ২০টি স্টলে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারসহ নিরাপদ ও বিষমুক্ত কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া হচ্ছে।

বক্তারা বলেন, আধুনিকভাবে চাষাবাদ করতে সরকার সব ধরনের সহায়তা করে যাচ্ছে। সুস্থভাবে বাঁচতে হলে নিরাপদ খাদ্য প্রাণ করতে হবে। এজন্য বিষমুক্ত কৃষির কোন বিকল্প নেই।

আয়োজিত মেলা

05-Mar-23 Page:1 Size:686x340 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 2,769

আশ্রয়ণের ঘরে ঘরে ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন

সোহেল রানা, রাজবাড়ী

৫ মার্চ ২০২৩ ১২:০০ এএম | আপডেট: ৫ মার্চ ২০২৩ ১২:৫৬ এএম

ছিল না মাথা গৌঁজার ঠাঁই। নিজের এক টুকরো জমি থাকবে, সেখানে হবে সেমিপাকা ঘর, ভাবনাতেই আসেনি কোনোদিন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণে আজ সেসব ভাবনা সত্ত্ব হয়েছে। নিজের জমি হয়েছে, সব সুযোগ-সুবিধা সংবলিত (বিদ্যুৎ, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন) সেমিপাকা ঘর হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরগুলোতে বসবাসকারীদের গল্পগুলো এমনই। পুনর্বাসিত পরিবারগুলোর অভিযন্তিতে এখন স্বপ্ন পূরণের আনন্দ।

সারাদেশের মতো রাজবাড়ী সদর উপজেলায় ৫৪০ ভূমিহীন এবং গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। নিজের ঘরে বসেই এসব পরিবার দেখছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একরাশি স্বপ্ন।

আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার- এ সেগুগান নিয়ে সদর উপজেলা প্রশাসন স্থানীয় পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরগুলোর উপকারভোগী যাচাই-বাছাই, বিদ্যুৎ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৫ ফেব্রুয়ারি উপজেলা বসন্তপুর ইউনিয়নের মহারাজপুর আশ্রয়ণের উপকারভোগীদের আয়বর্ধক কার্যক্রম বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং বিনামূল্যে উপকরণ বিতরণের কাজ সম্পন্ন করে উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভোটেরিনারি হাসপাতাল, উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মার্জিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক আবু কায়সার খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইমদাদুল হক বিশ্বাস। অন্যান্যের মধ্যে রাজবাড়ী সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নুরজাহান আক্তার সাথী, সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. খায়ের উদ্দিন আহমেদ, মেডিক্যাল অফিসার ডা. প্রয়াশ দত্ত, বসন্তপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাকির হোসেন সরদার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী বিজয় প্রামাণিক, উপ-সহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা খন্দকার সমীর, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. আলমগীর খান প্রযুক্তি।

দিনব্যাপী এ কার্যক্রমে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প পরিচালনার পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং নিরাপদ স্যানিটেশনবিষয়ক অধিবেশন পরিচালনা করেন রাজবাড়ী সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রহমান। আশ্রয়ণের উপকারভোগীদের পুষ্টিমান আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারিবারিক পুষ্টি বাগানের প্রয়োজনীয়তা ও আমাদের করণীয় শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন রাজবাড়ী সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. জনি খান এবং গবাদিপন্ড ও হাঁস-মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা এবং সুষম খাদ্য শীর্ষক অধিবেশন পরিচালনা করেন রাজবাড়ী সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. খায়ের উদ্দীন আহমেদ। জেলা প্রশাসক আবু কায়সার খান ঘর পওয়া পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, এই সুন্দর ঘরগুলোতে ভালোভাবে বসবাস করবেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী এক ইঞ্জিনিয়ার ও ফাঁকা রাখা যাবে না। সেজন্য বিতরণ করা উপকরণগুলোর যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:1128710 col*inch

Tonality: Neutral, Reach: 10

কাঁকনহাট জিকে টেড্রার্সের লাইসেন্স বাতিলের দাবি, কৃষকেরাও বিশ্বুদ্ধ

প্রকাশিত: মার্চ ৪, ২০২৩ ; ৬:৩৫ অপরাহ্ন || খবর > রাজশাহী



আমাদের রাজশাহী

০
পার

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোরের সীমান্তবর্তী কাঁকনহাট পৌরসভার বিসিআইসি অনুমোদিত সার ডিলার মেসার্স জিকে টেক্সার্সের বিরুদ্ধে সার পাচার ও কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে বেশী দামে সার বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। এসব কারণে মেসার্স জিকে টেক্সার্সের লাইসেন্স বাতিলের দাবিতে এলাকার কৃষকেরা বিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে। এদিন কাঁকনহাট পৌরসভার বিসিআইসি সার ডিলার মেসার্স জিকে টেক্সার্সের সত্ত্বাধিকারী তুহিন আক্তার ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মরিয়ম আহমেদ কৃষকদের কাছে অবরুদ্ধ হন। কৃষি কর্মকর্তার সহায়তায় নানান অনিয়ম করে সারের বেশি দাম ও সংকট দেখানোর প্রতিবাদে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে বিশুদ্ধ কৃষকেরা। সম্প্রতি সারের সংকট ও দাম বেশি নেওয়ায় ডিলারকে অবরুদ্ধ ও ডিলারের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেছে কৃষকরা। গত সোমবার দুপুরে কাঁকন হাটে বিসিআইসি ডিলার মেসার্স জিকে টেক্সার্সের সত্ত্বাধিকারী তুহিন আক্তারের দোকানে সারের জন্য যায় কৃষকরা। এ সময় ডিলার কৃষকদের জানায় সারের সংকট আছে বেশি দাম না দিলে সার দেয়া যাবে না।

প্রত্যক্ষদৰ্শীরা জননান, এসময় কৃষকেরা বিশুদ্ধ হয়ে উঠে এবং ডিলারের কাছে জানতে চাই বরাদ্দকৃত সার দুইদিনের মধ্যে কোথায় দেয়া হয়েছে। কিন্তু সার ডিলার কোন উত্তর না দিয়ে কৌশলে দোকান বন্ধ করে পালানোর চেষ্টা করে। তবে বিষয়টি বুরাতে পেরে বিশুদ্ধ কৃষকেরা ডিলারকে দোকান ঘরে অবরুদ্ধ করে শাস্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে সেখানে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

এদিকে খবর পেয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মরিয়ম আহমেদ রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ পরিচালককে সঙ্গে নিয়ে ডিলারের দোকান ঘরে গেলে কৃষকেরা বিক্ষোভ করতে থাকে।

— প্রকাশ পত্রিকা প্রতিবন্ধ প্রতিবন্ধ প্রতিবন্ধ প্রতিবন্ধ প্রতিবন্ধ প্রতিবন্ধ প্রতিবন্ধ প্রতিবন্ধ প্রতিবন্ধ

ফুর্মফের দাম প্রোস্তুত গৃহ্ণ কর্মকর্তা। গুদামের গুদাম যেনে গুরুত্বপূর্ণ ও গুণ সাম দেখতে পাও।

এক পর্যায়ে সারের কৃত্রিম সংকট রোধ ও নায়ামূল্য নিশ্চিতকরনের দাবিতে ডিলার ও কৃষি কর্মকর্তাকেও অবরুদ্ধ করে কৃষকরা। কিন্তু রহস্যজনক কারণে কৃষি কর্মকর্তা অভিযুক্ত সার ডিলারের বিকান্দে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে রশিদের মাধ্যমে সরকার নিধ্যারিত মূল্য কৃষকদের কাছে সার বিক্রির নির্দেশ দেন। স্থানীয় কৃষক আনন্দ সালাম বলেন, এই ডিলার দীর্ঘদিন ধরে সার পাচার ও কৃত্রিম সংকটের কথা রশিদ ছাড়াই বেশী দামে সার বিক্রি করছেন। এছাড়াও চাহিদার তুলনায় কম সার দেন। এসব নিয়ে অভিযোগ করেও লাভ হয় নি। কাদিপুর গ্রামের কৃষক শফিকুল ইসলাম বলেন, সারকারি দামের থেকেও বেশি দামে সার কিনতে হচ্ছে। কিছু করার নেই। বেশি দামেও ঠিক মতো সার দেয় না। তাই আজকে তাকে আটকিয়ে রেখেছিলাম। আমরা এই দুর্নীতিবাজ ডিলারের লাইসেন্স বাতিল করে নতুন ডিলার নিয়োগের দাবি করছি। কৃষকেরা বলেন, অভিযুক্ত ডিলারের দৃশ্যমান কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন। স্থানীয় কৃষকরা অতিরিক্ত উপ-পরিচালকের কাছে ডিলারের বিকান্দে সার কালোবাজারি করে বেশি দামে বিক্রি, সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি, কৃষকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ ও সময় মতো সার না দেওয়াসহ নানা অভিযোগ করেন। কৃষকেরা জানায় ডিলার পটাশ সার ১৭০০-১৮০০টাকা দাম নিলেও এর সরকারি বিক্রয় মূল্য ৭৫০ টাকা, টিএসপি সার ১১০০ টাকায় বিক্রির নিয়ম থাকলেও নিচেন ২০০০টাকা, ডিএপি সারের দাম নিচেন এভাবেই। একটি সার নিলে অন্য সার নিতে বাধ্য করছেন। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার যোগসাজশ ও স্থ্যতা করে ডিলার এসব করছে বলে কৃষকরা প্রচন্ড ফ্রোভ প্রকাশ করেছেন।

এবিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মারিয়ম আহমেদ এসব অভিযোগ অঙ্গীকার করে বলেন, উপজেলায় সারের সংকট নেই। ডিলার গুদামে সার রেখে সংকট দেখিয়ে কৃষকদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করেছে অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

Nojor 24

05-Mar-23 Page:1 Size:3351294 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 20

তিত্তার চরের মিষ্টি কুমড়া যাচ্ছে বিদেশে আনন্দে ভাসছেন চাষিরা



০৮/০৩/২০২৩

Share



খোলা চোখে ২৪ ঘণ্টা

Nojor 24

সাইফুল ইসলাম মুকুল, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট: প্রায় ছয় বছর পর আবারও তিত্তার দুর্গম চরাখগলে চাষ করা হাইব্রিড জাতের মিষ্টি কুমড়া রঞ্জনি হচ্ছে মালয়েশিয়া আর সিঙ্গাপুরে। এই দিনটা একটু আলাদা করেই ধরা দিয়েছে চান মিয়াদের কাছে। বিশ্বার্থ চরে তাদের চাষ করা মিষ্টি কুমড়া দেশ ছাড়িয়ে বিদেশিদের পাতে পড়বে এই আনন্দে ভাসছেন চাষিরা।

জানা গেছে, গঙ্গাচড়া উপজেলার তিত্তা নদীর দুর্গম চরাখগলে উৎপাদিত হাইব্রিড জাতের মিষ্টি কুমড়া রঞ্জনি হচ্ছে মালয়েশিয়া আর সিঙ্গাপুরে। এর আগে ২০১৬ সালে বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশের উদ্যোগে চরে চাষ

কর্মসূচি কুমড়া পোছোহণ ব্যবসায়ের পাতে। আগ অধার গৃহীত ব্যতীগোর পদক্ষেপেশণ ও অমুকোগান অবস্থায় সহায়তায় রংপুর এগ্রোসহ দুটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান কৃষকদের ক্ষেত্র থেকে সরাসরি মিষ্টি কুমড়া কিনে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে পাঠাচ্ছেন।

ইতোমধ্যে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ২০ কোটি টাকার মিষ্টি কুমড়ার অর্ডার পেয়েছেন। এ কারণে চাষিদের কাছ থেকে তারা সরাসরি মিষ্টি কুমড়া কিনে প্যাকেটজাত করছে। তবে শুধু বিদেশেই নয়, স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে চরে আবাদ করা মিষ্টি কুমড়া দেশের ১৭টি জেলাতেও পাঠানো হচ্ছে বলে চাষিরা জানিয়েছেন।

সম্প্রতি তিতা নদী বেষ্টিত গজবন্টা ইউনিয়নের ছালাপাক ও পূর্ব ইছলির চরাখ্তল ঘুরে দেখা গেছে, ধূ-ধূ বালুচরে বিস্তীর্ণ সবুজের সমারোহ। কয়েক বছর ধরে চান মিয়ার মতো তিতার দুর্গম বালুচরে মিষ্টি কুমড়ার চাষাবাদ করে আসছেন লিটন, মকসুদ, এনামুল, মজিবর রহমানেরা। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে চরাখ্তলের একসময়ের পতিত জমিগুলোতে সবুজের বিপ্লব ঘটাতে জুড়ি নেই তাদের।

ছালাপাক গ্রামে প্রায় ৫০০ কৃষক পরিবারের বসবাস। জনসংখ্যা প্রায় ২ হাজার ৩৮০ জন। যাদের ৮৫ ভাগ কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত। ভূমিহীন, গৃহহীন ও নিয়ন্ত্রিত এসব পরিবার এখন চরজুড়ে মিষ্টি কুমড়া, আলু, ভুট্টা, বাদাম, পেঁয়াজ, ধান চাষাবাদ করছেন। পাশাপাশি তাদের রয়েছে গবাদি পশু ও ছাগল পালন। তবে গেল কয়েক বছর ধরে লাভ বেশি হওয়াতে মিষ্টি কুমড়ায় ঝুকেছেন চাষিরা।

তিতার পাড় ষেষে হাঁটলে জানা যায় চরে মিষ্টি কুমড়া চাষে তৃণমূলদের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। চরের জমিতে সোলার পাম্প ব্যবহৃত স্যালো মেশিন দিয়ে মিষ্টি কুমড়ার ক্ষেত্রে পানি দিচ্ছিলেন কৃষক মজিবর রহমান। তার মতো আরও অনেকেই গর্তে ও গাছে পানি দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত। ছালাপাকের চরে প্রায় দেড় হাজার হেক্টেক জমিতে এবার উল্ল্লিখিত জাতের হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়ার চাষ হয়েছে। তবে গত বছরের তুলনায় এবার ফলন আশানুরূপ হয়নি জানিয়েছেন মজিবর রহমান।

সত্তরোর্দশ বয়সী এই কৃষক জানান, এবার ৮০ শতাংশ জমিতে তিনি মিষ্টি কুমড়ার চাষ করেছেন। বীজ, সার, জমি তৈরি ও সেচ দেওয়াসহ তার খরচ হয়েছে প্রায় ২০ হাজার টাকা। ইতোমধ্যে রপ্তানিকারকরা তার ক্ষেত্র থেকে ১৯ টাকা কেজি মূল্যে ২০ বঙ্গা মিষ্টি কুমড়া কিনে নিয়েছেন। ফলন কম হলেও চাহিদা বেশি হওয়ায় ভালো দাম পাচ্ছেন তিনি। এতে তার ৫০ হাজার টাকার বেশি লাভ হবে বলে মনে করছেন।

একই গ্রামের চাষি বুলবুলি বেগম বলেন, আগে তামাক চাষ করতাম। এখন চার বছর ধরে আমরা মিষ্টি কুমড়ার চাষ করছি।

সংসারে অনেক আয় উন্নতি হয়েছে। এবারও কুমড়ার চাষ করেছি। এখন পর্যন্ত দুই লাখ টাকার মিষ্টি কুমড়া বিক্রি করছি।
আরও তিন-চার লাখ টাকার মতো মিষ্টি কুমড়া বিক্রি করা সম্ভব হবে।

তিনি আরও জানান, উন্নত জাতের মিষ্টি কুমড়া আগের মতো ৮ থেকে ১০ কেজির হয় না। এটা সর্বোচ্চ ৪ থেকে ৫ কেজি
ওজনের হয়। তবে চাহিদা বেশি ২-৩ কেজি ওজনের মিষ্টি কুমড়ার। প্রথম দিকে ২২ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেছেন, এখন
১৬ থেকে ১৯ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছেন। রঙানি শুরু হওয়াতে আপাতত দাম কমার সন্তান নেই।

চরের বুকে হাঁটু পানিতে ভাসতে থাকা নৌকায় বসে কথা হলো কৃষক সামসূল হকের সঙ্গে। এই কৃষক জানান, একদিকে
ভালো দাম পাবেন, অন্যদিকে নিজেদের কাছে গর্ব যে, তাদের চাষ করা মিষ্টি কুমড়া বিদেশিরা খাবেন। এটা তাদের কাছে
স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চরাঞ্চলের ভূমিহীন ও কৃষিনির্ভর পরিবারের স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে এসেছে বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থা
এমজেএসকেএস, পাম্পকিং প্লাস, এমফোরসি ও বগড়ার পলি উন্নয়ন একাডেমি। বিশেষ করে এমফোরসি তিন্তাৰ চৰে মিষ্টি
কুমড়া চাষে উন্নত প্রযুক্তি ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি কৃষকদের প্রয়োজনীয় কারিগরী পৰামৰ্শ ও উপকৰণ সরবরাহ করে যাচ্ছে
। একই সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে কৃষকদের ফসল সংগ্রহ, পরিচর্যা, ফসলের মান নির্ধারণ, সংরক্ষণ, বাজার সংযোগ
বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন তারা। এতে করে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম নিশ্চিত হবার পাশাপাশি রঙানিকারকদের সঙ্গে
কৃষকদের যোগসূত্রও তৈরি হচ্ছে।

২০২০ সাল থেকে রংপুর জেলার চরের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে চৰ বাজার উন্নয়ন প্রকল্প ‘মেকিং মার্কেট ওয়ার্কস
ফর দ্য চৰ-এমফোরসি’। প্রকল্পটির অর্থায়নে রয়েছে বাংলাদেশ সরকার ও সুইজারল্যান্ড সরকার। এমফোরসি প্রকল্পের
উদ্দেশ্য ও সহায়তায় গত কয়েক বছর ধরে ভূমিহীনরা চৰ এলাকায় মিষ্টি কুমড়া চাষ করছেন। এতে একেবারে প্রাণিক
পর্যায়ের মানুষদের জীবনের মানও পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। কৃষকেরা সচেতন হয়ে উন্নত পদ্ধতি অনুসরণ করে ফসলের
ভালো ফলন, গুণগত মান ও ভালো দাম পেতে শুরু হওয়াতে দারিদ্র্যের শিকল ভেঙে স্বচ্ছতায় ফিরছেন তারা। এ সফলতায়
অল্প আয়ের মানুষদের জীবনের গতি অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে।

তিন্তাৰ কোলধেষা দুর্গম চৰ থেকে গ্রামীণ অবকাঠামোময় কিছু সড়ক পেরিয়ে যেতেই নজৰ কাঢ়বে উন্নত রান্তাঘাট, যোগাযোগ
ব্যবস্থা ও বাজার ব্যবস্থাপনা। ছালাপাক চরের কাছেই গজঘন্টা মতলেব বাজার। সেখানে রয়েছে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের
জন্য শস্য সংরক্ষণ গুদাম ঘর। এর পাশে প্যাকেটজাত করা হচ্ছে বিদেশে রঙানিযোগ্য মিষ্টি কুমড়া।

ভালো করে পরিকার করার পর মিষ্টি কুমড়া কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে সেলাই করা হচ্ছে। বিদেশে রঞ্জনি হবে বলে ভালো মানের মিষ্টি কুমড়া বাছাই করছিলেন ফুলজান বেগম। তিনি প্রতিবেদককে জানান, অনেক সময়ে ভালো ফল হলেও ন্যায্য দাম পাওয়া যায় না। এতে যা আয় হওয়ার কথা তা হয় না। বিদেশে রঞ্জনির সুযোগ করে দেওয়ায় আর এ সমস্যা থাকবে না। অনেক বেশি দাম পাওয়া যাবে। এটা তাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া। পাশাপাশি গ্রামের অসহায় দিনমজুরদের আয়ের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে।

গজযন্টা ইউনিয়নের পূর্ব ইছলি গ্রামের বাসিন্দা দুলাল মিয়া। তিনি সেখানকার ইউপি সদস্য। তিনি জানান, গঙ্গাচড়া উপজেলার ৯০ ভাগ এলাকাই হচ্ছে তিঙ্গা নদী বেষ্টিত। এখানে দেড় শতাধিক ছোট-বড় চর রয়েছে। এর মধ্যে ২২টি চরে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতের মিষ্টি কুমড়ার চাষাবাদ হচ্ছে। দুর্গম চরাঞ্চলের তঙ্গ বালু চরে গর্ত করে সেখানে গোবর, সার আর মাটি দিয়ে মিষ্টি কুমড়া চাষ করা হয়। মূলত শুক মৌসুমে মিষ্টি কুমড়া চাষ করা হয়। এ সময় তিঙ্গা নদীতে পানি একেবারেই থাকে না। নদীর বেশিরভাগ স্থানে জেগে ওঠা চরে মিষ্টি কুমড়া চাষাবাদ করছে চাষিরা।

মিষ্টি কুমড়া রঞ্জনিকারক প্রতিষ্ঠান রংপুর এঞ্চোর কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান রতন জানান, তারা চাষিদের কাছ থেকে ১৬-১৯ টাকা কেজি দরে সরাসরি ক্ষেত থেকে মিষ্টি কুমড়া কিনছেন। এরপর প্যাকেজজাত করে বস্তায় ভরে ট্রাকে করে ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছেন। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চরাঞ্চলের মিষ্টি কুমড়ার চাহিদা রয়েছে। ইতোমধ্যে তিনি কোটি টাকার মিষ্টি কুমড়া বিদেশে পাঠানো হয়েছে। দুই দেশে প্রায় ২০ কোটি টাকার মিষ্টি কুমড়া রঞ্জনির সন্তাননা রয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

এদিকে রংপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ওবায়দুর রহমান মন্ত্র বলেন, আপাতত দুই দেশে মিষ্টি কুমড়া রঞ্জনি হলেও চরাঞ্চলের উৎপাদিত মিষ্টি কুমড়ার চাহিদা দেশের বিভিন্ন জেলায় রয়েছে। এতে করে চাষিরাও লাভবান হচ্ছে। এতে চরাঞ্চলে টেকসই ফসল উৎপাদনও সম্ভব হচ্ছে। তবে সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন মিষ্টি কুমড়া বিদেশে রঞ্জনি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, তিঙ্গার চরে চাষ করা এসব মিষ্টি কুমড়া খেতে খুবই সুস্বাদু। এছাড়া কীটনাশক ও কোনো ধরনের ক্ষতিকারক ওষুধও ব্যবহার করা হয় না। অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। ফলে দেশ ও বিদেশের বাজারে এসব কুমড়ার চাহিদা অনেক বেশি। তাছাড়াও চরে উৎপাদিত এসব মিষ্টি কুমড়ার মান ভালো এবং সহজে পচে না। এ কারণে বাইরের দেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:1357077 col/inch
Tonality: Positive, Reach: 30

শরীয়তপুরে পতিত জমিতে উৎপাদিত হচ্ছে কৃষিপণ্য

জেলা প্রতিনিধি | ০ আপডেট: শনিবার, মার্চ ৪, ২০২৩



বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পতিত জমি আবাদের আওতায় আনা শক্ত শরীয়তপুরে চলছে জোর তৎপরতা। সেই তৎপরতাকে আরও তারিখে করতে শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসন, কৃষি বিভাগ এবং বাণি পর্যায়ে তরু হয়েছে পতিত জমি আবাদের কার্যক্রম। আর সেই কার্যক্রমের আওতায় শরীয়তপুর জেলার ইতোমধ্যে ১ হাজার ৪০ হেক্টর পতিত জমি আবাদের আওতায় আনা হয়েছে। আর এখন সেই সকল পতিত জমিতে উৎপাদিত হচ্ছে কৃষি পণ্য।

আর এ বিশাল কর্মসূজ পরিচালনা করতে গিয়ে আনেক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করতে হয়েছে। অবশ্যে সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে জমির জলাবদ্ধতা নিরসন, খিল জমি আবাদ, বাণি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আনাবাদি জমিতে চলছে কৃষি কাজ।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, শরীয়তপুরে এ বছর বসতবাড়ীর আক্ষিয় ৫শ ২০ হেক্টর, চোঝলে ৪শ ২০ হেক্টর, বাণি পর্যায়ে ৫০ হেক্টর, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ৫০ হেক্টর এবং ১৫ হেক্টর জলাবদ্ধ অনাবাদি জমি এসেছে চান্দের আওতায়।

সেকেতে জেলা প্রশাসনের সরকারি বাসভবনে সময়িত কৃষি খামার, সরকারি বেসবকারি অফিসের আক্ষিয় ও বাণি পর্যায়ে চলছে প্রতিযোগিতামূলক অপ্যুক্ত কৃষি কাজ। ফলে প্রতিদিনই পতিত জমি আসছে আবাদের আওতায়।

আর এ কাজের অংশ হিসেবে জলাবদ্ধতা নিরসন ও কৃষি জমিতে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে পানি উন্নয়ন বোর্ড গত দুই বছরে ১শ ৬৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৭৬টি খাল পুনঃখনন সম্পন্ন করেছে। আর ৪টি খালের কাজ চলমান রয়েছে।

এ ব্যাপারে জাজিরা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ জামাল হাসেন বলেন, পতিত জমিতে সময় উপযোগী ফসল উৎপাদনের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এ ব্যাপারে শরীয়তপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম আহসান হাবীব বলেন, কৃষিকে এগিয়ে নিতে খাল পুনঃখনন সহ জলাবদ্ধতা নিরসনে সর্বাধিক পুরুষ দিয়ে কাজ করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড।

এ ব্যাপারে শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ পারভেজ হাসান বলেন, জমির শ্রেণী পরিবর্তন এবং উপযোগিতা অনুযায়ী এক ফসলী জমিকে দোফসলি আর দোফসলি জমিকে তিন ফসলীতে পরিণত করতে সর্বোচ্চ পুরুষ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে জেলা প্রশাসন।

শরীয়তপুর পতিত জমি

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:1636x236 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

মেহেরপুরের মাটিতে ক্যাপসিকাম চাষে বাজিমাত দুই ভাইয়ের

আলোকিত সিরাজগঞ্জ

প্রকাশিত: ৮ মার্চ ২০২৩

A- A A+



জেলার সবজির সুনাম দেশ জুড়ে। নতুন নতুন সবজি চাষেও মেহেরপুরের পরিচিতি বেড়েছে। এবার মেহেরপুরের

মাটিতে 'ক্যাপসিকাম' চাষ হচ্ছে। বেকার শিক্ষিত যুবকরা উঠে পড়ে লেগেছে ক্যাপসিকাম চাষে। বছর তিনিক আগে মেহেরপুর সদর ও গাঁথী উপজেলায় কয়েকজন সখের বশে বাড়ির আঙিনায় ক্যাপসিকাম চাষ করে।

পর্যাপ্ত ক্যাপসিকাম ফলন আসে। আশপাশের লোকজন উন্মুক্ত হয় এ চাষে। ক্যাপসিকাম সবজি এবং সুপ রান্নায় বাড়িতি স্বাদ এনে দেয়। সালাদ হিসেবে ব্যবহার করছে শহরের বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট। মেহেরপুরের প্রেক্ষাপটে নতুন এ সুস্বাদু খাবার খেতে বেশ পছন্দ করছে ফাস্টফুড প্রেমিয়া। এরপর থেকে জেলায় চাষাটি জোরদার হয়। সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের চাষ করছেন দুই সহোদর হাসান শাহরিয়ার লিয়ন ও শাহনেওয়াজ সোহান। তিনি বিষ্ণা জমিতে ক্যাপসিকাম চাষ করেছেন তারা।

জানা যায়, স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে 'গম' চাষে দেশের সেরা চাষির খেতাব অর্জন করেছিল রাধাকান্তপুর গ্রামের দুই চাষি ছাবদার আলী ও আব্দুল আজীজ। তাদের সেই অর্জনের পরে ওই সময়ের কৃষিমন্ত্রী রাধাকান্তপুর গ্রাম সফর করেন এবং উন্নত চাষের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ এবং গভীর পান্থ মেশিনের ব্যবস্থা করে দেন। এ ছাবদার আলী ও আব্দুল আজীজের ছেটভাই বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাসেম মাস্টারের তিনি সন্তান হাসান শাহরিয়ার লিওন, শাহনেওয়াজ সোহান ক্রিকেটার- শাহফরহাদ সোহাস। সময়ের প্রয়োজনেই ক্যাপসিক্যামের চাষ শুরু করেছেন তারা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে উদ্যোগী হাসান শাহরিয়ার লিওন জানান- এবছর প্রাথমিকভাবে ১ একর জমিতে মালচিং পদ্ধতিতে ক্যাপসিকাম চাষ শুরু করে। মূলত: ক্রমাগত মানুষ বাড়ির কারণে সবজির চাহিদা বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে আমরা এ চাষে হাত দিয়েছে। তাদের ছেটভাই সোহাস- চেক রিপাবলিক থেকেই অনলাইনে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের পাশাপাশি এ ক্যাপসিক্যাম চাষের পদ্ধতি থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়ে তদারকি করছে। ক্যাপসিক্যাম চাষ উদ্যোগী শাহনেওয়াজ সোহান। তিনি ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউড) থেকে 'ফার্মেসি'তে গ্রাজুয়েশন শেষ করে চাষাবাদের জন্য গ্রামে ফিরে আসেন। এবং নিজে ও গ্রামের যুব সমাজের জন্য কিছু করার লক্ষ্যে 'ইনাট মাট' নামে একটি অনলাইন সাইটে কৃষিপণ্য বাজার জাত শুরু করেন।

সেখানে সফলতা পেয়ে 'মাথাল' নামের একটি কৃষি প্রজেক্ট চালু এবং 'শোয়াড়' নামে পশুপালন প্রকল্প হাতে নেয়। মাথাল-এর আওতায় এবার প্রথমবারের মতো ১ একর জমিতে আধুনিক পদ্ধতিতে সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ক্যাপসিকামের চাষ শুরু করে। দেশে ও বিদেশে এ সবজির ব্যাপক চাহিদা ও বাজারে ভালো দাম থাকায় নতুন এ ফসল চাষ করেন। তিনি তারা নিজেরা কৃষিবিদ ও পুষ্টিবিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জেনে-বুবো এবং মাটি

পরীক্ষা থেকে যাবতীয় কাজ করে এ চাষ শুরু করেছেন। এটা তাদেও স্বপ্ন ক্যাপসিকাম এক ধরনের মিষ্টি মরিচ। ঢারা রোগণের দু'মাস পর থেকে ফুল ধরতে শুরু করে। একটি গাছে ৫/৬টি ক্যাপসিকাম পাওয়া যায়। এ সময়ের মধ্যে ক্যাপসিক্যামে বেশকিছু (যেমন- জাবপোকা, খিপস পোকা, লালমাকড়) পোকামাকড় আক্রমণ ও রোগের (যেমন- এ্যানথ্রাকনোজ ও বাইট রোগ ইত্যাদি) পদুর্ভাব হয়। এসব রোগের আক্রমণ হলে কৃষিবিদদের সঙ্গে পরামর্শ করে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হয়। পুষ্টিমানের দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান সবজি ক্যাপসিকাম- মানব শরীরের সবজিসহ বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করার পাশাপাশি বেশকিছু অসুখ উপশামে বেশ কার্যকরী। বাজারে ১৬০ থেকে ১৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে ক্যাপসিকাম।

৩ বিঘা জমিতে ২৪শ গাছ থেকে এখন প্রতিদিন প্রায় ১শ কেজি করে ক্যাপসিকাম সংগ্রহ হচ্ছে। সরেজমিনে দেখা যায় সবুজ ও নীল রঙের ক্যাপসিক্যাম মানুষের দৃষ্টি কাঢ়ছে। পাশ্রংবর্তী রাজাপুর গ্রামের কৃষক নুরজামান আগামী বছর চাষ করবেন বলে দেখতে এসেছেন। তিনি বলেন- নতুন এ ফসলটি এলাকায় কৃষিতে নতুন এক মাত্রা পেল। মরিচের মত দেখতে কিন্তু মোটা আর বিভিন্ন রঙের। দেখতে খুব ভালো লাগে। খেতেও সুস্বাদু। তিনি আগামীতে চাষ করবেন বলে মাঝে মাঝেই দেখতে আসেন। ক্যাপসিক্যাম চাষ দেখতে আসা দর্শনার্থী আসাদুল ইসলাম বলেন, নতুন একটি ফল চাষ হয়েছে শুনে এখানে এসেছি। এ ফল আগে আমরা কোনোদিন দেখিনি। বিদেশি এ ফল আমাদের মেহেরপুরে চাষ হচ্ছে দেখে খুবই ভালো লাগছে। সদর উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা চায়না পারভনি জানান- উচ্চ মুল্যের ফসল আবাদে কৃষকদের উৎসাহ দিয়ে থাকে কৃষি বিভাগ। মেহেরপুরে বাণিজ্যিকভাবে ক্যাপসিকাম চাষ শুরু হয়েছে। ক্যাপসিকামে ভিটামিন এ, বি, সি,ই ও কে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

তবে চাষটি করতে হত্তাক, খিপস ও মাইটের আক্রমণ বেশি। এক্ষেত্রে সঠিক পরিচর্মা করতে পারলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে। মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শংকর কুমার মজুমদার জানান- যদিও গরমের তীব্রতা পড়ে গেছে। এ মুহূর্তে ক্যাপসিকামের ফলন কম হচ্ছে। তারপরও ক্যাপসিকাম চাষে মেহেরপুরের অর্থনীতিতে অবদান রাখার সম্ভাবনা আছে। আমদানি ক্যাপসিকামের তুলনায় আমাদের উৎপাদিত ক্যাপসিকামের গুণগত মান অনেক ভালো। ফলে স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে এটি দেশের বিভিন্ন জায়গায় রফতানির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামীতে পুষ্টিগুণসম্মত ক্যাপসিকাম চাষ বাড়াতে পরামর্শ ও উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সূত্র: বাসস

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

আমার সংবাদ .কম

05-Mar-23 Page:1 Size:974075 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,539

‘উন্নয়নশীল দেশ গড়তে কৃষি উৎপাদনের বিকল্প নেই’

আ।  রামপাল (বাগেরহাট) প্রভিলিড
৩ মার্চ ৪, ২০২৩, ০২:৫৭ পিএম



সমৃদ্ধশীল দেশ গড়তে ও আধুনিক চায়াবাদ করতে কৃষকদের সব ধরনের সহায়তা করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। সুস্থ ভাবে বাঁচতে নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুত করতে হবে। একটি উন্নয়নশীল দেশ গড়তে কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি বিষয়ুক্ত কৃষির কোন বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপমন্ত্রী হাবিবুল নাহার এমপি।

শুক্রবার বিকেলে উপজেলা পরিষদ চতুরে রামপালে ও দিনব্যাপী ক্লাইমেট-স্টার্ট কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথি আরো বলেন, এ এলাকায় তীব্র লবণাক্ততার কারণে কৃষিতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। সরকার কৃষকদের জলবায়ু উপযোগী কৃষি ব্যবস্থা প্রস্তুত করে আসে। কৃষিজ পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকার মাঠ পর্যায়ের কৃষকদের কৃষি উপকরণ, বীজ, সার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে। প্রতিটি জায়গা ফেলে না রেখে শাক-সবজি ও ফলের চাষ করতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামার বাড়ি ঢাকার মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারণ অন্বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রন্থী বড়ুয়া, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মো. ফরিদুল হাসান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাগেরহাটের উপ পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, রামপাল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সেখ মোয়াজ্জেম হোসেন।

আরও বক্তব্য দেন, উপজেলা নির্বাচী কর্মকর্তা নাজিবুল আলাম, ভাইস চেয়ারম্যান নূরল হক লিপন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হোসনেয়ারা মিলি, ক্লাইমেট স্টার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শেখ ফজলুল হক মনি, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পৃষ্ঠ কর্মকর্তা সুকান্ত কুমার পাল, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষ্ণ রানী মন্ডল, ওসি মোহাম্মদ সামসুন্দীন, সমাজসেবা কর্মকর্তা শাহিমুর রহমান, এলজিইডি প্রকৌশলী মো. গোলজার হোসেন, পিআইও মো.

মতিউর রহমান, জেলা পরিষদ সদস্য মনির আহমেদ প্রিস্ট প্রমুখ।

বিষয়: **বাগেরহাট**

'Khamari mobile App to contribute to build smart Bangladesh'

RAJSHAHI: Secretary to the Ministry of Agriculture Wahida Akter has said Khamari mobile App will contribute a lot towards building smart Bangladesh as it's very much effective in terms of digitizing the data and findings related to farming.

"The Khamari App under the crop zoning project is time-fitting and need-oriented to the farmers and other beneficiaries," she added while addressing the assessment meeting of the field-level effectiveness of the App on Friday as chief guest, reports BSS.

Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) and Soil Resource Development Institution (SRDI) jointly organized the farmers' field day meeting at Sherpur village under Gomostapur Upazila in Chapainawabganj district.

BARC Executive Chairman Dr Sheikh Muhammad Boktiar and SRDI Principal Scientific Officer Dr Nurul Islam also spoke with BARC Member Director Dr

Abdus Salam in the chair.

Secretary Wahida Akter said the farmers will get different kinds of information, including season-wise crops, land fertility, fertilizer recommendation, yield and seed through the App.

Apart from this, they will gather knowledge about crop zoning, crop diversification, crop production and farming technology.

As a whole, the App will bring a new horizon in the field of agriculture in future.

Agriculture Secretary Wahida Akter said the present government under the dynamic and farsighted leadership of Prime Minister Sheikh Hasina has attached priority to agriculture and attained remarkable success in the field of promoting farming technology and digitization.

She told the meeting that necessary steps will be taken to establish mango-based industries in the region as it has countrywide fame related to mango production.



Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)

National News Agency of Bangladesh

05-Mar-23 Page:1 Size:1092903 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 9,033

Khamari mobile App to contribute to build smart Bangladesh: Secretary

■ BSS

© 04 Mar 2023, 10:05

Update : 04 Mar 2023, 11:25



RAJSHAHI, March 4, 2023 (BSS) - Secretary to the Ministry of Agriculture Wahida Akter has said Khamari mobile App will contribute a lot towards building smart

Bangladesh as it's very much effective in terms of digitizing the data and findings related to farming.

"The Khamari App under the crop zoning project is time-fitting and need-oriented to the farmers and other beneficiaries," she added while addressing the assessment meeting of the field-level effectiveness of the App on Friday as chief guest.

Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) and Soil Resource Development Institution (SRDI) jointly organized the farmers' field day meeting at Sherpur village under Gomostapur Upazila in Chapainawabganj district.

BARC Executive Chairman Dr Sheikh Muhammad Boktiar and SRDI Principal Scientific Officer Dr Nurul Islam also spoke with BARC Member Director Dr Abdus Salam in the chair.

Secretary Wahida Akter said the farmers will get different kinds of information, including season-wise crops, land fertility, fertilizer recommendation, yield and seed through the App.

Apart from this, they will gather knowledge about crop zoning, crop diversification, crop production and farming technology.

As a whole, the App will bring a new horizon in the field of agriculture in future.

Agriculture Secretary Wahida Akter said the present government under the dynamic and farsighted leadership of Prime Minister Sheikh Hasina has attached priority to agriculture and attained remarkable success in the field of promoting farming technology and digitization.

She told the meeting that necessary steps will be taken to establish mango-based industries in the region as it has countrywide fame related to mango production.



05-Mar-23 Page:3 Size:12 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 40,010

Khamari mobile App to contribute to build smart Bangladesh: Secretary

RAJSHAHI : Secretary to the Ministry of Agriculture Wahida Akter has said Khamari mobile App will contribute a lot towards building smart Bangladesh as it's very much effective in terms of digitizing the data and findings related to farming.

"The Khamari App under the crop zoning project is time-fitting and need-oriented to the farmers and other beneficiaries," she added while addressing the assessment meeting of the field-level effectiveness of the App on Friday as chief guest.

Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) and Soil Resource Development Institution (SRDI) jointly organized the farmers' field day meeting at Sherpur village under Gomostapur Upazila in Chapainawabganj district.

BARC Executive Chairman Dr Sheikh Muhammad Boktiar and SRDI Principal Scientific Officer Dr Nurul Islam also spoke with BARC Member Director Dr Abdus

Salam in the chair.

Secretary Wahida Akter said the farmers will get different kinds of information, including season-wise crops, land fertility, fertilizer recommendation, yield and seed through the App.

Apart from this, they will gather knowledge about crop zoning, crop diversification, crop production and farming technology.

As a whole, the App will bring a new horizon in the field of agriculture in future.

Agriculture Secretary Wahida Akter said the present government under the dynamic and farsighted leadership of Prime Minister Sheikh Hasina has attached priority to agriculture and attained remarkable success in the field of promoting farming technology and digitization.

She told the meeting that necessary steps will be taken to establish mango-based industries in the region as it has countrywide fame related to mango production.

05-Mar-23 Page:5 Size:30 col*inch

Tonality: Positive, Circulation: 40,550

BADC tests 17 new potato varieties amid campaign for food diversity

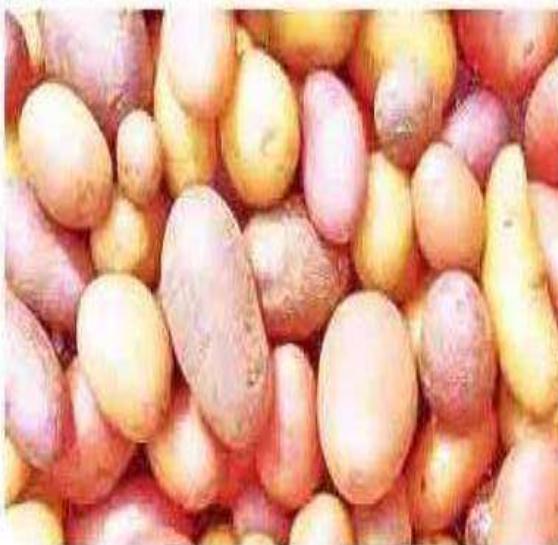
BSS, Gopalganj

Agriculture scientists have said they successfully carried out test production of 17 new potato varieties in southwestern Gopalganj in industrial scale as experts found the staples export prospect for extra nutrition qualities.

Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) officials and farmers said currently the country produces only few potato varieties while they expect the new varieties of bigger sizes could explore new export destinations because of their extra nutrient values and higher production compared to existing varieties.

"Seventeen new potato varieties are likely to contribute to make agriculture commercial and smart," BADC's Deputy Director of Gopalganj Potato Cold Storage Dipankar Roy said.

The newly developed potato varieties are - BADC potato 1 (Sunshine), BADC potato 7 (Queen ami), BADC potato 5 (Edison), BADC potato 8 (Labella), Rashida, Bari Alu 41, Seven Four Seven Rari Alu 62, Fontaine



BADC Alu 3 (Santana), Aluite, BADC Alu 10 (Alkandar), Bari Alu 79, Diamond, Carolus, Bari Alu 40 and Asterix.

The new varieties of potatoes can be exported abroad. These potatoes suitable for industrial use and will be sold at a higher price. Every year, three million tonnes of surplus potatoes are produced in the country compared to the demand. If these potatoes are exported abroad, the demand for potatoes in the international market will

increase.

Farmers will get fair price of potato from country market and farmers will benefit from good price of potato. This potato will contribute to making agriculture commercial and smart, said Dipankar Roy, Deputy Director of Gopalganj Potato Cold Storage of Bangladesh Agricultural Development Corporation.

This new varieties of potato have high dry matter content. So, without importing potato powder from abroad

companies can make chips using this new types of potato in the country.

"It will be possible to create our potato market abroad especially in European market with this new potato. Europeans buy potatoes by color, size and shape. A new variety of potato has this quality. So the new type of potato market will be created in Europe" he added.

Potato is the staple food of various European countries. If these potatoes are exported there, "we will earn foreign currency. Last year our potatoes were exported to Russia and Europe and we will be able to send new varieties of potatoes to the countries," Dipankar Roy, Deputy Director of BADC said.

The trial of new varieties has been done successfully. There have been bumper yields of new varieties of potatoes. Project director of the 'Quality potato seed production and conservation and strengthening distribution at farmer level' Md. Abir Hossain said.

The new variety of potato has versatile uses and it is eligible for export. New varieties of potatoes have high dry matter content.

কৃষি তথ্য সংক্ষিপ্ত
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

বণিক বাঞ্চা

05-Mar-23 Page:15 Size:40 col' inch
Tonality: Negative, Circulation: 151,500



লিমা জগুরের হিলিতে সেচের অভাবে জমিতে বোরো ধান লাগাতে পারছেন না কৃষক

ছবি: নিতয় আলোকচিহ্ন

সেচ পাওয়ে মিলছে না বিদ্যুৎ সংযোগ
হিলিতে পানির অভাবে বোরো

আবাদে অনিশ্চয়তা

হালিম আলী রাজী || হিংসি

দিনাজপুরের হিলির সান্দুড়িয়া গ্রামে সেচ পাস্পে বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়ায় পানির অভাবে ১৫০ বিঘা জমিতে বোরো ধান রোপণ করতে পারছেন না কৃষক। বিদ্যুৎ অফিসে একের পর এক ধরন দিয়েও সেচ পাস্পে মিলছে না বিদ্যুৎ সংযোগ। তাই মাত্র প্রস্তুত করেও পানির অভাবে ডরা মৌসুমে ঢাকা রোপণ করতে পারেননি তারা। এরই মধ্যে পানির অভাবে মাত্র ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ায় চিন্তার ভাঁজ পতেছে কৃষকের কপালে। আর কয়েকদিন পেরিয়ে গেলে এ মৌসুমে বোরো ধানের চৰা রোপণ সম্ভব হবে না। সময় পেরিয়ে যাওয়ার ১৫০ বিঘা জমিতে বোরো ধান রোপণ করা যাবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দিয়েছে। ক্রস্ত সমস্যার সমাধান না হলে আন্দোলনে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন ভুজেঙ্গী কৃষক।

সুন্নীয়া সুজ্জে জনা যায়, হিলির সান্দুড়িয়া গ্রামের কৃষক পানির অভাবে বেশেক্ষিত দিন আন্দের জমিতে ঠিকমতো চায়াবাদ করতে পারছিলেন না। গত বারিশস্থানেও পানি না মেলার মাটেই শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে লাখ লাখ টাকার আলু, গম, সরিয়াসহ অন্যান্য ফসল। এমন অবস্থায় ওই গ্রামের বলাই চন্দ নামের এক কৃষক সেচ পাস্প বসানোর উদ্দোগ নেন। এজন গত ১৩ কেন্দ্ৰীয়াৰি লাইসেন্সের জন্য উপজেলার সেচ কমিটিৰ কাছে আবেদন কৰেন। যাচাই-বাচাই শেষে ২১ কেন্দ্ৰীয়াৰি লাইসেন্স পান। এপৰিৰ বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন ও বোৱিং স্থাপন কৰেন। তবে আজ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ পাবনি। বিদ্যুৎ বিভাগের দাবি, নির্দিষ্ট দুৰত্বে অধিক হওয়ায় সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। উৰ্ধতন কৃষকের অনুমতি পেলে সংযোগ দেয়াৰ কথা জানিয়েছেন তারা।

কৃষক আন্দুর রাজ্ঞাক বলেন, 'এ মাটে আমাৰ তিন একৰ জমি পতে রয়েছে। শুধু পানিৰ অভাবে ধান রোপণ করতে পারছি না। লাইন লাগাচ্ছে, আজ পানি দিবে কল দিবে এভাৱে কৰতে কৰতে সব শেষ। পানিৰ অভাবে অলু ও ধানেৰ বীজ সব মাৰে শেষ হয়ে গৈছে। আজ হবে কল হবে কৰতে কৰতে দিন ভো শেষ হয়ে যাচ্ছে কোনো কল পাওয়া যাচ্ছে না।'

অন্য কৃষক আন্দুস সালাম বলেন, 'ক্রস্ত আন্দেৰ পানিৰ সমস্যা সমাধানেৰ জন্য সংযোগ দেয়াৰ ব্যবস্থা কৰুন। যেখামে প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰেষ্ঠ হাসিনা বলেছেন এক ইঞ্জি জমিও বেল পতে ন থাকে আৱ এখানে আন্দেৰ শত শত বিঘা জমি পতে রয়েছে। আমাৰ কোনো বিদ্যুতেৰ সংযোগ পাচ্ছি না। যাব কৰাবে জমিতে পানি পাচ্ছি ন। আমাৰ জমি লাগাতে পারছি না।'

আৱেক কৃষক সেলিম হোসেন বলেন, 'বোৱিং কৰাৰ পৰ সব দষ্টৰে ঘুৱেছি যে এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হোক। কিন্তু কেট আন্দেৰ দুৰ্বল বৃক্ষতে পৱাইছে না। যদি দুদিনেৰ মধ্যে বিদ্যুতেৰ সংযোগ দেয়ে তাহলেও আমাৰা

জমিঙ্গলো লাগাতে পাৱৰ। ক্রস্ত যদি এ সেচ পাস্পেৰ বিদ্যুৎ সংযোগ না দেয়া হয় তাহলে বাধা হয়ে আন্দোলনে যাওয়া হাত্তা কোনো উপায় থাকবে না আমাদেৱ।'

কৃষক মশিউর রহমান বলেন, 'এ মৌসুম চলে ফেল সৱিয়া লাগাতে পাৱিলি, আলু লাগাতে পাৱিলি। পুৱো জমি অনাৰিদি পতে আছে। এসব জমিতে পানিৰ জন্য এখানে অনেক টাকা বায়ে বোৱিং কৰা হয়েছে। তাই যত তাড়াতাড়ি এ সেচ পাস্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হবে তত তাড়াতাড়ি আমাৰা জমিতে ধান রোপণ কৰতে পাৱৰ। কিন্তু কি যে হয়েছে এখানে অনেক দষ্টৰেৰ লোকজন আসছে, দেখে যাচ্ছে কিন্তু কেট কেট সাড়া দিচ্ছেন না।'

সেচ পাস্প মালিক বলাই চন্দ বলেন, 'গ্রামেৰ শত শত বিঘা জমিতে কৃস্ত ফলানোৰ জন্য এ সেচ পাস্প স্থাপন কৰা হয়েছে, কিন্তু বিদ্যুতেৰ অভাবে অত আমাদেৱ বেহাল অবস্থা। বিদ্যুৎ বিভাগেৰ সোকজনেৰ টুলবাহনাৰ কাঠপে দীৰ্ঘদিন চেটা কৰেও সেচ পাস্পে সংযোগ পাচ্ছি না। এতে এ সেচ পাস্পেৰ আওতাবৰ্তী ২০০-২৫০ বিঘা জমি পতে রয়েছে। শুধু সেচেৰ অভাবে এসব জমিতে বোৱো ধান রোপণ কৰা যাচ্ছে না। শুধু তাই নহ, এসব জমিতে কৃষক গম-সৱিয়াসহ কোনো ধৰনেৰ বাবিশ্য আবাদি কৰতে পারেননি। পঞ্চী বিদ্যুতে গিয়ে দিনেৰ পৰ দিন ধৰনা দিয়েও কাজ হচ্ছে না। আজ যাৰ কাল যাৰ এভাৱে তাৱা কালকেপণ কৰাবেন, বোৱিং কৰতে বলেছে সেটা ও কৰ্মপ্লট কৰে বাবিছি। তাদেৱ কথামতো সব কৰেছি কিন্তু তাৱপৰও কেল জানি সংযোগ দিচ্ছে না। এতৰাৰ হাত-পা ধৰছি হে সময় পেৰিয়ে যাচ্ছে অস্তত সংযোগটা ক্রস্ত দেন যেন আমাৰ ধান রোপণ কৰতে পাৱৰ। এখন তাৱা বলাবেন, তাদেৱ কাজ সম্পূৰ্ণ কৰে সদৰ দষ্টৰে পাঠিয়ে দিয়েছেন সেখানে যোগাযোগ কৰতে বলাবেন। তাহলে আমাৰ কৃষক এখন কেখায় যাৰ কৰ কাছে যাৰ আৱ কাৰ কাছে বিচাই চাইব।'

হাকিমপুর উপজেলা কৃষি কৰ্মকৰ্ত্তা ড. মহতাজ সুলতানা বলেন, 'বিদ্যুৎ সংযোগেৰ অভাবে হিলিৰ সান্দুড়িয়া গ্রামে সেচকাৰ্য চলু হয়নি। আমি জাহানাচি পৰিদৰ্শন কৰে বিয়ৱাচি পঞ্চী বিদ্যুতেৰ এজিএমসহ সংশ্লিষ্টদেৱ জানিয়েছি। জমিঙ্গলোকে যেন বোৱো ধান চায়েৰ আওতায় নিয়ে আসতে পাৱা দে ব্যবহৃ গ্ৰহণ কৰা হচ্ছে।'

দিনাজপুর পঞ্চী বিদ্যুৎ সমিতি-২ হিলি সাবজেনাল অকিসেৱ এজিএম বিশ্বজিৎ সৱকাৰ বলেন, 'বলাই চন্দ নামেৰ এক বাঞ্ছিৰ সেচ পাস্পে বিদ্যুৎ সংযোগেৰ জন্য আবেদন পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সেটি টেকিংভুক্ত কৰে তাৱ আবেদনটি সমিতিৰ সদৰ দষ্টৰে পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তিনি পোলেৰ অধিক সাত পোলেৰ মতো লাইন হওয়ায় সেটি আবৱো অনুমোদনেৰ জন্য সদৰ দষ্টৰ যেকে ঢাকয় প্ৰধান কাৰ্যালয়ে পঠাবো হয়েছে। তাদেৱ আদেশসহ মালপত্ৰ প্ৰাপ্তি সাপেক্ষে ওই সেচ পাস্পে সংযোগ দেয়া হবে।'

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

কৃষি বাণিজ্য

05-Mar-23 Page:1 Size:2006475 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 4,204

সেচ পাস্পে ঘিলছে না বিদ্যুৎ সংযোগ

ঘিলিতে পানির অভাবে বোরো আবাদে অনিশ্চয়তা



কৃষির আশীর্বাদ, বিনি

মার্চ ০৫, ২০২৩



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১

দিনাজপুরের হালতে সেচের অভাবে জামিতে বোরো ধান লাগাতে পারছেন না কৃষক ছবি: নিজস্ব আগোকাচ্ছা

দিনাজপুরের হিলির সাদুড়িয়া গ্রামে সেচ পাস্পে বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়ায় পানির অভাবে ১৫০ বিঘা জমিতে বোরো ধান রোপণ করতে পারছেন না কৃষক। বিদ্যুৎ অফিসে একের পর এক ধরন দিয়েও সেচ পাস্পে মিলছে না বিদ্যুৎ সংযোগ। তাই মাঠ প্রস্তুত করেও পানির অভাবে ভরা মৌসুমে চারা রোপণ করতে পারেননি তারা। এরই মধ্যে পানির অভাবে মাঠ ফেটে টোচির হয়ে যাওয়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কৃষকের কপালে। আর কয়েকদিন পেরিয়ে গেলে এ মৌসুমে বোরো ধানের চারা রোপণ সম্ভব হবে না। সময় পেরিয়ে যাওয়ায় ১৫০ বিঘা জমিতে বোরো ধান রোপণ করা যাবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আন্দোলনে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন ভুজভোগী কৃষক।

হানীয় সুত্রে জানা যায়, হিলির সাদুড়িয়া গ্রামের কৃষক পানির অভাবে বেশকিছু দিন তাদের জমিতে ঠিকমতো চাষাবাদ করতে পারছিলেন না। গত রবিশস্যতেও পানি না মেলায় মাঠেই শুকিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে লাখ লাখ টাকার আলু, গম, সরিষাসহ অন্যান্য ফসল। এমন অবস্থায় ওই গ্রামের বলাই চন্দ নামের এক কৃষক সেচ পাস্প বসানোর উদ্যোগ নেন। এজন্য গত ১৩ ফেব্রুয়ারি লাইসেন্সের জন্য উপজেলার সেচ কমিটির কাছে আবেদন করেন। যাচাই-বাছাই শেষে ২১ ফেব্রুয়ারি লাইসেন্স পান। এরপর বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন ও বোরিং স্থাপন সম্পন্ন করেন। তবে আজ পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ পাননি। বিদ্যুৎ বিভাগের দাবি, নির্দিষ্ট দূরত্বে অধিক হওয়ায় সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলে সংযোগ দেয়ার কথা জানিয়েছেন তারা।

কৃষক আন্দুর রাজ্ঞাক বলেন, ‘এ মাঠে আমার তিন একর জমি পড়ে রয়েছে। শুধু পানির অভাবে ধান রোপণ করতে পারছি না। লাইন লাগাচ্ছে, আজ পানি দিবে কাল দিবে এভাবে করতে করতে সব শেষ। পানির অভাবে আলু ও ধানের বীজ সব মরে শেষ হয়ে গেছে। আজ হবে কাল হবে করতে করতে দিন তো শেষ হয়ে যাচ্ছে কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না।’

অন্য কৃষক আন্দুস সালাম বলেন, ‘দ্রুত আমাদের পানির সমস্যা সমাধানের জন্য সংযোগ দেয়ার ব্যবস্থা করুন। যেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এক ইঞ্চি জমিও যেন পড়ে না থাকে আর এখানে আমাদের শত শত বিঘা জমি পড়ে রয়েছে। আমরা কোনো বিদ্যুতের সংযোগ পাচ্ছি না। যার কারণে জমিতে পানি পাচ্ছি না। আমরা জমি লাগাতে পারছি না।’

আরেক কৃষক সেলিম হোসেন বলেন, ‘বোরিং করার পর সব দণ্ডে ঘুরেছি যে এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হোক। কিন্তু কেউ আমাদের দুঃখ বুবাতে পারছে না। যদি দুদিনের মধ্যে বিদ্যুতের সংযোগ দেয় তাহলেও আমরা জমিগুলো লাগাতে

সার্বিচ শ্রেণি খাদ এ সেচ পাস্পের বিদ্যুৎ সংযোগ না দেয়া হ্যাঁ তাহলে বাষ্য হয়ে আসে। গোলাম খাতোয়া হাতোয়া ফোনে তপাখ থাকবে না আমাদের।

কৃষক মশিউর রহমান বলেন, ‘এ মৌসুম চলে গেল সরিষা লাগাতে পারিনি, আলু লাগাতে পারিনি। পুরো জমি অনাবাদি পড়ে আছে। এসব জমিতে পানির জন্য এখানে অনেক টাকা ব্যয় বোরিং করা হয়েছে। তাই যত তাড়াতাড়ি এ সেচ পাস্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হবে তত তাড়াতাড়ি আমরা জমিতে ধান রোপণ করতে পারব। কিন্তু কি যে হয়েছে এখানে অনেক দণ্ডের লোকজন আসছে, দেখে যাচ্ছে কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছেন না।’

সেচ পাস্প মালিক বলাই চন্দ্র বলেন, ‘গ্রামের শত শত বিধা জমিতে ফসল ফলানোর জন্য এ সেচ পাস্প স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু বিদ্যুতের অভাবে আজ আমাদের বেহাল অবস্থা। বিদ্যুৎ বিভাগের লোকজনের টালবাহানার কারণে দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও সেচ পাস্পে সংযোগ পাচ্ছি না। এতে এ সেচ পাস্পের আওতাধীন ২০০-২৫০ বিধা জমি পড়ে রয়েছে। শুধু সেচের অভাবে এসব জমিতে বোরো ধান রোপণ করা যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, এসব জমিতে কৃষক গম-সরিষাসহ কোনো ধরনের রবিশস্য আবাদ করতে পারেননি। পল্লী বিদ্যুতে গিয়ে দিনের পর দিন ধরনা দিয়েও কাজ হচ্ছে না। আজ যাব কাল যাব এভাবে তারা কালক্ষেপণ করছেন, বোরিং করতে বলেছে সেটাও কমপ্লিট করে রাখছি। তাদের কথামতো সব করেছি কিন্তু তারপরও কেন জানি সংযোগ দিচ্ছে না। এতবার হাত-পা ধরছি যে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে অন্তত সংযোগটা দ্রুত দেন যেন আমরা ধান রোপণ করতে পারি। এখন তারা বলছেন, তাদের কাজ সম্পূর্ণ করে সদর দণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছেন সেখানে যোগাযোগ করতে বলছেন। তাহলে আমরা কৃষক এখন কোথায় যাব কার কাছে যাব আর কার কাছে বিচাই চাইব।’

হাকিমপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ড. ময়তাজ সুলতানা বলেন, ‘বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে হিলির সাদুড়িয়া গ্রামে সেচকার্য চালু হয়নি। আমি জায়গাটি পরিদর্শন করে বিষয়টি পল্লী বিদ্যুতের এজিএমসহ সংশ্লিষ্টদের জানিয়েছি। জমিগুলোকে যেন বোরো ধান চাষের আওতায় নিয়ে আসতে পারি সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

দিনাজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ হিলি সাবজেনাল অফিসের এজিএম বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, ‘বলাই চন্দ্র নামের এক ব্যক্তির সেচ পাস্পে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সেটি স্টেকিংভুক্ত করে তার আবেদনটি সমিতির সদর দণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তিনি পোলের অধিক সাত পোলের মতো লাইন হওয়ায় সেটি আবারো অনুমোদনের জন্য সদর দণ্ডের থেকে ঢাকায় প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। তাদের আদেশসহ মালপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ওই সেচ পাস্পে সংযোগ দেয়া হবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

আজকের পত্রিকা

05-Mar-23 Page:1 Size:1268640 col*inch

Tonality: Negative, Reach: 6,713

তীব্র লবণাক্ততায় নষ্ট হচ্ছে ডাকাতিয়া বিলের ধান

ডুমুরিয়া (খুলনা) প্রতিনিধি

প্রকাশ : ০৪ মার্চ ২০২৩, ১২:০২





খুলনার তুমুরিয়ায় ডাকাতিয়ার বিলে গরে বায়ো ধানের চারা তুলছেন কৃষক। ছবি: আজকের পত্রিকা

তীব্র লবণাক্তায় চলতি বোরো মৌসুমে খুলনার তুমুরিয়ায় ডাকাতিয়া বিলের কয়েক হাজার বিঘার ধান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কয়েক শ কৃষক। তাঁরা বলছেন, অপরিকল্পিতভাবে স্লুইসগেট খুলে মাছ ধরা এবং চিংড়ি চামের জন্য বিলে লবণাক্ত পানি ঢোকানোর কারণে মাঠের ধান নষ্ট হচ্ছে। এর জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্য নারায়ণ চন্দ্র চন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউরো) ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়ে। তবে পাউরো দায়ী করছে স্থানীয়দের।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিল ডাকাতিয়া। স্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে ৯০-এর দশকে জনগণ ওয়াপদার বেড়িবাঁধ কেটে জোয়ারভাটা চালু করে। এরপর থেকে বিলে কৃষকেরা পকেট ঘের তৈরি করে মাছ ও ধানের চাষ করছিলেন। চলতি বোরো মৌসুমে এই বিলের কয়েক হাজার বিঘার ধানগাছ নষ্ট হয়ে গেছে। এতে ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছেন স্থানীয় কৃষকেরা।

আজ শনিবার সরেজমিন উপজেলার কৃষ্ণনগরে গেলে কথা হয় বিদ্যুৎ মণ্ডল, তারক চন্দ্র মণ্ডল, শতদল ঘরামি, অলোক সরকার, বিদ্যুৎ ঘরামি, সুনিল মণ্ডল, রবিন সরকারসহ অনেক কৃষকের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চিংড়ি চাষ ও মাছ ধরার জন্য স্থানীয় একটি মহল শৈলমারী, শলুয়া, আমভিটা ও থুকড়া স্লুইসগেট দিয়ে আশ্চিন-কার্তিক মাসে বিলে লবণপানি ঢোকায়। তা ছাড়া শলুয়া গেটের কপাট ভেঙে গেছে। আমভিটা ও থুকড়া গেটে কপাটই নেই। তাই ডাকাতিয়া বিলে ব্যাপকভাবে

লবণ্ঘণান অধ্যেশ করে। অধ্যন তাৰে লবণ্ঘণান ধানের গাছ ব্যাপকভাৱে মাৰা আছে। লবণ্ঘণান ধানগাছ মাৰা যাওয়ায় খেত পৱিত্রত্ব ঘোষণা কৰেছেন প্ৰদীপ জোয়াৰদাৰ ও রাজু সৱকাৰসহ অনেক কৃষক।

এ নিয়ে জানতে চাইলে রঘুনাথপুৰ ইউনিয়ন পরিষদেৱ (ইউপি) চেয়াৰম্যান মনোজিং বালা বলেন, ‘বিষয়টি এলাকাৰ সবাই জানে। আমি এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য দেব না। কাৰা পানি ওঁচৰ পানি উন্নয়ন বোৰ্ড তা ভালোভাৱে জানে।’

সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্ৰী নারায়ণ চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বলেন, ‘বিষয়টি আমৰা জানি। বিষয়টি পাউবোকে বাৰবাৰ জানিয়েছি। কিন্তু তাৰা এ বিষয়ে গুৰুত্ব দিচ্ছে না। চলতি মৌসুমে কৃষকেৱা যে ক্ষতিৰ শিকার হয়েছেন, তা পূৰণ হওয়াৰ নয়। এগুলো ইউনিয়ন পরিষদেৱ চেয়াৰম্যান ও সদস্যদেৱ দেখা উচিত। সংসদ সদস্যোৱ একাৰ পক্ষে কতটা দেখা সন্তুষ। আমি উপজেলা নিৰ্বাহী কৰ্মকৰ্ত্তাকে (ইউএনও) বিষয়টি দেখতে বলেছি।’

এ নিয়ে জানতে চাইলে ইউএনও শৰীক আসিফ রহমান বলেন, ‘বিষয়টি জেনেছি। খোঁজ নিয়ে দেখছি।’

পাউবোৰ নিৰ্বাহী প্ৰকৌশলী আশৰাফুল আলম বলেন, ‘ইতিমধ্যে শলুয়া গেটেৱ কপাট আমৰা লাগিয়ে দিয়েছি। অপৰিকল্পিতভাৱে স্লুটসগেট খুলে মাছ ধৰা এবং চিংড়ি চামেৰ জন্য স্থানীয়ৰা দায়ী। তাৰা কেন লবণ্ঘণানি বিলে ঢেকায় তা আমি বুবি না।’

বিষয়: খুলনা বিভাগ পানি উন্নয়ন বোৰ্ড ডুমুৰিয়া পাউবো খুলনা জেলাৰ খবৰ

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ওয়েবসাইট: wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

সংগ্রাম
THE DAILY BANGRAM

05-Mar-23 Page: 8 Size: 48 col/inch
 Tonality: Negative, Circulation: 32,020



লবণাক্ততায় বিল ডাকাতিয়ায় মরে যাচ্ছে কয়েক হাজার বিঘা জমির ধান

আবদুর রাজ্জাক রানা : পরিকল্পিতভাবে প্রুসি গেইট ফুলে মাছ ধরা এবং চিহ্নিত চামের জন্য লবণাক্ত পানি চোকানোর কারণে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিল ডাকাতিয়ার চলতি বেরো শঙ্খসুমে মারা যাচ্ছে কয়েক হাজার বিঘা র ধান।

ধান উৎপাদনে ব্যর্থ হয়ে ক্ষেত ছেড়ে দিয়েছে অস্থ্যা কৃষক। বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত শত শত কৃষক পরিবারে উঠেছে কানার গোল। এ বিষয়ে সাবেক মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ্র এমপি দেয়ালোপ করলেন পাওয়ের কর্মকর্তাদের এবং পাওয়ের কর্মকর্তা দায়ী করলেন ছানীয় জনগণকে।

খান উৎপাদনের অন্যতম ভাভাব হচ্ছে বিল ডাকাতিয়া। দীর্ঘদিনের ফসল অজন্মা ও ছানীয় জলাবন্ধনের কারণে ৯০ দশকে জ্বালাগ জ্বালাগের বেঁকিবাঁধ কেটে জোয়ার ভাটা চাল করে। পিলে ক বকেরা পাকেট দের তৈরি করে মাছ ও ধান চাব করে আসছিল। উপজেলার কৃষকদের গ্রামের ধান চাবী বিদ্যুৎ মণ্ডল, তারক চন্দ্র মণ্ডল, শতদল

ঘারামি, অলোক সরকার, বিদ্যুৎ ঘরামি, সুনিল মণ্ডল ও বাবিন সরকার জানান; বৈশমারী প্রুসি গেইট ভায়া শুলুয়া, আমার্ভিটা ও ধুকাতা গেইট দিয়ে আশ্বিন-কার্তিক মাসে লবণ পানি ঢুকিয়ে চিহ্নি মাছ চায ও জাল দিয়ে মাছ ধরেন একটি মহল। ফলে বিল ডাকাতিয়ার ব্যাপকভাবে লবণ পানি প্রবেশ করে। তাছাড়া শুলুয়া গেইটের কপাট ছেড়ে দেছে এবং আমার্ভিটা এবং ধুকাতা গেইটে কপাট না থাকার কারণে তাও অবাকিত হয়ে পড়েছে।

পূর্বে উঠানে পানির লবণাক্ততা তীব্র হওয়ায় বর্তমানে ধানের গাছ ব্যাপকভাবে মারা যাচ্ছে। ধান উৎপাদনে ব্যর্থ হয়ে ক্ষেত ছেড়ে দিয়েছে অস্থ্যা কৃষক। প্রদীপ জোয়াদীর ও রাজু সরকারের মত অস্থ্যা কৃষক লবণাক্ততায় ধান গাছ মারা যাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে ক্ষেত পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে। রমনাথপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মনোজ্জিৎ বালা বলেন, বিষয়টি এলাকার সবাই জানে আমি এ বিষয়ে কোন বক্তব্য

দেব না। কারা পানি উঠায় পানি উঠায় বোর্ড তা ভালোভাবে জানেন। ডামুরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শরীয় আসিক রহমান বলেন, বিষয়টি আমি দেখছি।

ছুরীয় সংসদ সদস্য সাবেক মৎস্য ও প্রাণি সংস্থল মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ্র বলেন, বিষয়টি আমার জানা আছে। পানি উঠায় বোর্ডক আমি বিষয়টি নিয়ে বার বার বলেছি। বিক্ষ্ট তারা এ বিষয়ে শুরুত দিচ্ছে না। চলাতি বছরে কৃষকরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা প্রম্য হবার নয়। এগুলো চেয়ারম্যান মেঘারদের দেখা উচিত। এমপির একজন পক্ষে কতটা দেখা সম্ভব। আমি উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিষয়টি নিয়ে বলেছি।

এ ব্যাপারে পানি উঠায় বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আশুরাফুল আলম বলেন, এর জন্য ছানীয় জনগণ দায়ী। তারা কেন লবণ পানি উঠায়(?) আমাদের বেঁধাগম্য নয়। ইতোমধ্যে শুলুয়া গেইটে আমরা কপাট লাগিয়ে দিয়েছি।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-22 Page 5 Size 33 x 10inch
Totally Printed, December 2022





Blast-resistant variety to boost wheat production

TIMES DESK

Successful promotion of blast resistant wheat varieties has become indispensable to boost production of the cereal crop to feed the gradually rising population in the country.

Wheat cultivation and production will increase manifold in the region, including its vast barind tract, with the introduction of blast disease-resistant varieties of wheat.

Agricultural scientists and researchers made the observation while addressing a farmers' field day meeting titled "Blast resistant and Zinc Enriched BARI GOM-33 through Climate Smart Conservation Technology".

Bangladesh Wheat and Maize Research Institute (BWMRI) hosted the meeting at Muraripur High School

playground under Paba Upazila in the district.

Secretary to the Ministry of Agriculture Wahida Akter and BWMRI Director General Dr Golam Faruque addressed the ceremony as chief and special guests respectively with Executive Chairman of Bangladesh Agriculture Research Council Dr Sheikh Muhammad Bokhtiar in the chair.

Secretary Wahida Akter said that the government has a plan to increase the wheat area to ensure food security in parallel with rice production.

Wheat is the second most important cereal crop in Bangladesh and its demand is increasing every year in the country.

She added that the blast tolerant varieties created hope among the

farmers across the country.

The production cost of the improved wheat varieties is also less as the varieties are disease and drought tolerant.

Among those, the Barigom 33 is the latest one which is blast disease resistant, zinc-enriched, large grain size and high yielding (20 maunds per bigha).

In his remarks, Dr Golam Faruque said the annual demand for wheat in the country is around 7.00 million tonnes. Around 1,250 lakh tonnes of wheat is produced in Bangladesh while the rest needs to be imported to meet the demand.

Bangladesh is the fifth most wheat importer in the world. The newly released varieties are not only early maturing and heat tolerant but also resistant to leaf blight and leaf rust diseases, said the wheat scientist.

Blast-resistant wheat variety needed to boost production

Discussion told in Rajshahi

RAJSHAH, Mar 04 (BSS): Successful promotion of blast resistant wheat varieties has become indispensable to boost production of the cereal crop to feed the gradually rising population in the country.

Wheat cultivation and production will increase manifold in the region, including its vast barind tract, with the introduction of blast disease-resistant varieties of wheat.

Agricultural scientists and researchers made the observation while addressing a farmers' field day meeting titled "Blast resistant and Zinc Enriched BARI GOM-33 through Climate Smart Conservation Technology" today.

Bangladesh Wheat and Maize Research Institute (BWMRI) hosted the meeting at Muraripur High School playground under Paba Upazila in the district.

Secretary to the Ministry of Agriculture Wahida Akter and BWMRI Director General Dr Golam Faruque addressed the ceremony as chief and special guests respectively with Executive Chairman of Bangladesh Agriculture Research Council Dr Sheikh Muhammad Bokhtiar in the chair.

Secretary Wahida Akter said that the government has a plan to increase the wheat area to ensure



food security in parallel with rice production.

Wheat is the second most important cereal crop in Bangladesh and its demand is increasing every year in the country.

She added that the blast tolerant varieties created hope among the farmers across the country.

The production cost of the improved wheat varieties is also less as the varieties are disease and drought tolerant.

Among those, the Barigom 33 is the latest one which is blast disease resistant, zinc-enriched, large grain

size and high yielding (20 maunds per bigha).

In his remarks, Dr Golam Faruque said the annual demand for wheat in the country is around 7.00 million tonnes. Around 1,250 lakh tonnes of wheat is produced in Bangladesh while the rest needs to be imported to meet the demand.

Bangladesh is the fifth most wheat importer in the world. The newly released varieties are not only early maturing and heat tolerant but also resistant to leaf blight and leaf rust diseases, said the wheat scientist.

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



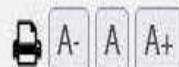
05-Mar-23 Page:1 Size:836581 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

০১

অনুমোদন পেল ব্রি উত্তরিত আরও দুই নতুন উফশী ধানের জাত

নিউজ ডেক

প্রকাশিত: ৮ মার্চ ২০২৩





বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট (বি) আরও দুটি নতুন উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উন্নতি করেছে। বৃহস্পতিবার জাতীয় বীজবোর্ডের ১০৯তম সভায় জাতগুলো অনুমোদন করা হয়। নতুন এ জাত দুটি হচ্ছে বি ধান ১০৫ ও বি ধান ১০৬। এরমধ্যে একটি বোরো মৌসুমে চাষের উপযোগী কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) সম্পন্ন ও অন্যটি বোপা আউগ মৌসুমের অলবগান্তুতা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী। নতুন এ দুটি জাতসহ বি উন্নতিবিত সর্বমোট ধানের জাত সংখ্যা দাঁড়ালো ১১৩টি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আকতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বির মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বির মহাপরিচালক ড. শাহজাহান কবীর জানান, নতুন উন্নতিবিত জাতের মধ্যে বি ধান ১০৫ হলো বোরো মৌসুমের একটি কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) সম্পন্ন ডায়াবেটিক ধান। বি ধান ১০৫-এ শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো সবুজ পাতা, খাড়া ডিগ পাতা, মাঝারি লম্বা ও চিকন দানা যার জিআই মান ৫৫.০। সুতরাং কম জিআই হওয়ার কারণে এটি ডায়াবেটিক চাল হিসাবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে বলে আশা করা যায়। বি ধান ১০৫ ধান পাকার পরও এর গাছ সবুজ থাকে।

এ জাতের পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০১ সে. মি। গড় ফলন হেক্টারে ৭.৬ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টারপ্রতি ৮.৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের দানার আকার ও আকৃতি মাঝারি সরু ও রং সোনালি। এর জীবনকাল ১৪৮ দিন। এ জাতের ১০০০টি দানার ওজন ১৯.৪ গ্রাম। বি ধান ১০৫-এ আ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭.০% ও প্রেটিনের পরিমাণ ৭.৩%। রান্না করা ভাত বরবরে এবং সুস্বাদু।



05-Mar-23 Page:1 Size:2593815 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,904

বাংলাদেশে নতুন উদ্ভাবিত ‘ডায়াবেটিক ধান’ সম্পর্কে কী জানা যাচ্ছে

||| অনলাইন ডেস্ক ① প্রকাশ: ০৮ মার্চ ২০২৩, ১৪:১১



বাংলাদেশের ধান গবেষণা ইনসিটিউট উচ্চ ফলনশীল দুটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে যার মধ্যে একটি ধানের চাল বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী বলে দাবি করছে ইনসিটিউটের বিজ্ঞানী ও পুষ্টিবিদরা।

আর অন্য জাতটি দক্ষিণাঞ্চলসহ জোয়ার ভাটা অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী হবে বলে জনিয়েছে ধান গবেষণা ইনসিটিউট।

জাতীয় বীজ বোর্ডও এ দুটি ধানকে অনুমোদন দিয়েছে। ফলে এখন দুটি জাতই মাঠ পর্যায়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

নতুন ধানের বৈশিষ্ট্যের কথা জনিয়ে গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে ধান গবেষণা ইনসিটিউটের মহাপরিচালক নতুন উত্তীর্ণিত ত্রি ধান ১০৫ ‘ডায়াবেটিক চাল’ হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে তারা আশা করছেন।

কর্মকর্তারা বলেছেন তিনি বছরেরও বেশি সময় ধরে এ দুটি জাতের চাষ ও ফলন পরীক্ষা করেছে ত্রি। শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক ফলন গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় এবং দুটি জাতকেই অনুমোদন দিলো জাতীয় বীজ বোর্ড।



এই ধানকে ডায়াবেটিক চাল বলা হচ্ছে কেন

ধান গবেষণা ইনসিটিউটের উত্তি প্রজনন বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. খন্দকার মো. ইফতেখারুদ্দৌলা বলেছেন এ ধানটি কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বা জিআইসম্পন্থ হওয়ার কারণেই এটিকে ‘ডায়াবেটিক চাল’ বলা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ‘অতিরিক্ত ছাঁটাইকৃত চাল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আবার আমদের দেশে মাড় ফেলে ভাত খাওয়ার কারণে এমনি পুষ্টি কম পাওয়া যায়। এ অবস্থায় ত্রি ধান ১০৫ বেশ আগ্রহ তৈরি করেছে কারণ এটিতে পুষ্টিমান যেমন আছে তেমনি জিআই অনেক কম।’

সাধারণত খাদ্য জিআই ৫৫ বা আর নিচে থাকলে এটি কম জিআই সম্পন্ন বলা হয়ে থাকে। ইনসিটিউটের গবেষণায় ত্রি ধান ১০৫-এ জিআই এই মাত্রার নিচে পাওয়া গেছে।

অবশ্য বাংলাদেশে লো জিআইয়ের ধান উৎভাব এবারই প্রথম নয়। এর আগেও লো জিআই সমৃদ্ধ তিনটি জাত উৎভাব করা হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন এবারের ধানটি উচ্চ ফলনশীল জাতের এবং হেষ্টেরপ্রতি এর সন্তোষ্য উৎপাদন সাত টনের বেশি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ত্রি বলেছে, বোরো মৌসুমে চাষের উপযোগী ত্রি ধান ১০৫ থেকে পাওয়া চালে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ তুলনামূলক কম এবং সে কারণেই একে ‘ডায়াবেটিক ধান’ বলা হচ্ছে।

ধান গবেষণা ইনসিটিউটের শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী বলছেন ভাতের চেয়ে ভালো খাবার হয় না আর সে কারণেই ভাট্টাও যাতে ডায়াবেটিসে আক্রান্তরা খেতে পারেন সে চেষ্টা সব সময়ই ছিল।

‘লো জিআই-সম্পন্ন ধানে গুরুত্বের পরিমাণ কম থাকে। আমরা পরীক্ষা করে সবসময় এই ধানে জিআই ভালু ৫৫ এর নিচে পেয়েছি,’ বলছিলেন তিনি।

তিনি বলেন ধানটির গড় ফলন প্রতি হেক্টেরে ৭ দশমিক ৬ টন হলেও উপর্যুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে সাড়ে আট টন পর্যন্ত ফলন বাঢ়তে পারে।

ইফতেখারগাঁও বলছেন কিছুটা চিকন ও লম্বা জাতের এ ধানটি বীজ বপন থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত ১৪৮ দিন সময় লাগতে পারে।





‘যেখানেই বোরো মৌসুমের অনুকূল পরিবেশ পাওয়া যাবে সেখানেই এই ধানটি চাষ করা যাবে। আমরা দশটির মতো জায়গায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। ফল ভালো আসাতেই বীজ বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে,’ ক বলছিলেন তিনি।

তি বলছে এ ধানটির (তি ধান ১০৫) শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো এর পাতা সবুজ ও খাড়া ডিগ পাতা আর দানা মাঝারি লম্বা ও চিকন। তবে এ ধানটি পেকে যাওয়ার পরেও এর গাছ সবুজ থাকে। ধানটিতে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭ শতাংশ এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৭ দশমিক ৩ শতাংশ।

এ জাতের ধান থেকে পাওয়া চাল রাখা করা ভাত বরংবারে ও সুস্বাদু হয়।

জোয়ার ভাটা অঞ্চলের ধান

তি উচ্চবিত্ত আরেকটি ধান হলো তি ধান ১০৬, যেটি জোয়ার ভাটা অঞ্চলের উপযোগী বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। এটি বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের কিছু এলাকার জন্য খুব কাজে লাগবে বলে বলছেন সংস্থাটির বিজ্ঞানীরা।

ড. খন্দকার মো. ইফতেখারগৌলা বলছেন এসব এলাকার জন্য আগেও একটি জাত ছিলো কিন্তু সেটি হেলে পড়তো।

তিনি বলেন, ‘নতুন এ জাতটি হেলে পড়বে না এবং এর ফলনও বেশি হবে। হেক্টর প্রতি সাড়ে পাঁচ টনের মতো ধান পাওয়া যাবে এ জাত চাষ করা হলে।’

তিনি বলছেন নতুন এ জাতটির পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা। আর পাতার রং হবে গাঢ় সবুজ। এ ছাড়া এ ধান গাছটির গোড়া ও ধানের দানার মাথায় বেগুনি রং থাকে এবং এর গড় জীবনকাল ১১৭ দিন।





শতাধিক উচ্চ ফলনশীল জাত এসেছে ত্রির মাধ্যমে

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট বলছে, তাদের উক্তিদি প্রজনন বিভাগের সবচেয়ে বড় অর্জনই হচ্ছে প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন।

প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, তারা এ পর্যন্ত ১০২টি (৯৫ টি ইন্ট্রিড ও ৭টি হাইট্রিড) উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে।

এর মধ্যে রয়েছে

- >> ৪৩টি জাত বোরো মৌসুমের জন্য (বোরো ও আউশ উভয় মৌসুম উপযোগী)
- >> ২৫টি জাত বোনা এবং রোপা আউশ মৌসুম উপযোগী
- >> ৪৫টি জাত রোপা আমন মৌসুম উপযোগী
- >> ১২টি জাত বোরো ও আউশ - উভয় মৌসুম উপযোগী
- >> ১টি জাত বোরো, আউশ এবং রোপা আমন মৌসুম উপযোগী
- >> এবং ১টি জাত বোনা আমন মৌসুম উপযোগী।

তথ্যসূত্র : বিবিসি বাংলা

এবিএন/এসএ/জসিম

আজাদী

05-Mar-23 Page:1 Size:1087606 col*inch

Tonality: Positive, Reach: 34

নতুন ধান উদ্ভাবন, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সুখবর

| রবিবার, ৫ মার্চ, ১০:৩০ at ৬:০২ পুরুষ



বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট উচ্চ ফলনশীল দুটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে, যার মধ্যে একটি ধানের চাল বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী বলে দাবি করেছেন ইনসিটিউটের বিজ্ঞানী ও পুষ্টিবিদরা। অন্য জাতটি দক্ষিণাঞ্চলসহ জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে

উপযোগী হবে। জাতীয় বীজ বোর্ড এ দুটি ধানকে অনুমোদন দিয়েছে। ফলে এখন দুটি জাতই মাঠ পর্যায়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা সম্ভব হবে। খবর বিবিসি বাংলার।

নতুন ধানের বৈশিষ্ট্যের কথা জনিয়ে গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে ধান গবেষণা ইনসিটিউটের মহাপরিচালক নতুন উদ্ভাবিত ত্রি

ধান ১০৫ 'ডায়াবেটিক চাল' হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আশা করছেন। কর্মকর্তারা বলেছেন, তিনি বছরের বেশি সময় ধরে এ দুটি জাতের চাষ ও ফলন পরীক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক ফলন গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় এবং দুটি জাতকেই অনুমোদন দিল জাতীয় বীজ বোর্ড।

— ~ ~ ~ — ~ ~ ~ — ~ ~ ~ — ~ ~ ~ —

ডায়াবোটক চাল বলা হচ্ছে কেন : ধান গবেষণা ইনসিটিউটের ভাস্তুদ প্রজনন বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. খন্দকার মো. ইফতেখারুল্লোলা বলেন, এ ধানটি কম প্লাইসেমিক ইনডেঙ বা জিআই সম্পন্ন হওয়ার কারণেই এটিকে ‘ডায়াবেটিক চাল’ বলা হচ্ছে। অতিরিক্ত ছাটাইকৃত চাল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

আবার আমাদের দেশে মাড় ফেলে ভাত খাওয়ার কারণে এমনি পুষ্টি কম পাওয়া যায়। এ অবস্থায় ত্বি ধান ১০৫ বেশ আগ্রহ তৈরি করেছে। কারণ এটিতে পুষ্টিমান ঘেমন আছে তেমনি জিআই অনেক কম।

সাধারণত খাদ্য জিআই ৫৫ বা এর নিচে থাকলে এটি কম জিআই সম্পন্ন বলা হয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এবারের ধানটি উচ্চ ফলনশীল জাতের এবং হেক্টরপ্রতি এর সম্মত উৎপাদন সাত টনের বেশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ধান গবেষণা ইনসিটিউটের শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী বলেন, ভাতের চেয়ে ভালো খাবার হয় না। আর সে কারণেই ভাতটাও যাতে ডায়াবেটিসে আক্রান্তরা খেতে পারেন সে চেষ্টা সবসময়ই ছিল। লো জিআই সম্পন্ন ধানে গ্লুকোজের পরিমাণ কম থাকে। আমরা পরীক্ষা করে সবসময় এই ধানে জিআই ভ্যালু ৫৫-এর নিচে পেয়েছি।

ত্বি বলছে, এ ধানটি পেকে যাওয়ার পরেও এর গাছ সবুজ থাকে। ধানটিতে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭ শতাংশ এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৭ দশমিক ৩ শতাংশ। এ জাতের ধান থেকে পাওয়া চাল রান্না করা ভাত ঝরঝরে ও সুস্থান্ত হয়।

জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের ধান : ত্বি উন্ন্যোগিত আরেকটি ধান হলো ত্বি ধান ১০৬, যেটি জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। এটি বরিশাল, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের কিছু এলাকার জন্য খুব কাজে লাগবে বলে বলছেন সংস্থাটির বিজ্ঞানীরা।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

বাংলাদেশ জার্নাল
The Bangladesh Journal

05-Mar-23 Page:1 Size:1133199 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 7,404

চাষের অনুমোদন পেলো উচ্চ ফলনশীল ‘ডায়াবেটিক ধান’

● নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশ : ০৮ মার্চ ২০২৩, ১৪:৩৯



পরীক্ষামূলক ধানের চাষ। ছবি: সংগৃহীত

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের ধান গবেষণা ইনসিটিউট উচ্চ ফলনশীল দুটি ধানের জাত উন্নত করেছে। যার মধ্যে একটি ধানের চাল ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য। অপরটি দক্ষিণাঞ্চলসহ জোয়ার ভাটা অঞ্চলের জন্য উপযোগী। নতুন ধানের জাত ত্রি ধান ১০৫ ও ত্রি ধান ১০৬

কৃষি তথ্য সার্ভিস
 নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
 খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
 ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

এর অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় বাজ বোর্ড।

বৃহস্পতিবার (২ মার্চ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সময়েলন কক্ষে বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট (বি.ই) উভাবিত নতুন জাত দুটির অনুমোদন দেয়া হয়। তিনি বছরেরও বেশি সময় ধরে এ দুটি জাতের চাষ ও ফলন পরীক্ষা করেছে তি। শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিক ফলন গ্রহণযোগ্য মনে করায় এই দুটি জাতকেই অনুমোদন দিয়েছে বোর্ড।

ধান গবেষণা ইনসিটিউটের উভিদ প্রজনন বিভাগের প্রধান ডঃ খন্দকার মো. ইফতেখারেন্দোলা বলেন, তি ধান ১০৫ কম গ্লাইসেরিক ইনডেক্স বা জিআইসম্প্লাই হওয়ার কারণেই এটিকে 'ডায়াবেটিক চাল' বলা হচ্ছে।

তিনি জানান, অতিরিক্ত ছাটাইকৃত চাল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আবার আমাদের দেশে মাড় ফেলে ভাত খাওয়ার কারণে এমনি পুষ্টি কম পাওয়া যায়। এ অবস্থায় তি ধান ১০৫ বেশ আগ্রহ তৈরি করেছে কারণ এটিতে পুষ্টিমান যেমন আছে তেমনি জিআই অনেক কম।

সাধারণত খাদ্যে জিআই ৫৫ বা আর নীচে থাকলে এটি কম জিআই সম্পন্ন বলা হয়ে থাকে। ইনসিটিউটের গবেষণায় তি ধান ১০৫-এ জিআই এই মাত্রার নিচে পাওয়া গেছে। অবশ্য বাংলাদেশে লো জিআই-এর ধান উভাবন এবারই প্রথম নয়। এর আগেও লো জিআই সমৃদ্ধ তিনটি জাত উভাবন করা হয়েছে।

তি বলেছে, বোরো মৌসুমে চাষের উপযোগী তি ধান ১০৫ থেকে পাওয়া চালে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ তুলনামূলক কম এবং সে কারণেই একে 'ডায়াবেটিক ধান' বলা হচ্ছে। এ ধানটির শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো এর পাতা সবুজ ও খাড়া ডিগ পাতা আর দানা মাঝারি লম্বা ও চিকন। ধানটি পেকে যাওয়ার পরেও এর গাছ সবুজ থাকে। ধানটিতে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭ শতাংশ এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৭ দশমিক ও শতাংশ।

ধান গবেষণা ইনসিটিউটের শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডঃ মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী বলেন, ধানটির গড় ফলন প্রতি হেক্টারে ৭ দশমিক ৬ টন হলেও উপরুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে সাড়ে আট টন পর্যন্ত ফলন বাঢ়তে পারে। কিছুটা চিকন ও লম্বা জাতের এ ধানটি বীজ বপন থেকে ফসল তোলা পর্যন্ত ১৪৮ দিন সময় লাগতে পারে।

অন্যদিকে, তি উভাবিত আরেকটি ধান হলো তি ধান ১০৬। যেটি জোয়ার ভাটা অঞ্চলের জন্য উপযোগী বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। এটি বরিশাল, নেয়াখালী ও চট্টগ্রামের কিছু এলাকার জন্য উপযোগী।

ডঃ খন্দকার মো. ইফতেখারেন্দোলা বলেন, দক্ষিণাঞ্চলের জন্য আগেও একটি জাত ছিলো কিন্তু সেটি হেলে পড়তো। তবে নতুন এ জাতটি হেলে পড়বে না এবং এর ফলনও বেশি হবে। হেল্টের প্রতি ধান পাওয়া যাবে সাড়ে পাঁচ টন। এছাড়া এ ধান গাছটির গোড়া ও ধানের দানার মাথায় বেগুনি রঙ থাকে এবং এর গড় জীবনকাল ১১৭দিন।

উল্লেখ্য, উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত উভাবনে কাজ করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট। এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি ১০২টি আধুনিক ধানের জাত উভাবন করেছে। যার মধ্যে ৯৫ টি ইনক্রিপ্ট ও ৭টি হাইক্রিপ্ট।

বাংলাদেশ জার্নাল/আরআই

- ❖ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট
- ❖ নতুন জাত উভাবন
- ❖ ডায়াবেটিক ধান
- ❖ তি ধান ১০৫
- ❖ তি ধান ১০৬

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:1305x48 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 4,060

উচ্চ ফলনশীল নতুন ধানের অনুমোদন

সোজা রিপোর্ট - প্রকাশ: ০৫ মার্চ ২০২৩, ০১:৪৭ AM , আপডেট: ০৮ মার্চ ২০২৩, ০১:৪৭ AM



৩ মার্চ

উচ্চ ফলনশীল রান্না ধানের জাহ তি ধান ১০১ এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। এ রিপোর্টটি ধানের জাহ তি ধান প্রযোজনীয় করা হয়েছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

১৩৩ ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে ধানের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এবং এই প্রক্রিয়া আবশ্যিক নয়। এই প্রক্রিয়া অনুমোদন দেওয়া হয়।

ও রোপ আউশ মৌসুমে চাষ করা যায়।

বৃহস্পতিবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় জাত দুটির অনুমোদন দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট (বি.ই.ডি.আই) জাত দুটির উত্তোলন করেছে।

ধান গবেষণা ইনসিটিউট বলছে, বোরো মৌসুমে চাষের উপযোগী বি.ই.ডি.আই (গ্লাইসেমিক ইনডেক্স) সম্পর্ক, অর্থাৎ এ ধান থেকে পাওয়া চালে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ তুলনামূলক কম। যে কারণে একে 'ডায়াবেটিক ধান' বলা হচ্ছে। এর গড় ফলন প্রতি হেক্টের ৭ দশমিক ৬ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা এবং অনুকূল পরিবেশ পেলে ফলন বাড়তে পারে ৮ দশমিক ৫ টন পর্যন্ত।

আরও পত্রন: জাহেদের আহত হওয়ার সময় চেকপোস্টে 'লুকু খেলায়' বাস্ত ছিল পুলিশ

অপরদিকে, রোপ আউশ মৌসুমের বি.ই.ডি.আই ১০৬ অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে চাষের উপযোগী। গড় ফলন প্রতি হেক্টের ৪ দশমিক ৭৯ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টর প্রতি ৫ দশমিক ৪৯ টন ফলন পাওয়া যাবে পারে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক বলেন, বি.ই.ডি.আই ১০৫ ধানের বৈশিষ্ট্য হল সবুজ পাতা, খাড়া ডিগ পাতা, মাঝারি লম্বা ও চিকন দানা। এ ধানের জিআই মান ৫৫.০। কম জিআই হওয়ার কারণে এটি 'ডায়াবেটিক চাল' হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাবে বলে আশা করা যায়।

এ জাতের ধান গাছের গড় উচ্চতা ১০১ সেন্টিমিটার। বি.ই.ডি.আই ১০৫ এর আমাইলোজের পরিমাণ ২৭ শতাংশ এবং প্রেটিনের পরিমাণ ৭ দশমিক ৩ শতাংশ। রাখা করা ভাত বারবারে ও সুস্থানু হয়।

অন্যদিকে বি.ই.ডি.আই ১০৬ আউশ মৌসুমের অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। ধান গাছের গোড়া ও ধানের দানার মাঝায় বেগুনি রঙ থাকে। গড় উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার।

এক হাজার দানার ওজন ২৪ দশমিক ৫ গ্রাম। আমাইলোজের পরিমাণ ২৭ দশমিক ২ শতাংশ এবং প্রেটিনের পরিমাণ ৮ দশমিক ৫ শতাংশ। ভাত হয় বারবারে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

জয়বুগান্তর
joyjugantor.com

Friday, November 13, 2009

05-Mar-23 Page:1 Size:912681 col*inch

Tonality: Positive, Reach: 76

দেশে অনুমোদন পেল দুটি নতুন জাতের ধান

প্রকাশিত: ১৯ :১২, ৪ মার্চ ২০২৩



বি-১০৫ ও বি-১০৬ নামে ধানের নতুন দুটি জাত সরকারের অনুমোদন পেয়েছে। এর মধ্যে একটি কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) সম্পন্ন এবং অপরটি রোপা আউশ মেসুমে অলবণগান্তভা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী। নতুন এ দুটি ধানের জাত উন্নতাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট (বি।)

এদুটি জাত বোরো মৌসুমে চাষের উপযোগী।

বৃহস্পতিবার কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তারের সভাপতিত্বে জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। ফলে বি উন্নতিবিত মোট ধানের জাত সংখ্যা দাঁড়াল ১১৩টি।

বাংলাদেশের ধান গবেষণা ইনসিটিউট বি সূত্র জানিয়েছে, নতুন উন্নতিবিত জাতের মধ্যে বি-১০৫ বোরো মৌসুমের একটি কম প্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) সম্পন্ন ভায়াবেটিক ধান। এর শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো সবুজ পাতা, থাঢ়া ডিগ পাতা, মাঝারি লস্বা ও চিকন দানা, যার জিআই মান ৫৫.০। কম জিআই হওয়ার কারণে এটি ভায়াবেটিক চাল হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে বলে আশা করা যায়। ধান পাকার পরও গাছ সবুজ থাকে। এ জাতের পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০১ সেন্টিমিটার। গড় ফলন হেক্টরে ৭.৬ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৮.৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতের দানার আকার ও আকৃতি মাঝারি সরু ও রঙ সোনালি। এর জীবনকাল ১৪৮ দিন। এ জাতের ১০০০টি দানার ওজন ১৯ দশমিক ৪ গ্রাম। এতে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭ শতাংশ এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৭ দশমিক ৩ শতাংশ। রান্না করা ভাত ঝরবারে এবং সুস্বাদু।

বি-১০৬ বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে, এ জাত আউশ মৌসুমে অলবণাকৃতা জোয়ার-ভাট্টা অঞ্চলের উপযোগী উচ্চ ফলনশীল। এ জাতের ডিগ পাতা থাঢ়া, প্রশস্ত ও লস্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। এ জাতের গাছের গোঁড়ায় ও ধানের দানার মাথায় বেগুনি রং বিদ্যমান। এর গড় উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার। গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৭৯ টন যা অলবণাকৃতা জোয়ার-ভাট্টা অঞ্চলের জনপ্রিয় জাত বি-২৭ এর চেয়ে শতকরা ১৭.৪ ভাগ বেশি। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ফলন হেক্টর প্রতি ৫.৪৯ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়। নতুন জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি ঢলে পড়া প্রতিরোধী। ফলে গাছ হেলে পড়ে না। ধানের দানা মাঝারি মোটা এবং সোনালি বর্ণের। এ জাতের গড় জীবনকাল ১১৭ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২৪.৫ গ্রাম। ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৭.২ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮.৫ ভাগ। ভাত ঝরবারে বলেও জানিয়েছে বি কর্তৃপক্ষ।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

BUSINESS INSIDER

05-Mar-23 Page:1 Size:140x900 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,896

চামে অনুমোদন পেল 'ডায়াবোটিক ধান'

ডেক্ষ রিপোর্ট || বিজনেস ইনসাইডার

০ প্রকাশিত: ১৮-৩৪, ৪ মার্চ ২০২৩



ডেক্ষ রিপোর্ট: বোরো ও রোগো আউশ মৌসুমে চাষ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল নতুন ধানের জাত বি ধান ১০৫ ও বি ধান ১০৬ এর অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় বীজ বোর্ড।

বৃহস্পতিবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমূলমন কক্ষে বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট (বি) উভাবিত নতুন জাত

দুটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

ব্রিজানিয়েছে, বোরো মৌসুমে চাষের উপযোগী ব্রি ধান ১০৫ কম জিআই (গ্লাইসেমিক ইনডেক্স) সম্পন্ন, অর্থাৎ এ ধান থেকে পাওয়া চালে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ তুলনামূলক কম। যে কারণে একে ডায়াবেটিক ধান বলা হচ্ছে।

গড় ফলন প্রতি হেক্টারে ৭ দশমিক ৬ টন হলেও উপযুক্ত পরিচর্যা আর পেলে অনুকূল পরিবেশে ৮ দশমিক ৫ টন পর্যন্ত ফলন বাঢ়তে পারে।

অন্যদিকে রোপা আউশ মৌসুমের ব্রি ধান ১০৬ অলবগান্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে চাষের উপযোগী। প্রতি হেক্টারে গড় ফলন ৪ দশমিক ৭৯ টন, যা এই মৌসুমের জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান ২৭ এর চেয়ে শতকরা ১৭ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি ফলন দেয়। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরে প্রতি ৫ দশমিক ৪৯ টন ফলনও পাওয়া যেতে পারে।

নতুন এ দুটি ধানের জাতসহ এ পর্যন্ত ১১৩টি ধানের জাত উৎপাদন করেছে ব্রি। বৃহস্পতিবার নতুন জাত অনুমোদনের সভায় কৃষি মন্ত্রণালয় সচিব ওয়াহিদী আক্তার, ব্রির মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর উপস্থিত ছিলেন।

নতুন ধানের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে ব্রির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক জানান, ব্রি ধান ১০৫ ধানের বৈশিষ্ট্য হল সবুজ পাতা, খাড়া ডিগ পাতা, মাঝারি লম্বা ও চিকন দালা। এ ধানের জিআই মান ৫৫.০। কম জিআই হওয়ার কারণে এটি ডায়াবেটিক চাল হিসেবে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পাবে বলে আশা করা যায়।

এ জাতের ধান গাছের গড় উচ্চতা ১০১ সেন্টিমিটার। ধান পাকার পরও গাছ সবুজ থাকে। জীবনকাল ১৪৮ দিন। এই জাতের এক হাজারটি দানার ওজন ১৯ দশমিক ৪ গ্রাম। ব্রি ধান ১০৫ এর অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭ শতাংশ এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৭ দশমিক ৩ শতাংশ। রান্না করা ভাত বরবারে ও সুস্থানু হয়।

অন্যদিকে ব্রি ধান ১০৬ আউশ মৌসুমের অলবগান্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী। এ জাতের ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। ধান গাছের গোড়া ও ধানের দানার মাথায় বেগুনি রঙ থাকে। গড় উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার। গাছ সহজে হেলে পড়ে না। ধানের দানা মাঝারি মোটা এবং সোনালি বর্ণের, গড় জীবনকাল ১১৭ দিন।

এক হাজার দানার ওজন ২৪ দশমিক ৫ গ্রাম। অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭ দশমিক ২ শতাংশ এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৮ দশমিক ৫ শতাংশ। ভাত হয় বরবারে।



05-Mar-23 Page:4 Size:30 col*inch

Tonality: Positive, Circulation: 108,000

নওগাঁর ভূট্টা বহির্বিশ্বে রপ্তানীর আশা চাষীদের

উচ্চতাকে ছাড়িয়ে গেছে এবং
কোথাও কোথাও গাছে মোচ
এসেছে। এসব ভূট্টা আগাম ঘরে
তোলা যাবে।

জেলার বদলগাছী উপজেলার
আধাইপুর ইউপিল বিষ্ণুপুর গ্রামের
হাছান আলী বলেন, বোরো চাষে
উৎপাদন খরচ অনেক বেশি অর্থচ
যখন ধান কাটা মাড়াই শুরু হয়
তখন ধানের বাজারে ধস নামে।
ফল অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন
খরচই উঠে না। কিন্তু ভূট্টার
উৎপাদন খরচ যেমন কম, দামও
বেশি থাকে বলেই আমি ভূট্টা চাষ
করেছি।

উপজেলার কাটগাড়ী গ্রামের চাষী
শাহ আলম জানায়, আমি ৬০
শতাংশ জমিতে ভূট্টা চাষ করেছি।
ভূট্টার পাশাপাশি সাথী ফসল
মিল্যার জাতের যাম ক্ষমতি। ক্ষয়ক





নেশনাল নওগাঁ প্রতিনিধি: সব সময়ে পর্যবেক্ষণ মাছের আশা যুক্ত পূর্জিতে ভূট্টা চাষ করে নচুনাতর যথে দেখছেন ও সহিত সহজে আশা করছে নওগাঁ জেলার ভূট্টা চাষীরা। ভূট্টার জন্মাতে সবুজ পাঞ্জির ফাঁকে আসতে শুন করেছে ফুল ও ভূট্টার মোজা। এই সেখে ভূট্টা চাষীদের মধ্যে ঝুটিহে হাসি। ভূট্টা চাষীদের মধ্যে এবং আশা। সরকারী সহযোগিতা গেলে নওগাঁর চাষীদের চাষ করা ভূট্টা তারা সহিত সহজে সহজে করবে। সব সময়ের ক্ষমতায়ে ভূট্টা চাষ এনে দিয়ে নচুন গতি। আবার ভূট্টা চাষের সাথে একই জমিতে আলু, টেমেটো অপো যেকোনো ধরনের সবজি চাষেও বাড়তি অর্থ পাচ্ছেন চাষীরা।

নওগাঁ জেলা কৃষিসম্প্রদারণ অধিদপ্তর সূত্রে জান যায়, ভূট্টা চাষে অন্যকূল আবহাওয়া ও আধুনিক ক্ষয় প্রযুক্তিতে কৃষকদের আশাহ সৃষ্টি হওয়ায় অষ্ট খরচে পুরোসহয়ে কৃষকবা এবাব ভূট্টার দুক্ষিণ ফলন পাওয়ার সহজেন রয়েছে। চলতি মৌসুমে জেলায় ৬ হাজার ৭৮০ হেক্টের জমিতে ভূট্টার

চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। উপজেলা ভিত্তিক ভূট্টা চাষের পরিমাণ হলো সদর উপজেলায় ১৯০ হেক্টের, মাল্দায় ৭০০ হেক্টের, রানীগঠে ৭৩০ হেক্টের, আজাইয়ে ৩ হাজার ৮০০ হেক্টের, বদলগাছিতে ১৩০ হেক্টের, মহাদেবপুরে ২৯০ হেক্টের, পট্টিতলায় ৬০ হেক্টের, ধামইরহাটে ৩২০ হেক্টের, সাপাহারে ৫০ হেক্টের, পোরশায় ১০ হেক্টের ও নিয়ামতপুরে ৩০ হেক্টের।

জ্ঞান যায়, প্রতি বিঘা জমিতে চাষ, বীজ, সেচ, সার ও কীটনাশক এবং পরিচর্যা বাবদ খরচ হয় ১১ থেকে ১২ হাজার টাকা। প্রতি বিঘায় ফলন হয় ৩৫ থেকে ৪০ মণি। প্রতি মণির বর্তমান বাজার মূল্য ৮শ থেকে ১১শ টাকা। এতে অন্য পূর্জিতে প্রতি বিঘায় ২০ থেকে ২৩ হাজার টাকা লাভ হয়।

জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গিয়েছে, ক্ষকের বিস্তৃত ফসলের মাঠে এখন ভূট্টা ক্ষেত্রগুলোর পরিচর্যা ও নিড়ানী এবং সেচ কাজসহ নানা কাজে ব্যস্ত চাষীরা। গাছগুলো হাঁটু সমান আর অক্ষণভোজে কিছু এলাকায় আগাম ভূট্টা বোপণ করায় গাছ মানুষের

বিশেষ আশু তাদ খেয়ে। এখনও দিনের মধ্যে আলু তোলা শুরু করবো। আশা করছি ভূট্টার ফলনও সন্তোষজনক হবে। সাগরপুর গ্রামের আলুল হাকিম বলেন, চার বিঘা জমিতে ভূট্টা চাষ করেছি। অন্যান্য ফসলের তুলনায় ভূট্টা চাষে খরচ ও পরিশুম কম। দামও ভালো পাওয়া যায়। একটু দেরীতে বিক্রি করলে মণে ২-৩শ টাকা বেশি পাওয়া যায়।

নওগাঁর ‘কৃষি’ সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক আবুল কালাম আজাদ জানান, জেলায় এবার ৬ হাজার ৭৮০ হেক্টের জমিতে ভূট্টার চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। যার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮০ হাজার মেট্রিকটন। ইতিমধ্যে ৬ হাজার ২৬০ হেক্টের জমিতে ভূট্টার চাষ হয়েছে। মঠের কিছু জমিতে এখনো আলু রয়েছে। আলু তোলা হয়ে গেলে সেই জমিগুলোতেও ভূট্টা রোপন করা হবে। ফলে আমরা আশা করছি আমাদের লক্ষ্য মাত্রার থেকে বেশি জমিতে ভূট্টার চাষ হবে। ভালো ফলন পেতে মাঠ পর্যায়ে আমাদের উপ সহকারী কৃষি অফিসার সর্বক্ষণিক কৃষিকদের পাশে থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

ঢাকা টাইমস

www.dhakatimes24.com

05-Mar-23 Page:1 Size:1061192 col*inch

Tonality: Positive, Reach: 5,531

ধানের রাজ্যে এবার ভুট্টা চাষে বাস্পার ফলনের সন্তানা

নাজমুল হক নহিদ, আত্মাই (নওগাঁ) | প্রকাশিত: ০৪ মার্চ ২০২৩, ১০:৩২





ধানের রাজ্য হিসাবে খ্যাত দেশের উভর জনপদের জেলা নওগাঁর আত্রাইয়ে এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অধিক পরিমাণ জমিতে ভূট্টা চাষ করা হচ্ছে। ভূট্টার বাস্পার ফলনে আশাবাদী কৃষকরা। অনুকূল আবহাওয়া ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে কৃষকদের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় স্বল্প খরচে যথাসময়ে কৃষকরা এবার ভূট্টার বাস্পার ফলন পাবে বলে মনে করছেন অভিভরা।

উপজেলা কৃষি অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এবারে উপজেলার আটটি ইউনিয়নে চার হাজার ৪৫০ হেক্টর জমিতে ভূট্টার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও তার চেয়ে অধিক জমিতে এবার ভূট্টার চাষ করা হচ্ছে। এবার ভূট্টা চাষে উপজেলার কৃষকরা বেশি ঝুঁকে পড়ছে। ভূট্টা চাষে খরচ কম অর্থে ফলন ও দাম বেশি পাওয়ায় কৃষকদের মধ্যে ভূট্টা চাষের আগ্রহ বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

উপজেলার জাতোপাড়া গ্রামের কৃষক মুনির হোসেন বলেন, এলাকার যেসব জমিতে আগে বোরোচাষ করা হতো সেই জমিগুলোতেই আমরা এবার ভূট্টা চাষ করছি। বোরোচাষে উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। অর্থে যখন ধান কাটা মাড়াই শুরু হয় তখন ধানের বাজারে ধস নামে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচই উঠে না। কিন্তু ভূট্টার উৎপাদন খরচ যেমন কম দামও অনেক বেশি থাকে। এ জন্য আমরা ভূট্টা চাষে এবার ঝুঁকে পড়েছি।

উপজেলার হাতিয়াপাড়া গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলাম বলেন, আমদের এলাকা আলু চাষের জন্য দীর্ঘদিন থেকে বিখ্যাত। উপজেলার সিংহভাগ আলু আমদের এলাকায় উৎপন্ন হয়ে থাকে। মৌসুমের শেষ দিকে আলুর দাম বাড়লেও এর মুনাফা কৃষকরা পায়নি। মুনাফা পেয়েছে মজুতদাররা। তাই এবার ভূট্টা চাষ করছি। আশা করি ফলনও বাস্পার হবে। তবে ন্যায্য দাম পেলে কষ্ট সার্থক হবে।

উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের শলিয়া ঝুকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা কেএম মাহবুব বলেন, এবার গত বছরের তুলনায় আমদের এলাকায় ভূট্টার আবাদ অনেক বেশি হচ্ছে। আশা করছি ভূট্টার বাস্পার ফলন হবে এবং নিয়মিত কৃষকদের পর্যবেক্ষণ পরামর্শ দিয়ে আসছি। এলাকার কৃষকরা যাতে ভূট্টা যথাযথভাবে স্বল্প খরচে উচ্চ ফলনশীল ভূট্টা উৎপাদন করতে পারেন এ জন্য আমরা প্রতিনিয়ত কৃষকদের কাছে গিয়ে পরামর্শ দিচ্ছি। বিভিন্ন রোগবালাই থেকে ভূট্টাকে মুক্ত রাখতেও পরিমিত পরিমাণ ঔষধ প্রয়োগের পরামর্শ দিয়ে থাকি।

এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কেএম কাউছার হোসেন জানান, সব ধরনের ফসল উৎপাদনে আমরা কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বৃদ্ধ করছি। যাতে করে কৃষকরা সহজভাবে কৃষি উপকরণ পায়। বিশেষ করে বীজ, সার ও তেল এর জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছি। এবার ভূট্টার ফলন ভালো হচ্ছে এবং বাস্পার ফলনের সন্তুষ্ণনা রয়েছে।

(ঢাকাটাইমস/০৪মার্চ/এসএ)

নওগাঁর আত্মাইয়ে ভূট্টাচাষ লক্ষ্যমাত্রা ছড়িয়েছে



নামসূল হক: দেশের উভয় জনগনের খাদ্য শস্য
ভাতার হিসেবে খাত নওগাঁর আত্মাইয়ে এবার

আটটি ইউনিয়নে চার হাজার ৪৫০ হেক্টের জমিতে

ভূট্টাচাষ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও তার চেয়ে
অধিক জমিতে এবার ভূট্টাচাষ করা হয়েছে। এবার
ভূট্টাচাষে উপজেলার কৃষকরা বেশ দূরে পড়েছে।
ভূট্টাচাষে খরচ কম অর্থে ফলন ও দাম বেশি পাওয়ায়
কৃষকদের মধ্যে ভূট্টাচাষের আয়হ বেশি পরিলক্ষিত
হচ্ছে। উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের কৃষক ওয়াজেদ
আলী প্রামাণিক বলেন, এলাকার যেসব জমিতে
আগে বোরোচাষ করা হতো সেই জমিগুলোতেই
আমরা এবার ভূট্টাচাষ করছি। বোরোচাষে উৎপাদন
খরচ অনেক বেশি। অর্থে খনন ধন কাটা মাড়াই শুরু
হয় তখন ধনের বাজারে ধন নামে। ধনে অনেক
ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচই উঠেন। কিন্তু ভূট্টাচাষে উৎপাদন
খরচ ধেমন কম দামও অনেক বেশি ধাকে। এ জন
আমরা ভূট্টাচাষে এবার দূরে পড়েছি।

উপজেলার চৌড়বাড়ি গ্রামের কৃষক আদুল

প্রথমবারের মতো চাষ হচ্ছে সুপারফুড চিয়া সিড

□ তমা সেন

পশ্চিমাঞ্চলে প্রথমবারের মতো চাষ হচ্ছে সুপারফুড খ্যাত 'চিয়া সিড'। জেলার তেওঁগিয়ার কাজীপাড়ায় কাজী মিজানুর রহমান এক একবর জমিতে চাষ করছেন এই নতুন ফসল। প্রথম আবাদেই আশানুরূপ ফলনের সুপ্র দেখছেন তিনি। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কাজীপাড়া এলাকায় কৃষক কাজী মিজানুর রহমান এক একবর জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করছেন চিয়া বীজ। বাতাসে দুলছে লকলকে সবুজ চিয়া গাছ। দেখতে তিল কিংবা ভিশির গাছের মতোই। প্রতিটি গাছেই

ধরেছে ফুল। ফুলে
উড়ছে মৌমাছি।

সরিমাখেতের মতোই
চিয়া ফুল থেকেও
মৌচামের সঞ্চাবনা

রয়েছে। কাজী মিজানুর
রহমান জানা যায়, সুপার
ফুড হিসেবে খ্যাত চিয়া
বীজ। এতে রয়েছে
নানান ঔষধি গুণ। এর

বৈজ্ঞানিক নাম 'সালভিয়া
হিসপানিকা'। মেরিকোসহ ইউরোপের দেশগুলোতে
ওশুধি ফসল হিসেবে চিয়া চাষ হয়। এ বীজে রয়েছে
প্রচুর পরিমাণে ক্রোরোজেনিক, ওমেগা-৩ ফ্যাটি
অ্যাসিড, কেন্সফেরল, কোয়েরসেটিন ও ক্যাফিক
অ্যাসিড নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পাটাশিয়াম,
ম্যাগনেশিয়াম, দ্রবণীয় এবং তন্ত্রবণীয় অংশ। এক
আউল চিয়ায় রয়েছে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন, ১১ গ্রাম
ফাইবার, ১৩ গ্রাম কর্বোহাইড্রেট। এতে দুধের চেয়ে
পাঁচগুণ বেশি ক্যালসিয়াম, কলার চেয়ে দ্বিগুণ, পালং
শাকের চেয়ে তিনগুণ ও ব্রকলির চেয়ে সাতগুণ পুষ্টি



রয়েছে। যা মানবদেহে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও
ম্যাগ্নিশিয়ামের চাহিদা পূরণ করে ও ক্ষতিকারক
কোলেস্টেরল (এলডিল) হ্রাস করে এবং উপকারি
এইচডিএল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ও ডায়াবেটিক
নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চিকিৎসকরা
বলছেন, চিয়া সিড মানদেহে শক্তি-কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি
করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে।
ওজন কমায়, রক্তে সুগর স্বাভাবিক রাখে, হাড়ের
ক্ষয়রোধ করে, মলাশয় পরিকার রাখে। ফলে কোলন
ক্যাম্পারের ঝুঁকি কমায়। চিয়া অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীর
থেকে টক্সিন বের করে দেয়। প্রদাহজনিত সমস্যাও

দূর করে। এটিতে
অ্যামিনো অ্যাসিড থাকায়
ভালো ঘূম হতে সাহায্য
করে। শরীরের শর্করার
মাত্রা কমিয়ে হজমে

সহায়তা করে।
উচ্চমাত্রার ক্যালশিয়াম
থাকায় হাঁটু ও জয়েটের
ব্যাথা দূর করে। এছাড়াও
নিয়মিত এটি থেলে তুক,
চুল ও নখ সুন্দর থাকে।
এটি ফল বা দইয়ের

মতো বিভিন্ন ধরনের খাবারের সঙ্গে থেতে হয়।
পানিতে ভিজিয়ে রেখেও খাওয়া যায়।
শরবতে বাবহার করা যায়। লেবুর রসের সঙ্গে বা
দুধজাত পদার্থের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া যায়। কৃষি
সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, চিয়া বীজ বিদেশ
একটি ফসল। পুদিনার একটি প্রজাতি। বেলে
দো'আশ মাটিতে ভালো জন্মে। নভেম্বরের মাঝামাঝি
থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চিয়া বীজ বপন
করতে হয়। মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের প্রথম
সপ্তাহের মধ্যে ফলন তোলা যায়।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:2 Size:40 col*inch

Tonality: Positive, Circulation: 151,750



বালুচরীয়া জেলার গভর্নর দ্বারা মাঝ

'কুরি'তে এখনও মনে নেও চাষ হচ্ছে সুপারফুড চিয়া সিড

বিষয় নথিবেদক

পঞ্জাবে ব্রহ্মনগর মন্ত্রী চাষ হচ্ছে সুপারফুড খাত 'চিয়া সিড'। খেলার তেজুলায়ের কাটাপাতার কাণ্ঠী রিজানুর রহমান এক একের মাঝে কৃষি করছেন এই শুভ ফসল। স্থান আবাসেই আশামুকুল ফসলের প্রস্তুতি হিসেবে দেখা যায়, কাটাপাতা এলাঙ্গুল কৃষি করলৈ রিজানুর রহমান এক একের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করেছেন চিয়া বীজ। বাজারে মুক্তাছ অবসরে সুসজ চিয়া পাছ। দেখেকে তিনি বিহু চিহ্ন পারেন মতোই।
 প্রতিটি গাত্রেই শরেছে ঘৃণা। ঘৃণা উভয়ে বৌদ্ধিক। সরিদাখেতের মনোরাই চিয়া ঘৃণ দেখেও মৌচাবের সুস্বাসা বরেছে। কাণ্ঠী রিজানুর রহমান বৃক্ষে, আরি মৃগত আধ চারি ছিলাম। আমরা আধ চাষের বালাকে ইন্দু প্রস্তুত ইলাসিসিটিউট রাজশাহীর সিখনগরে একটি সেবিনার প্রয়োজন। সেখানে এক কর্তব্যবিনোদ সঙ্গে পরিবার হলো চার কক্ষ খেকেই এই ফসলের কথা জানতে পারি। তিনি আমাকে বিশেষ কৃষি ফসলের প্রধান জানিতে চায় করার আজ্ঞান জানালে আমি উৎসুক হই। তিনি আমাকে এক পর্যবেক্ষণ চিয়া সিড (বীজ) উত্থাপন দেন। আমি সেগোলো বাঞ্ছিকে এসে গলাই। প্রথমদিন দেখাম দেশ গাঞ্জিয়েতে প্রেরণ কৰ এক একের জামিতে তা বপন করাতে ফসল দেখে আশ্চর্য হয়েছি। এটি মৃগত দ্বারোপে দ্বারি বিস্তৃত কুব ভাজা কৰে করে। বাজারে সুবিধা পেতে আগামিতে আরও বেশি জামিতে এই ফসল আবাদ করব। জান বায, সুপার ফুড হিচাবে খাত চিয়া বীজ।

এতে রয়েছে বাসান কৈখনি ঘৃণ। এক বৈজ্ঞানিক নাম 'সামুজিক হিপোলিক'। মেরিজেনেজ ইউনিপ্রেসের সেশনগোতে ঘৃণুল ফসল হিসেবে চিয়া চাষ হয়। এ বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্রোমোজোম, একে দ্বিতীয় বীজ কার্যক্ষমতা আসিদ। ক্রেস্পকেজ, কোরেসেলিন ও কার্ফিক আসিদ। নামক আল্টিমারিজিভেন্ট, পটিশিয়াম, ক্লোরেশেলিম, প্রুবীন এবং প্রুবীনের আশ। এক অভিয চিয়া রয়েছে ধার্য ৪ গ্রাম প্রোটিন, ১১ গ্রাম ফাইবার, ১৫ গ্রাম কর্বেইইডেট। এতে নূরের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি ক্যালসিয়াম, কার্বো ফেয়া বিটামিন, প্রোট প্রক্রিয়া তেজে ক্ষিমুল ও প্রক্রিয়া চেয়ে সাতগুণ পুরী রয়েছে। যা মানবদের কার্বোসিয়াম, ফসফরাস ও মালিকানের চাহিদা পূরণ করে এবং অতিক্রম ক্ষেত্রে প্রোটোরিং এইচিটিএল পুরুতে সহায়তা করে ও ডায়াবেটিক বিলাইপস প্রক্রিয়ার পুরুত রয়ে। চিকিৎসকৰা বলছেন, চিয়া সিড মানবদেহে শক্তি-কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। গোণ পরিপ্রোক করতে শক্তিশালী করে। ওপন করায়, রাজে সুগ্রীব প্রস্তুতি পাশে, হাজৰে অ্যান্ট্রোপ করে, মাস্কের পরিষ্কার রাখে। হজোর কেজুন কালেরের বৃক্ষ করার পুরু আলিমাজিভেন্ট শীরার পেছে চিরুন দের করে দেহ। এনাজানিত গুরুত্ব সূচ করে। এটিতে আমিদো আসিদ থাক্কা ভাজা পুরু হচ্ছে সহজে করে। শীরীয়ের শক্তির মাঝ কামারে বজানে সহজাতা করে। ইচ্ছামাত্র কাশশিয়াম দাককার্য হাঁটি ও জুজুকের বাপ্তা দূর করে। এছাড়াও শিয়ামিত এটি পেসে কুক, চূল ও নথ সুস্বাস দাকে। এটি কৰ কা

দাইতে মতো বিছুর বর্ণনের মতো থেকে হয়। পানিতে ভিজিয়ে রেখেও খাওয়া যায়।
 শুধুমাত্র কৃষির কর যায়। দেশুর বসের সঙ্গে বা মুক্তাছ পদার্থের সঙ্গে মিশিয়াও খাওয়া যায়।
 কৃষি সম্প্রসারণ অধিকার সূচ জন্ময়, চিয়া বীজ বিশেষ একটি ফসল। পুরুনুর একটি প্রজাতি।
 যেসে নৈজিশ প্রাচীতে ভাবো জন্মে। নতুনবের মাঝামারি পেকে ভিসেবের প্রথম সংগ্রহে চিয়া বীজ কৰণ করতে হয়। মার্সিন শেষ পেকে
 এগিজেল প্রথম সংগ্রহের মধ্যে বজান শোলা যায়।
 এটি রাস্য উৎপাদনে বেশি বরজন করতে হয়।
 তেল সার। প্রতি বিশ্ব জায়তে বীজ উৎপাদন হয়ে
 থাকে ৭০-৮০ কেতি। বাজারে প্রতি ১-শ
 পেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে।
 উৎপাদন ধরত পড়ে নিয়ায় ১০/১২ হাজার টাকা।
 তেক্ষিণিতা উৎপাদনে কৃষি সম্প্রসারণ কর্তৃতীর্ণ
 জাহাঙ্গীর আবাব বজান, পরিপ্রোক প্রসম্বাসের
 মতো বিশেষ ফসল চিয়া সিড সুস হচ্ছে।
 এটি
 পুরু পুরু সহজ ফসল। এটিকে সুপার ফুড কলা
 হয়। আমদের সবল ইঁজিলায়ের মানুষ গামের
 কৃষক মাঙ্গল কাণ্ঠী। একে জায়ার এ ফসলটি
 জাহ করতেছেন। আমরা মানুষেরেন্টের
 প্রেসিকাল বিজ্ঞানো মে আহে তাকে পৰামৰ্শ
 দিচ্ছি। ফসল দেখতে আরি যাতে শিল্পে। আশ
 কৰাই ভালোভাবে উনি ফসলটি হতে ফুলতে
 পৰানোন। এবিজি মে লিশে ঘৃণ নান্দাজে তা
 ছায়াকেলি লিয়াজে উপকৰিতাহ অনেক ক্ষেত্ৰে
 কৰ কৰ কৰ চিয়া সিড। এ ফসল জাহ হতে আবু
 কৃষক আঘাতী হয় যে বিশেষ ও ব্যক্তিগত উৎসু
 কৰা ও সহায়প্রিয়া কৰা হয়ে।

দরিদ্র কৃষকের আড়াই হাজার করলা গাছ কেটে দিলো দুর্বত্তরা

জেলা প্রতিনিধি ১ নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০৭:৪৯ পিএম, ০৪ মার্চ ২০২৩

f t g m



নোয়াখালীর সুবর্ণচরে মো. ফারুক নামে হতদরিদ্র এক কৃষকের আড়াই হাজার করলা
গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বত্তরা।

শুক্রবার (৩ ফেব্রুয়ারি) রাতে উপজেলার চরজব্বার ইউনিয়নের চরজব্বার গ্রামে এ ঘটনা
ঘটে।

কৃষক মো. ফারুক বলেন, 'আমার তো কারও সঙ্গে শক্তা নাই। কিন্তু করলা গাছের সঙ্গে
কে এমন শক্তা করলো আমি জানি না। এক একের জমিতে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে
আড়াই হাজার করলা গাছ রোপণ করেছি। অধিকাংশ গাছেই প্রচুর করলা ধরেছিল।'

তিনি আরও বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষেত্রেই ছিলাম। রাতে প্রথম তোলা এক মণ করলা নিয়ে বাজারে বিক্রি করেছি। কিন্তু রাতে সব গাছের গোড়া কেটে উপড়ে দিয়েছে দুর্ভুতর। আজ (শনিবার) সকালে এসে দেখি আমার সব শেষ। ক্ষেত্রে সব করলা গাছ ন্যুনে পড়েছে। এ বছর ফলন ভালো হওয়ায় ১০ লাখ টাকার করলা বিক্রির আশা করেছিলাম।



স্থানীয় ইউপি সদস্য রিয়াজুল মাওলা চৌধুরী বলেন, কৃষক ফারুক নিজের উপর্যিত সব অর্থ এই জমিতে ব্যয় করেছেন। এখন তার সব শেষ। এ ধরনের ঘটনা এর আগেও এলাকায় ঘটেছে। অপরাধীদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার দাবি করছি।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হারুন আর রশিদ বলেন, কে বা কারা ফারুকের করলা গাছ কেটে উপড়ে ফেলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি বিভাগ থেকে ওই কৃষককে কৃষি প্রযোগনা দিয়ে সহযোগিতা করা হবে।

জানতে চাইলে চরজব্বার ধানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেব প্রিয় দাশ বলেন, ব্যবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাহীল পরিদর্শন করেছে। তদন্ত করে এ নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইকুনিল হোসেন ইজতুন্নেস্ত/এফএ/এমএস

সবজি-চাম অপরাধ

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

জোরের দর্শন

05-Mar-23 Page:4 Size:10 col*inch

Tonality: Negative, Circulation: 140,000



সুবর্ণচরে ২৫০০ করলা গাছ

উপড়ে ফেলল দুর্ঘত্বা

দিদাকুল আলম, নোয়াখালী ০

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে রাতের আধাৰে এক ক্ষেত্ৰে ২ হাজাৰ ৫০০ কৱলা গাছ উপড়ে ফেলেছে দুর্ঘত্বা। গত শুক্ৰবাৰ রাতে উপজেলাৰ চৱজৰুৱাৰ গ্রামেৰ কৃষক মো. ফারুকেৰ ক্ষেত্ৰে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দা রাজু জানাব, রংমজালে বাজাৰে বিত্রিল উদ্দেশে এক একৰ জমিতে কৱলা চাষ কৰেন কৃষক ফারুক। সেই জমিতে মাচা দিয়ে দুই-আড়াইহাজাৰ কৱলা গাছ রোপণ কৰা হয়। অধিকাংশ গাছ ফল এসেছে। প্রতিদিনেৰ মাত্ৰা শুক্ৰবাৰ সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষেত্ৰেই ছিলেন তিনি। সন্ধ্যায় বাজাৰ প্ৰথম তোলায় ৪২ কেজি কৱলা বিক্ৰি কৰেন। কিন্তু কে বা কাহাৰা রাতেৰ সব গাছ কেটে ও উপড়ে ফেলে দেয়।

শনিবাৰ সকালে চাষি ফারুক জানতে পাৰেন, তাৰ ক্ষেত্ৰৰ সব কৱলাৰ গাছ নুয়ে পড়েছে, তিনি ক্ষেত্ৰে গিয়ে দেখেন সবগুলো গাছ কেটে নষ্ট কৰে ফেলা হয়েছে। আমাৰ যা পুঁজি ছিল শুই ক্ষেত্ৰেই লাগিয়েছি। এতে প্ৰায় ৫-৬লক্ষ টাকাৰ ক্ষতি হয়েছে। কৱলা বিক্ৰি কৰে দেনাৰ টাকা পৱিশোধ কৰাৰ কথা ছিল। সুবৰ্ণচৰ উপজেলা কৃষি কৃষি কৰ্মকৰ্ত্তা হাকুল আৱ বুশিদ বলেন, কে বা কাহাৰা কৃষকেৰ কৱলা গাছ কেটে ও উপড়ে ফেলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়াৰ পৰামৰ্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি বিভাগ থেকে ওই কৃষককে কৃষি প্ৰগোদনা দিয়ে সহযোগিতা কৰা হবে। চৱজৰুৱাৰ খানার ওসি দেব প্ৰিয় দাশ জানান, সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পৱিদৰ্শন কৰেছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

নয়া দিগন্ত.কম

05-Mar-23 Page:1 Size:864x880 col*inch

Tonality: Negative, Reach: 7,973

সুবর্ণাচরে কৃষকের ২৫০০ করলা গাছ উপড়ে ফেলেছে দুর্ব্বলতা

নোয়াখালী অফিস | ০ ০৮ মার্চ ২০২৩, ১৯:৫৭



সুবর্ণাচরে কৃষকের ২৫০০ করলা গাছ উপড়ে ফেলেছে দুর্ব্বলতা - ছবি: নয়া দিগন্ত

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে রাতের আধাৰে এক ক্ষেত্ৰে আড়াই হাজার কোলা গাছ উপড়ে ফেলেছে দুর্ঘত্ব।
শুক্ৰবাৰ (৩ মাৰ্চ) রাতে উপজেলাৰ চৱজৰ্বাৰ থামেৰ কৃষক মো: ফাৰুকেৰ ক্ষেত্ৰে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দাৱা জানায়, রমজানে বাজারে বিক্ৰিৰ উদ্দেশে এক একৰ জমিতে কোলা চাষ কৰেন কৃষক ফাৰুক। ওই জমিতে মাটা দিয়ে দুই-আড়াই হাজার কোলা গাছ রোপণ কৰা হয়। অধিকাংশ গাছে ফল এসেছে। প্ৰতিদিনেৰ মতো শুক্ৰবাৰ সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্ষেত্ৰেই ছিলেন তিনি। সন্ধ্যায় বাজারে প্ৰথম তোলায় ৪২ কেজি কোলা বিক্ৰি কৰেন। কিন্তু কে বা কাৰা রাতেৰ আধাৰে সব গাছ কেটে ও উপড়ে ফেলে দেয়।
শনিবাৰ সকালে ফাৰুক জানতে পাৰেন, তাৰ ক্ষেত্ৰে সব গাছ নুয়ে পড়েছে। তিনি ক্ষেত্ৰে গিয়ে দেখেন, সবগুলো কেটে নষ্ট কৰে ফেলা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত ফাৰুক বলেন, ‘আমাৰ যা পুঁজি ছিল, ওই ক্ষেত্ৰেই লাগিয়েছি। এতে প্ৰায় পাঁচ খেকে ছয় লক্ষ টাকাৰ ক্ষতি হয়েছে। কোলা বিক্ৰি কৰে দেনাৰ টাকা পৰিশোধ কৰাৰ কথা ছিল।’

সুবৰ্ণচৰ উপজেলা কৃষি কৰ্মকৰ্তা হাৰুন আৱ বশিদ বলেন, কে বা কাৰা কৃষকেৰ কোলা গাছ কেটে ফেলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে আইনগত ব্যবস্থা নেয়াৰ পৱাৰ্মণ দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি বিভাগ থেকে ওই কৃষককে কৃষি প্ৰোদনা দিয়ে সহযোগিতা কৰা হবে।

চৱজৰ্বাৰ থানাৰ ভাৱপ্ৰাণি কৰ্মকৰ্তা (ওসি) দেব প্ৰিয় দাস জানান, সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পৱিদৰ্শন কৰেছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ভোরের দর্শন

05-Mar-23 Page:3 Size:20 col*inch
 Tonality: Positive, Circulation: 140,000

রঞ্জিয়ায় সূর্যমুখী চাষে কৃষকের মুখে হাসি

মো. জাহানুর আলম,
 রঞ্জিয়া (চান্দুরগাঁও):

ঠাকুরগাঁওর রঞ্জিয়ায় সূর্যমুখী
 ফুল চাষে কৃষকের মুখে হাসি
 ফুটেছে। সর্বেজনিন পরিদর্শনে
 দেখা যায়, রঞ্জিয়া থানার
 চোলারহাট ইউনিয়নের
 নোয়াপাড়া (মুখাবাদি) গ্রামের
 সুরেন্দ্র নাথ বসন্তের ছেলে
 কৃষক ছবিলাল বর্মন এক বিধা
 জমিতে সূর্যমুখী ফুলের চাষ
 করেছেন। তিনি গত তিন মাস
 আগে পাবনা জেলা কৃষি
 অফিস থেকে ১ কেজি সূর্যমুখী
 ফুলের বীজ ৫৫০ টাকায় ক্রয়
 করে এক বিধা জমিতে চাষ
 করেছেন। তার সর্বসাক্ষীলা
 বায় হয়েছে আনুমানিক ১৩-
 ১৪ হাজার টাকা। কিন্তু তিনি
 লাভের আশা দেখছেন তিন
 টুকু। প্রতিদিন গতে তার ফুল
 বাগানে হাজার থানেক নশ্বরারী
 সূর্য-দূরাত্মকের ফুটে আসে
 এক প্রতিবেদনে দেখা যান এবং
 তার তোলার জন্য পরিশোধ
 কৃষক ছবিলাল বর্মন তোক ৪টা
 থেকে বাড়ি ১১টা পর্যন্ত ফুল
 বাগানের পাশে বসে পাহাড়া

দিয়েছেন যাতে নশ্বরারীর ফুল ছিটে না দিয়ে
 যায়। ফুল পরিচর্যা থেকে তখন থেকে কোন
 প্রকার সমস্যা দেখা দিলে পাবনা কৃষি
 অফিসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে
 সমস্যার সমাধান করেন কৃষক ছবিলাল বর্মন।
 ছানীয়া কৃষি অফিসের কোন রকম সহায়ণিতা
 ছাড়াই ফুল চাষে সাহালোর মুখ দেখতেছেন এই
 ফুল চাষ। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এবার
 যদি ফুল চাষে লাভবান হতে পাবেন তাহলে
 আগামী বছর ১ একর জমিতে ফুল চাষ
 করবেন। ছবিলালের ফুল চাষ দেখে ছানীয়া



কৃষকরাও সূর্যমুখী ফুল চাষে অঞ্চলী হয়ে
 উঠেছে। তারাও আগামীতে ফুল চাষ করবেন
 বলে এই প্রতিবেদনের অনেকেই জমিয়েছেন।
 সূর্যমুখী চাষ কৃষক ছবিলাল বর্মন, পাবনা
 জেলায় সূর্যমুখী চাষ নেবে আমার ভালো
 লেগেছিল সেজন। আমি অনুপ্রাণিত হয়ে পাবনা
 কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে ফুলের
 বীজ নিয়ে আসি।

ওবানকার কৃষি অফিসার বলেছেন আমার ফুল
 চাষের বীজ ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা কৃষি
 অফিসার কৃষিবিন কৃষি বায় বলেন, অন্যান্য
 তেলের তুলনায় সূর্যমুখীর গুণগত মান ভালো
 এবং খাস্তকর। তাই আমরা এই তেল জাতীয়
 ফসল চাষে কৃষকদের নানা ব্যবহার প্রয়োজন
 নিয়ে যাচ্ছি।

বেছেছেন। ছানীয়া ইউপি সদস্য হোসেন আলী
 বলেন, ছবিলাল বর্মন একজন পরিশ্রমী কৃষক।
 তিনি সূর্যমুখী চাষে এলাকাক বেশ আলোড়ন
 সুষ্ঠি করেছেন।

তিনি আরও বলেন, প্রতিদিন শত শত
 নশ্বরারীর ত্বরণে পরিণত হচ্ছে এই সূর্যমুখী
 ফুল বাগান। ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা কৃষি
 অফিসার কৃষিবিন কৃষি বায় বলেন, অন্যান্য
 তেলের তুলনায় সূর্যমুখীর গুণগত মান ভালো
 এবং খাস্তকর। তাই আমরা এই তেল জাতীয়
 ফসল চাষে কৃষকদের নানা ব্যবহার প্রয়োজন
 নিয়ে যাচ্ছি।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

news 24.com

05-Mar-23 Page:1 Size:1112840 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 77

দেশ

রহিয়ায় সূর্যমুখী ফুল চাষে কৃষকের মুখে হাসি

মো. জাহানীর আলম, রহিয়া (ঠাকুরগাঁও) ৮ মার্চ, ২০২৩, ১৩:৫১:০৩

 Share ৯৬



ঠাকুরগাঁও: কৃহিয়ায় সূর্যমুখী ফুল চাষে ক্ষকের মুখে হাসি ফুটেছে। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায়, কৃহিয়া থানার তোলারহাট ইউনিয়নের নোয়াপাড়া (মুখুবান্দি) গ্রামের সুরেন্দ্র নাথ বর্মনের ছেলে কৃষক ছবিলাল বর্মন এক বিঘা জমিতে সূর্যমুখী ফুলের চাষ করেছেন। তিনি গত ৩ মাস আগে পাবনা জেলা কৃষি অফিস থেকে এক কেজি সূর্যমুখী ফুলের বীজ ৫৬০ টাকায় ক্রয় করে এক বিঘা জমিতে চাষ করেছেন। তার সর্বসাকুলে ব্যায় হয়েছে আনুমানিক ১৩-১৪ হাজার টাকা। কিন্তু তিনি জাতের আশে দেখছেন তিন টুণ্ড। প্রতিদিন গড়ে তার ফুল বাগানে হাজার খানকে দর্শনার্থী দূর-দূরাঞ্জ থেকে ছুটে আসে এক পলক দেখার জন্য এবং ছবি তোলার জন্য।

পরিশ্রমী কৃষক ছবিলাল বর্মন তোর ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ফুল বাগানের পাশে বসে পাহাড় দিচ্ছেন যাতে দর্শনার্থীরা ফুল ছিড়ে না নিয়ে যায়। ফুল পরিচর্যা থেকে শুরু করে কোন প্রকার সমস্যা দেখা দিলে পাবনা কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে সমস্যার সমাধান করেন। কৃষক ছবিলাল বর্মন।

হ্রান্তীয় কৃষি অফিসের কেন রকম সহযোগিতা ছাড়াই ফুল চাষে সাফল্যের মুখ দেখছেন ঐ ফুল চাষী। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবার যদি ফুল চাষে লাভবান হতে পারি তাহলে আগামি বছর এক একের জমিতে ফুল চাষ করব। ছবিলালের ফুল চাষ দেখে হ্রান্তীয় কৃষকরাও সূর্যমুখী ফুল চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। তারাও আগামীতে ফুল চাষ করবেন বলে এই প্রতিবেদকে অনেকেই জনিয়েছেন।

সূর্যমুখী ফুল চাষী কৃষক ছবিলাল বর্মন, পাবনা জেলায় সূর্যমুখী ফুল চাষ দেখে আমার ভালো লেগেছিল সে জন্য আমি অনুপ্রাপ্তি হয়ে পাবনা কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে ফুলের বীজ নিয়ে আসি। ওখানকার কৃষি অফিসের বগেছেন আমার ফুল চাষের বীজ উত্তোলণ করলে তারা সকল বীজ কিনে নিয়ে যাবে। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী অনেক কৃষক আমাকে বীজের চাহিদা দিয়ে রেখেছেন। হ্রান্তীয় ইউপি সদস্য, হোসেন আলী বগেন, ছবিলাল বর্মন একজন পরিশ্রমী কৃষক। তিনি সূর্যমুখী ফুল চাষে এলাকায় বেশ আগোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

তিনি আরো বলেন, প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থীদের তিরে পরিষত হচ্ছে এই সূর্যমুখী ফুল বাগান।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা কৃষি অফিসের কৃষিবিদ কৃষ্ণ রায় জানান, অন্যান্য তেলের তুলনায় সূর্যমুখী ফুলের শুণ গত মাস ভালো এবং স্বাস্থ্যকর। তাই আমরা এই তেল জাতীয় ফসল চাষে কৃষকদের নানা রকম প্রয়োগ দিয়ে যাচ্ছি।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)

National News Agency of Bangladesh

05-Mar-23 Page:1 Size:1268090 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 9,033

Promoting blast-resistant variety to boost wheat production stressed

👤 BSS

🕒 04 Mar 2023, 16:33





RAJSHAHI, March 4, 2023 (BSS) - Successful promotion of blast resistant wheat varieties has become indispensable to boost production of the cereal crop to feed the gradually rising population in the country.

Wheat cultivation and production will increase manifold in the region, including its vast barind tract, with the introduction of blast disease-resistant varieties of wheat.

Agricultural scientists and researchers made the observation while addressing a farmers' field day meeting titled "Blast resistant and Zink Enriched BARI GOM-33 through Climate Smart Conservation Technology" today.

Bangladesh Wheat and Maize Research Institute (BWMRI) hosted the meeting at Muraripur High School playground under Paba Upazila in the district.

Secretary to the Ministry of Agriculture Wahida Akter and BWMRI Director General Dr Golam Faruque addressed the ceremony as chief and special guests respectively with Executive Chairman of Bangladesh Agriculture Research Council

Dr Sheikh Muhammad Bokhtiar in the chair.

Secretary Wahida Akter said that the government has a plan to increase the wheat area to ensure food security in parallel with rice production.

Wheat is the second most important cereal crop in Bangladesh and its demand is increasing every year in the country.

She added that the blast tolerant varieties created hope among the farmers across the country.

The production cost of the improved wheat varieties is also less as the varieties are disease and drought tolerant.

Among those, the Barigom 33 is the latest one which is blast disease resistant, zinc-enriched, large grain size and high yielding (20 maunds per bigha).

In his remarks, Dr Golam Faruque said the annual demand for wheat in the country is around 7.00 million tonnes. Around 1,250 lakh tonnes of wheat is produced in Bangladesh while the rest needs to be imported to meet the demand.

Bangladesh is the fifth most wheat importer in the world. The newly released varieties are not only early maturing and heat tolerant but also resistant to leaf blight and leaf rust diseases, said the wheat scientist.

Promoting blast-resistant variety to boost wheat production stressed

BSS, Rajshahi

Successful promotion of blast resistant wheat varieties has become indispensable to boost production of the cereal crop to feed the gradually rising population in the country.

Wheat cultivation and production will increase manifold in the region, including its vast barind tract, with the introduction of blast disease-resistant varieties of wheat.

Agricultural scientists and researchers made the observation while addressing a farmers' field day meeting titled "Blast resistant and Zinc Enriched BARI GOM-33 through Climate Smart Conservation Technology" on Saturday.

Bangladesh Wheat and Maize Research Institute (BWMRI) hosted the meeting at Muraripur High School playground under Paba Upazila in Rajshahi district.

Secretary to the Ministry of Agriculture Wahida Akter and



BWMRI Director General Dr Golam Faruque addressed the ceremony as chief and special guests respectively with Executive Chairman of Bangladesh Agriculture Research Council Dr Sheikh Muhammad Bokhtiar in the chair.

Secretary Wahida Akter said that the government has a plan to increase the wheat area to ensure food security in parallel with rice production.

Wheat is the second most important cereal crop in Bangladesh and

its demand is increasing every year in the country.

She added that the blast tolerant varieties created hope among the farmers across the country.

The production cost of the improved wheat varieties is also less as the varieties are disease and drought tolerant.

Among those, the Barigom 33 is the latest one which is blast disease resistant, zinc-enriched, large grain size and high yielding (20 maunds per bigha).

In his remarks, Dr Golam Faruque said the annual demand for wheat in the country is around 7.00 million tonnes. Around 1.250 lakh tonnes of wheat is produced in Bangladesh while the rest needs to be imported to meet the demand.

Bangladesh is the fifth most wheat importer in the world. The newly released varieties are not only early maturing and heat tolerant but also resistant to leaf blight and leaf rust diseases, said the wheat scientist.

COUNTRY

Promoting blast-resistant variety to boost wheat production stressed



By BSS

Published : 04 Mar 2023 09:23 PM | Updated : 04 Mar 2023 09:23 PM



Successful promotion of blast resistant wheat varieties has become indispensable to boost production of the cereal crop to feed the gradually rising population in the country.

Wheat cultivation and production will increase manifold in the nation including its most horticultural tract

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
[wwwais.gov.bd](http://wwwaisgovbd)
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

wheat cultivation and production will increase markedly in the region, increasing its vast wheat area, with the introduction of blast disease-resistant varieties of wheat.

Agricultural scientists and researchers made the observation while addressing a farmers' field day meeting titled "Blast resistant and Zink Enriched BARI GOM-33 through Climate Smart Conservation Technology" on Saturday.

Bangladesh Wheat and Maize Research Institute (BWMRI) hosted the meeting at Muraripur High School playground under Paba Upazila in Rajshahi district.

Secretary to the Ministry of Agriculture Wahida Akter and BWMRI Director General Dr Golam Faruque addressed the ceremony as chief and special guests respectively with Executive Chairman of Bangladesh Agriculture Research Council Dr Sheikh Muhammad Bokhtiar in the chair.

Secretary Wahida Akter said that the government has a plan to increase the wheat area to ensure food security in parallel with rice production.

Wheat is the second most important cereal crop in Bangladesh and its demand is increasing every year in the country.

She added that the blast tolerant varieties created hope among the farmers across the country.

The production cost of the improved wheat varieties is also less as the varieties are disease and drought tolerant.

Among those, the Barigom 33 is the latest one which is blast disease resistant, zinc-enriched, large grain size and high yielding (20 maunds per bigha).

In his remarks, Dr Golam Faruque said the annual demand for wheat in the country is around 7.00 million tonnes. Around 1,250 lakh tonnes of wheat is produced in Bangladesh while the rest needs to be imported to meet the demand.

Bangladesh is the fifth most wheat importer in the world. The newly released varieties are not only early maturing and heat tolerant but also resistant to leaf blight and leaf rust diseases, said the wheat scientist.

05-Mar-23 Page:4 Size:40 col*inch

Tonality: Positive



Promoting blast-resistant variety to boost wheat production stressed

NATIONAL DESK

Successful promotion of blast resistant wheat varieties has become indispensable to boost production of the cereal crop to feed the gradually rising population in the country.

Wheat cultivation and production will increase manifold in the region, including its vast barind tract, with the introduction of blast disease-resistant varieties of wheat.

Agricultural scientists and researchers made the observation while addressing a farmers' field day meeting titled "Blast resistant and Zinc Enriched BARI GOM-33 through Climate Smart

Conservation Technology" on Saturday. Bangladesh Wheat and Maize Research Institute (BWMRI) hosted the meeting at Muraripur High School playground under Paba Upazila in the district.

Secretary to the Ministry of Agriculture Wahida Akter and BWMRI Director General Dr Golam Faruque addressed the ceremony as chief and special guests respectively with Executive Chairman of Bangladesh Agriculture Research Council Dr Sheikh Muhammad Bokhtiar in the chair.

Secretary Wahida Akter said that the government has a plan to increase the wheat area to ensure food security in parallel with rice

production. Wheat is the second most important cereal crop in Bangladesh and its demand is increasing every year in the country.

She added that the blast tolerant varieties created hope among the farmers across the country.

The production cost of the improved wheat varieties is also less as the varieties are disease and drought tolerant.

Among those, the Barigom 33 is the latest one which is blast disease resistant, zinc-enriched, large grain size and high yielding (20 maunds per bigha). In his remarks, Dr Golam Faruque said the annual demand for wheat in the country is around 7.00 million tonnes.

Promoting blast-resistant variety to boost wheat production stressed

Rajshahi Bureau: Successful promotion of blast resistant wheat varieties has become indispensable to boost production of the cereal crop to feed the gradually rising population in the country. Wheat cultivation and production will increase manifold in the region, including its vast barind tract, with the introduction of blast disease-resistant varieties of wheat.

Agricultural scientists and researchers made the observation while addressing a farmers' field day meeting titled "Blast resistant and Zink Enriched BARI GOM-33 through Climate Smart Conservation Technology" yesterday. Bangladesh Wheat and Maize Research Institute (BWMRI) hosted the meeting at Muraripur High School playground under Pabu Upazila in the district. Secretary to the Ministry of Agriculture Wahida Akter and BWMRI Director General



Dr Golam Faruque addressed the ceremony as chief and special guests respectively with Executive Chairman of Bangladesh Agriculture Research Council Dr Sheikh Muhammad Bokhtiar in the chair. Secretary Wahida Akter said that the government has a plan to increase the wheat area to ensure food security in parallel with rice production. Wheat is the second most important cereal

crop in Bangladesh and its demand is increasing every year in the country. She added that the blast tolerant varieties created hope among the farmers across the country.

The production cost of the improved wheat varieties is also less as the varieties are disease and drought tolerant. Among those, the Barigom 33 is the latest one which is blast disease resistant, zinc-enriched, large grain size and high yielding (20 maunds per bigha). In his remarks, Dr Golam Faruque said the annual demand for wheat in the country is around 7.00 million tonnes. Around 1,250 lakh tonnes of wheat is produced in Bangladesh while the rest needs to be imported to meet the demand. Bangladesh is the fifth most wheat importer in the world. The newly released varieties are not only early maturing and heat tolerant but also resistant to leaf blight and leaf rust diseases, said the wheat scientist.

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:120x210 col*inch

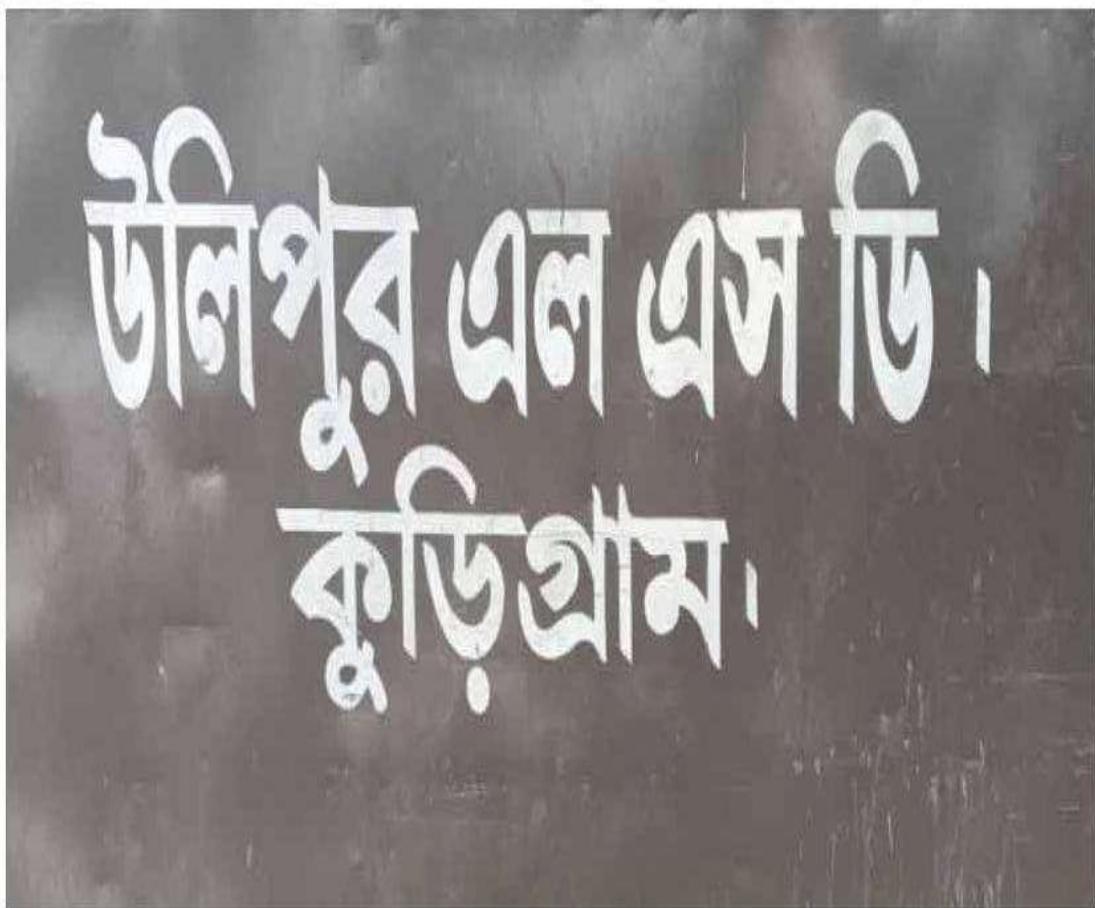
Tonality: Neutral, Reach: 45

উলিপুরে খাদ্য গুদামে আমন মৌসুমে এক কেজি ধানও সংগ্রহ হয়নি



আবুল কালাম আজাদ, উলিপুর
প্রকাশিত: ৪-৩-২০২৩ বিকাশ ৫টা

Share 0



কুড়িগ্রামের উলিপুরে আমন মৌসুমে ধান সংগ্রহ অভিযান শুরুর দুই মাসের বেশি সময় পার হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত এক কেজি ধানও সংগ্রহ করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। বাজারে ধানের ধার বেশি হওয়ায় গুদামে ধান দিচ্ছেন না কৃষকরা।

খাদ্য গুদাম সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩শ ৪৪ মেঃ টন। একজন কৃষক প্রতিকেজি ধান ২৮ টাকা দরে বিক্রি করতে পারবেন। নিয়ম অনুযায়ী কৃষকেরা অনলাইনে আ্যাপসের মাধ্যমে আবেদনও করেছেন। লটারীর মাধ্যমে কৃষকদের নামের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের মোবাইলে স্কুদেবার্টার মাধ্যমে ধান ক্রয়ের বিষয়টি জানানো হয়। গত ১৭ নভেম্বর ধান ক্রয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়, যার মেয়াদ শেষ হয় ২৮ ফেব্রুয়ারী। এরপর আরো ৭দিন সময় বৃক্ষি করা হয়। কিন্তু সরকারি মূল্যের চেয়ে বাজারে ধানের দাম বেশি হওয়ায় কৃষকরা গুদামে ধান বিক্রয়ের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।

কৃষকদের অভিযোগ, আগের বছরগুলোয় ধানের সরকারি দর বাজারের চেয়ে বেশি থাকায় প্রকৃত কৃষকরা সুযোগ পাননি। ফলে এবার অনেকে খোঁজ বাধেননি। যাঁরা গুদামে ধান বিক্রি করেছেন, তাঁদের রয়েছে তিক্ত অভিজ্ঞতা। পদে পদে বাড়তি টাকা দিতে হয়েছে।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, মৌসুমে উপজেলার ১৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় ২৪ হাজার গ্রাম হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ করা হয়েছিল। ফলনও ভালো হয়েছে। মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২শ হেক্টর জমিতে ধান বেশি চাষ করা হয়েছে।

পৌরসভার কৃষক আলম মিয়া জানান, ২শ শতক জমিতে ধানের আবাদ করেন তিনি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ ধান বিক্রি করেন। আগে দু-একবার খাদ্যগুদামে ধান বিক্রির চেষ্টা করেছিলেন। তবে কর্মকর্তাদের অসহযোগিতায় ব্যর্থ হয়েছেন। বর্তমানে তিনি খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ধান ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করেছেন। থেতরাই ইউনিয়নের কৃষক আশরাফ আলী খন্দকার ও মোজাফফর রহমান অভিযোগ করে বলেন, অন্যান্য বছরে গুদামে কৃষকের নাম ব্যবহার করে কমিশনের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহে বেশি আগ্রহী ছিল কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এ মৌসুমে বাজার মূল্য বেশি থাকায় গুদামে ধান বিক্রিতে আগ্রহ নেই কারো।

ভারপ্রাণ খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা মহসিন আলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) দাবি করেন, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বাজারে ধানের মূল্য বেশি থাকায় কৃষকরা গুদামে ধান দিচ্ছেন না। কৃষকরা ধান না দিলেও আমরা চাল ক্রয় করে চাহিদা পূরণ করতে পারবো। তবে তিনি কৃষকদের হয়রানী ও কমিশনের বিষয়টি অঙ্গীকার করেন।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মিসবাহুল হুসাইন বলেন, সরকারের মূল্য উদ্দেশ্য কৃষকরা যেনে ধানের ন্যায্য মূল্য পায়। বর্তমানে সরকারি মূল্যের চেয়ে খোলা বাজারে ধানের মূল্য বেশি হওয়ায় কৃষকদের আগ্রহ নেই। তবে এতে তেমন কোন ক্ষতি হবে না।

কৃষি তথ্য সংরিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

প্রথম আলো

IS-Ma-JJ Page 10 Size: 21 cm*inch
Totally Positive, Circulation: 50,000



বোরো ধানের আবাদ মাঠে বোরো ধানের চারা তুলছেন একদল কৃষিশ্রমিক। প্রতি বিঘা জমিতে চারা গ্রাহণ করে তাঁরা মজুরি পান ১ হাজার
থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা। গতকাল বঙ্গভূর নদীগ্রাম উপজেলার পোতা থামে। ছবি: সোয়েল রানা

05-Mar-23 Page:2 Size:20 col*inch

Tonality: Positive, Circulation: 39,990

Strawberry cultivation offers opportunity to farmers

Industry Desk: Strawberry cultivation was a dream of Bimal Chandra Chakma and Munmun Chakma, who is now the pioneer couple of Khagrachhari who has made strawberry cultivation commercially successful in the district. They started strawberry cultivation in 2011 on 50 decimals of lands at Karallachhari Mukh area under Mohalchhari upazila. Now, as of 2014, their plantation has grown to 200 decimals within three years. In the last season they harvested 1,500 kilograms of strawberries from 4,000 plants and sold about tk 7 lakhs. Their target now is to sell around 4,000 kilograms from 9,000 plants and to sell double in value. Each kilogram of local strawberries are

sold at 700-800tk to the end consumer.

Two farmers of the same area has started strawberry cultivation on their 200 decimals of land collecting seeds from Bimal. During a recent visit at their orchard the couple was found busy harvesting as the season has just started, and is expected to continue till April. "We feel really happy - collecting the strawberries from the orchard is like extracting pearls from oysters", said the couple. Bimal, professionally a school teacher, sought to realize the dream of cultivating it. At first, he collected only three strawberry seeds from Comilla district on 2007, but he could not succeed because he didn't know the proper method of cultivation.

Initial failure could not frustrate Bimal. He collected 500 seeds of Rabi-3 species of strawberry from successful cultivator Razaul Karim of Cox's Bazar in 2012 and planted them on 10 decimals of land. He and his wife worked together and gradually raised the plants. Talking to the Daily Star, Bimal mentioned some positive sides of strawberry cultivation. Anyone with a small investment can cultivate strawberries quickly if he has access to some land. Profit are reaped quickly as well, since the production cycle is very short - strawberries are harvested in 60 to 70 days.

about 30 to 35 fruits are harvested in each tree. Since 50 to 60 fruits weigh one kilogram, every two trees yield about one kilogram of strawberries. And it is easy to reproduce strawberry plants due to its vegetative reproduction habit. It can be reproduced constantly through runners or clones that resemble tendrils. "The runners grow roots and create new plants when they touch the soil and bear fruit; eventually sending out more runners," Bimal added.

According to Bimal, sandy loam soil and regular care of the plants are essential elements for good output of strawberries, not to mention planned marketing, without which the fruits will not reach the end consumer fast enough. This is crucial since strawberries rot quickly. Bimal says that strawberry cultivation can open a new horizon for farmers, but appropriate supply chain integration, marketing facilities, along with some government patronization are needed to fully harness the potential of the low hanging fruit.

Over a decade ago, Professor Dr. Manjur Hossain of the Department of Botany of Rajshahi University (RU), pioneered the technology to launch local strawberry farming using tissue culture method. Dr. Manjur's research evolved RIU-1, RIU-2 and RIU-3 (Rahi-1, 2, 3) varieties of strawberry.

through tissue culture method using 'Semiclonal Variation Technology' at the Plant Breeding and Gene Engineering Laboratory at Botany Department of RU. Demand for strawberries in the country can be estimated at about 50 tonnes annually, since that is roughly the amount of imports per year, from Thailand, Australia and the USA. Strawberries, in addition to direct consumption, are also used in preparing ice-cream, jam, jelly, pickles, chocolate/candy products, biscuits, cake and flavoured drinks.

Mohammad Abul Kasam, the Crop Production Specialist of Khagrachhari Agriculture Extension Office, said that Bimal's initiative in cultivating strawberries and turning his project into a commercial success in the district in a milestone. The soil and weather of the district is suitable for the fruit and this can definitely be a profitable source of income for farmers. The official also added that they are planning to collect Strawberry seeds from Bimol and distribute it among interested cultivators, along with necessary knowledge, suggestions and support aiming to increase the cultivation of strawberries in Khagrachhari.



05-Mar-23 Page:10 Size:24 col*inch
Tonality: Positive

খরচ, শ্রম কমায় বাড়ছে সরিষা চাষের আগ্রহ

প্রতিনিধি, লক্ষ্মীপুর

বত দূর চোখ থায়, বিজীর্ণ মাঠজুড়ে শুধুই সরিষা থেত। হলুদ রাঙ্গের ফুলে সুশোভিত পুরো এলাকা। ফুলের ব-ম গান্তে ছুটে এসেছে মৌমাছির দল। গাছের তাপায় বসে দাখিনা বাতাসে দেল খাচ্ছে তারা। এ দেল এক ভিন্ন আহেজ। লক্ষ্মীপুর সদর, রামগঞ্জ, রামগঞ্জী, কমলনগর ও রামগঞ্জ উপজেলার দেশ কয়েকটি এলাকার দেখা মিলছ এনে দৃশ্যের।

খরচ ও শ্রম কম লাগায় লক্ষ্মীপুরের কৃষকরা দিন দিন সরিষা চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। তারা বলছেন, অন্যান্য ফসলের তুলনায় সরিষা লাভজনক ফসল। সহাজান্ত (দেশের প্রায় ৭৫ শতাংশ সরাবিন উৎপাদিত হয় এখানে) হিসেবে খ্যাত লক্ষ্মীপুরের মাটিতে এবার সরিষার ভালো ফলনের আশা করছেন তারা।

সরকারিন লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন উপজেলা ঘূরে দেখা থায়, দল বেঁধে লোকজন সরিষা থেত দেখতে এসেছেন। কেউ কেউ ছবি তুলছেন, কেউ আবাস ভিত্তিতে বানাচ্ছেন। হলুদ ফুলের রাজে এসে পুরো দিন সরিষার ঘাটেই কাটিয়ে দিচ্ছেন দর্শনার্থীরা।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, বিগত মৌসুমে লক্ষ্মীপুর ১৯৫ হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ হয়। এবার সরিষার চাষ হয়েছে ১ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে। সরকারিভাবে বীজ ও সার দেয়ার এখানকার চাষিয়া এবার সরিষার আবাদ বাড়িয়েছেন। চৰকি মৌসুমে রামগঞ্জ উপজেলার সবচেয়ে বেশি ৭৫০ হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছে। এ ছাড়া সদরে ৩৫০, কমলনগরে ১৪০, রামগঞ্জে ১০০ ও রামগঞ্জিতে ৯০ হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছে। এবার জেলা সরিষার উৎপাদন লক্ষ্মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তেওঁ ৬ হাজার মেট্রিক টন।

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চৰকুইতা ইউনিয়ন ও চৰমনী মোহন ইউনিয়নের চৰ আলী হাসান থামের কয়েকজন কৃষক জানান, দুই থেকে আড়াই



মাঠজুড়ে সরিষা ফুল, এ দেল হলুদের রাজা। সপ্তাহি লক্ষ্মীপুর সদরের চৰ আলী হাসান গ্রামে। ছবি: দৈনিক বালা

মাসের মধ্যে থেত থেকে সরিষার ফলন পাওয়া যাব। আমন ধান কাটার পর পরই সরিষার বীজ রোপণ করা থায়। সরিষা উঠে গেলে এই ভয়ঙ্গিতেই আবার সরাবিন বা ভালজাতীয় শব্দ আবাদ করা যাব। তাই এ সময়টায় অন্য ফসলের চেয়ে সরিষা চাষাবাদকে তারা লাভজনক মনে করেন।

হানীয় সরিষাচাষি আবুল্যাহ জানান, এবার ৫ হাজার টাকা খরচ করে প্রায় ৪০ শতক জমিতে সরিষার চাষ করেছেন। এরই মধ্যে প্রতিটি গাছে হলুদ ফুটেছে। একবার যাঁটি ছাঁচিয়ে বীজ ফেলার পর তেমন কোনো খরচ নেই। তিনি আশা করছেন, এবার সরিষার ভালো ফলন পাবেন।

প্রায় দুই শতক জমিতে সরিষার আবাদ করেছেন কৃষক আলুর রাইম। এতে তার খরচ হয়েছে মাত্র ৯ হাজার টাকা। আবহাওয়া ভালো হলে তিনিও ভালো ফলনের আশা করছেন।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ আকিব হোসেন বলেন, ‘লক্ষ্মীপুর সরিষা চাষে কৃষকদের পরামর্শ ও সরকারি সহায়তা দেয়া হচ্ছে। সরিষার আবাদ বাড়াতে তারের সরকারিভাবে প্রয়োদনা দেয়া হচ্ছ। এর মধ্যে জেলার ৪ হাজার ৮০০ কৃষককে এক কেজি করে সরিষা বীজ, ১০ কেজি করে ভাল ও এমওপি সার দেয়া হচ্ছে। তারা যেন সহজে লাভজন হতে পারেন, সরকার সেভাবে আমাদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে।’

জাকির হোসেন আরও বলেন, ‘সরকারের পাশাপাশি আমি বাস্তিগত উন্মোচনে ১০০ কৃষককে বীজ সরবারহ করেছি। তাদের উদ্বৃদ্ধ করছি। তাদের স্ব রকম সমস্যা সমাধানসহ অন্যান্য সহায়তাত্ত্ব করার জন্য আমরা ব্যাবধি পদক্ষেপ নিয়েছি। আশা করছি এবার সরিষাচাষিয়া বিগত সময়ের চেয়ে ভালো ফলন ঘৰে ভূলতে পারবেন।’

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

The Daily Star

05-Mar-23 Page:1 Size:1711509 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 21,502

খবর

'ডায়াবেটিক ধান' কী

ডায়াবেটিস গ্রোগীদের সাধারণত রক্তের শুকোজ কমাতে ভাতের বদলে ঝুটি থেতে বলেন চিকিৎসকরা। এ বিষয়টি মেনে চলা অনেকের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়ে। তাদের জন্য দাঙ্গ একটি সমাধান হতে পারে কম গ্লাইসেমিক ইন্টেক্সের (জিআই) ধান।



মাহবুবুর রহমান খান

শিবির মাঠ ৪, ১০২০ ০৯:৫৮ অপরাহ্ন সর্বশেষ আপডেট: শিবির মাঠ ৪, ১০২০ ১০:০৯ অপরাহ্ন



ছবি: মাহবুবুর

আজারসিলিপি সোশ্যাল মাইডিয়া সম্পর্ক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ আজার সভাপতি পেরে সম্মত নিকিয়সন। এ সিঙ্গাপুর সম্পর্ক

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

অসমিয়া জাতীয় পত্রিকার সামগ্রীক অভিযন্ত মুক্তসহায় প্রশাসন আচরণ করছে। এটি চৰকৰ পত্ৰিকা প্ৰকাশন কৰিব। আনন্দকুল পত্ৰিকা পত্ৰিকা অনেকেৰ পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়ে। তাদেৱ জন্য দারুণ একটি সমাধান হতে পাৰে কম গ্লাইসেমিক ইনডেজ্ঞেৱ (জিআই) ধান।

বোৱো মৌসুমে কম জিআই সমৃদ্ধ ও উচ্চ ফলনশীল ত্ৰি ধান ১০৫ বাণিজ্যিকভাৱে উৎপাদনেৰ অনুমোদন পাৰিয়া প্ৰসঙ্গে বলতে গিয়ে এ কথাগুলো বলছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউটেৱ (বিআৱআৱআই) প্ৰধান বৈজ্ঞানিক কৰ্মকৰ্ত্তা (সিএসও) এবং জেনেটিক রিসোৰ্স ও বীজ বিভাগেৰ প্ৰধান মো. আলমগীৰ হোসেন।

ভায়াবেটিস ছাড়াও স্থূলতা এবং কার্ডিওভাস্কুলার রোগে ভুগছেন এমন শ্ৰমজীবী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীৰ জন্যও উপকাৰী এ চাল।

বিশ্ববাধী প্ৰায় ৪২৬ মিলিয়ন মানুষেৰ ভায়াবেটিস আছে। তাদেৱ বেশিৰভাগই নিম্ন ও মধ্যম আয়েৰ দেশে বাস কৱেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ (ডিলউএইচও) তথ্য অনুস৾ৱে, প্ৰতি বছৰ ১.৫ মিলিয়ন মৃত্যুৰ জন্য সৱাসিৱ ভায়াবেটিস দায়ী।

কৃষিৰ ধৰ্মান্বল এসব স্বাস্থ্যগত সমস্যাৰ কাৰণে বিশ্বজুড়ে কম জিআইযুক্ত চালেৱ চাহিদা তৈৰি হচ্ছে।

ভায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদেৱ জন্য কোন খাবাৰগুলো ভালো তা খুঁজে বেৱ কৱা সংক্ৰান্ত গবেষণায় ১৯৮০ সালে ড. ডেভিড জে জেনেকিস এবং তাৱ টুরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়েৰ সহকৰ্মীৱ গ্লাইসেমিক সূচক তৈৰি কৱেন।

জিআই ০ থেকে ১০০ পৰ্যন্ত স্কেলে খাবাৰেৰ র্যাঙ্ক তৈৰি কৱে। স্কেলগুলো রক্তেৱ চিনিৰ মাত্ৰায় খাবাৰেৰ প্ৰভাৱ নিৰ্দেশ কৱে। গ্লাইসেমিক সূচক কাৰ্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবাৰকে তুটি সাধাৰণ ভাগে বিভক্ত কৱে। এগুলো হচ্ছে-উচ্চ (৭০ ও তাৱ বেশি), মাঝে (৫৬ থেকে ৬৯) এবং নিম্ন (৫৫ ও এৱনিচে)।

ত্ৰি ধান ১০৫ এৱনিচে স্কোৱ ৫৫।

বৰ্তমানে ত্ৰি ধান ২৮ ও ত্ৰি ধান ২৯ কৃষকদেৱ মধ্যে জনপ্ৰিয়। প্ৰায় ৪০ শতাংশ জমিতে এগুলো চাষ কৱা হয়। ত্ৰি ধান ২৮ ও ত্ৰি ধান ২৯ এৱনিচে স্কোৱ যথাক্রমে ৭০ দশমিক ৯৬ ও ৬২ দশমিক ৩৬।

বিআৱআৱআইয়েৰ প্ৰধান বৈজ্ঞানিক কৰ্মকৰ্ত্তা (সিএসও) ও উদ্বিদ প্ৰজনন বিভাগেৰ প্ৰধান ড. খন্দকাৰ মো. ইফতেখাৰবেলা জানান, 'প্ৰতি কেজি ধানেৰ গড় উৎপাদন খৰচ ২৭ টাকা ১০ পয়সা। একই টাকা খৰচ কৱে কৃষকৱা ত্ৰি ধান ১০৫ চাষ কৱতে পাৰবেন।'

বিআৱআৱআই উদ্বৃত্তিত এই চাল আঠালো নয় এবং এৱনিচে গুণমান আৱেকটি জিআই ভেৱিয়েন্ট বিআৱ ১৬ থেকে ভাল।

ত্ৰি ধান ১০৫ উৎপাদনশীলতা এবং জীৱনচক্ৰেৰ দিক থেকেও বিআৱ ১৬কে ছাড়িয়ে গৈছে। যেখানে বালাম ধানেৰ উৎপাদন হেক্টৱ প্ৰতি ৬ টন, সেখানে ত্ৰি ধান ১০৫ এৱনিচে উৎপাদন ৭ দশমিক ৬ টন।

এ ছাড়া, বালাম ধান উৎপাদনে ১৫৫ থেকে ১৬০ দিন লাগলৈও ত্ৰি ধান ১০৫ উৎপাদনে সময় লাগে ১৪৮ দিন।

অস্থাদ

05-Mar-23 Page:7 Size:32 col/inch
 Tonality: Neutral, Circulation: 201,100

প্রতিবছর কোটি টাকার ফসলহানি চরাঞ্জলের ক্ষয়ক্ষেত্রে দাবি বেড়িবাধ

প্রতিলিপি, নশমিলা (পটুয়াখালী)

পটুয়াখালীর নশমিলা উপজেলায় আকৃতিক দুর্ঘটন সিডর, রেশমী, মার্গিস, আইলা, আফান ও সর্বশেষ ইয়াসের তাত্ত্বিক উপকূলীয় চরাঞ্জলে বেড়িবাধ না থাকায় প্রতিবছর প্রায় কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। খুশিরাজ-জালোজালের কর্বলে পরে একাধিক বাস সর্বশেষ হয়েছে উপকূলীয় উপজেলা নশমিলার মাঝখ। উপজেলা সদরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ বিজ্ঞপ্তি দুর্ঘট চরাঞ্জলে বেড়িবাধ না থাকায় চরাঞ্জল, চরশাহজালাল, চরহানী, চরবীশবাড়ীয়া, চরঘুরি, চরআজামাইন, লালচুর, উপজেলকা,



নশমিলা

চর ফার্মেসহ নশমিলার চরাঞ্জলে প্রতিবছর সূর্যোদয় ও জালোজাল ও সাথেরের মৌনা পানি চুকে চরে বসবাসকারী কৃষকদের ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে। বার বার ফসলহানির কারণে শক্ত কর চরের ক্ষয়ক্ষতি, মহাজন ব্যাঙ্ক ও এনজিও থেকে একাধিকবার অগ হালে করে পরিশেষ করাতে পারছে না।

উপজেলার বৃক্ষচৌকাজ ও কেরিচিলা নদীর বৃক্ষচৌকে জেলে উটা ছেটি বাড় ২৫-৩০টি চরে ৫০ হাজার মানুষের জনবসতি রয়েছে। নিচৰ্চলের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থার নেতৃত্বে চরাঞ্জলে বেড়িবাধসহ উপজেলার বিভিন্ন প্রতিবেদন নিলেও কেউ বধা রাখেনি। চরের বৃক্ষকেরা সরকারের কাছে বেড়িবাধ নির্ধারণের দাবি জানিয়ে বহুবার আবকালিণ ও মানববন্ধন করেছে। চরাঞ্জলের বালু সরদার (৪৮) মোকলেস মাহুরের (৬৫) জানান, এই সব চরে জনবসতি গড়ে ওঠার ৩৫-৪০ বছর অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত বেড়িবাধ নির্মাণ করা হ্যানি। এসব চরের চরনিকেই নদী ধারা বেঁচিয়ে।

নশমিলা (পটুয়াখালী): উপজেলায় আকৃতিক দুর্ঘটনে উপকূলীয় চরাঞ্জলে বেড়িবাধ না থাকায় প্রতিবছর আয় কোটি টাকার

ফসল নষ্ট হচ্ছে

চরশাহজালালের কৃষক রফিক হোসেন (৪০) হানিক বয়াটী (৫৬) বাদশা হাওলাদার (৫৫) জানান, আমাগোয়ের আঞ্চায়া বাচ্চায়ে রাখে, আমাগো চরে বেনে বেড়িবাধ না থাকায় বয়া জালোজালে মৌনা পানি চুকে প্রতি বছর ফসল নষ্ট হয়ে। আবার সরকারের কাছে বেড়িবাধ চাই, বিপিক চাই না। চরশাহজাল কৃষক বারেক হাওলাদার (৫৫), মো. আরিন (৪০) মুক্তি মাহুরের (৬০) কালু মুখ (৬৫) কেউ বধা রাখেনি। চরের বৃক্ষকেরা সরকারের কাছে বেড়িবাধ নির্ধারণের দাবি জানিয়ে বহুবার আবকালিণ ও মানববন্ধন করেছে। চরাঞ্জলের বালু সরদার (৪৮) মোকলেস মাহুরের (৬৫) জানান, এই সব চরে জনবসতি গড়ে ওঠার ৩৫-৪০ বছর অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত বেড়িবাধ নির্মাণ করা হ্যানি। এসব চরের চরনিকেই নদী ধারা বেঁচিয়ে।

ইউনিয়নের বীশবাড়ীয়া চরের কৃষক মনির হাওলাদার (৫০), আজাহার বেপুরী (৬০), কবির হোসেন (৫৫), আলমার ফকির (৪৫) জানান, তাদের চরে বেড়িবাধ না থাকার কারণে লফা বম্যায় খেতের ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। চরাঞ্জলের কৃষকের একটাই সাবি আগ নষ্ট এবার বেড়িবাধ চাই। নশমিলার ইউপি চেয়ারম্যান ইকবাল মাহামুদ সিটেন জানান, চরশাহজালে বেড়িবাধ নির্মাণের জন্য উপজেলা প্রশস্তাকে অবাহিত করেছি। তিনি আরও জানান, বম্যায় জালোজালে চরে মৌনা পানি চুকে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করছে।

বীশবাড়ীয়ার ইউপি চেয়ারম্যান কাজী আবুল কালাম জানান, উপজেলা সমষ্টি সভার চরে বেড়িবাধ নির্মাণের দাবি জানিয়েছে। চরবোরহান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নজির আহমেদ সরদার জানান, চরাঞ্জলে বেড়িবাধ না থাকার অক্ষয়ে জালোজাল কৃষক দুর্ঘটনার মাঝখ। জালোজালে নদী ও সাথেরের মৌনা পানি চুকে কৃষকের ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় তাই চরাঞ্জলে বেড়িবাধ নির্মাণ করা একত্রে আয়োজন।

উপজেলা কৃষি অফিসার মো. জাফর আহমেদ জানান, খড় জালোজাল ও মৌনা পানি চুকে প্রতিবছরই কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। উপজেলা নির্বাচী অফিসার মো. আকিউবিন আল হেলাল জানান, চরে বেড়িবাধ নির্মাণের জন্য সহস্রট লঙ্ঘন চাই।

জনীয় সংসদ সদস্য এস.এম. শাহজালা জানান, বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবাহিত করা হয়েছে। তবু জানিয়েছেন এই

ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। উপজেলা আগ ও পুনর্বাসন অফিস সুরে জানা গেছে খুশিরাজ সিডর থেকে আফান পর্যন্ত চরাঞ্জলে প্রায় ১৫ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

ভোরের দর্শন

05-Mar-23 Page:12 Size:36 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 140,000



চিয়া সিডের আশানুরূপ ফলনের স্বপ্ন

ভোরের দর্শন জেড

প্রতিদিনে প্রথমবারের মতো চাষ হচ্ছে সুপারফুল খ্যাত ‘চিয়া সিড’। জেলার তেতুলিয়ার কাজীপাড়ায় কাজী মিজানুর রহমান এক একটি জমিতে চাষ করছেন এই নতুন ফসল।

প্রথম আবাদেই আশানুরূপ ফলনের স্বপ্ন দেখছেন তিনি।

পঞ্চগড়ে প্রথমবারের

আমি মূলত আখ চাষি ছিলাম। আমরা আখ চাষের ব্যাপারে ইঞ্জি গবেষণা ইনসিটিউট বাঙালিয়ার উপরনীতে একটি সেমিনারে গিয়েছিলাম। সেখানে এক বৃক্ষবিদের সঙ্গে পরিচয় হলে তার কাছ থেকেই এই ফসলের কথা জানতে পারি। তিনি আমাকে বিবেচি ঔষধি ফসলের উৎপাদন জানিয়ে

সর্বজনিনে গিয়ে দেখা যায়,
 কাজীপত্তা এলাকায় কৃষক
 কাজী মিজানুর রহমান এক
 একবৰ জমিতে
 পরীক্ষামূলকভাবে ঢাব করছেন

মতো ঢাব হচ্ছে সুপারফুড

চিয়া বীজ। বাতাসে দুলছে ককসকে সবুজ চিয়া
 গাছ। দেখতে তিক কিংবা তিথিয়া গাছের মতোই।
 প্রতিটি গাছেই ধরেছে ফুল। ফুলে উড়েছে মৌমাছি।
 সরিশাখাতের মতোই চিয়া ফুল থেকেও মৌচাবের
 সম্ভাবনা রয়েছে। কাজী মিজানুর রহমান বলেন,

প্রথমবার দেখলাম বেশ গজিয়েছে। পরের বার এক
 একবৰ জমিতে তা বগম করলে ফুল দেখে আশ্চর্য
 হয়েছি। এটি মূলত দুর্বারোগ্য ব্যাধি নির্মলে খুব
 ভালো কাজ করে। বাজার সুবিধা পেলে আগামীতে
 আরও বেশি জমিতে

॥ পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

চিয়া সিডের আশানুরূপ

শেষের পাতার পর

এই ফসল আবাস করব। জানা যায়, সুপার ফুড হিসেবে ঘ্যাত চিয়া বীজ।
 এতে রয়েছে নানান ঔষধি গুণ। এর বৈজ্ঞানিক নাম 'সালিনিয়া হিসপানিকা'।
 মেরিকানে ইউরোপের দেশগুলোতে ওষুধি ফসল হিসেবে চিয়া ঢাব হয়। এ
 বাজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্রোরোজেনিক, ওমেগা ত্রি ফ্যাটি আসিড,
 কেল্পফেল, কোকোসেটিন ও ক্যাফিক অ্যাসিড নামক আন্টিঅক্সিডেন্ট,
 পটিশিয়াম, মাগনেশিয়াম, দ্রবণীয় এবং অন্তর্বর্ণীয় অংশ। এক আউক্স চিয়ায়
 রয়েছে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন, ১১ গ্রাম ফাইবার, ১৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট। এতে
 দুধের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি ক্যালসিয়াম, কলার চেয়ে ছিঞ্চ, পাতা, শাকের
 চেয়ে তিনগুণ ও ত্রিকালির চেয়ে সাতগুণ পুঁটি রয়েছে। যা মানবদেহে
 ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনিঝের চাহিদা পূরণ করে ও ক্ষতিকারক
 কোকোস্টিল (এলাতিল) ত্রাস করে এবং উপকারি এইচডিএল বৃক্ষিতে সহায়তা
 করে ও ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণে ক্রস্যুপর্য ভূমিকা রাখে। চিকিৎসকরা বলছেন,
 চিয়া সিড মানদেহে শক্তি-কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা
 শক্তিশালী করে। ওজন কমায়, রক্তে সুগার খাভাবিক রাখে, হাত্তের ক্ষয়ারোধ
 করে, মলাশয় পরিষ্কার রাখে। ফলে কোলন ক্যাপ্সালের বৃক্ষি করায়। চিয়া
 আন্টিঅক্সিডেন্ট শরীর থেকে উত্তীর্ণ বের করে দেয়। প্রদাহজনিত সমস্যাও
 দূর করে। এটিতে আগিমনে অ্যাসিড থাকার ভালো শূন্য হতে সাহায্য করে।
 শরীরের শর্করার মাত্রা কমিয়ে হজারে সহায়তা করে। উচ্চমাত্রার ক্যালশিয়াম
 থাকায় হাঁটু ও জয়েটের ব্যাথা দূর করে। এছাড়াও নিম্নমিত এটি ফলে ত্বক,
 ফুল ও নর সুন্দর থাকে। এটি ফল বা দাঙ্ঘের মতো বিভিন্ন ধরনের খাবারের
 সঙ্গে থেতে হয়। পানিতে ভিজিয়ে রেখেও খাওয়া যায়। শরবতে ব্যবহার করা
 যায়। গেবুর রসের সঙ্গে বা দুর্ঘজাত পদার্থের সঙ্গে মিশিয়েও খাওয়া যায়।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

খুমিল্লা পত্রসমূহ

05-Mar-23 Page:1 Size:778000 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 20

ব্রাক্ষণপাড়ায় সবুজে সবুজে বোরো ধানের মাঠগুলো

ইসমাইল নয়ন।।

প্রকাশ: দোবরার, ৫ মার্চ, ২০২৩, ২:৫৩ পিএম



খুমিল্লা ব্রাক্ষণপাড়া উপজেলার মাঠে মাঠে বোরো ধানের সবুজ সমারোহ। উপজেলায় ৮টি ইউনিয়নে দিগন্ত জুড়ে ইরি-বোরো ধানের সবুজ রঙে ভরা মাঠ। চলতি ইরি-বোরো মৌসুমে ধানের ভালো ফলনের আশা করছেন কৃষকরা। উপজেলা কৃষি বিভাগের পরামর্শে আধুনিক পদ্ধতিতে আগাম ধান চাষ করায় কোনো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা এখন পর্যন্ত হানা না দেয়ায় উপজেলায় ইরি-বোরো ধানে সবুজে ভরা মাঠে এখন দোল খাচ্ছে ধানের গাছ।

উপজেলা কৃষি অফিস স্ট্রে জানা যায়, চলতি বছরে উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে প্রায় ৮ হাজার শেত ৫০ হেক্টের জমিতে ইরি-বোরো ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও চাষ হয়েছে ৮ হাজার শেত ৫৪ হেক্টের জমিতে। আবহাওয়া অনুকূলে পাকায় সঠিক সময়ে চারা লাগানো, নিরিড পরিচর্যা, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্রুৎ সরবরাহ, থথা সময়ে সেচ দেওয়া ও সার সংকট না পাকায় উপজেলায় চলতি মৌসুমে ইরি-বোরো ধানের বাস্পার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসের ব্যবস্থাপনায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারে কৃষকদের নিরঞ্জনাহিত করছেন মাঠ পর্যায়ে ধাকা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার। আলোক ফাঁদে এবং বোরো ফেনে পার্টিং দিয়ে পোকা নিধনে কৃষকদের উৎসাহিত করায় রোগবালাই এ বছর কম দেখা যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই ধানের গোছা গুলো সতেজ ও গাছগুলো মোটা হতে শুরু করেছে। উপজেলার ঘাইটশালা গ্রামের কৃষক মোঃ আজাদ মিয়া জানান, আমি চলতি ইরি-বোরো মৌসুমে প্রায় তিনিশানি জমিতে ধান চাষ করেছি। কোনো ধরণের দুর্ঘটনা না ঘটলে বিগত বছরগুলোর তুলনায় এ বছর ধানের ফলন বেশি হবে বলে আশা করছি। কাটা-মাড়াই মৌসুমে ধানের দাম ভালো পেলে কিছুটা লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এবিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ মাহবুবুল হাসান বলেন, চলতি মৌসুমে উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি ধান চাষ হয়েছে। শুরু থেকেই কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে কৃষকদেরকে সঠিক সময়ে চারা লাগানো, নিরিড পর্যবেক্ষণ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে পাকলে উপজেলায় ইরি-বোরো ধানের বাস্পার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কৃষি উপসহকারি কর্মকর্তারা কৃষকের সাথে ধান ঠিক রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল ধরণের পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে।

Wheat farmers eye bumper production in Rajshahi

Our Correspondent

RAJSHAHI, Mar 4: This Rabi season different varieties of wheat have been cultivated on lands in Bagha Upazila of the district.

According to field sources, wheat fields have yielded brightly. Harvesting will start within a month. Wheat growers are expecting bumper output.

Bagha Upazila Agriculture Office sources said, 6,000 hectares (ha) of land have been brought under wheat cultivation in the upazila. The production target has been fixed at three tonnes per ha.

Varieties included Sonali, Pradeep, Vijay, Shatabdi, Sourav, and Gaurav.

Of these, Pradeep Variety is much-yielding. Vijay and Shatabdi varieties would be widely cultivated in the past. But these have decreased slightly due to less-production.



A recent visit found wide wheat field on chars of the Padma River.

Nazrul Islam, a grower of Padma char, said, he has cultivated wheat on five bighas at Tk 7,000. He is hopeful of getting a

bumper production if good weather prevails.

Grocer Mustafizur Rahman said, if farmers do not get the desired wheat price, the demand of wheat farming will decrease in the coming

year. He sought the government's monitoring to control the market syndicate.

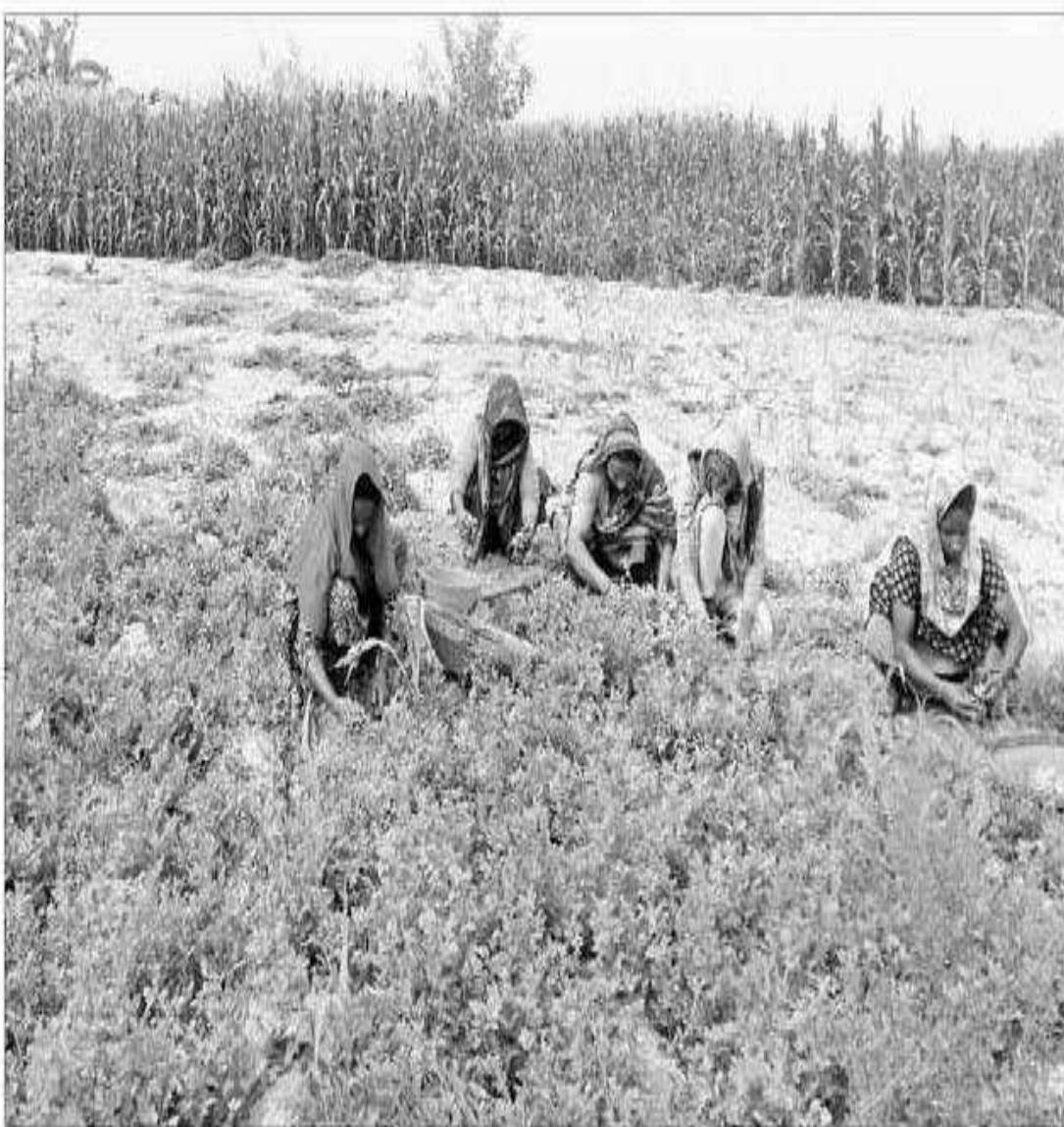
Bagha Upazila Agriculture Officer Shafiullah Sultan said, a decrease in the coming

better than other crops as weather is suitable for wheat cultivation. Farmers are being provided with all necessary advice to cultivate wheat in a healthy method, he added.

কৃষি তথ্য সংরিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

খেমা কাগজ

05-Mar-23 Page:6 Size:18 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 141,100



বীমচাষাবীন জলান্তর উপর জমাতের চিন্ময় চর আল কলাঞ্চুর ক্ষমতা

— প্রিয়া কাপোড়

তিস্তার চরে ভূমিহীন কৃষকরাও স্বাবলম্বী

আবেদ আলী, জলচাকা (নীলফামারী)

তিস্তাসহ পানিশূন্য নদীগুলোর বুকে ইরি-বোরো সহ চাষাবাদ হচ্ছে নানা জাতের ফসল। এতে তিস্তাপাড়ের ভূমিহীন কৃষকরাও এখন নদী নালা খালবিলে চাষাবাদ করে হচ্ছেন স্বাবলম্বী। নীলফামারীর জলচাকা উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রমত্তা তিস্তা, বুড়ি তিস্তা, বুল্লাই, ধূমনদী ও আউলিয়া খানাসহ নদীগুলোর ড্রেজিং না করায় নাব্যতা হারিয়ে পানিশূন্য হয়ে পড়েছে। ফলে প্রায় মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাচ্ছে এই নদীগুলোর নাম। এদিকে পানিশূন্য শ্রোতাহীন তিস্তাসহ নদীগুলো এখন অস্থিত হারা ধূ ধু বালুচরে পরিণত হওয়ায় সেখানে ভূমিহীন কৃষকরা ইরি-বোরো, ভূঁটা, গম ও মিষ্টি কুমড়া সহ করছে বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ। তিস্তাসহ নদীসমূহে শুক মৌসুমে সেচ কাজের জন্য যেখানে ও হাজার শশত কিউনেক পানি থাকার কথা সেখানে রয়েছে শশত কিউনেক পানি। এলাকাবাসী জানায়, তিস্তা ব্যারেজের ৬৫ কি.মি. উজানের হিমালয় থেকে নেমে আসা পানি

নীলফামারীর ডিমলা হয়ে জলচাকার উপর দিয়ে মিশে গেছে পার্শ্ববর্তী রংপুর গঙ্গাচড়া উপজেলার নোহালী এলাকায়। শনিবার সরেজমিনে তিস্তাসহ উপজেলার বিভিন্ন নদী এলাকা ঘুরে দেখা যায়, তিস্তার পানিশূন্যে নেমে আসায় তিস্তা ব্যারেজের সকল গেট বন্ধ করে বোরো চাষের জন্য পানি দেওয়া হচ্ছে তিস্তা সেচ ক্যানেলে। ফলে তিস্তা নদীতে মাইলের পর মাইল জেগেছে বসেছে চৰ। অর্থাৎ এক সময় এ খরাশ্বোত্তা তিস্তাসহ নদীগুলো অনেক ফসলি জমি গ্রাস করেছে।

ক্ষয়ক ক্ষয় চন্দ্ৰ রায় জানায়, আলু উঠিয়ে সেই জমিতে বিআর-২৯ জাতের চারা লাগানোর জন্য হাটে এসেছি। চারা বিক্রেতা জুলাল উদ্দিন বলেন, আমরা বীজতলা সংকটের কারণে বিভিন্ন মোকামতলা থেকে চারা সঞ্চাহ করে এখানে বিক্রি করি। আমাদের এখানে বিআর-২৮, ২৯ সহ বিভিন্ন প্রজাতির হাইক্রিড চারা বেচা কেনা হচ্ছে। আর এক ব্যবসায়ী জয়নাল জানিয়েছেন, এক মাস ধরে আমরা চারা বিক্রি করে আসছি। কোনও কোন দিনে ১০/১৫ হাজার টাকারো বেশি চারা বেচা কেনা হচ্ছে।

কৃষি তথ্য সংরিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

THE ASIAN AGE

05-Mar-23 Page:5 Size:24 col*inch
Tonality: Neutral, Circulation: 40,500



Mustard harvesting

continues in Panchagarh

►AA News Desk

Farmers in the district have started harvesting Mustard with much-enthusiasm as they have got bumper production of the crop.

Mustard harvest has started in the first week of February which will continue till end of March.

Farmers are happy to see bumper production and get fair price of the oil seed as per maund (40 kg) mustard is being sold at Taka 2500 to Taka 3000.

Many farmers have said favorable weather condition and timely supply of necessary agri-inputs were the main reasons behind the bumper production.

Department of Agricultural Extension (DAE) sources said about 6,040 hectares of land have been brought under mustard cultivation this year with the production target of 10535 metric tons of mustard seeds.

The DAE sources said this year the weather was good and the department has ensured supply of seed, fertilizers, pesticide and other agri-inputs to the farmers at a cost of free for boosting production of mustard.

The DAE has also given training on use modern technology to the farmers for mustard cultivation to make the farming a success. "I have cultivated high yield Bari-14 variety of mustard on five bighas of land spending Taka

27,000 aiming to become financially self-reliant," said farmer Sunil Kumar under Debiganj upazila.

He said, "I am expecting over 40 maunds of output from the crop land".

Another farmer Rasidul said he mostly depends on mustard cultivation every season. He uses fungicide, pesticide along with chemical fertilizer at his mustard field during the time of tilling the land.

Deputy director of DAE Panchagarh Md Rias Uddin told BSS fungicide and pesticide is boosting the production of farmers crop including mustard seed. The farmer show more interest to grow the crops as its cultivation is easy and lucrative, he added.

**THE
BUSINESS
STANDARD**

05-Mar-23 Page:1 Size:120 col*inch

Circulation: 24,000

A big farming push

AGRICULTURE – BANGLADESH

SAFIUDIN SAIF

The World Bank-funded Tk7,214 crore project aims to modernise farming in five years

A large-scale project to modernise and improve the agriculture sector which would boost crop output, ensure food security and create jobs. Under the project, smart cards will be issued to 1.8 crore farmers for financial and credit support.

The project will promote appropriate technology and skills training for the expansion of both rice and non-rice crops. Modern lab facilities will ensure global standards for seed exports and this massive farm-sector project will begin in the next fiscal year.

The five-year Tk7,214 crore project, when completed, will bring "revolutionary" changes in the country's agriculture sector through mechanisation, diversification, and integrated value chains, which will contribute greatly to environmentally sustainable food security, soil optimisation and planning officials.

This programme, titled "Programme on Agricultural and Rural Transformation for Sustainable Entrepreneurship and Resilience"

in Bangladesh (PATERNE) will be financed by the World Bank and the International Fund for Agricultural Development (IFAD), with Tk454.65 crore from government funds.

Two development partners, World Bank and IFAD, will contribute \$50 million and \$45 million respectively under six regional targets linked with financial income.

Wahidul Islam, secretary to the Ministry of Agriculture, said: The Business Standard (BS) that the government is giving the highest importance to ensuring food safety in the current situation.

"When this programme is implemented, there will be a significant change in the country's agricultural scenario," he said.

Although efforts were made earlier to implement similar programmes, it was not possible for various reasons. Wahidul said, adding that even if delayed, it will bring maximum results in agricultural production. The implementation work will start in the next fiscal year.

She also said that through this project, a database of farmers will be created throughout the country. "Smart cards are distributed among farmers; genuine farmers will be able to get government benefits," she said.

The proposed programme of the Ministry of Agriculture was reviewed and approved by the Evaluation Committee of the Planning Commission on 5 February.

The officials of the Planning



Commission announced that the presentation of the committee will be made to the National Economic Council (NEC) for final approval soon.

The government will provide a "Krishan Card" to above farmers through the country, which will enable them to access services such as extension support, input subsidy, and credit support.

Additionally, the government plans to increase the area under fruits and vegetables with Good Agricultural Practices (GAP) certification to three lakh hectares and high yielding rice varieties to two lakh hectares.

The programme will also cover a new area of one lakh hectares under improved and efficient irrigation techniques, according to the Ministry of Agriculture.

Also, the programme aims to train 20,000 youths to promote agricultural entrepreneurship among men and women.

To achieve these objectives, several departments under the agriculture ministry will be involved in the programme's implementation over the next five years.

Md Sayfuzzaman, chief (additional secretary) of the Agriculture, Water Resources and Rural Institutions Division of the Planning Commission, said that this is a revolutionary project in the field of agriculture. Once implemented, it will increase the contribution of agriculture to the GDP and create employment opportunities.

The financing for this project will be in the form of self-disbursement-linked indicators which sets annual targets under a new financing modality that links the disbursement of funds with achievement made every year, to be verified by a third party, he said, adding that the programme's success will be measured by its DEIs.

It will transform agriculture and make it more commercially viable. Other crops besides rice will get importance.

MUHAMMAD JAHANDER ALAM
AS-AGRI-ECONOMIST

10 targets for 5 years
The programme aims to achieve 10 targets under the DEIs. DEIs will focus on Good Agricultural Practices (GAP) standards in fruit and vegetable production by reducing the use of fertiliser, pesticides, and water, which exacerbate food safety concerns and increase job creation. ■ SEE PAGE 40

A big farming push

CONTINUED FROM PAGE 1

GHG emissions, reducing export opportunities. The Bangladesh Good Agricultural Practices Policy 2020 will guide its implementation. The programme will train farmers and staff on GAP practices and bring 300,000 hectares of fruits and vegetables under GAP standard certification by the end of the programme.

As rice productivity growth has slowed down in the last decade, DLI-2 will promote the adoption of High Yielding Rice Varieties (HYVs) to close off existing substantial yield gaps, and reduce production costs and greenhouse gas emissions.

currently lacks proper testing facilities, skilled scientists, and lab technicians. Currently, vegetables and fruits like lemon, snake gourd, bitter gourd, green chilli, areca nut, banana, potato and gourd are being exported to some countries. But such exports often face suspension due to the presence of bacteria or other harmful substances. Providing an accredited laboratory certificate will help expand exports of fruits and vegetables.

The programme plans to train 20,000 youth and women on agricultural entrepreneurship to generate employment through *agriculture commercial agriculture*.

sions. It will engage Bangladesh Agriculture Development Corporation (BADC) to strengthen quality seed production and establish a community seed bank at the farmer level. The programme will promote farmer-appropriate technology packages customised to HYVs, ensuring optimal results. By the end of the programme, a total of 200,000 hectares will have adopted rice HYVs.

DLI-3 will look into diversification in non-rice crops including cereals, pulses, oilseeds, and horticulture. The state-owned BADC will produce seeds for high-value vegetables, pulses, oil crops, potatoes, wheat, maize, and minor non-cereals. Logistic supplies will be provided to facilitate the seed activity. The programme aims to bring 200,000 hectares of land under non-rice crop production by the end.

The BADC will be responsible for implementing DLI-4, which focuses on adopting efficient irrigation technologies such as buried pipe systems, hose pipes, sprinkler and drip irrigation, and alternate wetting and drying (AWD) systems. It aims to cover over 100,000 hectares of cultivable land.

DLI-5 of the PARTNER project looks to expand Digital Agricultural Services in Bangladesh through the distribution of "Krishan Smart Card" to ensure a timely supply of quality inputs such as seeds, fertiliser, plant protection material, and irrigation through a smart card system called "leaf device".

Planning Commission officials informed that in 2022, the Agriculture Extension Department took on a project to distribute smart cards to farmers on a pilot basis. However, the main work of the project has not yet started. The ongoing project will be replaced by the proposed Partner project.

Ten laboratories will be accredited for 20 testing processes under DLI-6 that aims to address food safety concerns for horticulture crops in Bangladesh. The country

agribusiness, agricultural innovation companies, and agricultural services.

The PARTNER project will support agriculture research activities and infrastructure as well as operationalise value chain promotional bodies for select commodities.

Dr Mohammad Jahangir Alam, professor at the Faculty of Agricultural Economics and Rural Sociology of Bangladesh Agricultural University, told TBS, "If the project can be implemented, it will transform agriculture and make it more commercially viable. Other crops besides rice, which is currently the main crop, will become more important."

About 73% of our land is currently used for rice cultivation, and this project places special emphasis on rice. On the one hand, rice production will be increased, and on the other hand, other high-yielding crops will be grown in some areas to complement rice, the agri-economist said.

Since the project also aims to target markets and value chains, agri-entrepreneurs will be created, which will create employment opportunities, Jahangir Alam added.

Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)

National News Agency of Bangladesh

05-Mar-23 Page:1 Size:1128930 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 9,033

হবিগঞ্জের কৃষক বদু মিয়ার জিংক আলুতে নতুন সন্তানা

● বাসস

🕒 08 মার্চ ২০২৩, ১০:৪৮

আপডেট : 08 মার্চ ২০২৩, ১১:৪২



হবিগঞ্জ, ৪ মার্চ, ২০২৩ (বাসস) : নিত্য নতুন ফসল আবাদ এবং রাসায়নিক সার ও বিষ প্রয়োগ না করে আলোচিত জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক বদু মিয়ার জমিতে এবার ভালো ফলন হয়েছে জিংক আলু। আবার রমজানকে সামনে রেখে বিস্তীর্ণ জমিতে আবাদ করেছেন হরেক রকম ফসল। হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার অজপাড়া গ্রাম গোপিনাথপুর এখন সবুজের সমারোহ।

বিদেশী ও ব্যাতিক্রম ফসল আবাদ করে তাক লাগানো বদু মিয়া এ বছর বাজিমাত করেছেন জিংক আলু বা কাল রংয়ের আলু আবাদ করে। কৃষক বদু মিয়া জানান, দুই বছর আগে বিএডিসিরি কর্মকর্তা রেজাউল

কারণ এর কাছ থেকে। তান। জিংক আণুর বাজ সংগ্রহ করেন। হল্যাণ্ডে এ আণুর আবাদ করা হয়। অত্যন্ত পুষ্টিকর এ আলু বাংলাদেশে তিনিই প্রথম আবাদ করেছেন। বীজের অভাবে এবছর মাত্র ২০ শতাংশ জমিতে আবাদ করেছেন এ আলু। ফলন হয়েছে ৪০মণ। ঘরে আনার আগেই শেষ হয়েছে বিক্রি।

কৃষক বদু মিয়া জানান, জিংক আলু উৎপাদন করার পর ৬০টাকা কেজি দরে আগাম বিক্রি হয়ে যায় সব আলু। নাফকো কোম্পানী ১০ মণ হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ইশরাত জাহান ও মাধবপুর থানার ওসি আন্দুর রাজ্যাক ৩মণ করে এ আলু ক্রয় করেন। এ উৎপাদন আলু দেখতে ও কিনতে অনেকেই তার বাড়ি ও খামারে ভিড় জমান। আগামীতে আরও বেশী পরিমাণ জমিতে এ আলু আবাদ করার ইচ্ছার কথাও জানান তিনি।

জিংক আলু নিয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউটের মুখ্যবৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. বিমল কুন্ড জানান, বারিতে এ জাত আছে। এটি জিংক এবং আয়রন সমৃদ্ধ হওয়ায় স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তবে এটি শিক্ষিত সমাজে সমাদৃত হলেও সাধারণ মানুষ এখনও এটি পছন্দ করেনা। কারণ এর রং কাল এবং রান্না করলে গলে যায়। তবে বিদেশীরা এটিকে হাঙ্কা সিদ্ধ করে সালাদ করে খায়। আমাদের দেশেও একসময় এটি জনপ্রিয় হবে। কৃষক বদু মিয়া এ আলু আবাদ করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।

এদিকে বদু মিয়া রমজানকে সামনে রেখে তার জমিতে লাগিয়েছেন বিভিন্ন ধরনের ফসল। এর মাঝে ইন্ডিয়ান গ্রীণ ব্ল্যাক ক্যাপসিকামে ভরে গেছে মাঠ। রমজানের কয়েকদিন আগে থেকেই এ ফসল বাজারে নেয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন বদু মিয়া। বাহুবলী ও বিউটিফুল টমেটোও পাকতে শুরু করেছে। সামাজিক গাছে ফল ধরেছে। পুরো রমজান মাসেই বিক্রি হবে বেগুন। শশার ফলনও পুরো রমজান চলবে। আবার দুদকে সামনে রেখে আলাদ করে আবাদ করা হয়েছে শশা।

এ ব্যাপারে কৃষক বদু মিয়া জানান, গাছ লাগানো থেকে শুরু করে ফসল আসা এবং পরিপন্থ হওয়ার জন্য যে সময় প্রয়োজন সেই সময়কে হিসাব করে রমজান মাসকে টার্গেট করে ওই সময়ে যে ফসলের চাহিদা বেশী থাকে সেই ফসল বেশি করে আবাদ করা হয়েছে। আবহাওয়া যাতে ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য সেচ ও গ্রীণ হাউজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ফসল থেকে ভালো লাভবান হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

তিরি আরও জানান, এ বছর জিংক আলু, ডায়মন্ড আলু, দেশী আলু, মিস্টি আলু, পার্পাল ভুট্টা টমেটোসজ বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলিয়ে লাভবান হয়েছে। বিষমুক্ত হওয়ায় লোকজন তার বাড়িতে এসেই তা কিনে নেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:54 col/inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200



গাজীপুরের শ্রীপুরে দেলোয়ার-সেলিনার বাগানে ফুটেছে বাহারি রঙের টিউলিপ ফুল

-জনকঞ্চ

বাতাসে দোল খাচ্ছে বাহারি টিউলিপ দর্শনার্থীদের ভিড়

বাণিজ্যিক চাষে সফল দেলোয়ার-সেলিনা

স্টাফ ইলিপোর্টার, গাজীপুর । ফোটানোর গবেষণা ও
গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভার সফলতার পর এটি দেলোয়ার ও
কেবয়া দর্শনার্থক গাম্ভীর সেলিনা দর্শনিক মনোরোগের

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ট্রিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

দেলোয়ার হোসেনের 'মৌমিতা ফ্লাওয়ার্স' এবারও ফুটেছে শীতের দেশের টিউলিপ। এ দম্পত্তি ২০২০ সালে প্রথমবার দেশে টিউলিপ ফুল ফুটিয়ে সাড়া জাগিয়েছিলেন। এবারই খুরাবাহিকভাবে এবার তার বাড়ির পাশে এক বিষা জমিতে চাষ করেছেন ১৩ জাতের টিউলিপ। তিনবার টিউলিপ

বাণিজ্যিক সফলতা। বাড়ির পাশের এক বিষা জমির বাগানে বাহারি রঙের টিউলিপ ফুল এখন বাতাসের সঙ্গে দোল থাকে। এ এক নয়নাভিজ্ঞাম দৃশ্য। কৃত্রিম উপায়ে ছাদ ও প্রটোর তৈরি করে তাপমাত্রা কমিয়ে বিদেশী ফুল টিউলিপ ফোটানোর সফলতা এসেছে।

(৬ পৃষ্ঠা ১ কং দেখুন)

বাতাসে দোল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গ্রন্থ বইর এক হাজার একশটি বাস্তু (বীজ হিসেবে ব্যাহত কাণ্ড) পরের বছর ২০ হাজার এবং এর পরের বছর ২৩ হাজার বাস্তু রোপণ করে শতভাগ ফুল ফোটাতে সক্ষম হয়েছে ওই চাষী দম্পত্তি। গবেষণালক্ষ ধূটি রাজের মধ্যে ৫টি রঙের ফুল তার বাগানে বাতাসে দোল থাকে। এর মধ্যে সাদা, লাল, গোলাপি, হলুদ, হলুদ-খয়েরী সংমিশ্রণ উচ্চেয়েগ্য। তারা এ চাষ ছড়িয়ে দিয়েছেন দেশের উত্তরাঞ্চলের আরও ৮টি এলাকায়। দেশের মোট ১৪টি স্থানে এ বছর টিউলিপ ফুটেছে। সারি সারি বাহারি রঙের ফুল দেখতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দর্শনার্থীরা তার বাগানে ভিড় করেছে। দর্শনার্থীদের প্রবেশমুল্য ১৫ টাকা করে নিচ্ছেন। টিউলিপের চাষ নিয়ে দেলোয়ার বকেন, প্রথম বছর দুই শতাব্দী জমিতে টিউলিপের চাষ করি। আমরা সকলতা পেয়ে এবার নিয়ে চারবার টিউলিপ ফুলের চাষ করেছি। গত বছর ৭০ হাজার বাস্তু ছিল। এবার বছরে প্রসার করতে পারতাম এবং ফুলের বৰচ কর্মে হেত। আমরা কম নামে ফুল বিক্রি করতে পারতাম। যদি আমরা কম নামে ফুল বিক্রি করি তা হলে পরিমাণে বেশি বিক্রি করতে পারতাম। আরও অনেক লোক চাষ করে লাভবান হচ্ছে। বাস্তু না হলে আমরা উৎপাদন করতে পারব না। কারণ, কালচিভেশনের টাইই বা টেম্পোরেচার সেটা একটা বিবৃষ্টি ফ্যাস্ট। ২০ দিনের টেম্পোরেচার বাস্তু ২০ ডিনিতে নিয়ে থাকতু রাতের টেম্পোরেচার যদি ১১ ডিন্সির নিচে থাকত তা হলে এ বাস্তু আমরা বিভাগীয়ার ব্যবহার করতে পারতাম। এবার ঘোষণা করে টিকিট ফেটে ভেতরে প্রবেশ করে দেখছে। এ বছর থেকে

বাণিজ্যিক সফলতা। বাড়ির পাশের এক বিষা জমির বাগানে বাহারি রঙের টিউলিপ ফুল এখন বাতাসের সঙ্গে দোল থাকে। এ এক নয়নাভিজ্ঞাম দৃশ্য। কৃত্রিম উপায়ে ছাদ ও প্রটোর তৈরি করে তাপমাত্রা কমিয়ে বিদেশী ফুল টিউলিপ ফোটানোর সফলতা এসেছে।

(৬ পৃষ্ঠা ১ কং দেখুন)

বাজারে আমাদের ফুল থাকে। আমরা বাজারে ফুল বিক্রি করে ভালো সাড়া পাচ্ছি। আমাদের এখন থেকে স্থানীয় ফুল বিভেতারা ফুল কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ এক হাজার, দুটো হাজার এবং দুই হাজার টাকার ফুল কিনে নিয়ে বিক্রি করেছে। এখানে পট ফুল আছে। আমরা পট ফ্লাও বিক্রি করছি। মোটামুটি অন্যান্য বছরের চেয়ে বাণিজ্যিক যে সাড়া সেটা পাচ্ছি। আর টিউলিপ চাষ আমাদের বাংলাদেশের জন্য একটা কঠিন চালেঞ্জের ফুল। যেহেতু আমাদের আবহাওয়ায় এ বছর শীত কম। এবার আমাদের ফুল আগে ফুটেছে। ফুলের লাইট কর্মে দেখে। এগুলো আমাদের সমস্যা। আরেকটা সমস্যা হলো আমাদের ভাটাট ট্যাঙ্ক একটু বেশি কিন্তু দেনোল্যাট থেকে বিভিন্ন ধরণের বাল্ক আমদানি করি সেখানে ভাটাট ট্যাঙ্কের পরিমাণ বেশি। এটা বাদি কর হতো তা হলে আমরা আগামীতে এই ব্যবসাকে আরও ছিল। এবার বছরে প্রায় দুই লাখ বাস্তু থাকে। বাংলাদেশের ১৪টি স্থানে এবার টিউলিপের চাষ হচ্ছে। বিশেষ করে পক্ষগতে বাস্তু একটা চাষ হচ্ছে। সেটা দুটি এনজিপ্রো সহযোগিতায় ২০ জন নারী উদ্যোগীর মাধ্যমে ট্রাইজম এলাকা করা হয়েছে। আমরা প্রায় ৬০ হাজার বাস্তু আছি। আমাদের এখানে প্রায় ৫০ হাজার বাস্তু আছে। আমরা ফুল ফুটিয়ে বাজারে বিক্রি করাই। যারা পর্যটক আসছে তারা ১০০ টাকা করে টিকিট ফেটে ভেতরে প্রবেশ করে দেখছে। এ বছর থেকে

আসলে দ্রাগাইসিস করে যাবা এ বিজনেসে আসবে তাদের হিসেবে করে আসতে হবে। আসলে নিঃসেবে ভালো। আমাদের এখন অনেক ভিজিটর হচ্ছে। বিস্তু ট্রিস্ট স্পটে মানুষ যাচ্ছে। ট্রিস্ট স্পটে অন্যান্য ফুল অন্যান্য বিদেশনোর পাশ্পাপৰ্শি এসব বিদেশনোর থাকলে হয়তো ট্রিস্টনোর জন্য যেমন বেটোর যাবা এর সঙ্গে জড়িত তাকে জ্বাল বেটোর হবে মনে হচ্ছে। পাজীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেন সুরজ বলেন, প্রতি বছরই চেষ্টা করি কিন্তু ফুলের জন্য শীপুরের এ টিউলিপ বাগানে আসতে। বাংলাদেশ সবাই আমরা করি সেক্ষেত্রে আমি বলব আপনার জ্যালেঞ্জগুলো মাঝায় রেখে করবেন। কাঠল, এটা কিন্তু আবহাওয়ার উপর নির্ভর করছে। সেলোয়ারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। গত বছরই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীত ছিল। এতে খুবই ভালো ছিল। কারণ, আমাদের কাছে পগলা ফুল, ভালোবাসি দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি দিবসগুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লিঙ্গগুলোর উপর ভিত্তি করেই কিংবা বাংলাদেশে ফুলের বাগান সংযোগিক আকর্ষণীয় হয়ে যাব ফুল ব্যবসায়ীদের কাছে। আমি বলব যে এটা কিছুটা যেহেতু প্রকৃতি নির্ভর, কাজেই একজন চাষকে এই ফুলটি নিয়ে তখনই এগিয়ে আসতে হবে যখন এই ফুলটির চাষাবাদ এবং সম্পূর্ণ বিষয় বাংলাদেশের আবহাওয়া, প্রকৃতি এবং বাজারে চাহিদা সরঙ্গলি বিষয় মাঝায় রেখে যখন আসবেন তখন অবশ্যই উনি গান্ধাল হতে পারবেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ওয়েবসাইট: wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

চেম্পারেচার বেশি সেকেন্ডে বাবের গুণগত মান থাকবে না। আর বাস্তু স্টোরেজ করাতা অনেক কঠিন বিষয়। এ ধরনের স্টোরেজ বাংলাদেশে নাই এবং আমাদের ক্ষয়কের পক্ষে এ ধরনের স্টোরেজ করা সম্ভব না। এটা আনেক ব্যয় বহুল। একটা স্টোর করতে গেলে প্রায় দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা লাগবে। পাইকররা প্রতি ফুল ১০০ থেকে ১২০ টাকা দরে বিক্রি করছে। আমরা তাদের কাছে প্রতি ফুলের দাম নিছি ৭০ থেকে ৮০ টাকা।

দেলোভারের স্থীর নারী উদ্যোগ সেলিনা হোস্টেল জানাল, পৃথিবীতে টিউলিপ ফুলের ১৫০টির বেশি জাত আছে। টিউলিপ ফুল চাষে সবচেয়ে সকল দেশের নাম নেদারল্যান্ডস। সেখানে এই ফুলের ব্যাপক চাষাবাদ হয়। বর্তমানে নেদারল্যান্ডস ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি শীতপ্রধান দেশেও টিউলিপের চাষ হচ্ছে। এবছর এ বাণোন প্রায় ১২ জাতের টিউলিপের চাষ করা হচ্ছে।

গাজীপুর শহরের উত্তর ছায়াবিধী থেকে এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইকুকাত আহমেদ মেষলা। তিনি বলেন, এটা হচ্ছে আমাদের একটা গৰ্ব। এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। ফুল প্রেমিদের অনেক ভাড়। অনেক ভেড়াইটিসের ফুল আছে। এখানে। গাল, সাল, গোলাপ অনেক ঝোওয়ার। আমাদের এলাকায় এ বাগান দেশের জন্য চাকাসহ দেশের বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে দর্শণার্থীর আসছে।

রাতেপ্রপুর ক্যাটমেট পাবলিক কলেজের ছাত্র মুশকিলুর রহমান রেন্ট বলেন, বাংলাদেশে বিভিন্ন রকম টিউলিপ দেখে অনেক উৎসাহিত হয়েছি। এতো কলারের টিউলিপ আমি আগে কোথাও একসঙ্গে দেখি নাই। অনেক জ্যোগার অনেক বাগানে গিয়েছি। কিন্তু এতো কালারের ফুল একসঙ্গে দেখি নাই। আমা করি এই টিউলিপ একসময় বাংলাদেশের সম্মতবাদ বাস্তুর রূপ ধারণ করবে। এখন বিভিন্ন ধরনের ফুল হয়ে থাকে যার মাকেট অনেক কম। টিউলিপের চাহিদা সামাজিক পর্যবেক্ষণ। মিস প্র

উদ্যম হয়েছে তার ফল আমরা সবাই এন সব ক্ষেত্রে পাচ্ছি। ফুলের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একটা বিশাল বিপ্লব ঘটে গেছে। সারাদেশে কতগুলো বিশেষ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ফুলের চাষ ও উৎপাদন হচ্ছে। কাজেই আমি নিশ্চিত যদিও কম সময়ের জন্য এ ফুল ফোটে তবুও এই ফুলের জন্য যদি বিশেষায়িত কিছুর দরকার হয় সেটি নিশ্চয়ই আমাদের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে সেই ব্যবস্থা সরকার করবেন। কারণ, বাংলাদেশ সরকার বস্তন্তু কান্যা শেখ হাসিলার সরকার সকল ক্ষেত্রেই যেখানে যা কিছু উদ্যানের জন্য প্রয়োজন সেটি সবসময় করবেন, করে যাচ্ছেন। সৌন্দর্যবোধ সেচারওতো একটা প্রয়োজন রয়েছে। দেশটাও উত্তোল হচ্ছে মানু সৌন্দর্য পিপাসু, সেই সৌন্দর্যের বেশ স্বার মাঝে ছড়িয়ে যাবে। দেশ এগিয়ে যাবার জন্য তত্ত্বাই ভালো।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউটের (বারি) প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ফুল বিভাগের প্রধান ড. ফারজানা নাছরিন খান বলেন, আসলে টিউলিপ ফুলের বাগান দেখে খুবই ভালো লেগেছে। এখানে এসে দেখেছি মানুষের ব্যাপক আগ্রহ টিউলিপ বাগান নিয়ে। দেলোভার ২০১৮ সাল টিউলিপ ফুলটি জমিতে চাষ করছে। বাংলাদেশে টিউলিপ ফুলের সংস্কারণ নিয়ে যদি বলতে চাই, এই টিউলিপ ফুল শীত প্রধান দেশ নেদারল্যান্ডস একটি ফুল যা সারা বিশ্বে রপ্তানি করে থাকে। এ ফুলটি কিন্তু বাংলাদেশের ফুল প্রেমিকদের কাছে অন্যত জনপ্রিয়। তারা যখন বিভিন্ন সময় ইউরোপে ভ্রমণ করেন তারা কিন্তু এ ফুলটির বাল্প বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। কিন্তু এতো ব্যাপক আকারে বাংলাদেশে শুরু হয় নাই। দেলোভার ২০১৮ সাল থেকে যখন জমিতে এ ফুলের চাষ শুরু করেছেন তখন আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় খুব সুলভভাবে এ ফুলটি ফুটে যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউটের ফুল বিভাগ যদিও ৭ থেকে ৮ বছর আগে স্বল্প পরিসরে শুরু করেছে আমি বলব জাট পটে করছিলাম। দেশের আবহাওয়ায়

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

সর্বসম্মত ভূমি। এবং ৮।
অনুমতী উৎপাদন হচ্ছে না। আমরা
ফুলের আকার ও রং ভেদে ১শ
থেকে ১শ ২০ টাকার বিনিয়োগ ফুল
কিনতে পারছি। এটা আমাদের
কাছে আলন্দের।
ঢাকা থেকে বাংলাদেশ কৃষি
ব্যবস্থার কর্মকর্তা শরিন আজগাও ও
জয়দেবগুরু থেকে ইলেক্ট্রনিক্স
ব্যবসায়ী অধিত্ব কুমার সাহা
স্বপ্নবিবাহে এসেছেন টিউলিপের
বাগান দেখতে। তারা বলেন, যিনি
এ বাণিজ্যিক করার উদ্দেশ্য হলো
করেছেন একটা ভালো উদ্দেশ্য
নিয়েছেন। আমাদের দেশে যেহেতু
এটা আলকমল তাই এটা চাষ করলে
দর্শনীয় পাওয়া যাবে। ফুল সবার
প্রিয়। গোলাপের পাশাপাশি যদি এ
ফুলের চাষ করা হয় এবং বাগান
সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয় তা হলো
মানুষ আরও আরও পাবে।
বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের জেনে
বন কর্মকর্তা সানাউজাহ পাটেয়ারী
টিউলিপের বাগান দেখতে আসেন।
তিনি বলেন, টিউলিপ সুবিধাত
শীতপ্রধান দেশের ফুল। কানাড়া,
নেওয়ার্ডে, সুইডেনে বেশি কেটে।
এই ফুল আমাদের দেশে পদক্ষেপ
নেওয়াটা বেশ পজেটিভ একটা
অ্যাসাইন। কারণ এর টিউবার
আমদানি করে আনতে হয়। দ্রু
ঝরণেন্সিভ। আর ক্লাইটে
সেনসেটিভ। সুতরাং নিঃসল্লেহে
আমাদের দেশে এ উদ্দেশ্য
পজেটিভ। আমাদের দেশে এ বছর
আমি যান্টক জেনেছি বিভিন্ন
এলাকায় ফুলের উদ্দেশ্য নেওয়া
হয়েছে এবং অধিকাংশ জারগায়
ভালো ফুটেছে। আমি তেঁতুলিয়ার
একটি বাগানেও ভিত্তি করেছি।
আমি সনেছি রাসামাটি হিলসেকেও
এবার উদ্দেশ্য নিয়েছে। এই
উদ্দেশ্য নিঃসল্লেহে ভালো। তবে
এটা ভবিষ্যৎ কি সেটা বলা যাবে
না। কারণ আবহাওয়া
রেসপন্সিভলিটি। তাপমাত্রার
ওপর অনেক সংবেদনশীল।
ফুলঙ্গলা টিউবার মাটিতে যত্ন
করার পর ফুটতে মাত্র ২৩ থেকে
২৪ দিনের মাথায় ফোটা শুরু হয়।
এবং থাকে এক থেকে দেড় মাস।
আমাদের দেশে টেলিপারেজের
বেশিলি থাকবে না। ফলে এটা যে
হকেন্দিক এনভ্যুমেন্ট এটা

ফুল আসলেই ফুটে। যেহেতু ব্যবহার
কলসার্ন হিলো সেটি হল আমাদের
এই যে বাঞ্ছা আমরা ব্যবহার করি
সেই বাঞ্ছা যদি ফুল ফোটার পরের
বছর এবং তার পরের বছর ব্যবহার
করতে পারি সে ক্ষেত্রে কিন্তু এ
ফুলটির চাষ বাংলাদেশ দ্রুই
গাভজনক হবে। তা না হল যে
সমস্যাটা দেখা দিবে এই যে বাঞ্ছা
অত্যন্ত কস্টিং একটা বাল্ব। বাঞ্ছাটি
যদি এক বছর চাষ করে আমাদের
ফুল দিতে হয় সেক্ষেত্রে এর
ভবিষ্যত সামঞ্জস্যবেলিটি নিয়ে
একটা আমাদের মাঝে আমরা যারা
বিজ্ঞানী বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করছি।
তো সামগ্রিকভাবে বলবো
বাংলাদেশে এটা চাষ করা সম্ভব।
তবে সে ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানী
হিসেবে আমাদেরকে অবেকাউ
গুবেশণা করতে হবে এবং
আমাদেরকে বাংলাদেশের
আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে
কয়েকটি এলাকা নির্বাচন করা
যেতে পারে। যেহেন উন্নতবৰ্দের
পঞ্চাঙ্গ, তেতুলিয়া, দিলাজপুর এবং
ঠাকুরগাঁ। এই অঞ্চলগুলো যদি
আমরা নির্বাচন করি যেখানে
দীর্ঘনিঃ শীত থাকে। সেক্ষেত্রে
ফুলটাও ভালো হবে পাশাপাশি
ফুলটা কেটে নেওয়ার পর যে
বাঞ্ছা থাকবে সেটাও কিন্তু কিছুটা
অনুকূল আবহাওয়া পাবে তার
এক্ষেপটে প্রেরণের জন্য।
সেইসকল থেকে আমি বলবো এটা
বাংলাদেশে যথেষ্ট সম্ভব রয়েছে।
তিনি আরো বলেন, এ ক্ষেত্রে কিন্তু
কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। ভবিষ্যতে
যাতা টিউলিপ চাষ করবেন তাদের
এ চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখে চাষ করতে
হবে। প্রথম কথা হচ্ছে
বাংলাদেশের বাজারটা অর্ধাং
বাংলাদেশের বাজারে টিউলিপ
ফুলের চাহিল কতটুকু। এটার
কয়েক ধরনের ব্যবহার আছে।
একজন ব্যবসায়ী এক ধরনের
ব্যবহার দেখে চাষ করা তিক না
বলে আমরা মনে হয়। আপনি
দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দ্রু
সুন্দর টিউলিপ ফুটে আছে।
দর্শনীয়ীরা দেখতে আসছে এটা এক
ধরনের ব্যবহার। আরেক ধরনের
ব্যবহার হচ্ছে পট প্ল্যান হিসেবে।
আমরা যদি পটে দুই থেকে তিনিটি

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:3142396 col*inch
Reach: 8,065

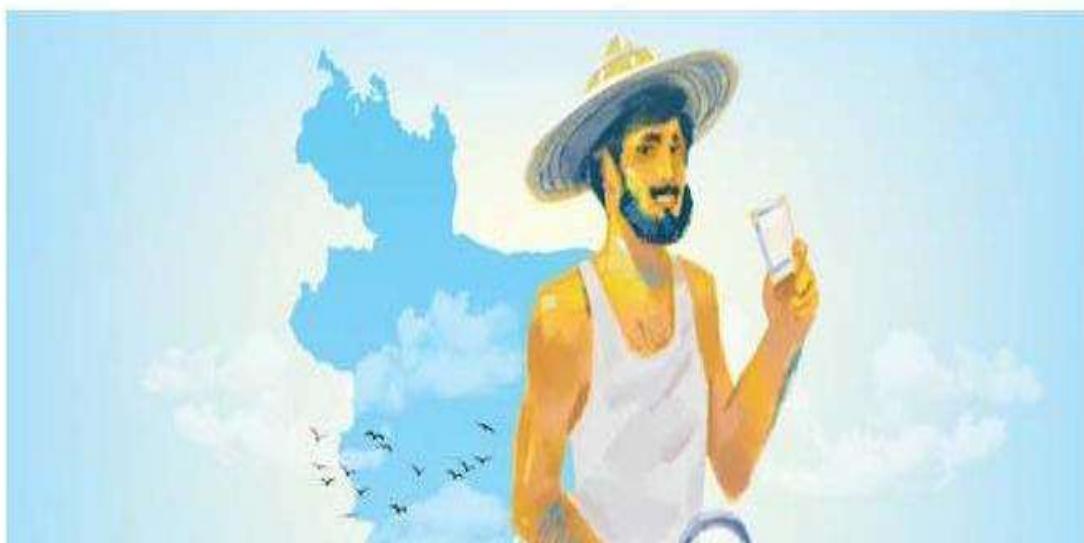
কৃষির জন্য এক বড় উদ্যোগ...

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ৭,২১৪.৮৬ কোটি টাকার এ প্রকল্পে পাঁচ বছরে চাষাবাদকে
আধুনিকায়নের লক্ষ্য রয়েছে...

সাইফুল্লিন সাইফ

05 March, 2023, 12:15 am

Last modified: 05 March, 2023, 12:25 am



BIGGEST EVER AGRI-PROJECT IN THE OFFING

COST TK7,214.46CR

FUNDING

TK1,454.65CR from govt

TK5,759CR from World Bank, IFAD

EXPECTED TO BEGIN IN NEXT FISCAL YEAR

OBJECTIVES

 1.8CR farmers to get 'KRISHAN SMART CARD' to avail credit support, input subsidy	 20,000 youths to get entrepreneur- ship training	 10 LABS for horticulture crops to boost exports	 Adoption of good agricultural practices in fruits and vegetables
 Focus on high yielding rice varieties	 Diversification in non-rice crops	 200,000 hectares adding to non-rice crop production	

TBS Insights by **IPDC** 

তথ্যচিত্র: টিবিএস

কৃষিখাতের আধুনিকায়ন ও উন্নতির লক্ষ্যে একটি বৃহৎ পরিসরের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যা ফসল উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, বাড়াবে কর্মসংস্থান। বিভিন্ন সেবা ও ঋণ সহায়তার জন্য এক কোটি ৮০ লাখ কৃষককে প্রকল্পের আওতায় স্টার্ট কার্ড দেওয়া হবে।

ধান ও ধান-ভিন্ন অন্যান্য ফসলের আবাদ সম্প্রসারণে প্রকল্পের আওতায় যথাযথ প্রযুক্তিগত ও দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। খাদ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও আধুনিক ল্যাবরেটরি স্থাপনের মাধ্যমে খাদ্যের মান নিশ্চিত করা হবে। আগামী অর্থবছর থেকেই শুরু হবে কৃষি খাতের সুবৃহৎ এ প্রকল্প।

কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের মতে, ৭,২১৪.৪৬ কোটি টাকার পঞ্চবর্ষিক এ প্রকল্প সম্পন্ন হলে দেশের কৃষিখাতে যান্ত্রিকায়ন, বৈচিত্র্যকরণ ও সমন্বিত মূল্যায়ন যোগ হওয়ার মাধ্যমে 'বৈশ্বিক' পরিবর্তন আসবে। যা পরিবেশগতভাবে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে বড় অবদান রাখবে।

'প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফর্মেশন ফর নিউট্রিশন এন্টারপ্রেনরশিপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (সংক্ষেপে- পার্টনার)' শীর্ষক এই প্রকল্পে অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)। আর সরকারি অর্থায়ন থাকবে ১,৪৫৪.৬৫ কোটি টাকা।

দুই উন্নয়ন সহযোগী- বিশ্বব্যাংক ও ইফাদ যথাক্রমে ৫০০ ও ৪৩ মিলিয়ন ডলার দেবে। তহবিল ছাড়ের শর্ত থাকবে ১০টি ফলভিত্তিক লক্ষ্য অর্জন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আজগার দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। 'এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে, দেশের কৃষিখাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে'।

আগে এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হলেও, বিভিন্ন কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। তবে নতুন এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে দেরি হলেও তাতে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাপক সফল আনবে। প্রকল্পের

বাস্তবায়ন আগামী অর্থবছর থেকেই শুরু হবে'- বলছিলেন ওয়াহিদা।

তিনি আরো বলেন, এ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী কৃষকদের একটি ডেটাবেজ তৈরি করা হবে। 'তাদের মধ্যে স্মার্ট কার্ড বিতরণ করা হবে, ফলে প্রকৃত কৃষকরাই সরকারের দেওয়া বিভিন্ন সুযোগসুবিধা নিতে পারবেন'।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা শেষে অনুমোদন দিয়েছে পরিকল্পনা কমিশনের মূল্যায়ন কমিটি।

পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তারা জানান, চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সামনে প্রকল্পের প্রেজেন্টেশন দেবে কমিটি।

সরকার সারাদেশের এক কোটি ৮০ লাখ কৃষককে 'কৃষি স্মার্ট কার্ড' দেবে; এর মাধ্যমে তারা কৃষি সম্প্রসারণ সহায়তা, কৃষি উপকরণে ভর্তুকি ও ঝণ সহায়তার মতো সেবা নিতে পারবেন।

এছাড়া সরকার গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিসেস (গ্যাপ) সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে ফল ও সবজির আওতাধীন এলাকা তিন লাখ হেক্টার এবং উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত দুই লাখ হেক্টারে উন্নীত করার পরিকল্পনা করেছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, এক লাখ হেক্টার নতুন জমিতে উন্নত এবং দক্ষ সেচ প্রযুক্তির প্রচলন এ প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। পাশাপাশি, তরুণদের মধ্যে কৃষি উদ্যোগকে জনপ্রিয় করতে ২০ হাজার নারী-পুরুষকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ আগামী পাঁচ বছর এসব লক্ষ্য অর্জন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ থাকবে।

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) মো. ছায়েদুজ্জামান বলেন, কৃষিক্ষেত্রে এটা একটা বৈপ্লবিক প্রকল্প। বাস্তবায়ন হলে এটি জিডিপিতে কৃষির অবদান বাড়াবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

তিনি জানান, ছাড়-সম্পর্কিত সূচক বা ডিএলআই এর মাধ্যমে প্রকল্পের অর্থায়ন করা হবে। এর আওতায় প্রতিবছরে প্রকল্পের অর্জনের সাথে সঙ্গতি রেখে তহবিল ছাড় করার আর্থিক মোডালিটি থাকবে, যা নির্ধারিত বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্কিত হবে। অগ্রগতিগুলো নিশ্চিত করবে তৃতীয় কোনো পক্ষ। এভাবে প্রকল্পের সাফল্য নিরূপণের ১০টি ডিএলআই থাকবে।

পাঁচ বছরে ১০ লক্ষ

ডিএলআই-গুলোর অধীনে ১০টি লক্ষ অর্জনের অভিষ্ঠ রয়েছে প্রকল্পে। যেমন ডিএলআই-১ এর আওতায় ফল ও সবজি উৎপাদনে উভয় কৃষি চর্চা (গ্যাপ) মান অর্জনের লক্ষ্য থাকবে, যাতে করে সার, কীটনাশক ও পানির অতিরিক্ত ব্যবহার বা অপচয় রোধ করা যায়। এসব কারণে উৎপাদিত খাদ্য অনিমাপ্য হয়ে ওঠে এবং কৃষিকাজে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বাড়ে, ফলে রপ্তানি সম্ভাবনাও হ্রাস পায়।

বাংলাদেশ উভয় কৃষি চর্চা নীতিমালা- ২০২০ এর অনুসরণ করে এটি বাস্তবায়িত করা হবে। গ্যাপ অনুসারে চাষবাসে ক্ষয়ক ও কৃষি কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এর আওতায়। প্রকল্পটির সমাপ্তি নাগাদ এভাবে ৩ লাখ হেক্টর ফল ও সবজি চাষের জমিকে গ্যাপ সার্টিফিকেশনের আওতায় আনা হবে।

এদিকে গত এক দশকে দেশে ধানের উৎপাদনশীলতা ও গতি হারিয়েছে। বর্তমানের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফলনের ঘাটতি পূরণে উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত কৃষকরা গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হবে ডিএলআই-২ এর আওতায়। এর আরো লক্ষ্য উৎপাদন খরচ কমানোর পাশাপাশি গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানো। এটি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন

প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করবে এবং কৃষক পর্যায়ে কমিউনিটি সিড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করবে। কোন কৃষক কোন ধরনের উন্নত জাতের ধানের বীজ ব্যবহার করছে তার ওপর ভিত্তি করে প্রযুক্তিগত প্যাকেজ সহায়তাকে উৎসাহ দেবে এই প্রকল্প। প্রকল্পের সমাপ্তিকাল নাগাদ ২ লাখ হেক্টের জমিতে উন্নত জাতের প্রচলন চালুর লক্ষ্য রয়েছে।

ডিএলআই-৩ এর অধীনে ধান ছাড়া অন্যান্য দানাদার শস্য, ডাল, তেলবীজ ও উদ্যান কৃষির মাধ্যমে ফসল বৈচিত্র্যকরণের লক্ষ্য থাকবে। রাষ্ট্রীয়ত বিএডিসি উচ্চমূল্যের শাকসবজি, ডাল, তেল শস্য, আলু, গম, ভুটার এবং অপ্রধান দানাদার শস্যের বীজ উৎপাদন করবে। বীজ কৃষক পর্যায়ে পৌছানোর জন্য পরিবহন সম্পর্কিত সুবিধা দেওয়া হবে। প্রকল্পের সমাপ্তিকাল নাগাদ দুই লাখ হেক্টের অ-ধানী জমিকে এর আওতায় আনার লক্ষ্য রয়েছে।

ডিএলআই-৪ বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকবে বিএডিসি'র। এতে গুরুত্ব পাবে, কৃষকদের মাটিতে পোতা পাইপ, হোস পাইপ, স্প্রিংকলার ও ড্রিপ ইরিগেশনের মতো কার্যকর ও সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি রপ্তকরণ। এর আওতায় ১ লাখ হেক্টের আবাদি জমিকে আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

পার্টনার প্রকল্পের ডিএলআই-৫ 'কৃষাণ স্মার্ট কার্ড' বিতরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে ডিজিটাল কৃষি পরিষেবা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করতে চায়। যাতে 'লিফ ডিভাইস' নামক একটি স্মার্ট কার্ড ব্যবস্থার অধীনে বীজ, সার, উদ্ভিদ সুরক্ষা উপাদান এবং সেচের মতো গুণগত উৎপাদন উপকরণ সময়মতো সরবরাহ করা যায়।

পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তারা জানান, ২০২২ সালেও পরীক্ষামূলকভাবে কৃষকদের মাঝে স্মার্ট কার্ড বিতরণের একটি প্রকল্প নেয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। তবে ওই প্রকল্পের মূল কাজ এখনও শুরু হয়নি। চলমান এই প্রকল্প প্রস্তাবিত পার্টনার প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিশ্রূতি হবে।

ডিএলআই-৬ এর আওতায় ১০টি মানসম্মত পরীক্ষাগারে ২০ ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এতে

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

বাংলাদেশের উদ্যান কৃষি ফসলের খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে যেসব শক্তা রয়েছে তা নিরসনের লক্ষ্য থাকবে।
বর্তমানে দেশে কৃষি খাতের জন্য দরকারি পরীক্ষাগার, দক্ষ বিজ্ঞানী ও ল্যাব সহকারীর অভাব আছে।
বাংলাদেশ বর্তমানে লেবু, চিটঙ্গা, করলা, কাঁচমরিচ, সুপারি, কলা ও লাউ ইত্যাদি সবজি ও ফল
কিছুদেশে রপ্তানি করে। কিন্তু, বিভিন্ন সময় রপ্তানি করা পণ্যে ব্যাকটেরিয়া বা ক্ষতিকর কেমিক্যালের
উপস্থিতি ধরা পড়ায় রপ্তানি স্থগিত করা হয়েছে। এই অবস্থায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পরীক্ষাগারে ফলন পরীক্ষার
ব্যবস্থা থাকলে তা ফল ও সবজি রপ্তানি বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

বাণিজ্যিক কৃষি, কৃষি ব্যবসা, কৃষি উন্নয়নমূলক কোম্পানি ও কৃষি সেবামূলক উদ্যোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ২০
হাজার নারী-পুরুষকে কৃষি উদ্যোগান্তর্মূলক প্রশিক্ষণ দেবে এ প্রকল্প।

প্রকল্পটি কৃষি গবেষণা কার্যক্রম এবং অবকাঠামোকে সমর্থন করবে এবং সেইসাথে নির্বাচিত পণ্যগুলির
জন্য মূল্য শৃঙ্খল প্রচারমূলক সংস্থাগুলিকে কার্যকর করবে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ
জাহাঙ্গীর আলম টিবিএসকে বলেন, 'প্রকল্পটি সুস্থুভাবে বাস্তবায়িত হলে তা কৃষি ব্যবস্থায় ব্যাপক কৃপাত্তর
আনবে এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক করবে। তখন প্রধান শস্য ধান ছাড়াও অন্যান্য ফসলের গুরুত্ব
আরো বাড়বে'।

বর্তমানে দেশের ৭৩ শতাংশ আবাদি জমিতে ধান চাষ হচ্ছে, এই প্রকল্পে ধানের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব
দেওয়া আছে। তাই একদিকে ধান উৎপাদন যেমন বাড়বে, তেমনি কিছু এলাকায় ধানের সম্পূরক হিসেবে
অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল শস্য চাষ করা হবে' বলছিলেন তিনি।

জাহাঙ্গীর আলমের মতে, যেহেতু এই প্রকল্পের লক্ষ্যে কৃষি বাজার ও মূল্য চক্র ব্যবস্থাও রয়েছে, তাই কৃষি
উদ্যোগ তৈরি হবে। এতে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আমাদের মুম্বয়

05-Mar-23 Page:1 Size:479425 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 2,769

কম খরচে লাভ বেশি কুড়িগ্রামে বেড়েছে ভুট্টা চাষ

মোঃ হাফেজ উর রশীদ, কুড়িগ্রাম

৫ মার্চ ২০২৩ ১২:০০ এএম | আপডেট: ৫ মার্চ ২০২৩ ১২:৫৫ এএম

গম, তিল, সয়াবিন ও বোরো ধান চাষের চেয়ে কম খরচে লাভ বেশি হওয়ায় কুড়িগ্রামে ভুট্টা চাষে ঝুঁকছেন চরাখ্বলের কৃষক। চরাখ্বলের পতিত জমি ও বালুচরে হচ্ছে ভুট্টা চাষ।

কুড়িগ্রাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সূত্রে জানা যায়, গত বছর জেলায় ভুট্টা চাষ হয়েছিল ৯ হাজার হেক্টের জমিতে। ফলন ও দাম ভালো পাওয়ায় এ বছর জেলায় ভুট্টা চাষে কৃষকের আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩ হাজার হেক্টের, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬০০ হেক্টের বেশি। সদর উপজেলার পাঁচগাছি ইউনিয়নের চর কদমতলা গ্রামের ভুট্টাচাষি মো. মতিয়ার রহমান বলেন, ‘গত বছর ৫ একর জমিতে ভুট্টা চাষ করে দাম ভালো পেয়েছি। এবার ভুট্টার চাষ আরও ১০ একর জমিতে বাড়িয়েছি। আশা করছি গত বছরের তুলনায় ফলন ও দাম ভালো পাব।’ তিনি আরও বলেন, ‘ভুট্টা চাষে বিঘাপ্রতি ৮ হাজার টাকা খরচ হয়। গত বছর বিঘাপ্রতি ২৮-৩০ মণ ভুট্টা পেয়েছি। বাজারে বিক্রি করে খরচ বাদে বিঘাপ্রতি ১২-১৪ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। এ বছর সার, ডিজেল ও কীটনাশকের দাম যে হারে বেড়েছে; সে তুলনায় ভুট্টার দাম বাড়লে বেশ লাভবান হব।’

আরেক ভুট্টাচাষি মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমি গত বছর ২ বিঘা জমিতে বোরো ধান আবাদ করে তেমন লাভ করতে পারিনি। অন্যের লাভবান হওয়ার কথা শুনে এ বছর ৪ বিঘা জমিতে ভুট্টা চাষ করেছি। ফলন ভালো দেখা যাচ্ছে। আশা করছি আবহাওয়া ভালো থাকলে লাভবান হব।’

কুড়িগ্রাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিপ্লব কুমার মোহন্ত বলেন, ‘এ বছর চরাখ্বলগুলোয় ভুট্টার চাষ বেড়েছে। আমরা সাড়ে ৪ হাজার কৃষকের মাঝে সার, বীজসহ বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়েছি। আশা করছি এ বছর কৃষকরা আরও লাভবান হবেন। আগামীতে জেলায় ভুট্টা চাষ আরও সম্প্রসারিত হবে।

প্রথম আলো

(5-Mar-21) Page 70 Size: 21 off inch
 Tricity Postlive, Circulation: 101,800

বাজারে এখন দেশি ফলের দাপট

আমদানি করা ফল চড়া

বিদেশি ফলের দাম বাড়তি। তবে দেশি ফলের দাম সহজীয় হওয়ায় এর কদর বেড়েছে। সরবরাহ ভালো, বেচাকেনা ও বেড়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

ফয়জুল্লাহ, ঢাকা

দেশের মুদ্রাবাজারে মার্কিন ভলারের দাম বাড়তি। সে জন্য ফল আমদানিতে খরচ বেশি পড়ে। যে কর্তব্যে বাড়তি নামে কিনতে হচ্ছে বিদেশি ফল। এই সুযোগে বাজারে দেশি ফলের কন্ঠ বেড়েছে। মিলছেও বেশ কয়েক পদের মৌসুমি ফল। সেই সঙ্গে বাজারে আসতে শুরু করেছে গ্রীষ্মের আগাম কিছু ফলও। এতে বাজারে ফলের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। দামও রাঙ্গেছে নাগাদের মধ্যে। তাই আমদানি করা ফলের বন্দে দেশি ফল দেশি কিছেন ক্রেতারা।

ব্রাজিলীয় পাইকারি ও শুচরা বাজারগুলোতে এখন মৌসুমি ফলের মধ্যে সর্বচ্চত্বে বেশ পাওয়া যাচ্ছে কুল। উভয় জাতের কয়েক পদের কুলে বাজার মেন সংগ্রাব। অন্যান্য দেশি ফলের মধ্যে আছে পেঁয়ারা, পেঁপে, কদা, বেল, আনারস ও সফলা। কয়েক পদের তরমুজও আগাম বাজারে এসেছে। এর বাইরে দেশি উৎপাদিত স্ট্রবেরি আর ড্রগনও বাজারে আছে।

শুচরা পর্যায়ে মানভেদে প্রতি কেজি কুল বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ১০০ টাকা। পেঁয়ারা ৬০ থেকে ৮০

টাকা ও পেঁপে ৬০ থেকে ১২০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। কলার ডজন মানভেদে ৫০ থেকে ৮০ টাকা। আকারভেদে একেকটি আনারস ২০-৩০ টাকা। সফলার কেজি ১০০-১৫০ টাকা। আর তরমুজ বিক্রি হচ্ছে ৩০-৮০ টাকা কেজি। একমাত্র বেল ছাড়া প্রায় সব ধরনের দেশি ফলের দাম ক্রেতারের নাগাদের মধ্যে বলা যাব। তাতে ক্রেতারা দেশি ফল কিছেন বেশি। মানভেদে ফলের হালি পড়ছে ১৫০ থেকে ৩০০ টাকা।

জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর ফল আমদানি-রঞ্জনিকরক ও আড়তদর ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির সাথীর সম্পাদক আবনুল করিম বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেশি ফলের উৎপাদন বেশ তালো। অনেক বিদেশি ফলও এখন বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে।

বাজারে এখন বেশ কয়েকটি মৌসুমি ফলের পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে। দামও কম। তাই ক্রেতারা দেশি ফলের আগ্রহ দেখাচ্ছেন। আগাম তরমুজও বাজারে এসেছে। বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্বৈগ না হলে এবার তরমুজের যে ফলন হচ্ছে, তাতে দাম কম থাকবে।

সরকারি সংস্থা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, দেশে গত ২০১১-১২ অর্থবছরে পেঁয়ারা ৪ লাখ ২৭ হাজার ৮৯৩ টন, কলা ১৯ লাখ ৪৮ হাজার ৭২৩ টন, পেঁপে ৭ লাখ ১৩ হাজার ৯৪৩ টন ও কুল ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৫৭ টন উৎপাদিত হয়েছিল। সংগ্রাহ ব্যক্তিদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশি ফলের উৎপাদন ও বাজার সূচাই বেড়েছে। ফলে কৃষকেরা দেশি-বিদেশি উভয় ফলের চাষে ঝুঁকেছেন।

কারওয়ান বাজারে ফল কিনতে আসা তেজগাঁওয়ের বেগুনবাড়ি এলাকার হাফিজুর রহমান

প্রথম আলোকে বলেন, 'দাম বাড়ার পর বিদেশি ফলের বিক্রি কমেছে। এখন তো আপেল ও কমলার দাম অতিরিক্ত। এ জন্য দেশি ফল কিনলাম। তাজা ফল, দামও কম। সেতু শ টাকায় এক কেজি কুল আর পেঁয়ারা কিনলাম।'

দেশি ফলের দাম সত্ত্বে হলেও বিদেশি ফলের দাম উচ্চ মূল্য হিতীশীল আছে। বিদেশি সব ফলের কেজি ২০০ টাকার ওপর। দাম বাড়তি থাকায় বিদেশি ফলের আমদানিও কমেছে।

বাজারে এখন মানভেদে প্রতি কেজি সবুজ আপেল ৩০০ টাকার বেশি, লাল আপেল ২৬০ থেকে ৩৪০ টাকা, কমলা ১৮০ থেকে ২২০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। প্রতি কেজি সাদা আঙুর ২০০ থেকে ২০০ টাকা, কালো ও লালচে আঙুর ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা, বড় আমার ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা। আমদানি করা মাল্টির কেজি ২০০ থেকে ২২০ টাকা।

চট্টগ্রাম কাস্টমসের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ১ জুলাই থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিদেশি ফলের মধ্যে আপেল, কমলা, ম্যান্ডারিন (ছেট কমলা), আঙুর ও নাশপাতি আমদানি হয়েছে ৯৩ হাজার ৫৬১ টন। এর আগের বছরে একই সময়ে এই পাঁচ ধরনের ফল আমদানি হয়েছিল ১ লাখ ৩৯ হাজার ৩০৬ টন। অর্থাৎ আমদানি নিরুৎসাহিত করার ডানোগের ফলে আমদানি কমেছে ৪৫ হাজার ৯৬৫ টন বা ৩৩ শতাংশ। উল্লিখিত পাঁচ ধরনের ফলের মধ্যে সর্বচ্চয়ে বেশি আমদানি কমেছে আপেল, কমলা ও আঙুরের। ডলার-সংকটের কারণে খাদ্যপত্র (এলসি) খোলা কঠিন হতে পড়তে বিদেশি ফলের আমদানি কমেছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা। তবে পবিত্র গুমজান সামনে রেখে পর্যাপ্ত খেজুর আমদানি হয়েছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:1212238 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,904

চকরিয়ায় সরিষার বাস্পার ফলনে খুশি কৃষক

|| অনলাইন ডেস্ক ① প্রকাশ: 08 মার্চ ২০২৩, ১৩:৫৭





“সরয়ে ফুলে মাঠ ভরেছে, ছড়িয়ে হলুদ রঁঁক কৃষকের দুঃখ ভুলে গেছে সুখের গান, মনের মতো ফসল তুলে ভরবে তাদের মন, দুঃখ রহিবে না আর কাটবে দেনার ভার”। কবির এই কথার সাথে কৃষকের মনেরভাব অনেকটা মিলে গেছে। কল্পবাজারের চকরিয়ায় বিশ্বীর্ণ জনপদে সরিষার বাস্পার ফলন হয়েছে। চলতি মৌসুমে উপজেলার বিভিন্ন জনপদে ৪শত তিনি হেষ্টের জমিতে সরিষার আবাদ করা হয়। পুরো বিশ্বীর্ণ মাঠ জুড়ে ছেয়ে গেছে হলুদের রংয়ে। সবুজের মাঝে হলুদের মেলা প্রকৃতিকে সাজিয়েছে অপরূপ সাজে। সরিষাক্ষেত্রের দৃশ্য যেন আকৃষ্ট করছে প্রকৃতি প্রেমিদের।

এ বছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ভাল ফলনের আশা করছেন চাষিয়া। ইতোমধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরিষার ফুলও ফুটেছে। খরচ কম ও লাভজনক হওয়ায় পতিত জমিতে বাড়তি ফসল তুলতে সরিষার চাষাবাদে ঝুঁকেছেন কৃষকরা। সেইসঙ্গে ভোজ্যতেলের দাম বাড়ায় পরিবারের তেলের চাহিদা মেটাতে সরিষার চাষে ঝুঁকছেন কৃষক। ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি স্থানীয় চাহিদা মেটাতে সরিষার চাষে কৃষকদের প্রগোদ্ধনা দেওয়াসহ সঠিক সময়ে সব ধরনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ।

কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূলে থাকায় চলতি মৌসুমে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার সরিষার চাষে বাস্পার ফলনের সন্তানবন্দ দেখা দিয়েছে। এতে করে প্রাক্তিক কৃষকদের মাঝে ফুটেছে হাসির বিলিক। উপজেলা কৃষি বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মনিটরিংয়ের কারণে বর্তমানে সরিষার চাষ দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সরকারি প্রগোদ্ধনা ও বিভিন্ন প্রকল্পের প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিগত বছরের তুলনায় অর্ধেকাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোজ্যতেলের চাহিদা ও কম খরচে স্বল্প সময়ে সরিষার চাষাবাদে লাভজনক হওয়ায় এ চাষের দিকে ঝুঁকছে প্রাক্তিক কৃষকরা। গ্রামের বেশির ভাগ পতিত জমিতে সরিষার চাষ করে এবছর স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন বহু কৃষকেরা।

সরেজিমিন ঘুরে দেখা গেছে, উপজেলার সাহারবিল, ফাঁসিয়াখালী, কৈয়ারবিল, বিএমচর, পূর্ব বড় ভেওলা, কোনাখালী, বরইতলী, ডুলাহাজারা, চিরিংগা ইউনিয়ন ও চকরিয়া পৌরসভার বিভিন্ন চারশত তিনি হেষ্টের জমিতে সরিষার চাষ করেছেন প্রাক্তিক কৃষকেরা। সরিষার চাষের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাঝখানে কৃষকরা সরিষার চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। বিগত তিনি বছর ধরে ভোজ্য তেলের দাম ক্রমশবৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকেরা পুনরায় সরিষার চাষের দিকে ঝুঁকছেন।

সাহারবিল এলাকার কৃষক দুদু মিয়া বলেন, বিগত ৩-৪ বছর ধরে সরিয়ার আবাদ করে আসছে। তিনি এ বছরও ৩ হেক্টর জমিতে সরিয়ার আবাদ করেছেন। গেল বছর সরিয়ার মণ ছিল ২হাজার ৫শত থেকে তিন হাজার টাকা। এবার দাম আরও বেশি পারো বলে আশা করছি। প্রতি কনি জমিতে সরিয়া চাষে সার, বিষসহ তার খরচ হয়েছে পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা। তিনি আশা করছেন আবহাওয়া অনুকূল থাকলে এবছর সরিয়ার ভাল ফলন হওয়ার খুবই সন্তুষ্ট।

ডুলাহাজারা এলাকার প্রাণিক কৃষক আবদুল মতলব জানান, অন্যান্য বছরের চেয়ে চলতি বছরে ২ হেক্টর জমিতে সরিয়ার চাষ করেছেন তিনি। নিজের জমিতে কয়েক বছর ধরে উচ্চ ফলনশীল জাতের সরিয়া চাষ করে লাভবান হয়ে আসছেন কৃষক আবদুল মতলব। তিনি বলেন, কম খরচ ও অল্প দিনের পরিচর্যার মাধ্যমে অধিক লাভবান হওয়া যায় সরিয়া চাষে। তাই অন্যান্য চাষের পাশাপাশি জমিতে সরিয়া চাষ করা হয়েছে।

উপজেলা কৃষি বিভাগের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (উন্নয়ন শাখা) রাজীব দে বলেন, চলতি মৌসুমে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভা এলাকাসহ ৪শত ৩ হেক্টর জমিতে সরিয়ার আবাদ করা হয়। যা বিগত বছরের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি। যার কারণ হচ্ছে, বর্তমানে বাজারে ভোজ্যতেলের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে কৃষকেরা সরিয়া চাষের দিকে ঝুঁকেছে। একদিকে যেমন লাভবান হবে অন্যদিকে সরিয়া আবাদের ফলে কৃষকের তেলের চাহিদা পূরণ হবে। এছাড়াও তিন ফসলি জমি চার ফসলিতে রূপান্তরিত হবে। এবং প্রতিত জমি ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

চকরিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এস এম নাসিম হোসেনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অত্র উপজেলাটি কৃষি প্রধান হিসেবে বিবেচ্য। এখানে নানা জাতের সবজি আবাদের পাশাপাশি সরিয়ারও আবাদ হয়। বর্তমান সরকার সরিয়া চাষে উৎসাহিত করতে কৃষকদের মাঝে প্রনোদনা প্রদান, বাজারে সরিয়ার ভালো মূল্য পাওয়া, নতুন নতুন উন্নত জাতের উদ্ভাবনের ফলে ফলন বৃদ্ধি এবং প্রতিত জমিতে মধ্যবর্তী ফসল হিসেবে সরিয়া চাষের মাধ্যমে লাভজনক হওয়ার কারনে কৃষকরা সরিয়া চাষের দিকে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

তিনি আরো বলেন, দেশী জাতের চেয়ে উচ্চ ফলনশীল জাতের সরিয়া চাষে লাভ বেশি হয়। তাছাড়া সরিয়া চাষে খরচ কম ও বেশি পরিশ্রম এবং পরিচর্যা করা লাগে না। চলতি মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূল থাকায় সরিয়া চাষে এ বছর ফলনও ভালো হয়েছে।

এবিএন/মুকুল কান্তি দাশ/জসিম/গালিব

দিনিক কৃষি পত্রিকা

05-Mar-23 Page:8 Size:9 col*inch

Tonality: Positive, Circulation: 75,000

সোনাতলায় ভূট্টা চাষে কৃষকের আশ্রহ বাঢ়ছে

সোনাতলা (বঙ্গুড়া) প্রতিনিধি: সোনাতলায় প্রতিবছর ভূট্টা চাষে কৃষকদের আশ্রহ বাঢ়ছে। এবারও ওই উপজেলায় রেকর্ড পরিমাণ জমিতে ভূট্টার বীজ বপন করা হয়েছে।

সান্তোষজনক ওই ফসলের প্রতি কৃষক ঝুঁকে পড়েছে।

বঙ্গুড়ার সোনাতলা উপজেলার যমুনা ও বাঙালী নদীর চরাচরণের জমিতে এবার ভূট্টার বীজ বপন করা হয়েছে। পাশাপাশি আরও থায় ১৫০ হেক্টর জমিতে এবার অতিরিক্ত ভূট্টার চাষ করা হয়েছে। ভূট্টার বীজ বপনের সাড়ে ৪ থেকে ৫ মাসের মাথায় ফসল ঘরে তোলা সম্ভব। এমনকি ভূট্টা চৰাখগলের বালি মাটিতে বপন করলেও ফলন পাওয়া যায় বেশ ভালো। ভূট্টা চাষে

সার ও পানির তেমন প্রয়োজন হয় না। আগাছা পরিষ্কার করতে

হয় না। পেকামাকড় কর হয়।

ফলে উৎপাদন খরচ খুবই কম।

উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ

অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর সোনাতলা

উপজেলার একটি পৌরসভা ও সাতটি ইউনিয়নে ব্যাপক

ভূট্টার চাষ করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ



ভূট্টাক্ষেত

সোহরাব হোসেন বগেন, ভূট্টা একটি সান্ত জমক ফসল।

সংশ্লিষ্ট উপজেলায় ধানের পরেই ভূট্টা দ্বিতীয় হানে রয়েছে।

ভূট্টা উর্বর জমিতে বেশ ভালো

হয়। ভূট্টা বপনের সাড়ে ৪

থেকে ৫ মাসের মাথায় ফসল

ঘরে তোলা সম্ভব। এমনকি

ভূট্টা চৰাখগলের বালি মাটিতে

বপন করলেও ফলন পাওয়া

যায় বেশ ভালো। ভূট্টা চাষে

সার ও পানির তেমন প্রয়োজন

হয় না। আগাছা পরিষ্কার করতে

হয় না। পেকামাকড় কর হয়।

ফলে উৎপাদন খরচ খুবই কম।

উপজেলার নওদাবগা,

ঠাকুরপাড়া, কোড়াডাপা,

পোড়াপাইকর, কুশাহাটা,

হয়াকুয়া, পাকুল্যা এলাকার কৃষকরা ভূট্টা চাষে বেশ ঝুকেছে।

তিনি আরও জানান, ভূট্টার গাছের কেন কিছুই ফেলন

নয়, এর গাছ জ্বলানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

05-Mar-23 Page:4 Size:16 col*inch

Tonality: Positive

29,000 Bhola farmers to get incentive for Aush farming

NATIONAL DESK

BHOLA: A total of 29,000 small and marginal farmers will get seed and fertilizer as incentive for the cultivation of Aush paddy in the current season in all seven upazilas of the district.

To increase the interest of farmers in Aush cultivation, the amount of incentive support and the number of farmers have been increased significantly in the current financial year 2022-23 in the district.

Under the programme, the target of Aush cultivation was fixed on 69,100 hectares of land, Hasan Waresul Kabir, Deputy Director of the Department of Agricultural Extension (DAE) of the district, told

BSS. Among the beneficiary farmers, 6,000 are in Sadar upazila, 4,500 in Deulatkhan upazila, 3,200 in Borhanuddin upazila, 3,000 in Lalmohan upazila, 1,500 in Tajumuddin upazila, 10,000 in Charfashion upazila and 8,00 in Manpura upazila will get the incentive of the district, according to the Agriculture Office of the district.

The beneficiary farmers will get five kilograms of Aush paddy seed, 10-kg of Di-ammonium phosphate (DAP) fertilizer and 10-kg of Muriate of potash (MOP) fertilizer free of cost for cultivating one bigha of land under the programme.

Hasan Waresul Kabir said the incentives distribution work will begin very soon.



Cotton cultivation increases in Thakurgaon, farmers growing interest

Thakurgaon Correspondent

Thakurgaon is the main agricultural district in the north of the country. The production of all types of crops in this district is very high and their quality is also quite good as compared to other districts. Therefore, this district is called self-sufficient in agriculture. This time there is interest in cotton cultivation among the farmers

of civilization, clothing is our first basic need. The use of cotton is indispensable in the manufacture of textiles. Therefore, the demand for cotton is increasing day by day in the world market. In addition, the majority of these cottons are imported from abroad to make clothes in the country. Therefore, a joint initiative of government and private institutions has been taken to produce most of the cotton

(Golap) of Hariharpur village of Sadar Upazila said, "Cotton has been cultivated on 14 bighas of land. 20-25 thousand Tk have been spent on cultivation. 16 mounds have been yielded in one go. The current market value of which is 3 thousand 800 taka. He sold cotton for 60 thousand Tk per bigha of land. In just 6 months, he got 35-40 thousand taka in one bigha of land. Cotton has not yet been fully

along with cotton cultivation. Swadesh Chandra Roy, Field Inspector of Thakurgaon Cotton Development Board said that apart from the cotton board, the non-government companies are also advising the farmers in various ways and supplying seeds.

Farmers are happy as the seed germination of DM-4 variety is good and its yield is 16-20 mounds per bigha. Apart from this, the cotton development board buys cotton from the farmers and the price of this crop is also stable and the cotton cultivation in the district will increase in the future as the price of this crop is also stable and the same crop can be grown in the future.

Rangpur Region Cotton Development Board Deputy Director Abu Ilyas Mia said, currently farmers are getting more profit by cultivating different hybrid varieties of cotton. So various companies are coming forward to supply seeds. Also, Courton Connect and TSMS are working with the Cotton Development Board on Primer's initiative to bring the cotton produced in the country to international standards. And these cottons are being purchased by various genres associations and spinning mills and they are giving loans to the farmers for cotton cultivation without profit. By doing this we can provide more benefits to the farmers. So the farmers are now coming forward to grow cotton in the previous cotton cultivation. He also hopes that cotton cultivation will expand more widely in the northern region, especially in Thakurgaon.

According to the Cotton Development Board, cotton is a crop where every part is very important. For example, yarn is obtained from husks; hair from seeds and edible oil. Trees can be used for fuel, paper and hardboard. Most notably, the fertility of the land increases energy. If cotton is cultivated for two consecutive seasons on a land which does not produce any crops, its fertility power increases to such an extent that then all types of crops can be grown easily.

of this district.

Many non-governmental organizations are coming forward along with the government to meet the demand of cotton in the textile sector. Therefore, cotton seed supply companies are playing a role in the economy of the country along with cotton farmers. Farmers are being encouraged to grow cotton by providing good quality cotton seeds. In the same way, the farmers are happy, as they have benefited twice in the yield and cost of high quality hybrid DM-4 cotton in Thakurgaon district. As the yield and quality of cotton is better than other varieties of cotton, it has become widely popular among farmers.

Among the basic human needs are food, clothing, shelter, medical care and education. From the point of view

from Bangladesh. In continuation of this, non-government organization Lai Tir Seed Limited has brought advanced hybrid DM-4 cotton seeds to the market. Farmers of Thakurgaon district are benefiting twice by cultivating it.

Earlier people did not have the slightest idea about cotton cultivation in this district. In the last 21-22 fiscal year, cotton cultivation has been done in 426 hectares of land with Ufshi and hybrids and 2 thousand 816 bales of cotton have been produced. The price of which is 18 crores. And in 22-23 financial year cotton cultivation target has been set at 700 hectares of land with current value of around Tk 28-30 crore as per production target.

Cotton worth so much will be produced only from this district,

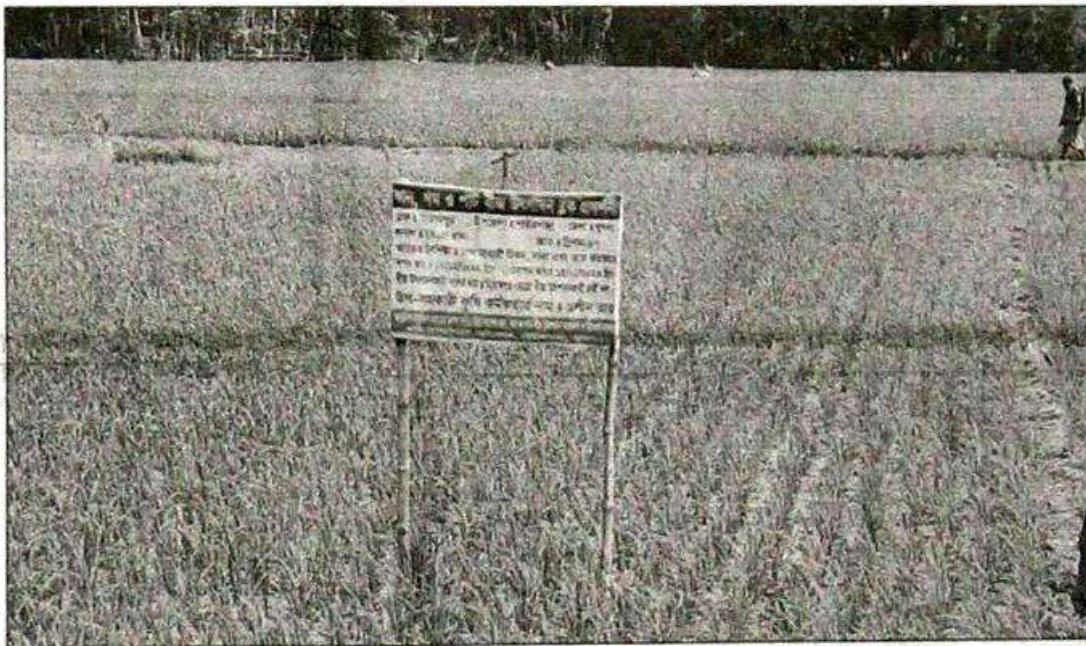
Cotton grower Nuruzzaman

harvested. There is still a lot of cotton left in the field. He also cultivated sugarcane as a companion crop with cotton.

With the help and advice of the District Cotton Development Board and Red Arrow Seed Company, the farmers of the district cultivated cotton on the abandoned land. Many of the farmers have cultivated sugarcane, banana, and other vegetables as companion crops with cotton. Cotton farmers Arjun Deb Nath and Belal Hossain, Motahar, Maidul said that they are benefiting financially by doing two crops with the care and cost of one crop. They said, after harvesting, they use the cotton plants as organic fertilizer.

Farmers are becoming more interested in cotton cultivation as they are able to cultivate companion crops





পাইকগাছায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি বোরো ধানের আবাদ

আগামুদিন সোহাগ: পাইকগাছায় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে বোরো ধানের আবাদ। চলতি মৌসুমে ৫ হাজার ৬৬৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮০ হেক্টর বেশি। বর্তমানে পরিচর্যার কাজে ব্যতী সময় পার করছে কৃষকরা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে হেক্টর প্রতি প্রায় ৬ মেট্রিকটন ধান উৎপাদন হবে বলে আশা করছেন কৃষক ও কৃষি বিভাগ। উপজেলা কৃষি অফিসের তথ্য অনুযায়ী চলতি মৌসুমে উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ৫৫০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ করা হয়েছে।

যার মধ্যে উফশীর জাতের ৪ হাজার ৭৫ হেক্টর ও ১ হাজার ৫৯০ হেক্টর হাইব্রিড। উফশীর মধ্যে ত্রি ধান ২৮-১৫০ হেক্টর, ত্রি ধান ৬৭-২হাজার ৪৭৫ হেক্টর, ত্রি ধান ৫৮-১৫২ হেক্টর, ত্রি ধান ৫০-১০ হেক্টর, ত্রি ধান ৮৮-৮৫ হেক্টর, ত্রি ধান ৭৪-৮০ হেক্টর, ত্রি ধান ৮১-১৬ হেক্টর, ত্রি ধান ৬৩-৩২ হেক্টর, ত্রি ধান ১০০-০২ হেক্টর, ত্রি ধান ৯৯-১০ হেক্টর, ত্রি ধান ৯২-৭৩০ হেক্টর, ত্রি ধান ৮৯-৩৮৮ হেক্টর, বিনা ধান ১০-১৫ হেক্টর ও বিনা ধান ২৮-১০ হেক্টর। হাইব্রিড এর মধ্যে হাইব্রিড হিসা ৭৫ হেক্টর,

শক্তি ২- ১৫০ হেক্টর, তেগোড ২২৫ হেক্টর, সিনজেন্টা ১২০৩-২০০ হেক্টর, এসএল ৮ এইচ-৮০০ হেক্টর, ব্যাভিলন ৬০ হেক্টর, এসিআই ১- ১০০ হেক্টর, আগমনি ৫০ হেক্টর, মাইক ১-৮০ হেক্টর, আলোড়ন-১৭৫ হেক্টর ও টিয়া-১১৫ হেক্টর। গোপালপুর গ্রামের কৃষক নজরুল গোলদার জানান, তিনি ২০ বিঘা জমিতে ত্রি-ধান ৬৭ ও ত্রি-ধান ৮৯ জাতের বোরো আবাদ করেছেন। ২০ বিঘা জমিতে বিভিন্ন জাতের বোরো আবাদ করেছেন রেজাকপুর গ্রামের কৃষক আনসার আলী শেখ, গদাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান শেখ জিয়াদুল ইসলাম ২০ বিঘা জমিতে ত্রি-ধান ৬৭ আবাদ করেছেন।

উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন চলতি মৌসুমে অত্র উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। কৃষি বিভাগ থেকে কৃষকদের সব ধরনের পরামর্শ এবং সহযোগিতা করা হচ্ছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে হেক্টের প্রতি প্রায় ৬ মেট্রিকটন উৎপাদন হবে বলে আশা করছি।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

যায়যায়দিশ

05-Mar-23 Page:13 Size:30 col*inch

Tonality: Positive, Circulation: 116,000



সরকারি চান্দি

বসতবাড়ির আড়ণায় সবজি চাষ

■ প্রফেসর আবু নোমান ফারুক আহমেদ

সুষ্ঠা ও সবলভাবে বেঁচে থাকতে পৃষ্ঠিকর খাবার খেতেই হবে। একজন পুরুষযুক্ত লোকের দৈনিক ৩০০ গ্রাম সবজি খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা গড়ে মাত্র ১৮০ গ্রাম শাকসবজি খেয়ে থাকি। এর কারণে এ দেশের কোটি কোটি মানুষ দৈহিক ও মানসিক অসুখে ভুগছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে শিশু এবং নারী। শাকসবজি আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো ছাড়াও সবধরনের পৃষ্ঠি সরবরাহ করে থাকে। বাংলাদেশের ঘোট আবাদি জমির প্রায় পাঁচভাগের সম্পরিমাণ জমি নিয়ে প্রায় দেড় কোটি বসতভিটা রয়েছে। প্রায় সব বসতবাড়ির অভিনায় কম বেশি খোলা জায়গা থাকে। এসববসতভিটায় বন্যার পানি প্রবেশ করে না, বর্ষায় পানি জমে না। তাই অন্যাসে এসববসতভিটাতে সারা বছর শাকসবজি চাষ করা যায়। এতে করে পানিরিজ গঠিত রাশিজন শিল্পজ্ঞান

লালশাক।

এছাড়াও বাড়ির সীমানায় কাঁচকলা, সজিনা, পেঁপে ইত্যাদি চাষ করা যায়। খোলা জায়গায় সবধরনের সবজি চাষ করা যায়। তার মধ্যে রয়েছে বাঁধাকপি, লালশাক, গিমাকলমি, পুইশাক, পালংশাক, বাটিশাক ও উটিশাক। হাঁয়ী মাচায় এক বর্জীবী সবজি যেমন- মিষ্টি কুমড়া, শিম, চালকুমড়া, পুইশাক, ধূন্দল, বিঙ্গু, শসা, লাউ, চিচিনা, করলা ও লতা জাতীয় শাকসবজি চাষ করা যায়। মাচার নিচে বা আধিক ছায়াযুক্ত জায়গায় আদা, হলুদ, কুচ, মানকুচ, ওলকুচ, আর স্যাতসেতে জায়গায় পানিকচ চাষ করা যায়। বসতবাড়ির গাছে লতাজাতীয় সবজি হিসেবে লাউ, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, বিঙ্গু, ধূন্দল, শিম, গোলমরিচ, পান, গাছালু, চিচিনা চাষ করা যায়। ঘরের চালে ও ছাদে লাউ, মিষ্টিকুমড়া, শিম, চালকুমড়া, পুইশাক জাতীয় লতা সবজি চাষ করা যায়। আর পাকা ঘরের ছাদে উবেসবধরনের সবজিই রাখা সহজ হাজা।

পাশাপাশি বাড়তি আয়ের ও ব্যবস্থা করা যায়।
 এবং পরিবারিক শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহারের
 পাশাপাশি নারীর শ্রমের অঙ্গীকৃতিগ্রহণের মাধ্যমে
 তাদের নিজস্ব কর্মসংস্থান এবং ক্ষমতায়ন
 বৃদ্ধি করা যায়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শাকসবজি আবাদের
 লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কঢ়ি
 সবজি মডেল উন্নয়ন হয়েছে- যার মধ্যে
 কলিকাপুর সবজি উৎপাদন মডেল অন্যতম।
 এ মডেলের সবজি বিন্যাস অনুসরণ করে
 চাষাবাদের মাধ্যমে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি
 পরিবারের সামাজিক সবজি উৎপাদন করা
 সম্ভব। এজন্য বসতবাড়ির রোদবুন্ড উচ্চ
 ছানে ৬ মিটার লম্বা ও ৬ মিটার চওড়া জমি
 নির্বাচন করে পাঁচটি বেড় তৈরি করতে হবে।
 যেখানে প্রতিটি বেড়ের প্রস্থ হবে ৮০
 সেন্টিমিটার এবং দই বেড়ের মাঝখানে নালা
 থাকবে ২৫ সেন্টিমিটার। এ সবজি বিন্যাসে
 প্রথম খন্দে থাকবে: মূলা-টমেটো-লালশাক-
 পুটিশাক; দ্বিতীয় খন্দের বিন্যাস হবে:
 লালশাক ও বেজন-লালশাক-চেড়শ; তৃতীয়
 খন্দের বিন্যাস হবে: পালংশাক-রসুন-
 লালশাক-ভাটা-লালশাক; চতুর্থ খন্দের
 বিন্যাস হবে: বাটিশাক-পেঁয়াজ-গাজুর-
 কলমিশাক-লালশাক এবং পঞ্চম খন্দের
 বিন্যাস হবে: ধাঁধাকপি-লালশাক-করলা-

বসতবাড়ির অভিন্ন চাষযোগ্য জমি যেহেতু
 কম তাই জৈবসার ব্যবহার করে শাকসবজি
 চাষ করা উচ্চ। এক্ষেত্রে সবজির ধরন
 অনুযায়ী শতাংশ প্রতি ৬০-১০০ কেজি
 জৈবসার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে।
 প্রয়োজন হলে অল্প পরিমাণ ইউরিয়া,
 ট্রিপ্সপি এবং এমপ্রুপি সার দেয়া যেতে
 পারে। আগাছা শাকসবজির অন্যতম শক্ত।
 তাই আগাছা দেখামাত্র তুলে ফেলতে হবে।
 প্রয়োজন মতো সোচ এবং পানি নিষ্কাশনের
 ব্যবস্থা নিতে হবে। শাকসবজির প্রধান প্রধান
 ক্ষতিকর পোকার মধ্যে- কুমড়া জাতীয়
 সবজির ফুলের মাছি পোকা, বেগুনের ডগা
 ও ফল ছিন্ককারী পোকা, টমেটো-বেগুন-
 টাঁড়মের সাদা মাছি, শিম-বেগুন-লাউ-
 ধাঁধাকপি-টমেটো-শসা-কুমড়ার জাবপোকা
 উল্লেখযোগ্য। এসবপোকা আইপিএম বা
 সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দমন
 করতে হবে। এক্ষেত্রে পোকা ধরে মেরে
 ফেলা, ফেরোমেন ফাঁদ, বিষটোপ এসব
 ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। পোকা
 নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবনা হলেই কেবল
 অনুমোদিত কৌটিনাশক সঠিক সময়ে, নিশ্চিট
 মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত।
 দেখক: অধ্যাপক, উচ্চিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ,
 শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

আমাদের মতু

05-Mar-23 Page:7 Size:21 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 115,000





সুজাতের ক্ষেতে লাল টস্টসে স্টুবেরি ৩৫ লাখ টাকা ব্যয়ে ৬০ লাখ আয়

বিশুদ্ধ রায়, পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) ●

পীরগঞ্জ উপজেলায় বাণিজ্যিকভাবে স্টুবেরি চাষ করে সাড়া ফেলেছেন কৃষক সুজাত আলী। তার ক্ষেতে সারি সারি বেড়ে শোভা পাছে চোখজুড়নো লাল টস্টসে স্টুবেরি। এরই মধ্যে স্টুবেরি তোলা শুরু হয়েছে এবং তা চলে যাচ্ছে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রায় ৩৫ লাখ টাকা খরচ করে এবার সুজাত ৬০ লাখ টাকা আয় করবেন বলে আশা করছেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম জানান, অত্যন্ত লাভজনক ও সম্ভাবনাময় এ ফসল আবাদে কৃষকদের উন্নত করার পাশাপাশি পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। এ বছর উপজেলার আড়াই একর জমিতে স্টুবেরি চাষ হয়েছে। আগামীতে আরও বেশি পরিমাণ জমিতে যেন স্টুবেরি চাষ হয় এজন্য কাজ করছেন তারা।

উপজেলার দেনগাঁও ইউনিয়নের বেলদহি গ্রামের কৃষক সুজাত আলী। চলতি বছরের নভেম্বরের দিকে জয়পুরহাট থেকে ১৮ হাজার টাকার স্টুবেরির চারা কিনে নিজের ২ একর ৫৫ শতক জমিতে রোপণ করেন। বর্তমানে তার ক্ষেতে স্টুবেরির গাছ প্রায় ৩৫

হাজার। সব গাছেই প্রচুর ফল এসেছে। প্রতিদিনই পাকা স্টুবেরি তুলছেন সুজাত। ক্ষেতেই পাকা স্টুবেরি এক হাজার থেকে ১২০০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে।

সুজাত জানান, স্টুবেরির এই বাগান আবাদে এখন পর্যন্ত তার খরচ ১২ লাখ টাকার মতো। এরই মধ্যে ৮ লাখ টাকার ফল বিক্রি করে ফেলেছেন। ক্ষেত থেকে আরও কমপক্ষে এক মাস লাগাতার পাকা স্টুবেরি তুলতে পারবেন বলে জানান এই কৃষক। সব মিলিয়ে ৬০ লাখ টাকার স্টুবেরি বিক্রি করতে পারবেন বলে আশা তার। সুজাত আলী জানান, ক্ষেত থেকে স্টুবেরি তুলা, বাচাই ও প্যাকেট করাসহ পরিচর্যায় ১৫ নারী-পুরুষ কাজ করছেন। এখানে কিছুটা হলেও তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।

এদিকে প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে সুজাতের স্টুবেরি বাগান দেখতে আসছেন অনেকে। দিনাজপুর থেকে আসা সামুতল জানান, স্টুবেরি ক্ষেত দেখে তিনি অভিভূত। আগামীতে তিনিও স্টুবেরি চাষ করতে চান। বথপালিগাঁও গ্রামের ফাইফুল জানান, স্টুবেরি আবাদ করে এত লাভ হয় তা আগে জানা ছিল না। আগামী বছর তিনিও পরীক্ষামূলকভাবে কিছু জমিতে স্টুবেরি চাষ করবেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

আজকের পত্রিকা

(05-Mar-23 Page: 7 Size: 60 col*inch
Tonality: Negative, Circulation: 120,000)



লোনাগানি চুকে বিল ডাকাতিয়াজ বোরো ধানের হরা চারা তুলে নিছেন কৃষক। গতকাল খুলনার ডুমুরিয়ার রচনাথপুর এলাকায়।

ইবিঃ আজকের পত্রিকা



লোনাপাণ্টে মরছে হাজারো বিধা ধান

ডুরুরিয়া (বুলনা) প্রতিনিধি

ডুরুরিয়ার বিন ডাকতিয়া

মুইসগেট দিয়ে জোনাপানি চুকিয়ে চিংড়ি চাষ করার অভাব পড়েছে বোরো ধানে। লবণ্যাভূত দেশের অন্যতম বৃহত্তম বিল ডাকতিয়ায় চাষতি বোরো মেসুমে মরে যাচ্ছে হাজার হাজার বিধা জমির ধানবেত। বুলনা সদর, ডুরুরিয়া ও ফুলতলা এলাকার শত শত কৃষক পরিবার এ নিয়ে দুর্কঢ়ায় পড়েছেন।

ইতিমধ্যে ধানের চারা মরে যাওয়ায় মেত ছেড়ে দিয়েছেন আনেক কৃষক। এ বিষয়ে সাকে যদ্যু নারায়ণ চন্দ্র চন্দ্র এমপি দেৱারোপ কৰলেন পানি উচ্চমুখ বোর্ডের (পাটোৰো) কৰ্মকর্তাদের। খণ্ডও গাউড়োৰ কৰ্মকর্তারা এব জন্ম স্থানীয় জনগণকে দয়া করেছেন।

জন্ম গোচু, দেশের বিত্তীয় বৃহত্তম ধান উৎপাদনের অন্যতম ভাস্তুর হচ্ছে বিল ডাকতিয়া। বিলে কৃষকের একটি অংশ পকেট ফের তৈরি করে মাছ ও ধান চাষ করে আসছিলেন। উপাঞ্জের কৃষকদের প্রামের ধানচাষি বিদ্যুৎ মণ্ডল, তারেক চন্দ্র মঙ্গল, শতদল দ্বৰামি, অনোক সরকার, বিদ্যুৎ দ্বৰামি, সুনীল ঘোষ ও হাবিব সরকার জানান, শৈলমারী মুইসগেট ভয়া শুয়া, আমিভো ও খুকতা গেট দিয়ে আশ্বিন-কৰ্তিক মাসে

■ মুইসগেট দিয়ে আশ্বিন-কৰ্তিক মাসে একটি

মহল জোনাপানি চুকিয়ে চিংড়ি চাষ করে।

■ এমপি দেৱারোপ

কৰলেন পাটোৰোকে,
পাটোৰো দায়ী কৰল
জনগণকে।

লবণ্যপানি চুকিয়ে চিংড়ি চাষ ও জাল দিয়ে মাছ ধানেন একটি হল। ঘনে বিল ডাকতিয়ায় ব্যাপকভাবে লবণ্যপানি অবশেষ করে।

তা ছাড়া শুয়া গেটে কপাট ভেঙে গোচু আমভিটা ও খুকতা গেটে কপাট না থাকার কারণে তাও অবস্থিত হয়ে পড়েছে। এ কারণে এসব গেট দিয়ে সহজেই লবণ্যপানি কুকে পড়ে। গতকাল শনিবার ডুরুরিয়ার বন্ধুনাথপুর, রংপুর ও ধামালিয়া ইউনিয়ন একাক ঘূরে দেখা যে স্বত্ত্বাঙ্ক হয়েছেন তা পূরণ ইয়োৰ নয়। এন্তো চেয়ারম্যান মেহরাদের দেখাউচিত এমপির একবৰ পক্ষেকতো দেখা সম্ভব। আমি উপাঞ্জে নিবাহী অফিসারকে বিয়াটি নিয়ে বলছি।

গেটদের নিবাহী প্রকৌশলী আশৱালু আলম বলেন, ‘এর জন্ম স্থানীয় জনগণ দায়ী। তরা কেন লবণ্যপানি পোঁয়া, তা মরে যাচ্ছে। ধান উৎপাদনে বার্ধ হয়ে মেত ছেড়ে দিয়েছেন আনেকে। প্রদীপ

জোয়াড়ের ও বাজু সরকারের মতো অস্থা কৃক লবণ্যাভূত ধানমাছ মরে যাওয়ায় আশা ছেড়ে দিয়ে যেতে পরিত্যক্ত হোষণা করেছেন।

বন্ধুনাথপুর ইউপি চেয়ারম্যান মনোজিং বালা বলেন, ‘বিহুটি এসকৰ সবাই জানে। আমি এ বিষ্টে কেৱলো বন্ধু দেব না। কৰা পানি গোয়া পানি উচ্চয়ন বোৰ্ড তা আলোভাৰেই জানে।’

ডুরুরিয়া উপাঞ্জে নিবাহী কৰ্মকর্তা (ইউএনও) শৰিফ আসিফ রহমান এ বিষয়ে অবগত আছেন বলে জানান, বিহুটি তিনি দেখবেন সাবেক মজুদা ও প্রাপিসন্ধদহৰী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ্র এমপি বলেন, ‘বিহুটি আমৰ জনা আছে। পানি উচ্চয়ন বোৰ্ডকে আমি বিহুটি নিয়ে বারবাৰ বাজাই কিষ্ট তাৰা এ বিষয়ে উক্তকৃত লিছে না। চলতি বহুৱ কৃষকেৱা গেছে। আমভিটা ও খুকতা গেটে কপাট না থাকার কারণে তাও অবস্থিত হয়ে নৰ। এন্তো চেয়ারম্যান মেহরাদের দেখাউচিত এমপিৰ একবৰ পক্ষেকতো দেখা সম্ভব। আমি উপাঞ্জে নিবাহী অফিসারকে বিয়াটি নিয়ে বলছি।’

গেটদের নিবাহী প্রকৌশলী আশৱালু আলম বলেন, ‘এর জন্ম স্থানীয় জনগণ দায়ী। তরা কেন লবণ্যপানি পোঁয়া, তা অমাদেৱ বেঁধগম্যা নৰ। ইতিমধ্যে শুয়া গেট আমৰা কপাট লাগিয়ে লিয়েছি।’

কম খরচে লাভ বেশি কৃতিগ্রামে বেড়েছে ভূট্টা চাষ

মোস্তান হাকুন উর রশীদ, কৃতিগ্রাম ●
গম, তিল, সয়াবিন ও বোরো ধান
চাষের চেয়ে কম খরচে লাভ বেশি
হওয়ায় কৃতিগ্রামে ভূট্টা চাষে
কুকছেন চৰাকলের কৰক।
চৰাকলের পতিত জামি ও বালুচরে
হচ্ছে ভূট্টা চাষ।

কৃতিগ্রাম কৃষি সম্প্রসারণ
অধিদপ্তর সৃত্রে জানা যায়, গত বছর
জেলায় ভূট্টা চাষ হয়েছিল ৯ হাজার
হেক্টার জমিতে। ফলন ও দাম
ভালো পাওয়ায় এ বছর জেলায়
ভূট্টা চাষে কৃষকের আগ্রহ বেড়ে
যাওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা
হয়েছে ১৩ হাজার হেক্টার, যা
লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬০০ হেক্টার
বেশি। সবুজ উপজেলার পাঁচগাছি
ইউনিয়নের চৰ কদমতলা গ্রামের
ভূট্টাচাষি মো. মতিযার বহমান
বলেন, 'গত বছর ৫ একর জমিতে
ভূট্টা চাষ করে দাম ভালো পেয়েছি।
এবাব ভূট্টার চাষ আরও ১০ একর
জমিতে বাড়িয়েছি। আশা কৰছি
গত বছরের তুলনায় ফলন ও দাম
ভালো পাব।' তিনি আরও বলেন,
'ভূট্টা চাষে বিঘাপ্রতি ৮ হাজার টাকা
খরচ হয়। গত বছর বিঘাপ্রতি ২৪-
৩০ মণি ভূট্টা পেয়েছি। বাজারে
বিক্রি করে খরচ বাদে বিঘাপ্রতি
১২-১৪ হাজার টাকা লাভ হয়েছে।
এ বছর সার, ডিজেল ও
কীটনাশকের দাম যে হারে
বেড়েছে সে তুলনায় ভূট্টার দাম



কৃতিগ্রামে চাষ করা ভূট্টাক্ষেত

বাড়লে বেশ লাভবান হব।'

আরেক ভূট্টাচাষি মো. নজরুল
ইসলাম বলেন, 'আমি গত বছর ২
বিঘা জমিতে বোরো ধান আবাদ
করে তেমন লুভ করতে পারিনি।
অন্যের লাভবান হওয়ার কথা শনে
এ বছর ৪ বিঘা জমিতে ভূট্টা চাষ
করেছি। ফলন ভালো দেখা যাচ্ছে।
আশা কৰছি আবহাওয়া ভালো
থাকলে লাভবান হব।'

● আমাদের সময়

কৃতিগ্রাম কৃষি সম্প্রসারণ
অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিপ্লব
কুমার মোহন বলেন, 'এ বছর
চৰাকলগ্রামে ভূট্টাৰ চাষ বেড়েছে।
আমরা সাতে ৪ হাজার কৃষকের
মাঝে সার, বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন
প্রযোজনা নিয়েছি। আশা কৰছি এ
বছর কৃষক আবৃষ্ট লাভবান
হবেন। আগামী তেজেলায় ভূট্টা চাষ
আরও সম্প্রসারিত হবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

সংবাদ সারাংশে

05-Mar-23 Page:5 Size:28 col"inch
Tonality: Positive, Circulation: 72,010



সালথায় পেঁয়াজের বাস্পার ফলন কৃষকের মুখে হাসি

জাকির হোসেন, সালথা (ফরিদপুর)

দিগ্নতজোড়া ফসলের মাঠ। মেদিকে তাকাই শুধু পেঁয়াজ আর পেঁয়াজ। তবে পেঁয়াজের সবুজ অবগু ভেদ করে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে হলুদ সরিয়া ফুল। সেটাও হাতে গোনা। উপজেলার মোট আবাসী জমি প্রায় ১৩ হাজার হেক্টের। মোট জমির প্রায় ১০ ভাগ জমিতে চাষ হয়েছে পেঁয়াজের। উর্বর জমি হওয়ার পেঁয়াজের ফলনও বাস্পর। বর্তমানে পেঁয়াজ ক্ষেত পরিচর্চা, এবং ও কীচনাশক প্রয়োগে ব্যক্ত সময় পার করছে চাবিবা।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি মৌসুমে পেঁয়াজ চাষে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১০৩৯৫ হেক্টর, যালি পেঁয়াজ ও মুড়িকাটা মিলে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে অর্জন হারেছে প্রায় ১১হাজার হেক্টের। মৌসুমের শুরুতে মুড়িকাটা পেঁয়াজ চাষেও

কৃষক লাভবান হয়েছে। সব কিছু টিক থাকলে যার্টের মাঝামাঝি হেকেই নতুন হালি পেঁয়াজ উঠাতে শুরু করবে কৃষক। পেঁয়াজ চাবিদের দেবার মান বাড়াতে কৃষি কর্মকর্তারা সব সময় মাঠে কৃষকের পাশে রয়েছে।

কয়েকজন পেঁয়াজ চাবির সাথে কথা হলে তাৰা জানায়, চলতি মৌসুমে পেঁয়াজের হালি চারা রোপগে তেমন কোন সহস্রা হয় নাই। তবে অনুসঙ্গিক বিভিন্ন কারণে উৎপাদন ব্যায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। পেঁয়াজ মৌসুমের শুরুতে সরকার যদি কোন পেঁয়াজ আবাসনি না করে তাহলে কৃষক পেঁয়াজ চাষে লাভবান হবে। তবে বাজারে বর্তমানে পেঁয়াজের বে দাম রয়েছে তা কৃষকের জন্য অলাভজনক।

প্রতি শতক জমিতে পেঁয়াজ চাষে মোট খরচ হয়

হয় ৪০ থেকে ৬০ কেজি। মৌসুমে যদি পেঁয়াজের দাম ১৫ শত টাকার উপরে না থাকে তাহলে পেঁয়াজ চাষে কৃষক আগ্রহ হারাবে। আবার মৌসুমের শুরুতে পেঁয়াজ আবাসনি কুরলে দাম কমে যাব সেক্ষেত্রে কৃষক ক্ষতির মধ্যে পড়ে। তাই পেঁয়াজের দাম বৃহস্পতি উৎপক্রম ও পেঁয়াজ আবাসনি না করার কথা বলেন তাৰা।

উপজেলা কৃষি অফিসের কৃষিবিদ জীবাণ্ড দাস বলেন, পেঁয়াজ উৎপাদন এবার লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়েছে। কৃষক পর্যায়ে নিড়ানি, আগছা পরিচার, সেচ, বালাই ব্যবহারের বিভিন্ন আংশ পরিচর্বা বিষয়ে উৎসহকরণী কৃষি কর্মকর্তার প্রামাণ্য প্রদান করছেন। পেঁয়াজের ন্যায় মূল্য নিশ্চিত কৰা গেলে কৃষকেরা মদলা জাতীয় এ কসলাটি চাষে আরও আগ্রহী হবে যা স্থানীয় চাইদা মেটানো ও আবাসনী ব্যব ভাবে ভূমিকা রাখবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

The Daily Star

05-May-21 | Page 21 | Issue 51 | 07:45 AM
Local, National, International | 4144

iFarmer: The tech-enabled one-stop solution for smallholder farmers

SHAMS RASHID TONMOY

Bangladesh is home to about 16.5 million farmers, constituting about 28% of the country's 170 million population. Agriculture alone contributes to 40% of the national employment, and citizens of all classes are dependent on naturally grown rice, wheat, jute and vegetables for daily sustenance. Most local farmers are smallholders with less than 1 hectare of land which they can use to cultivate crops, but often lack the sufficient means to yield high-quality output or retain enough revenue to properly sustain their livelihoods. Furthermore, over 70% of local farmers do not have access to banking systems or own a personal bank account, which leads to them relying on microfinance firms or loan sharks to pay heavy rates of interest. The absence of proper training or financial assistance also means the farmers are dependent on intermediaries - a process that usually costs more than the farmers can afford to spare.

To aid smallholder farmers and give them a chance to compete in the ever-engaging marketplace, iFarmer offers them both the financial solutions to fill in existing gaps and the means to secure a high-quality production chain. The experts at iFarmer also teach the local farmers how to make more informed decisions regarding market demand and supply, production technique and the use of agricultural inputs such as seed, fertiliser and nutrients to achieve an optimum output while simultaneously improving their personal livelihoods. As agriculture is a



major proponent of Bangladesh's GDP, by providing local farmers such invaluable support, iFarmer is making its mark in the development of this country's MSMEs.

Launched as a side project in 2018, iFarmer initially catered to rooftop farms in urban Dhaka and Chittagong. After a few months, the startup realised the infeasibility of such an approach - eventually shifting their focus to the current model: helping the local farmers with the finance, farming knowledge and advice, high-quality agricultural input, access to fair market and technology they require. Their first step was to source low-cost financing for the interested individuals who could choose which farms they want to support and could fund those farms, while being able to track the progress of the farms through the

mobile app.

According to iFarmer, the biggest challenge they still face is the low adoption of smartphones and internet usage in rural Bangladeshi areas. While tech usage has certainly increased among people from all walks of life in the last few years, there are still remote communities that aren't as well-equipped with remote technology - which makes regular contact with them difficult. As such, iFarmer uses an assisted model where it has agents also known as field facilitators located in farming communities to keep a steady connection with the local farmers scattered all across the country. This helps smallholder farmers, even those lacking smartphones or mobile internet, stay connected with iFarmer at all times.

The success of iFarmer is in many ways thanks to its two signature apps: Sofol and their newest addition, KriShop. Launched in September 2020, the Sofol app connects verified farmers with the company's field facilitators. The app allows farmers to file financial requests, monitor and track farm updates, conduct farmer KYC and collect other data points which enables iFarmer to create a unique profile for every farmer. The app also helps generate a risk score for the farmers, which eventually helps them source more financing even from financial institutions such as banks and insurance companies. Since a lot of the farm financing requests come from remote areas with little to no internet connectivity, the app even works offline.

KriShop, the newest addition to iFarmer's app, is a digital platform for input retailers, offering them door-to-door

delivery of high-quality materials necessary for their business. Using Kri-Shop, an input retailer can order items from a customised pricing list based on their geographical locations. They can also choose to pay by cash or by credit, and like other delivery apps, can track the delivery as it is on the way. The Kri-Shop app also has a helpline that assists these retailers in the last-minute customisation of orders. The iFarmer field facilitators connect the farmers with this retailer network so that farmers can access the best quality agriculture input.

iFarmer works by providing proper credit facilities to local farmers with the support of financial institutions, thus creating access to high-quality inputs and improving access to marketing as well as information and knowledge. iFarmer is also developing new



agriculture insurance products, satellite and sensor-based advisory services and farm mechanisation services - all of which would make iFarmer a true one-stop solution for smallholder farmers.

By relying on iFarmer, the farming-based MSMEs can stop depending on middlemen and traders and thus save up on a lot of long-run costs - which can then be used to improve not only the quality of the yield but also the revenue of the farmers. iFarmer is currently managing a network of over 87,000 farmers and has thus far facilitated over \$24 million in financing to local farmers. With 2023 being the company's 5th year in the local market, iFarmer continues to promise an improved livelihood for farmers and better agricultural yield for all Bangladeshis.



কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

দৈনিক
ইন্ডিফাক

05-Mar-23 Page:6 Size:5 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200

চিরিরবন্দরে বাড়ছে সাথি ফসলের চাষ

■ চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) সংবাদদাতা

সরকারের নানা উদ্যোগ ও স্থানীয় কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় চিরিরবন্দর উপজেলায় দিন দিন বাড়ছে সাথি ফসলের চাষ। সাথি ফসল চাষ করে অনেকেই নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলছেন। সাথি ফসল হিসেবে একই জমিতে সরিষা, আলু, গম, ভুট্টা ও পেঁয়োজ চাষ করছেন এখানকার ক্ষেত্রে। সময় হলে একের পর এক করে ফসল ঘরে তুলতে পারছেন তারা। আর এতে করে অল্প সময়ে ও অল্প খরচে

লাভবান হতে পারছেন তারা। উপজেলার চম্পাতলা
ফকিরপাড়া এলাকার কৃষক বাছেত আলী বলেন,
আমার তিন বিঘা জমি আছে। আগে ধান-পাট চাষ
করতাম এসব জমিতে। এতে তেমন ফলন না
পাওয়ায় বিগত কয়েক বছর ধরে ভুট্টা চাষ করছি।
পরে কৃষি অফিসের সহযোগিতায় একই জমিতে ভুট্টা
ও আলু লাগিয়ে ভালো লাভ করতে পারছি।

কৃষক আকবর আলী বলেন, এখন জমি থেকে
ভালো কিছু পাচ্ছি। আগে শুধু খরচ হতো লাভ হতো
না। এখন একই জমিতে আলু ও খিরা চাষ করেছি।
আশা করছি এবার আলু ও খিরা থেকে ভালো টাকা
পাব। এছাড়াও কৃষকরা লিচু ও আম বাগানে ভুট্টা,
ধান, আলু, শশা, খিরা, মিষ্টি কুমড়া, হাইব্রিড ঘাসসহ
সাময়িক বিভিন্ন ফসল চাষ করছেন। উপজেলা কৃষি
সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মনিকুমার জানান, উন্নত
প্রযুক্তি ব্যবহারে সাথি ফসলের চাষ বৃদ্ধি করার জন্য
কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে।

Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)

National News Agency of Bangladesh

05-Mar-23 Page:1 Size:1221290 col*inch

Tonality: Positive, Reach: 9,033

শেরপুরের সবুজ মিয়ার ছাদ বাগান তাক লাগিয়ে দিয়েছে

● বাসস

○ ০৮ মার্চ ২০২৩, ১৩:৪৭



শেরপুর, ৮ মার্চ, ২০২৩ (বাসস) : বাসার ছাদে টবে, ড্রামে, ফলের প্লাস্টিকের বাল্কে ও ইটের হালকা দেওয়ালের মাঝে অর্ধশত প্রজাতির শাক, সবজি, মসলা, ফল ও ঔষুধ গাছের বাগান করে কৃষি বিভাগকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন নকলা উপজেলার গৌড়বার ইউনিয়নের গৌড়বার বাজারের সবুজ মিয়া।

সবুজ মিয়া উপজেলার টালকী ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কর্মরত। চাকরির ফাঁকে নিজের বাসার ছাদে ফুল, ফল, শাক, সবজি, মসলা ও ফলের বাগান করেছেন। এবছর তার ছাদ বাগানে পেঁয়াজ রসুনের আবাদ বেশি করা হয়েছে। সবুজ মিয়ার বাসার ছাদ দেখে মনে হবে এযেন পেঁয়াজ রসুনের মাঠ।
তার ছাদ বাগানে পেঁয়াজ ও রসুনের পাশাপাশি ফলের মধ্যে উন্নত জাতের আম, মালটা, কমলা, ড্রাগন,

পেয়ারা, আমড়া ও আপেল কুল এবং সবজির মধ্যে টমেটো, বারোমাসি শিম, মিষ্টি লাউ রয়েছে।

এছাড়া মৌসুম ভেদে বিঙ্গা, মরিচ, বারোমাসি মরিচ, করলা, ডাটা, বাণি ও তরমুজসহ বিভিন্ন শাক সবজি রোপণ করে। ছাদে চাষ করা পেঁয়াজ ও রসুন দিয়েই তার সারা বছর চলে। তিনি ছাদ বাগানে কোন প্রকার রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন না। জৈব সার হিসেবে চা-পাতা, গোবর, খৈল, কম্পোস্ট ব্যবহার করেন। ফলে তার উৎপাদিত শাক সবজি সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে তিনি জানান।

ছাদ বাগানের প্রতি আগ্রহী হওয়ার কারন হিসেবে জানান, প্রথমে তার ছাদে কয়েকটি টপে সূর্যমুখী বীজ লাগান। সূর্যমুখীর গাছ ও ফলন দেখে ছাদে শাক সবজিসহ অন্যান্য মসলা, ফল ও ঔষধি গাছের প্রতি তার আগ্রহ জাগে। এরপরে হাইব্রিড মূলার বীজ ব্যবহার করেন তিনি। তিনি বলেন, আমি কয়েক বছর ধরে ছাদবাগান করছি। আমার বাগানে সারাবছর শাক-সবজি ও ফুল-ফল থাকে। আমি সারাদিন চাকরি করি তাই, সারাদিন সময় দিতে পারিনা। তবুও বাসার ছাদে উন্নত জাতের আম, মালটা, কমলা, ড্রাগন, পেয়ারা, আমড়া, পেঁপে, আপেল কুল এবং সবজির মধ্যে টমেটো, বারোমাসি, শিম, মিষ্টি লাউ, বেগুন, টমেটো, পেঁপে, আমড়া, মরিচ ও অ্যালোভেরা, বিঙ্গা, মরিচ, বারোমাসি মরিচ, করলা, ডাটা, বাণি ও তরমুজসহ বিভিন্ন শাক-সবজি, ফুল-ফল রোপণ করে আসছি।

অফিসে যাওয়ার আগে ও অফিস থেকে ফিরে বাগানে সময় দেই। এ মৌসুমে পেঁয়াজ বেশি লাগিয়েছি। পেঁয়াজের পাশাপাশি রসুন লাগিয়েছি। ধারণা করছি প্রায় একশ' কেজি পেঁয়াজ ও ১০/১৫ কেজি রসুন উৎপাদন হবে। এ পেঁয়াজ ও রসুন দিয়েই আমার সংসারের সারাবছর চলবে। আগামীতে পুরো ছাদে বাগান করবেন, এতে বাজারজাত করাও সন্তুষ্ট বলে তিনি আশাব্যক্ত করেন।

তার ছাদ বাগানে উৎপাদিত ফুল-ফল ও শাক-সবজি একদিকে যেমন নিজের পরিবারের নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটাচ্ছে; অন্যদিকে ছাদ বাগানের দিকে আগ্রহী হচ্ছেন অন্যরাও।

তার সফলতা দেখে জড়াকান্দার আন্দুল জুরুরসহ অনেকে আগ্রহী হয়ে তাদের নিজ নিজ ছাদে শাক সবজি চাষ করে সফল হয়েছেন।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আন্দুল ওয়াদুদ বলেন, বর্তমানে শহর ছাড়াও গ্রাম অঞ্চলে অনেকের দালান বাড়ি হচ্ছে। এসব বাড়ির ছাদে শাক-সবজি ও উন্নত জাতের ফলের বাগান করতে কৃষি অফিস থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, যে জমি টুকুতে বাসা তৈরি করা হয়, ওই বাসার ছাদে নকলার সবুজের মতো সবাই নিরাপদ শাক-সবজি ও ফুল-ফলের বাগান করলে এক জমিতেই বাসা ও বাগান হয়ে যায়। এতে আবাসনের পাশাপাশি জমির উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত হবে। ফলে জমির সুষ্ঠু ব্যবহারের পাশাপাশি পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মিটবে ও বাড়তি আয়ের পথ সৃষ্টি হবে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

নথি দিগন্ত.কম

05-Mar-23 Page:1 Size:995280 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 7,973

কুল চাষ করে সুশান্ত তথঙ্গের ভাগ্য বদল

পুলক চক্রবর্তী রাঙামাটি | ০ ০৫ মার্চ ২০২৩, ০০:০৫



পাহাড়ের পতিত জমিতে চার প্রজাতির কুলের চাষ করে সফল হয়েছেন রাঙামাটির তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা সুশান্ত তথঙ্গে। নিজের চেষ্টায় ভাগ্য বদল করেছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগ ও

গণমাধ্যমের কল্যাণে সুশান্তের সফলতার গল্প এখন মানুষের মুখে মুখে।

রাঙামাটি সদর উপজেলার মগবান ইউনিয়নে সোনারাম কারবারি পাড়ার ছেলে সুশান্ত। কাঞ্চাই হুদ ঘেরা পাহাড়ে তার পৈতৃক জমিতে গড়ে তুলেছেন তার স্বপ্নের কুলসহ মিশ্র ফলের বাগান। পাহাড় উঁচু-নিচু জমিতে সুশান্তের ফল বাগানে এ বছর কুলের ফলন এসেছে অভাবনীয়। বাগানজুড়ে বল সুন্দরী, ভারত সুন্দরী, কাশ্মীরি আপেল কুল আর দেশী জাতের সুস্বাদু মিষ্টি কুলের সমারোহ।

সুশান্ত তার বাগানে উৎপাদিত কুল বাজারে প্রতি কেজি ১২০-১৫০ টাকা করে বিক্রি করছেন। সুশান্ত কুল চাষ নিয়ে বলেন, নিজের বেকারত্ব দূর করতে ২০১৬ সালে পৈতৃক ১০ একর জমির বেশির ভাগ অংশজুড়েই গড়ে তুলি মিশ্র ফলের বাগান। আমার স্ত্রী স্বপ্নের বাগান গড়ে তোলার কাজে খুব সহযোগিতা করেছেন।

সুশান্তের ফল বাগানের পরিধি এখন অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে তার বাগানে ১০-১২ জন শ্রমিক কাজ করছেন। এবার কুল বিক্রি করে তিনি ৫-৭ লাখ টাকা আয় করবেন বলে আশা করছেন।

কুল ছাড়াও সুশান্ত তার জমিতে ২০ রকমের ফলের চাষ শুরু করেছেন। এর মধ্যে আম, কাঠাল, লটকন, লিচু, আমলকী, পেঁপে, তেঁতুল, মাল্টা, লেবু, বেল, নারিকেল, সুপারি, রামুটানসহ অন্যান্য বারোমাসি ফল রয়েছে।

সুশান্ত জানান, পাহাড়ের অনাবাদি জমিতে বাগান সৃজন করে দেশী কুলের পাশাপাশি বল সুন্দরী, ভারত সুন্দরী, আপেল কুলের ব্যাপক চাষ করে সফলতা পাচ্ছেন এখানকার কৃষকরা। সরকারি সহায়তা পেলে তার বাগানটিতে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন প্রজাতির আরো ফলের চাষ করা সম্ভব বলেও জানান সুশান্ত। সফল উদ্যোগ হিসেবে সুশান্ত এখন পাহাড়ের এক মডেলের নাম।

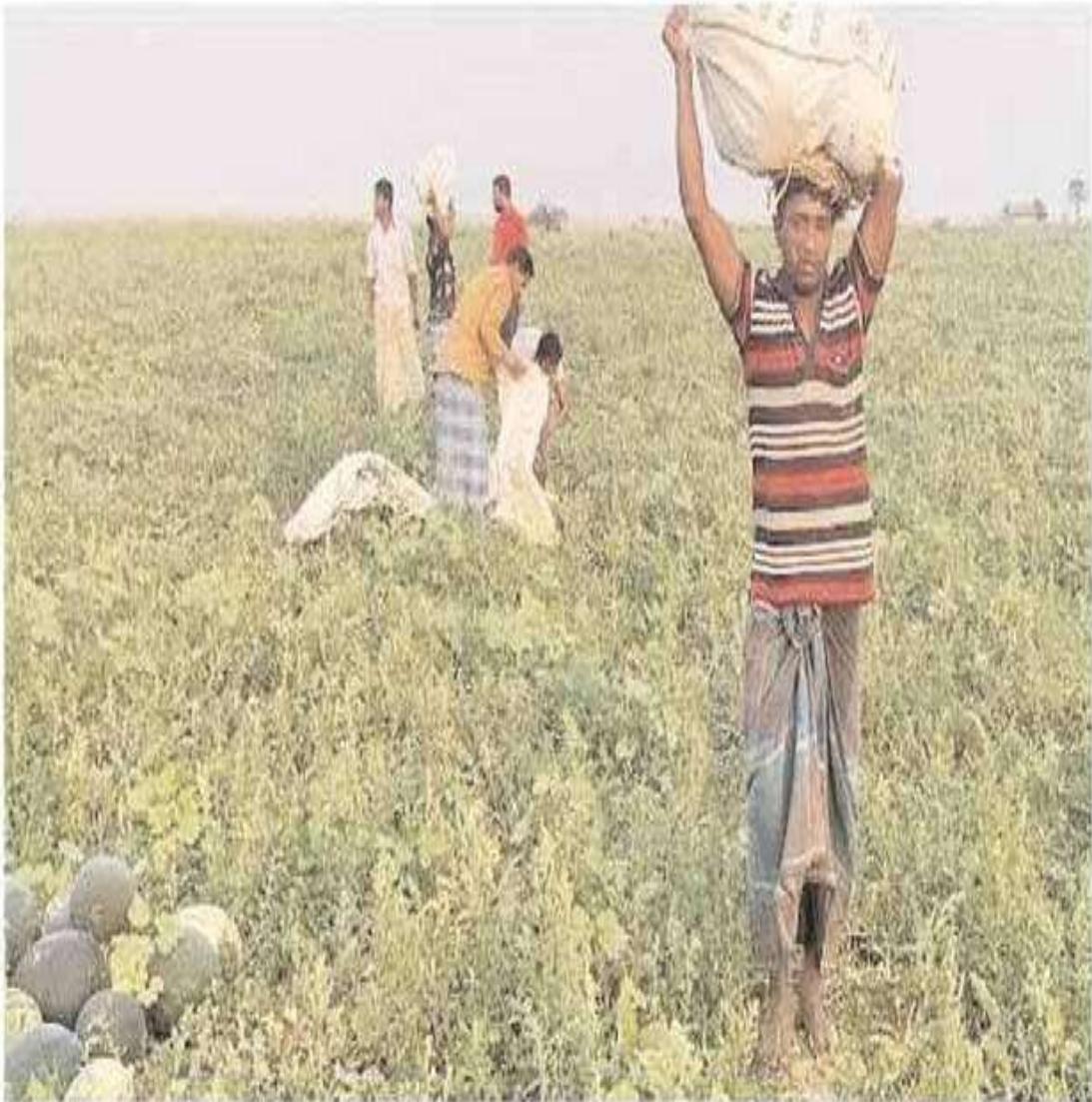
পাহাড়ে কুলের পাশাপাশি অন্যান্য ফল চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো সম্ভব বলে মনে করেন কৃষিবিদরা। পাহাড়ের কৃষকদের উপযুক্ত সহায়তা দেয়া গেলে অনাবাদি পতিত জমিতে ফল বাগান করে পাহাড়ে কৃষি বিপ্লব ঘটানো সম্ভব বলে মনে করেন অনেকেই।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

ভোরের দর্শন

05-Mar-23 Page:6 Size:24 col*inch

Tonality: Negative, Circulation: 140,000



কোম্পানীগঞ্জে আগাম তরমুজ

চাষে হতাশ কৃষক

নোয়াখালী প্রতিনিধি ।

২৫ একর জমিতে আগাম তরমুজ চাষ করেছেন কৃষক জয়নাল আবেদীন (৫০)। দীর্ঘদিন ধরে তরমুজ চাষাবাদে ঝুঁক থাকলেও এবার আগাম তরমুজে ফলন বিপর্যয় হওয়ায় হতাশ তিনি। এখন তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ে ফলন ভালো হওয়ার আশা করছেন। নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের মুছাপুর ইউনিয়নের পতিত জমি বর্গে নিয়ে ৫ বছর ধরে তরমুজ আবাদ করেন সুবর্ণচর উপজেলার চৰ আমান উন্নাই ইউনিয়নের বাসিন্দা কৃষক জয়নাল আবেদীন। তিনি বলেন, আমি ৩০ বছর ধরে তরমুজ আবাদে জড়িত। কখনো এত গোকসানে পঢ়ি নাই। আমার গাছগুলো খুব ভালো হয়েছে কিন্তু ফলন খারাপ হয়েছে। কেন ফলন খারাপ হলো তা আমার জানা নেই। তবে আগ্রাই যদি সহায় হয় তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ফলন ভালো হলে কিছুটা পুরিয়ে নেওয়া যাবে। জয়নাল আবেদীন আরও বলেন, চট্টগ্রাম, ফেনৌসহ বেশ কিছু জেলায় আমার তরমুজ যায়। ২৫ একর জমিতে তরমুজ চাষ করেছি। একর প্রতি খরচ হয়েছে ৭০ থেকে ৭৫ হাজার টাকা। কিন্তু কিছু কিছু জমিতে একদম ফল নাই। কৃষক মিজনুর রহমান বলেন, আমাদের তরমুজের অবস্থা ভালো না। আবহাওয়া খারাপ নাকি ওষুধ খারাপ আমরা বুঝতেছি না। ডাঙ্গারের পরামর্শ অনুযায়ী সকল ওষুধ দেওয়া হয়েছে। গাছ হাটপুট কিন্তু ফলন নাই। মুছাপুর ইউনিয়নে ১৫ একর জমিতে তরমুজ চাষ করেছেন আলমগীর হোসেন। তিনি বলেন, ৮ লাখ টাকা খরচ করে ১৫ একর জমিতে তরমুজ চাষ করেছি।

আশানুরূপ ফলন হয়নি। মুছাপুরের চেয়ারম্যান মো. আইয়ুব আলী বলেন, আমাদের এখানে তরমুজ চাষ খুব ভালো হয়। আগামীতে ভালো আবাদ হবে বলে আমি আশাবাদী। জান্ত-লোকসান মিলেই ব্যবসা। যদি কোনো কৃষক ক্ষতির মুখে পড়েন তাহলে অনুরোধ করব কৃষি অফিস যেন তাদের পাশে থাকে। আমিও চেয়ারম্যান হিসেবে পাশে থাকব।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. বেগল হোসেন বলেন, কোম্পানীগঞ্জে তরমুজ চাষে ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা লক্ষ্যমাত্রার বেশি আবাদ করতে সক্ষম হয়েছি। এ বছর কোম্পানীগঞ্জে ২ হাজার ৫ হেক্টর জমিতে তরমুজ আবাদ হয়েছে। আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০০ হেক্টর। তবে কেউ কেউ ক্ষতির মুখে পড়েছেন। আমি মনে করি আগাম চাষে ঝুঁকি ও লাভের সম্ভাবনা দৃঢ়োই থাকে। সুবর্ণচরের কৃষকের মাধ্যমে কোম্পানীগঞ্জে তরমুজ আবাদ শুরু হয়। ফলে দিন দিন আবাদের পরিমাণ বাঢ়ছে। নিয়মিত চাষিদের আমরা প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে থাকি। তবে সামনে রয়েজান আসছে তাই তরমুজে গোকসান হবে না বলে মনে করি। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদলের নোয়াখালীর উপ-পরিচালক মো. শহীদুল হক বলেন, এ বছর নোয়াখালীতে প্রায় ৭ হাজার ৯৫০ হেক্টর জমিতে তরমুজের চাষ করা হয়েছে। আগাম তরমুজ এখন বাজারজাতকরণের অপেক্ষায়। আমি নিজেই তরমুজ খেত ঘুরে দেখেছি। কিন্তু কোথাও আবাদ খারাপ হয়েছে বলে মনে হয়নি।

শেয়ার বিজ

সুজনের পথে উত্তোলন

06-Mar-23 Page: 7 Size: 20 col" inch

Tonality: Positive Circulation: 100,005

বদু মিয়ার জিংক আলুতে নতুন সন্তানা

শেয়ার বিজ তেক্ষণ

নিত্যনতুন ফসল আবাদ এবং রাশায়নিক সার ও বিষ প্রয়োগ না করে আলোচিত জাতীয় পুরস্কারগ্রাহক কৃষক বদু মিয়ার জমিতে এবার তালো ফলন হয়েছে জিংক আলুর। আবার রমজানকে সামনে রেখে বিটোর্চ জমিতে আবাদ করেছেন হরেক রকম ফসল। হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার অঙ্গপাড়া ছাম গোপীনাথপুরে এখন সবুজের সমারোহ। খবর: বাসম।

বিদেশি ও ব্যাক্তিগত ফসল আবাদ করে তাক-লাগানো বদু মিয়া এ বছর বাজিমাত করেছেন জিংক আলু বা কালো রংয়ের আলু আবাদ করে। কৃষক বদু মিয়া জানান, দুই বছর আগে বিএতিসিরি কর্মকর্তা রেজিউল করিমের কাছ থেকে তিনি জিংক আলুর বীজ সংগ্রহ করেন। হল্যাণ্ডে এ আলুর আবাদ করা হয়। অত্যন্ত পুষ্টিকর এ আলু বাংলাদেশে তিনিই প্রথম আবাদ করেছেন। বীজের অভাবে এবছর মাত্র ২০ শতাংশ জমিতে আবাদ করেছেন এ আলু। ফসল হয়েছে ৪০ মণ। ঘরে আনার আগেই শেষ হয়েছে বিক্রি। কৃষক বদু মিয়া জানান, জিংক আলু উৎপাদন

করার পর ৬০ টাকা কেজি দরে আগাম বিক্রি হয়ে যায় সব আলু। নাফকো কোম্পানি ১০ মণ এবং হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ইশ্বরাত জাহান ও মাধবপুর খানার ওসি আলুর রাজাক তিনি ফণ করে এ আলু ক্রয় করেন। এ আলু দেখতে ও কিনতে অনেকেই তার বাড়ি ও খামারে ভিড় জমান। ভবিষ্যতে আরও বেশি পরিমাণ জমিতে এ আলু আবাদ করার ইচ্ছাও জানান তিনি। জিংক আলু নিয়ে জনতে চাইলে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. বিমল কুণ্ড জানান, বারিতে এ জাত আছে। এটি জিংক ও আবরণসমূহ হওয়ায় স্বাস্থ্যের জন্য উপকরী। তবে এটি শিক্ষিত সমাজে সমানুভ হলেও সাধারণ মানুষ এখনও এটি পছন্দ করেন না। কারণ এর রং কালো এবং রানা করলে গলে যায়। তবে বিদেশিরা এটিকে হাঙ্কা সিদ্ধ করে সাজাদ করে খায়। আমাদের দেশেও একসময় এটি জনপ্রিয় হবে। কৃষক বদু মিয়া এ আলু আবাদ করেছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি।

এদিকে বদু মিয়া রমজানকে সামনে রেখে তার জমিতে লাগিয়েছেন বিভিন্ন ধরনের ফসল। এর মাঝে ইতিবার গ্রিন ব্ল্যাক কাপসিকামে ভরে গেছে

মাঠ। রমজানের কয়েক দিন আগে থেকেই এ ফসল বাজারে নেয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন বদু মিয়া। বাহুলী ও বিটাটিফুল টমেটোও পাকতে শুরু করেছে। সামাজিক গাছে ফল ধরেছে। পুরো রমজান মাসেই বিক্রি হবে বেগুন। শসার ফলনও পুরো রমজানে চলবে। আবার সিদকে সামনে রেখে আলাদাভাবে আবাদ করা হয়েছে শসা।

এ বাপারে কৃষক বদু মিয়া জানান, গাছ লাগানো থেকে শুরু করে ফসল আস। এবং পরিপক্ষ হওয়ার জন্য যে সময় প্রয়োজন, সেই সময়কে হিসাব করে রমজান মাসকে টার্ণেট করে ওই সময়ে যে ফসলের চাহিদা বেশি থাকে সেই ফসল বেশি করে আবাদ করা হয়েছে। আবহাওয়া যাতে ক্ষতি করতে না পারে, সেজন্য সেচ ও শ্রিনহাউসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ফসল থেকে তালো লাভবান হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

তিনি আবারও জানান, এ বছর জিংক আলু, তায়মন্ত আলু, দেশি আলু, মিটিআলু, পার্গাল ভূঁটা, টমেটোসহ বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলিয়ে লাভবান হয়েছেন। বিষযুক্ত হওয়ায় মানুষ তার বাড়িতে এসেই তা কিনে নেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:1512107 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 42,796

সময় প্রবাস

২১ টা ২৫ মিনিট, ৪ মার্চ ২০২০

কুয়েতের কৃষি খাতে বাংলাদেশিদের দাপট

কুয়েতে দিন দিন বেড়েই চলেছে স্থানীয়ভাবে শাক সবজি উৎপাদন। কৃষি কাজ ও বিক্রির সিংহভাগ রয়েছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দখলে।





কুয়েতে বাড়ছে দেশি শাক-সবজি উৎপাদন। ছবি: সময় সংবাদ

মস্ট সুমন

১ মিনিটে পড়ুন



কুয়েত সিটি থেকে শত মাইল দূরে ইরাক সীমান্তবর্তী অঞ্চল আবদালি। এ অঞ্চলটিকে প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিপণ্য উৎপাদনে উপযোগী করে তোলা হচ্ছে।

অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি এসব কৃষি জমিতে কাজ করার পাশাপাশি জমি লিজ নিয়ে নিজ উদ্যোগেই উৎপাদন করছেন দেশ-বিদেশি নানা জাতের শাক সবজি।

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এসব শাক সবজি বিক্রয় করা হয় আবদালি অঞ্চলে। স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করে দেশটির চাহিদা পূরণে যেমন ভূমিকা রাখছেন তেমনি বেশ সফলতা পাচ্ছেন উৎপাদনকারী প্রবাসীরা।

তারা জানান, বাংলাদেশ থেকে বীজ এনে এখানে ফসল উৎপাদন করা হয়। এরপর বিক্রি করা হয় স্থানীয় বাজারে।

এদিকে বাজারের বেশির ভাগ ক্রেতা স্থানীয় নাগরিক। এর পাশাপাশি এ অঞ্চলে ঘুরতে আসা অনেক প্রবাসীরা টাটকা শাক সবজি ক্রয় করে থাকেন।

প্রবাসী ক্রেতারা বলেন, 'এখানে দেশি টাটকা শাক-সবজি পাওয়া যায়। দেশি স্বাদ গ্রহণের আসায় এখান থেকে ক্রয়

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

করছি।'

মানসম্মত খাদ্যসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকায় শান্তিপূর্ণ দেশ কুয়েতে যুগের পর যুগ ধরে অনেক প্রবাসী অবস্থান করছেন।



ঢাকা টাইমস

ওয়েবসাইট: www.dhakatimes24.com

কর্মসূচির সহজ জোশ

05-Mar-23 Page: 5 Size: 24 col*inch

Tonality: Positive, Circulation: 84,000

ধানের রাজ্যে এবার ভূট্টার বাস্পার ফলনের সন্তানা



নাজমুল হক নাহিদ, আতাই (নওগাঁ) ■

ধানের রাজ্য হিসাবে খ্যাত দেশের উভর জনপদের জোড়া নওগাঁর আতাইয়ে এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অধিক পরিমাণ জমিতে ভূট্টা চাষ করা হচ্ছে।

ভূট্টার বাস্পার ফলনে আশাবাদী কৃষকরা। অনুকূল আবহাওয়া ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিতে কৃষকদের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ায় স্বল্প খবরে যথাসময়ে কৃষকরা এবার ভূট্টার বাস্পার ফলন পাবে বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ।

উপজেলা কৃষি অধিদপ্তর সুত্রে জানা গেছে, এবারে উপজেলার আটটি ইউনিয়নে চার হাজার ৪৫০ হেক্টের জমিতে ভূট্টার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা

হচ্ছে তার চেয়ে অধিক জমিতে এবার ভূট্টার চাষ করা হচ্ছে। এবার ভূট্টা চাষে উপজেলার কৃষকরা বেশি খুঁকে পড়ছে। ভূট্টা চাষে খরচ কম অর্থে ফলন ও দাম বেশি পাওয়ায় কৃষকদের মধ্যে ভূট্টা চাষের আগ্রহ বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

উপজেলা জাতোপাড়া গ্রামের কৃষক মুনির হোসেন বলেন, এলাকার মেসব জমিতে আগে বোরোচাষ করা হতো সেই জমিগুলোতেই আমরা এবার ভূট্টা চাষ করছি। বোরোচাষে উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। অর্থ ঘর্ঘন ধান কোটা মাঝাই শুরু হয় তখন ধানের বাজারে ধস নামে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচই উঠে না। কিন্তু ভূট্টার

উৎপাদন খরচ যেমন কম দামও অনেক বেশি থাকে। এ জন্য আমরা ভূট্টা চাষে এবার খুঁকে পড়েছি।

উপজেলার হাতিয়াপাড়া গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলাম বলেন, আমাদের এলাকা আলু চাষের জন্য দীর্ঘদিন থেকে বিয়াত। উপজেলার সিংহভাগ আলু আমাদের এলাকায় উৎপন্ন হয়ে থাকে। সৌসানের শেষ দিকে আলুর দাম বাড়লেও এর মূলাফা কৃষকরা পায়নি। মূলাফা পেয়েছে মজতদাররা। তাই এবার ভূট্টা চাষ করছি। আশা করি ফলনও বাস্পার হবে। তবে ন্যায্য দাম পেলে কষ্ট সার্থক হবে।

উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের শলিয়া ঝুকের উপসহকরী কৃষি কর্মকর্তা কেএম মাহাবুব বলেন, এবার গত বছরের তুলনায় আমাদের এলাকায় ভূট্টার আবাদ অনেক বেশি হয়েছে। আশা করছি ভূট্টার বাস্পার ফলন হবে এবং নিয়মিত কৃষকদের পর্যবেক্ষণ পরামর্শ দিয়ে আসছি। এলাকার কৃষকরা যাতে ভূট্টা যথাযথভাবে সংর খরচে উচ্চ ফলনগুলী ভূট্টা উৎপাদন করতে পারেন এ জন্য আমরা প্রতিনিয়ত কৃষকদের কাছে শিয়ে পরামর্শ দিচ্ছি। বিভিন্ন বৈগবলাই থেকে ভূট্টাকে মুক্ত রাখতেও পরিমিত পরিমাণ ওষুধ প্রয়োগের পরামর্শ দিয়ে থাকি।

এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কেএম কাউছার হোসেন জানান, সব ধরনের ফসল উৎপাদনে আমরা কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বৃক্ষ করছি। যাতে করে কৃষকরা সহজভাবে কৃষি উপকরণ পায়। বিশেষ করে বীজ, সার ও তেল এবং জন্য সার্বকাগণিক মনিটারিং করছি। এবার ভূট্টার ফলন ভালো হয়েছে এবং বাস্পার ফলনের সন্তানা রয়েছে।

05-Mar-23 Page: 7 Size: 40 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 40,550

Combine harvester cuts farming cost

BP Desk

There is no alternative to modernization and mechanization of agriculture to ensure food security in the global economic recession. 12 categories of machinery are being distributed in Haor and Coastal areas with 70 per cent subsidy and 50 per cent subsidy in plains through Agricultural Mechanization Scheme through Integrated Management. Category 12 machines are combine harvesters, reapers and reaper binders, rice transplanters, seeder/bed planters, power threshers, maize shellers, power sprayers, power weeders, dryers, potato diggers and potato chips making machines.

So far, a total of 25,165 agricultural machines have been distributed under the scheme, out of which 7256 are combine harvesters. These agricultural machines are changing the life of agriculture and farmers. Tariq Mahmudul Islam, project director of the 'Agriculture Mechanization through Integrated Management' project, agriculturist, said these things recently.

The project director also said that during Ropa Amon season, the amount of cultivated land in Bangladesh is 57 lakh 30 thousand 764.2 hectares. The amount of land harvested by combine harvesters is 6 lakh 42 thousand 870.51 hectares which is 11.22% of the total cultivated land.

The amount of saving to the farmer in harvesting paddy by combine harvester is about Tk 549 crore 21 lakh. Harvesting of paddy by combine harvesters has prevented about 2 lakh

18 thousand tons of grain wastage with a market value of about Tk 570 crore 20 lakh. The total amount of money saved by farmers in the use of combine harvesters during the planting season in Bangladesh is about Tk 1119 crore 41 lakhs.

Talking to the project director, Mr. Tariq Mahmudul Islam, it is known that 11 thousand 800 taka is spent in cutting, threshing and threshing 1 acre of land by laborers in the traditional method. Harvesting, threshing and threshing of 1 acre of land through combine harvester costs only 6 thousand rupees (all costs included). That is, the profit per acre of land through combine harvester is 5 thousand 800 taka. Post-harvest wastage of combine harvesters is 2-3%, compared to 10-12% in

conventional systems.

The Deputy Director of Agriculture Extension Department, Bhola, Hasan Warisul Kabir said that in Bhola, harvesting of paddy by combine harvester during Ropa Amon season has saved about 89 crore 74 lakh rupees. Deputy Director, Directorate of Agriculture Extension, Sherpur said that total savings of Tk 4 crore 54 lakh have been achieved as a result of harvesting paddy by combine harvester during Ropa Aman season in Sherpur district. Besides, Deputy Director of Agriculture Extension Department, Kishoreganj, Mr. Abdus Sattar said that the total amount of money has been saved as a result of harvester harvester paddy cutting in Ropa Amon season in Kishoreganj.



আমাদের মন্ত্র

05-Mar-23 Page: 7 Size: 20 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 115,000

আদার আবাদ বাড়ছে পাহাড়ে

জিয়াউর রহমান জুয়েল, রাঙামাটি *

পাহাড়ে আদার বাণিজ্যিক চাষাবাদ দিন দিন বাড়ছে। চলতি মৌসুমে ৫০০ কোটি টাকার বেশি আদা উৎপাদন হচ্ছে। যা স্থানীয় চাহিদা মিঠীয়ে যাচ্ছে সারাদেশে। উদ্যোগ নিলে দেশের সিংহভাগ আদার চাহিদা এই রাঙামাটি থেকেই প্রণ করা সত্ত্বে বলে মনে করছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ। এ জন্য আমদানিনির্ভরতা কমাতে চাষাবাদ বৃক্ষের তাগিদ কর্তৃপক্ষের। তবে উৎপাদন বাড়তে ঝণ সহায়তার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ আর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা চান পাহাড়ের আদা চাষিয়া।

রাঙামাটি কৃষি সম্পদাবল অধিদপ্তর সহকারী পরিচালক তপন কুমার পাল বলেন, রাঙামাটি জেলায় এ বছর তিন হাজার একশ হেক্টেরের বেশি জমিতে আদার চাষ হচ্ছে। উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৩৯ হাজার টন। যার আর্থিক মূল্য ৫০০ কোটি টাকার বেশি। এ চাষ ক্রমাগত বাড়ানো গেলে দেশের সিংহভাগ আদার চাহিদা এই রাঙামাটি থেকেই মৌলো সত্ত্বে।

তিনি পার্বত্য জেলায় পাহাড়ের পাদদেশে ও ঢালে আদার চাষ হয়। উন্নত পদ্ধতিতে আদার চাষ করে হেক্টেরপ্রতি ২০ থেকে ২৫ টন ফলন পাওয়া যায়। তাই তিনি পার্বত্য জেলায় বিপুল সঞ্চাবনাময় এই আদা চাষ বাড়ানো গেলে মৌসুমে অন্তত এক হাজার কোটি টাকার আদা উৎপাদন সত্ত্বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণত 'স্থানীয়' এবং 'ঘাই' এই দুই জাতের আদা চাষ করা হয়। তবে 'ঘাই' জাতের আদা আকারে বড় হয়ে থাকে। মূলত বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে জমিতে আদা লাগানো হয়।

পৌষ মাসে পাতা শুরুতে শুরু করলে আদা তোলা শুরু হয়। আদা চাষে থুকি কর কিন্তু লাভ বেশি।

পতিত জমিতেও চাষ করা যায়। বিশেষ করে

নানিয়ারচর ও বরকলসহ বেশি কয়েকটি এলাকায়। এখন চলছে আদা সংগ্রহের মৌসুম। এবার ফলনও হয়েছে ভালো। তবে বাজারে বিদেশী আদার প্রভাব আর চাষাবাদে খরচ বেশি পড়ার কিছুটা অস্বত্ত্বে আছেন চাষিয়া।

কাউখালীর ঘাগড়া চেলাছড়া গ্রামের বাসিন্দা আদাচাষি শরৎ মনি চাকমা বলেন, আমরা সন্তানে পদ্ধতিতে আদার চাষ করি। চাষাবাদ বাড়ানোর জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা দরকার।

স্বাদ ও সুগন্ধের কারণে পাহাড়ে উৎপাদিত আদার চাহিদা দেশজুড়ে। রাঙামাটি-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কাউখালীর ঘাগড়া বাজার আদার সবচেয়ে বড় হাট। সান্ধাহিক দুই হাটের দিন বিপুল পরিমাণ আদা কেনা-বেচা হয়। বাজার ঘরে দেখা যায় সেখানে মান ভেন্দে মৎস্যপ্রস্তুতি আদা বিক্রি হচ্ছে ৩২০০ থেকে ৪০০০ টাকা। এখান থেকে ঢাকা, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লাসহ সারাদেশে সরবরাহ হয় মসলা জাতীয় এ পণ্য।

ঘাগড়া বাজারের আদা ব্যবসায়ী মো. ইউসুফ বলেন, 'এটা আমাদের দেশি আদা। এর স্বাদ বেশি, গ্রাম (ঘাই) বেশি। তাই চাহিদা ও বেশি। চাহিদার কথা মাথায় রেখে অনেক ব্যবসায়ী পাহাড়ে আদা কিনতে আসেন।'

কাউখালী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা শক্রে তালুকদার বলেন, উন্নত পদ্ধতিতে কীভাবে আদার চাষাবাদ করে ছিঞ্চণ ফলন পাওয়া যায় তাৰ পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কেবল সময় চাষ ও ফসল তুলে বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে এমন তথ্যও দেওয়া হয়।



যেখানে কোনো ফসল ফলানো যায় না সেখানে আদার চাষ করা যায় নিশ্চিন্তে। আদার তেমন কোনো রোগবালাই বা পোকা-মাকড়ও দেখা যায় না।

রাঙামাটিতে বাণিজ্যিকভাবে আদা উৎপাদন হয় সদর উপজেলা, কাউখালী, কান্তাই, রাজস্থলী,

Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)

National News Agency of Bangladesh

05-Mar-23 Page:1 Size:996 150 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 9,033

শরীয়তপুরের জাজিরায় নিরাপদ টমোটো আঙ্গু ফিরেছে তোকাদের

● বাসস

① ০৮ মার্চ ২০২৩, ১১:৪৩



॥ এস এম মজিবুর রহমান ॥

শরীয়তপুর, ৪ মার্চ, ২০২৩ (বাসস) : জেলার জাজিরায় প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে টমেটো চাষ শুরু হওয়ায় আঙ্গু ফিরে এসেছে তোকাদের। রাসায়নিক ব্যবহার করে টমেটো পাকানো হয় আতঙ্কে বিগত বেশ কয়েক বছর

থেকে শরীয়তপুরের বাজারগুলোতে টমেটো বিক্রি করে গিয়েছিল। খাদ্য তালিকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ওষধী গুণ সম্পন্ন অন্যতম জনপ্রিয় এ সবজির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে এ মৌসুমে জাজিরার বিলাসপুরের মূলাই বেপারীর কান্দিতে কুন্ডেচর ইউপি চেয়ারম্যানসহ ৫ জন কৃষক ৫ বিঘা জমিতে বিষমুক্ত পদ্ধতিতে টমেটো চাষ করেছেন। টমোটো পাকাতেও তারা অবলম্বন করছেন প্রাকৃতিক পদ্ধতি। ফলে কৃষক শুধু বেশি বাজারমূল্যাই পাচ্ছেন না, খাবার তালিকার পছন্দের এ সবজির প্রতি ফিরিয়ে এনেছেন ভোকাদরে আস্থাও। স্থানীয় কৃষি বিভাগ বলছে, ক্যাঞ্চর প্রতিরোধক গুণসম্পন্ন নিরাপদ টমোটো আবাদে কৃষক শুধু অর্থনৈতিকভাবে লাভবানাই হবেন না, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনও হবে বেগবান।

জাজিরা উপজেলার কুন্ডেচর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন বলেন, রাসায়নিক দিয়ে টমোটো পাকানোর আতঙ্কে আমি নিজেও বেশ কয়েক বছর যাবত টমেটো খাওয়া একদম কমিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এ মৌসুমের প্রথম দিকে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শের ফলে টমেটোর প্রতি ভোকাদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে পরীক্ষমূলভাবে ৫ বিঘা জমিতে নিরাপদ পদ্ধতিতে টমোটো চাষ ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পাকানো শুরু করি। এতে আমাদের ৫ জনের খরচ হয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। বাজারে আমাদের টমেটোর চাহিদা এতোটা হবে তা বুঝতে পারি নাই। আশা করছি ৬ লক্ষ টাকার উপরে বিক্রি হবে। বাজারে আমার টমেটো বিক্রি শেষ না হতে বাইরের টমেটো কেউ বিক্রি করতে পারে না। এ সাফল্যে আমি খুশী। আগামীতে আমি এ পদ্ধতিতে ৩০ বিঘা জমিতে টমেটো আবাদের পরিকল্পনা করছি।

জাজিরা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: জামাল হোসেন বাসস'কে বলেন, টমোটোতে রাসায়নিকের প্রভাব আতঙ্কে গত কয়েক বছর থেকে ক্ষেতাদের অনাস্থার কারণে জাজিরায় কমছিল আবাদের পরিমাণ। তবে ক্যাঞ্চার জীবাণু প্রতিরোধক নিরাপদ টমোটো আবাদ ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পাকানোর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় এখন আস্থা ফিরছে ভোকাদের। আমরা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনকে সফল করতে আমরা সকলেই মাঠ পর্যায়ে কৃষকদেরকে সব ধরনের সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে যাচ্ছি। ফলে আগামীতে আবারও জাজিরায় টমেটোর আবাদ বৃদ্ধি পেয়ে আগের অবস্থাকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদী। এবছর জাজিরা উপজেলায় ৩শ' ৫০ হেক্টের জমিতে টমো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও আবাদ হয়েছে ৪শ' হেক্টরে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

আমাদের জীবন
সময়

05-Mar-23 Page:6 Size:18 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 161,160



রাজশাহীর পেয়ারা যাচ্ছে দেশের বাইরে

মঙ্গল উকীল: আমের পাশা-পাশি রাজশাহীর বাধা উপজেলা থেকে প্রথম বাবের মতো ৫০০ কেজি পেয়ারা ইটালিতে বন্ধনি করা হয়েছে। সোমবার একটি বাবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই পেয়ারা বন্ধনি করা হয়েছে। এরপর বরই বিদেশে রঙ্গানি পণ্য হিসেবে সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং অন্দর ভবিষ্যাতে এটি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেন বাধা উপজেলা কৃষি অফিসার শফিউল্লাহ সুলতান।

রাস্তার দুই ধারে সারি-সারি আম বাগান আর সুবীরা-বাহারি জাতের আমের কথা উঠলেই চলে আসে রাজশাহী অঞ্চলের নাম। এই জেলাকে আমের জন্ম বিশ্বাত বলা হলেও মূলত আম প্রধান অঞ্চল তিসাবে খাত জেলার বাধা ও চারগাট উপজেলা। এর মধ্যে মাটির গুণাগত কারণে বাঘার আমকে দেশ বিশ্বাত হিসাবে বেতাব দিয়েছেন রাজধানী ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বাবসায়ী ও ক্ষেত্রে। যার উদাহরণ হিসাবে লক্ষ্মীয় গত ৬-৭ বছর ধরে এ উপজেলার আম বন্ধনি হচ্ছে টিংলান্ড, নেদাবলান্ড, সুইডেন, নরওয়ে, পর্তুগাল এবং ফ্রান্স-সহ বিশ্বাত।

সম্পূর্ণ ফরমালিন ও কেমিক্যাল মূল্য এই আম ইতোমধ্যে বাঘার সুনাম দিয়ে এনেছে।

চলতি মওসুমে আমের পাশা-পাশি বাধা উপজেলা থেকে প্রথমবারের মতো ৫০০ কেজি পেয়ারা ইটালিতে বন্ধনি

করা হলো। এটি মেসার্স আদাৰ ইটারন্যাশনাল, ঢাকা'র মাধ্যমে বন্ধনি করলেন বাঘার কলিগ্রাম এলাকার বৃহৎ ও সফল ফল উৎপাদনকারি ঘোষণাকুল ইসলাম সানা। ভবিষ্যতে বরই বিদেশে বন্ধনি পণ্য হিসেবে সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুরু দৃতই পেয়ারা এবং বরই বেশি পরিমাণে বন্ধনি করার জন্ম বন্ধনিকারকদের সাথে আলোচনা করা হচ্ছে এবং অন্দর ভবিষ্যাতে এর ফলাফল জানাবে হবে বলে মন্তব্য করেছেন উপজেলা কৃষি অফিসার শফিউল্লাহ সুলতান। তিনি বলেন, রাজশাহীর ৯ টি উপজেলার মধ্যে ৮ টিতে যে পরিমাণ আম বাগান দিয়েছে, তার সম্পরিমান বাগান দিয়েছে কেবল বাধা উপজেলায় কৃষি অফিসার শফিউল্লাহ সুলতান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক পেইজে লিখেছেন। চার্কারি জীবনে নিজের জন্ম কিছু করতে পারিনি। তবে কৃষকদের জন্ম কিছু করে যেতে চাই। কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশের একটি জ্যায়গা ও যেনে অনাবাদি না থাকে। আমি এবং আমার টিমের সদস্যারা সেই লক্ষ্যে নিয়ে যাই পর্যায়ে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন সহ কৃষকদের নানা পরামর্শ দিয়ে তাদের উদ্বৃক্ষ করে থাকি। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কৃষিতে বহুক্ষেত্রে ব্রহ্মপুর হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, অন্যান্য ক্ষেত্রেও শুরু অঁচিরে দেশ স্ব-নির্ভর হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে।

প্রতিদিনের সংবাদ

www.protidinersangbad.com

05-Mar-23 Page:4 Size:30 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 126,100

সমলয়ে চাষাবাদ হোক সারা দেশে

কৃষিকাজে এখন আর সনাতন পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না
বললেই চলে। যন্ত্রপাতির সাহায্যেই প্রায় সবকিছু করা যায়। এরই মধ্যে
হালের বলদের স্থান দখল করে নিয়েছে কলের লাঙল, ট্রাস্টের বা পাওয়ার
টিলার। আগে যেখানে এক হাল (এক জোড়া গুরু ও একটি লাঙল) দিয়ে
আধা বেলায় এক চাষ করা যেত, বড়জোর এক বিঘা জমি সেখানে এখন
ট্রাস্টের সাহায্যে চার চাষ করা যায় মাত্র এক ঘণ্টায়। বীজ বপনের যন্ত্র
হিসেবে বাজারে এসেছে সিডার। ধানের চারা লাগাতে এসেছে রাইস
ট্রান্সপ্লান্টার।

জমিতে পানিসেচ দেওয়ার জন্য রয়েছে শ্যালো ইঞ্জিন বা বিদ্যুৎচালিত
মোটর। ধান কাটার জন্য কৃষকের নাগালের মধ্যে এসে গেছে পাওয়ার
রিপার ও কংকাইন হারভেস্টার। মুহূর্তের মধ্যেই ধান মাড়াই করা যাচ্ছে
পাওয়ার খেসার দিয়ে। উইডারের সাহায্যে সহজেই দমন করা যাচ্ছে
আগাছা। টেক্কির জায়গা দখল করে নিয়েছে চালকল, এমনকি এসে গেছে
ভ্রাম্যমাণ চালকল। আমদানি হয়েছে সিড প্রেডিং মেশিন, গুটি ইউরিয়া
প্রয়োগ যন্ত্র, ড্রায়ার ও আরো অনেক কৃষি-যন্ত্রপাতি। তা ছাড়া বিভিন্ন
ফসলের হাইব্রিড জাত এবং নানা ধরনের রাসায়নিক প্রযুক্তি তো দিন দিন
আসছেই। মোট কথা, আধুনিকতার ছোয়ায় বদলে গেছে অনেক কিছুই,
হাতের বদলে যন্ত্রই হয়ে উঠেছে কৃষিকাজ করার হাতিয়ার। এ ক্ষেত্রে

পিছিয়ে নেই চাষাবাদের পদ্ধতিও। জমির অপচয় রোধ ও খরচ কমিয়ে ফসল উৎপাদনে আশার আলো দেখাচ্ছে 'সমলয়' নামের নতুন চাষাবাদ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বৃহৎ পরিসরে প্রয়োগ করায় পুরো প্রক্রিয়ায় যত্নের ব্যবহার হচ্ছে। সমলয় পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন জমিতে নানা জাতের ধান চাষ না করে কৃষকরা একটি জমিতে সব প্লটে একই জাতের ধান রোপণ করেন। এই পদ্ধতিতে চারা রোপণ থেকে শুরু করে সব প্লটে ফসল কাটা পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে একই সময়ে সম্পাদিত হয়। জমির অপচয় রোধে প্রচলিত পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি না করে প্লাস্টিকের ফ্রেম বা ট্রেতে বীজ রোপণ করা হয়। ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে চারা রোপণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। প্রস্তুত হয়ে গেলে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ব্যবহার করে চারা রোপণ করা হয়। একই সময়ে সব চারা রোপণের কারণে একটি নির্দিষ্ট এলাকার সব খেতের ফসল একই সময়ে পাকে। এতে ধান এক দিনে একসঙ্গে মেশিনে কাটা ও মাড়াই করা যায়। কৃষি অধিদপ্তর বলছে, ছোট ছোট জমিতে বড় কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার কষ্টকর। তাই এলাকাভিত্তিক কৃষকদের সংগঠিত করে অধিক জমিতে কৃষিযন্ত্রের মাধ্যমে একই সময়ে, উন্নতমানের একই জাতের ধান লাগানো হয়। এতে ধান একসঙ্গে পাকলে সহজেই যন্ত্র দিয়ে কাটা সহজ হয়। সমলয় পদ্ধতিতে ধান চাষ করলে উৎপাদন ব্যয় কমছে ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ। বেড়ে যাচ্ছে কৃষকের লাভ। এর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আধুনিক চাষাবাদেও অভ্যন্তর হতে শুরু করেছেন দেশের কৃষকরা। এ ছাড়া যেকোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্যও এই পদ্ধতির চাষাবাদ ব্যাপক উপকার। আশার কথা হচ্ছে, কৃষকদের উন্নুন্ন করে সমলয় পদ্ধতি জনপ্রিয় করতে ব্যাপক প্রয়োদন দিচ্ছে সরকার। এখন এ পদ্ধতি সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া গেলে উৎপাদন আরো বাঢ়বে। তার চেয়ে বড় কথা, শ্রমিক কম লাগবে বলে প্রতি বছরই কৃষি খাতে যে শ্রমিক সংকট হয়, তা-ও কাটবে।

Mustard harvesting goes on in Panchagarh

PANCHAGARH: Farmers in the district have started harvesting Mustard with much-enthusiasm as they have got bumper production of the crop, reports BSS.

Mustard harvest has started in the first week of February which will continue till end of March.

Farmers are happy to see bumper production and get fair price of the oil seed as per maund (40 kg) mustard is being sold at Taka 2500 to Taka 3000.

Many farmers have said favorable weather condition and timely supply of necessary agri-inputs were the main reasons behind the bumper production.

Department of Agricultural Extension (DAE) sources said about 6,040 hectares of land have been brought under mustard cultivation this year with the production target of 10535 metric tons of mustard seeds.

The DAE sources said this year the weather was good and the department has ensured supply of seed, fertilizers, pesticide and other agri-inputs to the

farmers at a cost of free for boosting production of mustard.

The DAE has also given training on use modern technology to the farmers for mustard cultivation to make the farming a success.

"I have cultivated high yield Bari-14 variety of mustard on five bighas of land spending Taka 27,000 aiming to become financially self-reliant," said farmer Sunil Kumar under Debiganj upazila.

He said, "I am expecting over 40 maunds of output from the crop land".

Another farmer Rasidul said he mostly depends on mustard cultivation every season.

He uses fungicide, pesticide along with chemical fertilizer at his mustard field during the time of tilling the land.

Deputy director of DAE Panchagarh Md Rias Uddin told BSS fungicide and pesticide is boosting the production of farmers crop including mustard seed.

The farmer show more interest to grow the crops as its cultivation is easy and lucrative, he added.

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

রাজস্ব চুক্তি
ভোরের দর্শন

05-Mar-23 Page:3 Size:18 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 140,000



ফুলবাড়ীতে বোরো ধান চাষে ব্যস্ত কৃষক

মোস্তাফিজার রহমান, ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম) : কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে চলতি ইরি-বোরো মৌসুমে জমিতে চারা ঝোপণ কাজ শেষ করেছেন বেশিরভাগ কৃষক। চারা ঝোপদের পর জমিতে সেচ দেয়া, নিউনি দেয়া, সার প্রয়োগসহ ক্ষেত্রের পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষিয়া। উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘূরে দেখা গেছে, চলতি ইরি-বোরোমৌসুমে জমিতে ধানের চারা ঝোপণ কাজ শেষ করেছেন বেশিরভাগ কৃষক। ধানের চারা ঝোপদের পর জমিতে নিয়মিত সেচ, সার প্রয়োগ ও নিউনি দিচ্ছেন। সবমিলিয়ে ধান চাষাবাদকে ঘিরে মোটামুটি ব্যস্ত সময় পার করছেন। কৃষকদা বলছেন, ভালো ফলন পেতে খেতের পরিচর্যা অত্যন্ত উচ্চত্বপূর্ণ। ক্ষেত্রের সঠিক পরিচর্যা করতে না পারলে কমনে ফলন। আর ভারি হবে লোকসানের পাশ্চা।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে, উপজেলার চলতি ইরি-বোরোমৌসুমে ১০ হাজার ১৩৭ হেক্টর জমিতে ধান চাষাবাদের শক্তিমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১০ হাজার ১২৩ হেক্টর জমিতে কৃষকেরা ধানের চারা ঝোপণ কাজ শেষ করেছেন। উপজেলায় চলতি মৌসুমে চাষাবাদের জন্ম ১০ হাজার ৫৩ মেট্রিকটন ইউরিয়া, ৪ হাজার ৮৬৪ মেট্রিকটন টিএসপি, ৪ হাজার ১৬৫ মেট্রিকটন ডিএপি ও ৫ হাজার ২১৭ মেট্রিকটন এমওপি সাতের চাহিদা রয়েছে। এখন পর্যন্ত কৃষকরা চাহিদা মত সার পাচ্ছেন। ধান চাষাবাদের বিষয়ে উপজেলার শাহবাজার এলাকার কৃষক শাহজাহান

আলী বলেন, আমি এখায়ে ৭ একর জমিতে ধান চাষাবাদ করছি। জমিতে চারা ঝোপদের পর এখন সার প্রয়োগ ও নিউনি নিচ্ছি।

ক্ষেত্রের পরিচর্যা সারাদিন ব্যস্ততায় দিন কাটছে। বর্তমানে তেল, সার, কাঁচামশকসহ সব কিছুরই নাম বেশি। চাষাবাদ করতে আগের কুনায় অনেক বেশি ব্যবস্থা করত হয়। ভালো ফলন না পেলে তো খরচের টাকা উঠবে না। নিশ্চিত লোকসান উন্নতে হবে। তাই লোকসান এভাবে ধানক্ষেত্রের যত্ন নিচ্ছি। বাকিটা আস্তাহ ভাসা। বড়ভিটা ইউনিয়নের মণ্ডাবশ গ্রামের কৃষক বাইটাল ইসলাম ও আলমগীর হেমেন বলেন, জমিতে চারার বাস চালুশ দিন হয়েছে। ইতিমধ্যে জমিতে প্রথম ধাপে সার ছিটিয়ে নিউনি দিয়েছি। ক্ষেত্রের অবস্থা আপাতত ভালোই দেখা যাচ্ছে। তবে সঙ্গাহ ধানেকের মধ্যে ছিটীয়া ধাপে সার সিংতে হবে। আবার নিউনি দিতে হবে। আবাদে শুধু খাটাখাটিনি করতে হচ্ছে।

উপজেলা কৃষি অফিসার নিলুকা ইয়াসমিন বলেন, বর্তমানে অধিকাংশ কৃষক ধানখেতে সার প্রয়োগ করছেন। কৃষকদের মধ্যে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার সরবরাহের লিকে বিশেষ উচ্চতা দেয়া হয়েছে। আমরা উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় নিয়মিত বাজার মনিটরিং করছি। এর পাশাপাশি ধানক্ষেত্রের পরিচর্যায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

Tk 500cr Haribhanga mango trade likely in Rangpur this year

Zakir Hossain . Rangpur

Rangpur farmers are expecting a bumper production of Haribhanga mango, a fibreless, fleshy and highly tasty local variety in Rangpur agriculture region this year.

Officials of the Department of Agricultural Extension (DAE) at its Rangpur regional office predict a super bumper output of the mango worth about Tk 500cr following favourable climatic conditions.

Mango growers are now busy nursing the plants and trees in the orchards to achieve the target of bumper produce.

According to the DAE, the farmers have cultivated the mango on 3,215 hectares of land in all five districts of the region fixing the production target of 20-22 tonnes per hectare including on 1,887 hectares of land in Rangpur alone while it was 2,300 hectares last year.

Horticulture Specialist, DAE Rangpur region, Khondoker Mesbahul Islam said, the target of the farming is likely to exceed this year.

The field-level agriculture officers are advising the farmers to take care of the plants in the orchard for their huge economic potential.

Mostafizur Rahman, a mango grower and trader at Moyenpur village in Akhirhat union under Mithapukur upazila said, the plants have witnessed huge sprouting this year which started at the beginning of February and it will continue till mid of March.

The variety has a huge demand across the country for its unique taste. Traders from different areas of the district and elsewhere in the country have started advance contact with the local growers and purchase the orchards for business.

Deputy Director, DAE Rangpur, Obaidur Rahman said the budding started early this year. The farmers will get bumper yield if the sprouting is not affected by the wild wind in the month of Boishakh.



Haribhanga mango trees sprout flowers at an orchard in Rangpur

- Zakir Hossain

Several mango orchards have been developed in different upazillas of the district over the past years as the growers found farming lucrative compared to other crops.

The number of orchards in the district has been increasing every year. Many of the paddy farmers have been cultivating mango in their lands instead of paddy for economic benefit. People in the villages are even seen cultivating the plant in their yards and abandoned spaces. Farming has strengthened the rural markets of the districts by creating huge job opportunities for vulnerable people that adds a new dimension to the regional economy.

The farmers are expecting to do business with the seasonal fruit for around Tk 500 crore this year while they traded

around Tk 400 crore last year.

Being encouraged, the farmers started to plant Amrapali and BARI-4 varieties of mango beside the Haribhanga variety in the district, Obaidur Rahman added.

Abdul Alim, a mango grower in Padaganj area under Badarganj upazila of the district said he developed an orchard on one acre of land. He is expecting a bumper harvest of the fruit if the weather remains favourable. The cultivation of the variety has a great significance in the district to change a lot of the rural people making them economically solvent.

Padaganj is the largest wholesale mango market in the region. The seasonal fruit is usually transported largely elsewhere in the country and even

exported abroad from here.

Another farmer cum trader, Mahafuzar Rhaman who has a big orchard on eight acres of lands at Sarkerhat village in Moyenpur union of Mithapukur upazila said, the village is almost filled with mango orchards. The farmers who have high lands in the area, at least have a small mango orchard as the farming proved lucrative.

He earned Tk 15 lakhs selling the mango from the garden last year excluding all expenses.

RDRS Bangladesh Senior Coordinator Mamunur Rashid said the cultivation of Haribhanga mango is expanding every year in the region as the variety has got huge demand in the national and global markets.

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



05-Mar-23 Page:1 Size:1560x342 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 25,554

‘কৃষিকে এগিয়ে নিতে কৃষকলীগ নেতাদের কাজ করতে হবে’

ডিস্ট্রিক্ট করেসপ্লেন্ট | বাংলানিউজটোয়েভিফোর.কম

আপডেট: ১০৩৪ ঘণ্টা, মার্চ ৮, ২০২৩



মেহেরপুর: জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি বলেন, আমাদের দেশের মানুষ অধিকাংশই কৃষির সঙ্গে জড়িত। তাই কৃষিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কৃষক লীগ নেতাদের কাজ করতে হবে এবং তাদের ব্যাপক সন্তান আছে।

শেখ হাসিনা সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার পেছনে সব চেয়ে বড় শক্তি এই কৃষি সেক্টর।

শুক্রবার (৩ মার্চ) বিকেল ৫ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িগোতা ইউনিয়ন শাখার ত্রি—বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশ কৃষক লীগ বুড়িগোতা ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক দাউদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা আবুস সালাম, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইত্তাহিম শাহীন, সদর উপজেলা পরিষদের তাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, জেলা কৃষক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব উল আলম শান্তি।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজাদ লিখন।

সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আমবুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুম্ব, সাধারণ সম্পাদক ও বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, বুড়িগোতা ইউপি চেয়ারম্যান শাহজামান, জেলা কৃষক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনারুল মিয়া ও সদর উপজেলা কৃষক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল হাশেম।

গাংনী উপজেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, কৃষকলীগ বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া একটি সংগঠণ ও আওয়ামী লীগের শক্তিশালী সহযোগী সংগঠন।

তিনি আরও বলেন, সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে কৃষি সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সময়মত সরকার

কৃষক পর্যায়ে সার তেল ও উন্নত বীজ সরবরাহ করার কারণে এ সেক্টর এগিয়ে গেছে। কৃষি মাঠের রাস্তাগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। যে কারণে কৃষকরা মাঠের শেষ পর্যন্ত তাদের কৃষি পণ্য সহজেই ঘরে আনতে পারছেন, এবং ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন। এছাড়া জমির ফসল এখন জমিতেই বিক্রি করতে পারছেন কৃষকরা। কৃষি ক্ষেত্রে এখন কোনো বামেলা নেই, নেই কোনো অব্যবস্থাপনা।

বিএনপির আমলকে কৃষক হত্যার সরকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিএনপি আমল ছিল কৃষকদের মেরে ফেলার আমল। সে সময় কৃষক সার তেল চেয়েছেন। বিএনপি সেই কৃষকদের সার ও তেলের পরিবর্তে কৃষকের বুকে ছুড়েছেন গুলি। কৃষকদের এক কেজি দু কেজির বেশি ইউরিয়া সার দিতেন না। অথচ, তখন এক কেজি ইউরিয়া সারের দাম ছিল ৬০ থেকে ৮০ টাকা। শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনায় এসে কৃষকদের সেই সমস্যার সমাধান করেছেন।

তিনি আর বলেন, কৃষি জমির উপর দিয়ে রাস্তা ও নিরাপত্তার সঙ্গে কৃষি আবাদ করতে পারার কারণে কৃষি জমির দাম বেড়েছে। সে সময় জমিতে যাওয়ার সময়ও সন্ত্রাসীরা ধরে কৃষকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতো। ফসল উঠার আগেই চাঁদা দাবি করে টাকা নিতো সন্ত্রাসীরা। রাতে আবার পাহারা দিতে হতো। কেউ পাহার দিতে না পারলে যে কয়জন যেতে পারতো না তাদের কাছ থেকে ওই পরিমাণ খাবার নিতো।

তিনি বলেন, রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বাড়ির গরুটির দড়ি কৃষকদের পায়ের সঙ্গে বেধে রেখে ঘুমাতে হতো। গ্রামের মানুষ এখন শান্তিতে আছে। সেখানে স্কুল কলেজ, কমিউনিটি হেল্প ক্লিনিক আছে। কেউ চাঁদাবাজী ডাকাতি, চুরি করেনা। গ্রামগুলি এখন শহরে পরিণত হয়েছে। কৃষকরা এখন ব্যাপক উৎপাদনে গেছে। কৃষকরা তাদের মাঠের কাজ বেলা ২টার মধ্যে ঘরে ফিরে আসছেন। সরকার কৃষকদের হারাভেষ্টের দিচ্ছে, সেচের ব্যবস্থা করছে, তেল, সার ও উন্নত বীজ দিচ্ছে।

তিনি বলেন, কৃষক লীগের ইউনিয়ন সম্মেলনের মাধ্যমে কৃষক লীগের নেতৃত্ব সংগঠিত হবে। সম্মেলনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কৃষক লীগ সংগঠণ অঙ্গত শক্তিশালী হবে।

জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ সমাবেশে তাঁতি লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, মৎসজীবি লীগ ও মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সময়: ১০৩৩ ঘণ্টা, মার্চ ০৮, ২০২৩

এসএম

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

আলোকিত এন্ডোস্পেশন

05-Mar-23 Page:12 Size:36 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 152,000



টাঙ্গাইলে সরকারের উদ্বারকৃত জমিতে হাসি ছড়াচ্ছে সূর্যমুখী

● রঞ্জন কৃষ্ণ পাওত, টাঙ্গাইল

সরকারের উদ্ধারকৃত পতিত জমিতে সূর্যমুখী ফুলের চাষ করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলা প্রশাসন। কৈশোর পার করে প্রতিটি চারা ভরা ঘোবনে পা দিয়েছে। যে কোনো সময় ডানা মেলে হাসি ছড়াবে সূর্যমুখী। উপজেলা প্রশাসনের সদিচ্ছায় ইটভাটার পরিভ্যজ্ঞ ১০ একর পতিত ভূমিতে সূর্যমুখীর চাষ এখন দৃষ্টান্ত। একদিকে ফুলের সৌন্দর্য অন্যদিকে অর্থকরী ফসল উৎপাদনে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশংসায় ভাসছেন ইউএনও পারভেজ মল্টিক। দ্রুদূরান্ত থেকে উৎসুক জনতা আসছে সূর্যমুখীর ওই বাগান দেখতে। এমন মহাত্মী উদ্যোগের প্রশংসা করছেন সব শ্রেণির মানুষ। জানা যায়, ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের গোপালপুরের ভূয়ারপাড়া এলাকার ১০ একর ভূমি তৎকালীন সরকার ইটভাটা স্থাপনের জন্য অধিক্ষেত্র করে। মহান মুক্তিযুদ্ধের পরও এলাকার আতাব আলী, কালু

সরকারসহ আরো কয়েক ব্যক্তি ওই স্থানে ইটভাটা পরিচালনা করেন। লাভবান হতে না পারায় ১৯৭৩ সালের পর ইটভাটা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে ওই ১০ একর ভূমি পরিভ্যজ্ঞ অবস্থায় ছিল। জনসংখ্যার বৃদ্ধিহারের কারণে স্থানীয় লোকজন ওই ইটভাটার পরিভ্যজ্ঞ জমি কেটে ব্যবহৃত সবজি চাষ, গরু-ছাগল চড়ানো, কাঁথা-বালিশ ওকানো ইত্যাদি নানা প্রাত্যাহিক কাজে ব্যবহারে জবরদস্থল করে নেয়। কেউ কেউ অস্থায়ী বসতবাড়িও নির্মাণ করতে থাকে। কেউ ওই জমি থেকে মাটি কেটে অন্যত্র সরিয়ে ফেলেন। সম্প্রতি জেলা প্রশাসন জবরদস্থল হওয়া ওই ১০ একর জমি পুনরুদ্ধার করে। ১৯ খাস খতিয়ানভূত হিসেবে নথিভূত করে। উদ্ধার করা ওই ১০ একর ভূমির মধ্যে ৩৫ শতাংশ ভূমিতে স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কার্যালয় স্থাপন করা হয়। বাকি অংশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'এক ইঞ্জিন জমি'ও যেন অনাবাদি

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

টাঙ্গাইলে সরকারের উদ্ধারকৃত

● শেষ পৃষ্ঠার পর

না থাকে'- এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় সূর্যমুখীর চাষ করা হয়। গোপালপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পারভেজ মল্টিকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ওই 'সূর্যমুখী চাষ প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। সরেজিমিন দেখা যায়, অবৈধ দখলে থাকা উদ্ধারকৃত জমি বাঁশ দিয়ে চিহ্নিত করে সূর্যমুখী চাষ করা হয়েছে। সূর্যমুখী বাগানের তিন পাশে ইরি-বোরো ধানের আবাদ। সব মিলিয়ে চারপাশে নির্মল বাতাসের সঙ্গে সবুজের সমারোহ। সূর্যমুখীর প্রতিটি গাছ কৈশোর পেরিয়ে ঘোবনে পদার্পণ করেছে। দয়েকটিতে ফুল পাঁপড়ি মেলছে- অন্যগুলো ২-৩ দিনের মধ্যে হাসি ছড়ানোর প্রস্তুতি নিচে। সূর্যমুখী বাগানের পরিচর্যার কাজে শ্রমিকদের ব্যক্তি থাকতেও দেখা গেছে। গোপালপুর পৌরসভার ভূয়ারপাড়া এলাকার বয়োবৃদ্ধ নূরুল ইসলাম, তুলা মিয়া, হাসমত আলী, গৃহবধূ রাশিদা, জমিলা, রত্নাসহ অনেকেই জানান, জেলা প্রশাসন জবরদস্থল হওয়া ১০ একর জমি উদ্ধার করেছে। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সরকার

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

তৎকালীন ০২ খণ্ড প্রশাসন আবাদের ঘোষণা। যাথে ত অবস্থামন্তের পথে
থাকা জমি উন্নত করেছে আরো জমি স্থানীয় প্রভাবশালীদের জীবনস্থলে
রয়েছে। তারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই জমি পতিত পড়ে ছিল। সরকারি
উদ্যোগে পতিত জমিতে সূর্যমুখীর আবাদ করায় খুব ভালো হয়েছে। দেখতেও
খুব সুন্দর লাগছে। অন্য এলাকা থেকেও অনেক মানুষ সূর্যমুখীর এ আবাদ
দেখতে আসেন। বাগানের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আবাস আলী জানান,
আগে তিনি দিনমুজুরি করতেন। একদিন কাজ করলে অন্যদিন বসে থাকতে
হতো। সূর্যমুখীর ক্ষেত্রে তিনি নিয়মিত কাজ করেন। এতে তার সংসার
ভালোভাবেই চলছে। গোপালপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শামীম আকার
জানান, কৃষিমন্ত্রী ডেষ্টার মো. আবুর রাজ্জাক তেল বীজের উৎপাদন বৃক্ষের জন্য
নির্দেশনা দিয়েছিলেন। সূর্যমুখীতে সরিষা বা অন্য ফসলের চেয়ে বেশি তেল
পাওয়া যায়। এ ফুলের তেল স্বাস্থ্য খুকি হ্রাস করে। ক্যাপ্সার এবং হৃদরোগের
প্রতিষ্ঠেক হিসেবে কাজ করে। এছাড়া তকের সুরক্ষায় সূর্যমুখী অনেক
উপকারী। তিনি জানান, উপজেলা কৃষি অফিস থেকে সার দেয়া হয়েছে। পতিত
১০ একর জমিতে ৪০ কেজি সূর্যমুখীর বীজ বপন করা হয়েছে। উপজেলা
প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেচের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যারা শ্রমিকের কাজ
করছেন তাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আরো জানান, দেশের
আবহাওয়া সূর্যমুখী চাষের জন্য অনুকূল। দুই হাজার টাকা কেজি বীজ কিনে
রোপণ করেছিলেন। তিনি আশা করছেন এখান থেকে প্রায় ১০ টন সূর্যমুখী
উৎপাদিত হবে। এক মন সূর্যমুখীর বীজ থেকে ১৭ থেকে ২০ কেজি তেল উৎপন্ন
হয়। প্রতি কেজি সূর্যমুখী তেলের দাম এক হাজার ৫০০ টাকা থেকে এক হাজার
৮০০ টাকায় বিক্রি হয়। সূর্যমুখী চাষের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে জানাতে
পারলে এর চাষ অনেকাংশে বাঢ়বে। গোপালপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পারভেজ মন্ত্রিক জানান, জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দীন হায়দারের পরামর্শে এ
প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। তিনি মনে করেন- দেশের মধ্যে সূর্যমুখীর এটা
সর্ববৃহৎ প্রকল্প। সূর্যমুখী উচ্চান্তের পর ওই জমিতে সংযোগিতে চাষ করার
পরিকল্পনা রয়েছে। এ প্রকল্প দেখে অনেক কৃষক সূর্যমুখী চাষে উৎসাহ পাবে।
টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দীন হায়দার জানান, সূর্যমুখী থেকে ভোজ্য
তেলের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি এই বাগান থেকে যে পরিমাণ সূর্যমুখীর
বীজ উৎপাদন হবে তা টাঙ্গাইলের ১২টি উপজেলার বিভিন্ন পাত্রে কৃষকদের
মাঝে বিনায়লো দেয়া হবে।
প্রকাশ, টাঙ্গাইলের ১২টি উপজেলায় এ বছর ২৩০ হেক্টের জমিতে সূর্যমুখী চাষের
লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও ২৪২ হেক্টের জমিতে আবাদ হয়েছে। এবারের
সূর্যমুখী উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৬৪ মেট্রিক টন।

Sunflower farming gains popularity in Pabna, farmers hope for good price

Chatmohar Correspondent

Sunflower is a potential crop for oil production. The Department of Agricultural Extension is not reducing efforts to expand the cultivation of this

standing next to sunflowers. Every day, people come from far and wide to Bhadra village of Mathurapur union of upazila to observe this natural beauty. They are fascinated by the smile of sunflowers among the green

from friends, I could not handle the greed and came to see the sunflowers. I was satisfied to see the yellow Manlova flower of the sunflower.

Shafiqul Islam, a sunflower farmer of Bhadra village, said that this year

large. He expects a yield of 6 to 7 maunds per bigha.

Abdul Hamid, another sunflower grower of the same village, said that last year he cultivated sunflowers on about two bigha of land. The yield was about 6 maunds per bigha. He cultivated sunflower this time too. About adversity, he said, people come to see and tear the flowers. After flowering many times need to be given. He also said that farmers will benefit if they grow sunflowers.

According to the sources of Chatmohar Agriculture Office, sunflower cultivation has been done in 15 bighas of land in Chatmohar this season. Deputy Assistant Agriculture Officer Saidur Rahman said, we are closely monitoring. I gave the necessary advice to the farmer at the required time.

Chatmohar Upazila Agriculture Officer AA Masum Billah said that the average yield per hectare of sunflower cultivation is about 1.8 metric tons. Market value of sunflower is always higher than that of mustard. Sunflower seeds yield high quality oil which is very beneficial. Sunflower husk is considered as good fodder for cattle. After collecting the seeds, the tree can also be dried and used as fuel. To meet the demand for edible oil, we are encouraging farmers to cultivate sunflower. Farmers are also benefiting from sunflower cultivation.



crop. Despite that, this crop is cultivated very little in Chatmohar, Pabna. Currently, the farmer's sunflower field is full of flowers. The smile of sunflower behind the green leaves attracts nature lovers. Some are taking selfies; others are taking pictures while

leaves.

Tushar Bhattacharya, from Jaleshwari village in Gumugucha union of the upazila, came from a distance of about seven kilometers to Bhadra village on Friday afternoon to see the sunflower flowers. He said hearing

he cultivated sunflowers on more than one and a half bigha land for the first time. Agriculture office has provided fertilizer seeds in official manner. He also gave money for cultivation and irrigation. The Agriculture Office is always watching. The flowers are quite

কৃষি তথ্য সংরিপ্তি
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

প্রতিদিনের সংবাদ

www.protidinersangbad.com

05-Mar-23 Page:9 Size:40 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 126,100



ডিমলার তিতার বালুচরে গমের আবাদ করেছেন কৃষক

• প্রতিদিনের সংবাদ

তিউর বালুচরে পরিত্যক্ত জমি এখন আয়ের উৎস

● জসিম উদ্দিন নাগর, ডিমলা (নীলফামারী)

তিউর ধূ-ধু বালুচর। এই বালুর মধ্যেই নানা ধরনের সবজি উৎপাদন করছেন চাষিয়া। ফলে একসময়ের পরিত্যক্ত জমি এখন কৃষকদের জন্য আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে। নদীর জলরাশির বুকচিরে জেগে ওঠা বালি মেন কৃষকদের কাছে সামা সোনায় পরিণত হয়েছে। বেশ কিছু বছর ধরে নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার তিউরবেষ্টিত খণ্ড খড়িবাড়ী, টেপা খড়িবাড়ী, বনাগাছ চাপানী, খালিশা চাপানী পূর্ব ছাতনাই ইউনিয়নের প্রায় তিনি হাজার হেক্টর ধূ-ধু বালুচরে এখন সবজের পিপুল।

চরের জমিতে এখন চাষ হচ্ছে, আলু, মিষ্টি কুমড়া, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, শেঁয়াম, উলকপি, গম, বাদম, ভুট্টাসহ নানা ধরনের ফসল। তঙ্গ বালুচরে সবজির আবাদ করে তাই অর্থনৈতিকভাবে জাতের পথ দেখছেন কৃষকরা।

উপজেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে, তিউর চরসহ উপজেলায় তিনি হাজার হেক্টর চরের জমি এখন আবাদযোগ্য হয়েছে। এর মধ্যে চলতি মৌসুমে তিনি হাজার হেক্টর চরের জমিতে বিভিন্ন জাতের ফসল চাষাবাদ এখন মধ্যম সময়ে রয়েছে।

সরেজিমিনে উপজেলার তিউর সেতু এলাকাসহ বিভিন্ন চরে দেখা গেছে, প্রতিটি চরেই কৃষকরা বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে ব্যস্ত সময় পার করছেন। তোর ঘেঁকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চরে কাজ করেন কৃষক-কৃষণী। তিউর চরের বালু মাটি মেন তাদের জন্য সামা সোনায় পরিণত হয়েছে।

| নীলফামারীর ডিমলা

চরে কৃষকরা বিভিন্ন ফসল
উৎপাদনে ব্যস্ত

তিনি হাজার হেক্টর বালুচরে
সবজি চাষ

চরে চাষাবাদযোগ্য জমির
পরিমাণ বাড়ছে

বর্তমানে নদীতে গানি করে যাওয়ায় নদীভিত্তিক জীবিক নির্বাহকরীরা পলি ও দো-আশ মাটিতে চাষাবাদ করে নিজেদের অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী করে তুলছেন।

এ ছাড়া উপজেলার টেপা খড়িবাড়ী ইউনিয়নের চর খড়িবাড়ী, পূর্ব ছাতনাই ইউনিয়নের ছাতনাই কলোনী, বাড়সিংহশ্বর, বনাগাছ চাপানী ইউনিয়নের বাইশপুকুরহ বিভিন্ন চরে গিয়ে দেখা গেছে, খরত্রোতা তিউর জেগে ওঠা বালু চরের মাটিতে চাষ হচ্ছে আলু, ভুট্টা, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, মিষ্টি কুমড়াসহ নানা জাতের ফসল। ফসল পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা।

তিউর সেতু এলাকায় চরের খেতে পরিচর্যা করা কৃষক দরবেশ আলী বলেন, চরে আলু, পেঁয়াজ, ভুট্টা, মরিচ, লাউ চাষ করেছি। ফলনও ভালো হয়েছে। আশা করছি দামও ভালো পাব। চর খড়িবাড়ী এলাকার চাষি হুরমুজ আলী, সেকেন্দর আলী, বাদশা মিয়া বলেন, গত বছর মিষ্টি কুমড়ার দাম বেশি পাইনি। এবার আশা করছি ভালো দাম পাওয়া যাবে। আবহাওয়া ভালো থাকলে ফলন ভালো হবে। এই তিউর চরে আবাদ করে আমাদের নদীপাড়ের মানুষের সংসার চলে। চাষাবাদের জন্য তেমন কোনো জমি নেই আমাদের। তাই প্রতি বছর নদীতে চর জাগলে চাষাবাদ করি।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সেকেন্দর আলী বলেন, এই উপজেলার চরাকলের প্রায় তিনি হাজার হেক্টর জমিতে ভুট্টা, পেঁয়াজ, রসুনসহ নানা জাতের ফসল চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চরের কৃষকদের কৃষি বিভাগ থেকে সার্বিক সহযোগিতাসহ কৃষককে বিভিন্ন ধরনের সার দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে ফলন ভালো হবে। তিউর নদীর জেগে ওঠা চরকে ঘিরে নদীপাড়ের মানুষের বেকারত কমেছে। চলতি মৌসুমে তারা সবজির বাষ্পার ফলনের পাশাপাশি দামও ভালো পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

সেকেন্দর আলী আরো বলেন, দিন দিন চরে চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ছে। ফলে অনেক কৃষক বালুচরে সবজি উৎপাদন করে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলছেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

The Daily Star

05-Mar-23 Page:1 Size:294x1272 col*inch
Tonality: Negative, Reach: 21,502

বাংলাদেশ

তিস্তায় পশ্চিমবঙ্গের ১ খাল খনন: বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তায় 'মারাত্মক ঝুঁকি'

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার আরও কৃষি জমি সেচের আওতায় আনতে সহায়তা করবে। তবে পানি নিয়ে বাংলাদেশের দুষ্পিত্তা বাঢ়বে।



আবু তালিব

শনিবার মার্চ ৪, ২০২৩ ০৪:১৬ অপরাহ্ন সর্বশেষ আপডেট: শনিবার মার্চ ৪, ২০২৩ ০৪:২৫ অপরাহ্ন



কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



শুক মেডুম বাংলাদেশে তিতা অববিকার চির। ছবি: সীতার ফাইল ফটো

তিতা ব্যারেজ প্রকল্পের আওতায় আরও ৫টি খাল খননের মেঘ উদ্যোগ নিয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগ, তা বাস্তবায়িত হলে সেচের আভাবে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে বলে মন্তব্য করেছেন জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ আইনুন নিশাত।

তার ভাষ্য, তিতার পানিবন্ধন নিয়ে ৫ দেশের মধ্যে বর্তমানে যে চলমান দম্পত্তি আছে তার মধ্যে ভারতের এই প্রকল্প অনেকটা আগ্নেয় দেওয়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি করবে।

আরেক পানি বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ম ইনামুল হকের অভিমত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমন উদ্যোগ আন্তর্জাতিক নিয়মবিকৃত ও নৈতিকতাবিকৃত।

আজ শনিবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার আরও কৃষি জমি সেচের আওতায় আনতে সহায়তা করবে। তবে পানি নিয়ে বাংলাদেশের দুশিস্তা বাড়বে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ১ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।



কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd



ফটো: সিলেস ও ইউনিয়ন এন্ড এডিশন

এ বিষয়ে গ্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেইঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট রিসার্চ- এর ইমেরিটাস অধ্যাপক আইমুন নিশাত দ্য ডেলি স্টারকে বলেন, তিন্তা অববাহিকায় বাংলাদেশ ও ভারতের যে খটি ব্যারেজ প্রকল্প আছে, সেখানে পানির চাহিদা সবচেয়ে বেশি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। তখন নদীতে কিছুটা পানি আসে, বাংলাদেশও কিছুটা পানি পায়। ভারত তার প্রকল্পের জন্য পুরো পানি প্রত্যাহার করার পরে তলানিটুকু বাংলাদেশ পায়। এখন সেই তলানি থেকে ভারত যদি আরও পানি প্রত্যাহার করে তাহলে বাংলাদেশের আমন মৌসুমে মারাত্মক ক্ষতি হবে। ঝুঁপুর, বগুড়া, জয়পুরহাট অর্থাৎ তিন্তা প্রকল্পের এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মহানন্দা অববাহিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

তার ভাষ্য, 'এ দেশের প্রধানমন্ত্রী যে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতার চুক্তি দ্বাক্ষর করেছেন ২০১১ সালে, তাতে বলা হচ্ছে, অববাহিকাভিত্তিক ব্যবস্থা নিতে হবে। এটাকে আমি ব্যাখ্যা করছি এভাবে, তিন্তার সারা বছরের পানি যদি যোগ করি তাহলে প্রচুর পানি আছে। বর্ষার পানি ধরে রেখে শুকনো মৌসুমে ছাড়তে হবে। এটা সম্ভব যদি সিকিমে কিছু প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। ভারত সরকার এই ব্যবস্থাগ্রন্থ করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ কী করছে সেই দায় কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মিটামাট হবে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে দিয়ির সঙ্গে কথা বলবে এবং দিয়ি এই ব্যবস্থাগ্রন্থ করবে।'

'বাংলাদেশেও আমরা তিন্তা প্রজেক্টের ফেইজ-১ এ পানি দিচ্ছি। বাকি ফেইজ, আরও অনেক, বর্তমানে যতটুকু এলাকায় পানি দেওয়া হয় তার চেয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ এলাকায় পানি দেওয়ার প্রস্তাব আমাদের রয়েছে। আমাদের পানির চাহিদা অনেকখানি।'

আইমুন নিশাত মনে করেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানির প্রাপ্ত্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। হয়তো শুকনো মৌসুমে পানি আরও কমে যাবে। এ অবস্থাতে উজানের দেশ যদি গায়ের জোরে পানি প্রত্যাহার করা শুরু করে এটা দুঃখজনক ও লজ্জাজনক হবে। এটা সার্কুলার সিয়াচুর পরিপন্থী জাগরুকতা নির্জন কাউন্টার সম্পর্ক ক্ষয় করে।'

স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে। আমাদের প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারকে এ ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে বাংলাদেশের কী হলো-না হলো তা নিয়ে ভারতের কোনো মাখাব্যথা নেই। কিন্তু এটি হলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।'

বিষয়টি নিয়ে পানি বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ম ইনামুল হকের বক্তব্য হলো, 'পশ্চিম দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায় সেচ প্রকল্প হাতে নিয়েছে ভারত এবং সেটির কাজ পশ্চিম দিনাজপুরে বেশ কিছু দূর হয়েছে। বাকি কাঙগুলো মালদা পর্যন্ত তারা করছে। তিন্তা নদীর পানি তারা যে ভাইভার্সন ক্যানেলের মাধ্যমে সরিয়ে নিয়ে যায়, ওই কুটেই তারা সেচের পানিটা দেয়। ভারত তিন্তার প্রায় সব পানি নিয়ে যাচ্ছে, কোনো পানি রাখছে না। পুরো পানি নিয়ে তারা পশ্চিম দিনাজপুরের অন্য দিকে অতিরিক্ত পানি ছেড়ে দিচ্ছে। ফলে মহানদী, ঘোলহাট দিয়ে গঙ্গা নদীতে চলে যায়, বিহারে চলে যায়। এই যে খুলে দেওয়া, এ ব্যাপারে অনেক আপত্তি আছে। তারা পানি বিহারে পাঠিয়ে দিচ্ছে, আসলে আমাদের বক্ষিত করছে। এগুলোকে ঢাকার জন্য তারা সেচ প্রকল্প সম্প্রসারিত করছে।'

তিনি বলেন, 'তিন্তা নদীর পানি আমাদের ঐতিহাসিক অধিকার। নিম্নতম প্রবাহ অঙ্কুণ্ডি রেখে তারপর তারা পানি নিয়ে যেতে পারলে তারা নিত। নিম্নতম প্রবাহ যেটা ১০১১ সালের চুক্তির মাধ্যমে আমাদের কাছে আসার কথা ছিল সেটা তো হয়নি। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এটা বেরাতে হবে যে, নিম্নতম পানিপ্রবাহ রোধ করা আন্তর্জাতিক নিয়মবিকুল্দ, নৈতিকতাবিকুল্দ এবং ২ দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করার মতো ব্যাপার।'

ইনামুল হকের অভিযন্ত, 'তারা সব পানি নিতে পারে না। আমাদের নূনতম প্রবাহ দিয়ে তারপর তারা নিক।'

আজ টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে জানানো হয়, গ্রীষ্মে তিন্তায় প্রায় ১০০ কিউমেক (কিউবিক মিটার পার সেকেন্ড) পানি পাওয়া যায়। ভারত ও বাংলাদেশের কৃষিজগতে সেচের জন্য প্রায় ১ হাজার ৬০০ কিউমেক পানি প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে গতকাল শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন প্রায় ১ হাজার একর জমি সেচ বিভাগের কাছে হস্তান্তর করে। এই জমিতে তিন্তার বাম তীরে খাল খনন করা হবে। জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আরেকটি নদী জলঢাকার পানি প্রবাহের জন্যও খালগুলোকে সংযুক্ত করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সেচ বিভাগের বরাত দিয়ে টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন্তা ও জলঢাকা থেকে পানি তুলতে কোচবিহার জেলার চাঁড়াবান্দা পর্যন্ত ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ খাল খনন করা হবে। একইসঙ্গে তিন্তার বাম তীরে ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের আরেকটি খাল খনন করা হবে।



05-Mar-23 Page:6 Size:16 col*inch

Tonality: Neutral, Circulation: 116,000

কৃষিজমি কমেছে সঠিক উদ্যোগ নিন

যতই দিন যাচ্ছে দেশের কৃষিজমি কমতে শুরু করেছে। ফলে দেশের সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। দেশে এখন কৃষি খানার সংখ্যা ১ কোটি ৬৮ লাখ ৮১ হাজার, যাদের অধীন আবাদি জমি রয়েছে এক কোটি ৮৬ লাখ ৮১ হাজার একর। তবে ১১ বছরের ব্যবধানে দেশের মোট আবাদি জমির পরিমাণ কমেছে চার লাখ ১৬ হাজার একর। এ হিসাবে গড়ে প্রতি বছর কৃষিজমি কমেছে ৩৭ হাজার ৮১৮ একর। অনাদিকে, কৃষি খানার পরিচালনাধীন মোট জমি (আবাদি ও অনাবাদি) জমির পরিমাণও কমে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে এই সময়ে জমির পরিমাণ কমাচ্ছ ৮ লাখ ৩০ হাজার একর। বাংলাদেশ

পরিসংখ্যান ব্যৱোৱ (বিবিএস) কৃষি শুমারিৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। মঙ্গলবাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে এ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৱা হয়। এৰ আগেৱ কৃষি শুমারি হয়েছে ২০০৮ সালে। দেশেৱ কৃষি পৱিবাৱে পৱিচালনাধীন মোট জমি বা কৃষি পৱিবাৱগুলোৱ মালিকানায় যে জমি রয়েছে তাৰ পৱিমাণ হলো ২ কোটি ২৯ লাখ ৭৫ হাজাৱ একৰ- যা ২০০৮ সালেৱ শুমারিতে ছিল ২ কোটি ৩৫ লাখ ৫ হাজাৱ একৰ। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, কৃষি পৱিবাৱগুলোৱ পৱিচালনাধীন জমিৰ পৱিমাণ কমে গৈছে প্ৰায় ৫ লাখ ৩০ হাজাৱ একৰ। অন্যদিকে, নিট আবাদি জমিৰ পৱিমাণ ২০১৯ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮৬ লাখ ৮১ হাজাৱ একৰ- যা ২০০৮ সালে ছিল ১ কোটি ৯০ লাখ ৯৭ হাজাৱ। ফলে ১১ বছৱে কৃষিজমি কমেছে ৪ লাখ ১৬ হাজাৱ একৰ। প্ৰতি বছৱে আবাদি জমি কমেছে প্ৰায় ৩৭ হাজাৱ ৮১৮ একৰ কৱে। দেশে কৃষিজমি আবাদে ব্যবহাৱ কৱা হচ্ছে ১ লাখ ৭৮ হাজাৱ ট্রাঞ্চ, ৩ লাখ ৫৫ হাজাৱ পাওয়াৱ টিলাৱ ও ৯ লাখ ১৬ হাজাৱ ফসল মাড়াই যন্ত।

এটা সত্য বিশ্বব্যাপী খাদ্যোৎপাদন কমতিৰ দিকে- এই বিষয়টি কতটা উদ্বেগজনক। এশিয়া ও আফ্ৰিকাৰ বেশ কয়েকটি দেশে ব্যাপক খাদ্য ঘাটতিৰ আশঙ্কা রয়েছে। জাতিসংঘেৱ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) জানিয়েছে, বাইৱে থেকে সৱবৱাহ নিশ্চিত কৱাতে না

পারলে আগামা বছর দেশগুলোয় খাদ্য খাতাত বড় সংকটের আকার
নেবে। অন্যদিকে, 'মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাইনতার হমকিতে থাকা
এসব দেশের তালিকায় বাংলাদেশেরও নাম রয়েছে।'

উদ্বিগ্ন এ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও খাদ্য উৎপাদন
বাড়াতে দেশের এক ইঞ্জি জমিও যাতে অনাবাদি না থাকে সেই
বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। কৃষিকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে
দেশের বেশির ভাগ মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে না। খোদ কৃষকরাও
তাদের সন্তানদের এ পেশায় আনতে উৎসাহী নন বলেও আলোচনায়
উঠে আসছে। মূল্যক্ষৈতির কারণে অন্য খাতগুলোর মতো কৃষি
উৎপাদনেও কৃষকের খরচ এখন আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। আর
এ পরিস্থিতিতে কৃষিতে নতুন করে আগ্রহ বাড়ানো সরকারের জন্য
এখন অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। এক সময়ে দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষ
কৃষি কাজে জড়িত থাকলেও পর্যায়ক্রমে তা কমে ৪৮ শতাংশে নেমে
এসেছে। মূলত নতুন প্রজন্ম ও কৃষকগোষ্ঠীর পরিবার নানা
প্রতিকূলতায় এ খাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় এই পরিস্থিতির
সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় উৎপাদন বাড়ানো জরুরি।
আর সেই লক্ষ্যে চাষাবাদের আগ্রহ বাড়ানো জরুরি। পাশাপাশি
বাড়াতে হবে কৃষিজমি। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাতে এর
বিকল্প নেই।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

ডোরের দর্শন

05-Mar-23 Page:6 Size:8 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 140,000



কালকিনিতে জলাবদ্ধতা নিরসনে পুনঃ খাল খননের উদ্বোধন

মাদারীপুর প্রতিনিধি :

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার এনায়েতনগর ইউনিয়নের খলিকার খাল ও চান ফরিকরের খাল পর্যন্ত ১.৫ কি.মি. খাল পুনঃ খনন কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বৃহত্তর ফরিদপুর সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩ পর্যায়) এর ব্যবস্থাপনায় গতকাল শনিবার বিকালে খনন কাজের উদ্বোধন করা হয়। খাল খনন কাজের উদ্বোধন করেন কালকিনি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মীর গোলাম ফারুক। এসময়ে আরও উপস্থিতি ছিলেন এনায়েতনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো: সিরাজুল ইসলাম সরদার, বিএডিসি উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার রাজিব হোসেন, জেলা ছাত্রলীগের উপ-কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ঘায়রুল ইসলাম, ইউপি মেধর মো: জাকির হোসেন, মো: রাসেল হোসেন, সিদ্দিক সরদার, ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি লুৎফুর সরদার, জেলা ছাত্রলীগ নেতা রবিউল ইসলাম প্রমুখ। এ খাল খননের ফলে কৃষির অপার সম্ভাবনাময় এই এলাকার কৃষি উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা নিরসন হবে।



Farmers weed a crop field at Keraniganj in Dhaka on Saturday. The amount of farm loans disbursed by banks was Tk 18,684 crore in the first seven months (July-January) of the current financial year 2022-2023, which is 60.45 per cent of the total annual disbursement target.

— Focusbangla photo

Agri loan release rises to Tk 18,684cr in July-Jan

Staff Correspondent

THE amount of farm loans disbursed by banks was Tk 18,684 crore in the first seven months (July-January) of the current financial year 2022-2023, which is 60.45 per cent of the total annual disbursement target.

In January 2023, the disbursement of agricultural credit stood at Tk 2,014 crore, which is 48.26 per cent lower than the disbursement of Tk 3,893 crore in the same month of the preceding year, according to Bangladesh Bank data.

The agricultural credit disbursement target has been set at Tk 30,911 crore for FY23, which is 8.88 per

cent higher than Tk 28,391 crore targeted in FY22.

The central bank's pressure on banks to expedite disbursement of loans to the farmers was one of the key reasons for the increase, BB officials said.

The total recovery position of agricultural credit was Tk 18,445 crore in July-January of 2023, which is 19.27 per cent higher than the recovery in the same period of the previous year.

The outstanding balance, including interest, of the agricultural credit stood at Tk 51,225 crore at the end of January, which is 5.93 per cent higher than that in same period in the past fiscal.

The disbursement target

of all state-owned commercial banks and state-owned specialised banks together was set at Tk 11,758 crore and that of private commercial banks and foreign commercial banks together was set at Tk 19,153 crore.

In July-January 2023, the share of crop sub-sector was 47.63 per cent of the total agriculture credit disbursement followed by livestock and poultry (21 per cent), fisheries (12.2 per cent), poverty alleviation (5.6 per cent) and others (11 per cent).

As agriculture plays a vital role in the country's economy, issuing credit to the farmers has become crucial to keep the agriculture-based rural economy vibrant

at a time when the industry and service sectors are struggling due to the ongoing global economic crisis, the officials said.

As much as 40.6 per cent of the country's workforce is directly employed in the agriculture sector.

The government is giving more emphasis on agricultural production, which is one of the key driving forces of Bangladesh's economy.

On May 22, 2022, the central bank has given an emphasis on disbursement of agricultural credit at 4 per cent concessional interest rate for cultivating import substitute crops, including pulses, oilseeds, spices and maize.

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

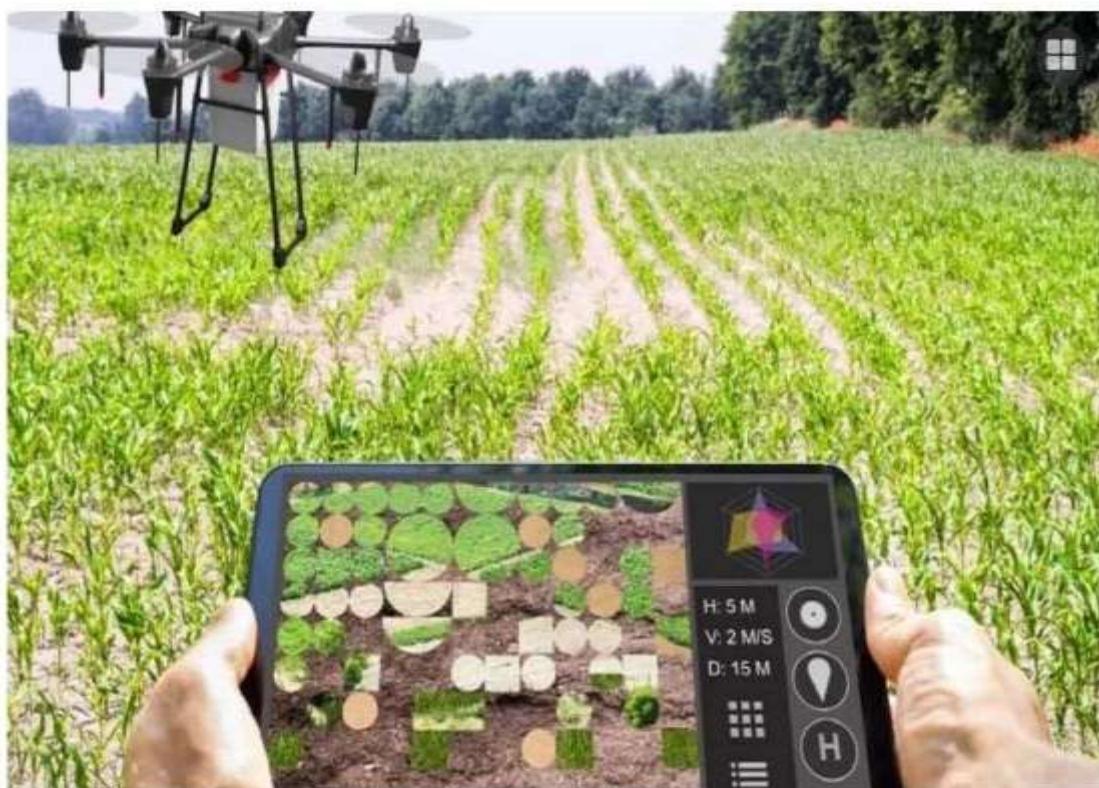
দৈনিক
ইন্ডিফার্ম

05-Mar-23 Page:1 Size:4629222 col/inch
Tonality: Positive, Reach: 14,388

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব স্মার্ট কৃষিব্যবস্থার গুরুত্ব বাড়ছে

রেজাউল করিম খোকন

প্রকাশ : ০৮ মার্চ ২০২৩, ০৬:১৫



বর্তমানে আমরা এমন এক যুগসঞ্চাকশে অবস্থান করছি, যাকে সহজেই 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব' বা 'ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলুশন' বা 'ফোর আইআর' বা 'ইন্ডাস্ট্রি ৪.০' পরিচিহ্নিত করা যাবে। এমন পরিস্থিতিতে কৃষি খাতে, বিশেষত বাংলাদেশের কৃষিতে ফোর আইআরের প্রভাব, সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ এবং তা মোকাবিলায় আমাদের ক্ষমতার কী? কৃষি খাতের আঙ্গিকে বলা যায়, এ প্রযুক্তি পরিবেশের ওপর

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

মূলতম প্রভাব ফেলে কম খরচে অধিক ফলন ও পুষ্টি নিশ্চিত করে। সে বিবেচনায় উন্নত বিশ্বের কৃষিব্যবস্থা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে, এ কথা নির্দিষ্ট বলা যায়।

তবিষ্যতে কৃষি খাতে এর ব্যবহার কল্পনাতাত্ত্বিকভাবে বাঢ়বে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর এর প্রভাব বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থায়ও পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। আমরা যদি এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে না পারি, তাহলে পিছিয়ে পড়ব, সন্দেহ নেই। এ কথা স্পষ্ট, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন কৃষিসংশ্লিষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগের ধরনের পরিবর্তন হবে, অন্যদিকে তেমন সরকার তথ্য জনগণের ওপরও এর বিশাল প্রভাব পড়বে। আবহাওয়া, জলবায়ু ও পরিবেশ ঠিক রেখে কম খরচে মানসম্পন্ন ও নিউট্রিশনসমৃদ্ধ কৃষিপণ্য উৎপাদনে চাপ তৈরি হবে, রোবটের ব্যাপক ব্যবহার কৃষিতে, বিশেষ করে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ খাতে কর্মসংহান সংকুচিত করবে। ট্রান্সিলাল সেমি ক্ষিলত বা ননক্সিলত জনবল কাজ হারাবে। পাশাপাশি এ কথাও সত্যি, ফোর আইআরসংশ্লিষ্ট আরও অনেক নতুন কর্মসংহান তৈরি হবে। কৃষি খাত ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রকৌশল, আমদানি-রঙ্গনি সব ক্ষেত্রে ব্যবসার ধরন পালটে যাবে।



বরাবরই আমাদের কৃষিতে কিছু প্রচলিত চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমন কৃষিজমি হ্রাস, আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিজমির ক্ষুদ্রায়তন, কৃষিশ্রমিক-সংকট, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি। পাশাপাশি ফোর আইআর বাস্তবায়নে বেশ কিছু নতুন চ্যালেঞ্জ আবিভূত হয়েছে, যেমন ১. প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব, ২. নলেজ গ্যাপ, ৩. ধীরগতির ইন্টারনেট, ৪. দেশীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের অভাব, ৫. কৃষক পর্যায়ে ট্যাব/স্মার্টফোনের অভাব, ৬.

আইনগত জটিলতা, ৭. মোটিভেশনের অভাব ইত্যাদি। কৃষি মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতের কাজ হাতে নিয়েছে। এটুআইয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সব দপ্তর বা সংস্থা থেকে তিন ক্যাটাগরিতে প্রস্তুতিত কার্যক্রম যাচাই-বাছাইপূর্বক কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।



বৈশিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯৭০ কোটি এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে প্রায় ২২ কোটি; কাজেই এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিষিদ্ধ করার বিষয়টি মাথায় রেখে, এসডিজিকে সামনে নিয়ে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ফোর প্রেস্ট জিরোর কর্মপরিকল্পনা ঢেলে সাজাতে হবে। বহুমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য একটি বৈচিত্র্যময় কৃষিপণ্যেরও হাব হয়ে উঠতে পারে। তার জন্য দরকার স্মার্ট কৃষি ও তার সফল বাস্তবায়ন। কৃষি বাংলাদেশের উন্নয়নের ভিত্তিমূল। কৃষির ওপর ভিত্তি করেই বহু দেশে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে। আমাদের দেশেও তা-ই হয়েছে। স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচার বা ক্লাইমেট স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচার অনেকের কাছে বেশ পরিচিত টার্ম হলেও কৃষক পর্যায়ে এটির ধারণা এখনো বেশ অস্বচ্ছ। এটিকে পরিচিতি করানোর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর। কৃষিতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব তথা ডিজিটাল প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে বেশ আগেই। এসব প্রযুক্তিগত সুফল সম্মতি কৃষিতে জাগরণ সৃষ্টি করেছে। ধীরে ধীরে এর ব্যাপকতা আরও বাঢ়বে। বর্তমানে বহু অনলাইন পরিষেবা বাঢ়ছে। এসবের প্রভাবে কৃষি অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। বিপুলসংখ্যক প্রযুক্তি-প্রেমী

তরুণ-যুবক কৃষি ব্যবসায় উদ্যোগ হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি তথা কৃত্রিম বৃক্ষিমত্তা, গ্রোবোটিক্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ইত্যাদির মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আবির্ভাবের কারণে ভবিষ্যতে এর প্রভাব কৃষিতেও পড়বে। সব ক্ষেত্রের কৃষক ডিজিটাল জীবনধারায় অভ্যন্ত হয়ে উঠবে একসময়। আর তখনই 'স্মার্ট কৃষি' 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে।



'স্মার্ট ফার্মিং বা কৃষি' বলতে আমরা কী বুঝি? বিদ্যমান কৃষিব্যবহার সঙ্গে এর পার্থক্যই-বা কী? স্মার্ট কৃষির উপকারিতাই-বা কী? 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়তে 'স্মার্ট কৃষি' কতটুকু অবদান রাখবে? স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচার একটি মোটামুটি নতুন শব্দ। 'স্মার্ট' হলো সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, প্রাসঙ্গিক এবং সময়ভিত্তিক লক্ষ্যগুলোর পাঁচটি উপাদানের সংক্ষিপ্ত রূপ। স্মার্ট ফার্মিং বিশেষজ্ঞ অ্যাঙ্গেলা শন্টারের মতে, বিশ্ব জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য কম পরিমাণে বেশি খাদ্যাত্পাদনে স্মার্ট ফার্মিংয়ের গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে, স্মার্ট ফার্মিং প্রাকৃতিক সম্পদ ও ইনপুটগুলোর আরও দক্ষ ব্যবহার, জমির উভয় ব্যবহার এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধি করতে সক্ষম করে তোলে। স্মার্ট অ্যাগ্রিকালচার শব্দটি খামারে ইটারনেট অব থিংস, সেন্সর, লোকেশন সিস্টেম, রোবট এবং কৃত্রিম বৃক্ষিমত্তার মতো প্রযুক্তির ব্যবহারকে বোঝায়। চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো শস্যের গুণমান এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং ব্যবহৃত মানবশ্রমকে অপটিমাইজ করা।





স্মার্ট কৃষিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তির উদাহরণ হলো যথার্থ সেচ এবং সুনির্দিষ্ট উভিদ পুষ্টি; গ্রিনহাউজে জলবায়ু ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ; সেন্সর-মাটি, জল, আলো, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যার প্ল্যাটফরম; অবস্থান সিস্টেম-জিপিএস, স্যাটেলাইট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মোবাইল সংযোগ; রোবট; বিশ্লেষণ এবং অপটিমাইজেশান প্ল্যাটফরম আর এসব প্রযুক্তির মধ্যে সংযোগ হলো ইন্টারনেট অব থিংস। আর এটি সেন্সর এবং মেশিনের মধ্যে সংযোগের জন্য একটি প্রক্রিয়া, যার ফলে একটি সিস্টেম, যা প্রাণ্ত ডেটার ওপর ভিত্তি করে খামার পরিচালনা করে থাকে। এসব ব্যবস্থার জন্য কৃষকরা তাদের খামারের প্রক্রিয়াগুলো নিরীক্ষণ করতে পারে এবং দূর থেকে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

স্মার্ট ফার্মিংয়ের আরও সুবিধার মধ্যে রয়েছে স্যাটেলাইট অটোগাইডেস সিস্টেম ব্যবহার করে উন্নত নির্ভুলতা, কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, ভোগ্যপণ্য হ্রাস, ফলন বৃদ্ধি, চালকের চাপ কম, ব্যবহারের সহজতা; সহজ রেকর্ডিং এবং রিপোর্টিং; সহজ আর্থিক পূর্বাভাস; টেকসই উন্নত ব্যবস্থাপনা; গ্রিনহাউজ অটোমেশন, শস্য ব্যবস্থাপনা, গবাদি পশু পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা, যথার্থ চাষ, কৃষিতে ড্রানের ব্যবহার, স্মার্ট ফার্মিংয়ের জন্য ভবিষ্যতামূলক বিশ্লেষণ, অ্যান্ড-টু-অ্যান্ড ফার্ম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি। কীভাবে স্মার্ট ফার্মিং খাদ্যের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন আনতে পারে সেটিও অনেকের প্রশ্ন। সর্বোপরি, এটি সাধারণ জনগণের কাছে খাদ্য এবং অন্যান্য কৃষিপণ্যের সরবরাহকে নিরবচ্ছিন্ন ও বেগবান করে তোলে এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা উন্নত করে। এসব কাজের জন্য কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।

ইত্তেকাত/এমএএম

বিষয়: কৃষি

Teesta Char become's boon for farmers in Dimla

Dimla (Nilphamari) Correspondent

The Teesta River char lands have become boon to the farmers of Dimla in the district who are working tirelessly to produce various types of vegetables there. As a result, the once abandoned land has now become a boon for farmers. The sandy lands emerging from the riverbeds have turned into white gold for the farmers.

For several years, a revolution of green has been going on in about 3,000 hectares of lands in Khaga Kharibari, Tepa Kharibari, Gayabari, Jhunagachh Chapani, Khalisha Chapani, and Purba Chhatnai unions of the upazila. Different crops, including potato, sweet pumpkin, chilli, onion, garlic, squash, cabbage, wheat, groundnut and maize are being cultivated on the lands. Farmers are looking for economic emancipation by growing vegetables on the land. According to the upazila agriculture department sources, different crops have been cultivated in 3,000 hectares of char land in this season. While visiting different chars including the Teesta Bridge area of Dimla Upazila, it was found that farmers are busy in producing different crops. Farmers work from dawn to dusk. The sandy soil of Teesta chars has turned into white gold for them. At present, as the water in the river receded, the river-based livelihood earners are making themselves economically sustainable by cultivating crops on the char land. While visiting Char Kharibari of Tepa Kharibari Union, Chhatnai Colony and Jharsingheshwar of Purba Chhatnai Union, and Baishpukur of Jhunagachh Chapani Union it was found that, different crops like potato, maize, onion, garlic, chilli and sweet pumpkin are being cultivated on the char land. Farmers are now busy tending the crops. Darbesh Ali, a farmer tending a field in the



Teesta Bridge area, cultivated potato, onion, maize, chilli and gourd. The yield has also been good. He hopes to get a good price. Farmers Hormuz Ali and Sekendar Ali Mia of Char Kharibari area said, "We did not get fair price of sweet pumpkin last year. Now we hope to get a good price. If the weather is good, the yield will be good. Our riverside people live by cultivating this Teesta char."

We have no land for cultivation. So every year we cultivate here." Upazila Agriculture Officer Agriculturist Sekender Ali said, "Various crops have been cultivated in about 3,000 hectares of char land in the upazila this year. Besides giving various types of fertilizers to the farmers, we have provided overall cooperation to them. The emergence of chars in the river has opened the door of progress for the people living on the riverbanks. In this season, besides the bumper yield of vegetables, the amount of cultivable land is increasing day by day. As a result, many farmers are making themselves sustainable by producing vegetables in the char."



শরীয়তপুরে ৪শ' হেক্টেরে নিরাপদ টমেটো চাষ

স্টাফ রিপোর্টার

শরীয়তপুর জেলার জাতিরায় প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে টমেটো চাষ শুরু হওয়ায় আমা খিরে এসেছে ভোজাদের। রাসায়নিক ব্যবহার করে টমেটো পাকানো হয় আতঙ্গে বিষাট বেশ কয়েক বছর থেকে শরীয়তপুরের বাজারগুগোতে টমেটো কৃষি করে দিয়েছিল। খাল তালিকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ও দুর্বল ও শুধু সম্পূর্ণ অন্তর্জাতিক জনপ্রিয় এ সবজির প্রতি আমা খিরিয়ে আবাদে এ মৌসুমে জাতিরায় বিলাসপূর্ণের মূলাই বেপারির কল্পনা কৃতভাবে ইউপি চেয়ারম্যানসহ ৫ জনে কৃষক ও বিষা জমিতে বিষমুক্ত পদ্ধতিতে টমেটো চাষ করেছেন। টমেটো পাকাতেও তারা অবসর করছেন প্রাকৃতিক পদ্ধতি। ফলে কৃষক ও বিষা বিভিন্ন বিষয়ে এনেছেন না, খবরের তালিকার পছন্দের এ সবজির প্রতি খিরিয়ে এনেছেন ভোজাদের আশাও। স্থানীয় বিভাগ বলছে, ক্যাপস প্রতিরোধক গুগসক্ষম টমেটো আবাদে কৃষক ও অর্থনৈতিকভাবে লাভবান্বই হবেন না, মিরাপুর খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন ও হবে বেগবান। জাতিরা উপজেলার কৃত্তিতে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আজ্ঞাত

হোসেন বখেল, রাসায়নিক দিয়ে টমেটো পাকানোর আতঙ্গে আমি নিজেও বেশ কয়েক বছর খাবাত টমেটো খাওয়া একদম কমিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এ মৌসুমের প্রথম দিকে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শের ফলে টমেটোর প্রতি ভোজাদের আজা খিরিয়ে আবাদে পরীক্ষামূলভাবে ৫ বিষা জমিতে নিরাপদ পদ্ধতিতে টমেটো চাষ ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পাকানো শুরু করি। এতে আবাদের ৫ জমির খরচ হয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। বাজারে আবাদের টমেটোর চাহিদা এতেও হবে তা সুব্রতে পারি নাই। আশা করছি ও শক্ত টাকার উপরে বিজি হবে। বাজারে আবাদ টমেটো বিজি শেষ না হতে বাইরের টমেটো কেট বিক্রি করতে পারে না। এ সাফল্যে আমি ধূঁধী। আমারীতে আমি এ পদ্ধতিতে ৩০ বিষা জমিতে টমেটো আবাদের পরিকল্পনা করছি। জাতিরা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: জামাল হোসেন বখেল, টমেটোতে রাসায়নিকের অভাব আতঙ্গে গত কয়েক বছর থেকে জেতাদের অনাছার কারণে জাতিরায় কমছিল আবাদের পরিমাণ। তবে ক্যাপস জীবাণু প্রতিরোধক নিরাপদ টমেটো আবাদ ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পাকানোর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় এখন আমা -৭ এর পাতায় দেখুন

শরীয়তপুরে ৪শ' হেক্টেরে নিরাপদ শেষ পৃষ্ঠার পর

ফিরছে ভোজাদের। আমরা মিরাপুর খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনকে সফল করতে আমরা সকলেই যাত পর্যায়ে কৃষকদেরকে সব ধরনের সহায়তা ও পরামর্শ দ্রব্য করে যাচ্ছি। ফলে আগামীতে আবাদও জাতিরায় টমেটোর আবাদ বৃক্ষ পেয়ে আগেও অবস্থাকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদী। এবছর জাতিরা উপজেলায় ৩শ' ৫০ হেক্টের জমিতে টমেটো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও আবাদ হয়েছে ৪শ' হেক্টেরে।

Khamari mobile App to contribute to build smart Bangladesh: Secretary

NATIONAL DESK

Secretary to the Ministry of Agriculture Wahida Akter has said Khamari mobile App will contribute a lot towards building smart Bangladesh as it's very much effective in terms of digitizing the data and findings related to farming.

"The Khamari App under the crop zoning project is time-fitting and need-oriented to the farmers and other beneficiaries," she added while addressing the assessment meeting of the field-level effectiveness of the App on Friday as chief guest.

Bangladesh Agriculture Research Council (BARC) and Soil Resource

Development Institution (SRDI) jointly organized the farmers' field day meeting at Sherpur village under Gomostapur Upazila in Chapainawabganj district.

BARC Executive Chairman Dr Sheikh Muhammad Boktiar and SRDI Principal Scientific Officer Dr Nurul Islam also spoke with BARC Member Director Dr Abdus Salam in the chair.

Secretary Wahida Akter said the farmers will get different kinds of information, including season-wise crops, land fertility, fertilizer recommendation, yield and seed through the App.

Apart from this, they will gather knowledge about crop zoning, crop

diversification, crop production and farming technology.

As a whole, the App will bring a new horizon in the field of agriculture in future.

Agriculture Secretary Wahida Akter said the present government under the dynamic and farsighted leadership of Prime Minister Sheikh Hasina has attached priority to agriculture and attained remarkable success in the field of promoting farming technology and digitization.

She told the meeting that necessary steps will be taken to establish mango-based industries in the region as it has countrywide fame related to mango production.



কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

Bangladesh Post

a daily with a difference

05-Mar-23 Page:7 Size:21 col*inch

Tonality: Positive, Circulation: 40,550



Watermelons price higher than usual

BP Desk

the summer fruit is too high to afford
for middle and low-income consumers,

Mostafizur Rahman, a resident of Rangpur city, was not happy after buying his kids' favorite fruit – watermelon. Although he knew that the summer fruit will make them happy, Tk 380 for a watermelon was too high, compared to the previous years despite an ample supply.

"It's impossible for many consumers to buy watermelon at this price," Mostafizur Rahman said dryly.

The juicy fruit, which is atop the list of favorites during summer, has already coming to the market but traders and consumers said the price of

Visiting the municipal market in Rangpur city, this correspondent found that vendors showcasing watermelons and consumers are bargaining the price to buy season's first watermelon.



05-Mar-23 Page: 3 Size: 16 col*inch

Circulation: 83,000

কৃষিয়ায় কমেছে তামাকচাষ, বেড়েছে ভুট্টাচাষ

সিহাব উদ্দিন, কৃষিরা

কৃষিয়ায় বিশ্ববৃক্ষ আবাদ দিনদি কমতে শুরু করেছে তামাক কেন্দ্রান্তরে জোড়াই অসারে খিত নিয়ে গোটে এ জেলায় তামাক চাষ বেড়েছিল তবে এ বছর জেলার সেই চির পাস্টেছে কৃষিকলা তামাক চাষে নিয়ন্ত্রণ হয়ে দিক্কে ভুট্টা চাষের দিকে ঝুঁকাছে। ধার কলে এ বছর লক্ষ্যমাত্রাত চেয়ে প্রায় ২ হাজার হেক্টের জমিতে ভুট্টার চাষ দেখি হয়েছে। গত বছর নাম ভালো পাওয়ার ভুট্টা চাষে আশাই হয়েছে বলে জনন কৃষিকলা তবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দাবি, সরকারি বিভিন্ন থানাদার কর্তব্যে বেড়েছে তামাকের পরিবর্তে ভুট্টার চাষ।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দেয়া তথ্য মতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে কৃষিয়ার ৬টি উপজেলায় ১ হাজার ৮১৬ হেক্টের জমিতে ভুট্টার আবাদ হয়েছিল, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা দ্বা হয়েছিল ১ হাজার ৬৩০ হেক্টের জমি। আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ৩ হাজার ১২৩ মেট্রিক টন। সেখানে উৎপাদন হওয়াছিল ১ লাখ ৫ হাজার ১২২ মেট্রিক টন। হেক্টের প্রতি গড় কলন ১০ মিলিন ৭৫ মেট্রিক টন ছিল। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে কৃষিয়ার ৬ টি উপজেলায় ১ হাজার ১১৬ হেক্টের জমিতে ভুট্টার আবাদ নক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

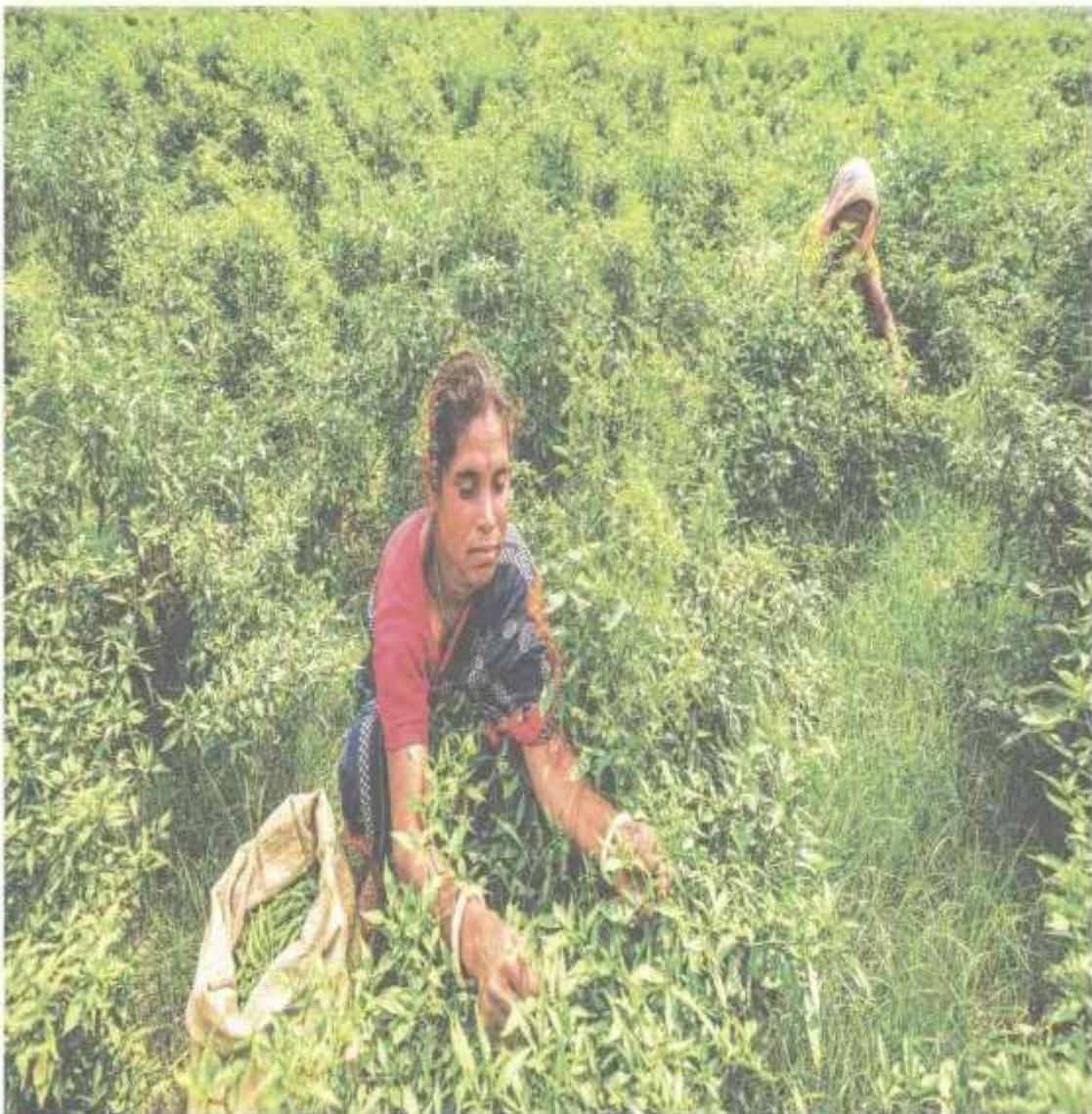
নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৬ হাজার ৬৯ মেট্রিক টন তবে চলতি মৌসুমে ভুট্টার আবাদ হয়েছে ১ হাজার ১ শত ১০ হেক্টের জমিতে যা থেকে প্রায় ১ লাখ ১৮ হাজার ৪৬২ মেট্রিক টন ভুট্টা উৎপাদিত হবে বলে আশা কৃষি বিভাগের। তামাক চাষ প্রথম এলাকা কৃষিয়ার মিলপূর্ণ উপজেলার ক্ষয়ক্ষেত্র কৃষক জনন, তারা তামাক চাষ করে মূলত একবারে বিক্রি ও টাকা পাওয়া যায় বলে। তাহাতা তামাক চাষে থুব বেশী লাভ হয়ন। বিগত বছর ষষ্ঠেতে তামাকের চাষ করলেও এবছর ভুট্টা আবাদ করেছে। সৌন্দর্যপূর্ণ উপজেলার জনোক কৃষক জনন ভুট্টা চাষে তেমন একটা ধরচ হ্যান। ধিপ্পুটি ৪-৫ হাজার টাকা ধরচ করে ৪০-৪৫ মিঃ ভুট্টা পাওয়া যায়, যার বাজার মূল্য প্রতি মন ১০১০-১১০০ টাকা। ভুট্টা বাবমায়াদের সাথে কথা বলে জান যায় আগে ক্রেতা না পাওয়ার ক্ষম দামে ভুট্টা বিক্রি করতে হতো কিন্তু গত দুই বছর যাবৎ বাইরের ক্রেতা এসে ভুট্টা কিনে দিয়ে যাচ্ছে, ফলে দামও ভালো পাওয়ে কৃষিকলা। মিলপূর্ণ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আবুল্ফাজল আল মামুদ বকের, গত বছরের তৃতীয় থায় ১০ ভগ জমিতে তামাকের আবাদ করেছে আগামীতে তামাকের পরিবর্তে কৃষিকলা ভুট্টাসহ অন্যান্য খনাখনা চাষে বেশি আশাই হবেন বলে মনে করেন। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক ড. হায়াত মাহমুদ বকেন, দিনদিন কৃষিয়ার ভুট্টার আবাদ বাঢ়ছে। এ বছর প্রায় ২ হাজার হেক্টের জমিতে লক্ষ্যমাত্রাত চেয়ে বেশি ভুট্টার আবাদ হচ্ছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
নিউজপেপার ক্লিপিং সেল
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
wwwais.gov.bd
ফোন: ৮৮০-২-৫৫০২৮২৬০, ই-মেইল: dirais@ais.gov.bd

THE BUSINESS STANDARD

05-Mar-23 Page:3 Size:42 col*inch

Tonality: Positive, Circulation: 24,000



HARVESTING CHILLIES

Workers harvest green chillies from a crop field in the Shariatpur upazila of Bogra, the largest chilli-producing region of the country. Farmers get around Tk4,400 per mound selling these fine-quality chillies at local wholesale markets. This photo was taken recently. PHOTO: RAJIB DHAKA



Mustard harvesting continues in Panchagarh

TIMES DESK

Farmers in the district have started harvesting Mustard with much-enthusiasm as they have got bumper production of the crop.

Mustard harvest has started in the first week of February which will continue till end of March.

Farmers are happy to see bumper production and get fair price of the oil seed as per maund (40 kg) mustard is being sold at Taka 2500 to Taka 3000.

Many farmers have said favorable weather condition and timely supply of necessary agri-inputs were the main reasons behind the bumper production.

Department of Agricultural

Extension (DAE) sources said about 6,040 hectares of land have been brought under mustard cultivation this year with the production target of 10535 metric tons of mustard seeds.

The DAE sources said this year the weather was good and the department has ensured supply of seed, fertilizers, pesticide and other agri-inputs to the farmers at a cost of free for boosting production of mustard.

The DAE has also given training on use modern technology to the farmers for mustard cultivation to make the farming a success.

"I have cultivated high yield Bari-14 variety of mustard on five bighas of land spending Taka 27,000 aiming to

become financially self-reliant," said farmer Sunil Kumar under Debiganj upazila.

He said, "I am expecting over 40 maunds of output from the crop land".

Another farmer Rasidul said he mostly depends on mustard cultivation every season.

He uses fungicide, pesticide along with chemical fertilizer at his mustard field during the time of tilling the land.

Deputy director of DAE Panchagarh Md Rias Uddin told BSS fungicide and pesticide is boosting the production of farmers crop including mustard seed.

The farmer show more interest to grow the crops as its cultivation is easy and lucrative, he added.